উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

Revised Price Rs. 5/-
Udbodhan Office

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৫০

প্রিন্টার—শ্রীজিতে
ব্রহ্মপ্রেস্ প্রি
২০এ, গৌর লাহা
কলিকাতা

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসমূহের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ও শ্বেতাশ্বতর এই নয় খানি উপনিষৎ স্থান পাইয়াছে। ভবিষ্যতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

এই পুস্তকে প্রথমে মূল সংস্কৃত, প্রয়োজন মত মূলের আশয়, অন্বয়-মুখে বাঙ্গলা শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এবং অনুরূপ স্থল সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে; সর্বশেষে মূলানুগত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুরূহ বাক্যসমূহের বিশদ টীকা এবং পুস্তকের শেষভাগে শ্লোকাদির অনুক্রমণিকা এবং নির্ঘণ্টও সংযোজিত হইয়াছে। এই সকলের সাহায্যে উপনিষৎগুলি সংস্কৃতে অল্পাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট সহজবোধ্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। উপনিষদের বক্তব্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে ভূমিকাটিও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। শব্দার্থ ও টীকাদিতে আচার্য শঙ্কর ও অনুবর্তী গ্রন্থকারগণের মতের অনুসরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ মহারাজ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন এবং স্থানে স্থানে টীকাদি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

[illegible]
২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানি ভাষ্যাদির সহিত মিলাইয়া আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেওয়া হইল এবং স্থলবিশেষে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল। ইহাতে উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্যও সংযোজিত হইল। শেষোক্ত কার্যে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী এবং বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল সম্পাদক

সংক্ষিপ্তশব্দের সূচী

ঈঃ—ঈশোপনিষৎ
ঐঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ
কঃ—কঠোপনিষৎ
কেঃ—কেনোপনিষৎ
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
প্রঃ—প্রশ্নোপনিষৎ
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
ব্রঃ সূঃ—ব্রহ্মসূত্র
মাঃ—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র
শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য

গ্রন্থমধ্যে যেখানে উপনিষদের উল্লেখ নাই, মাত্র সংখ্যা দেওয়া আছে, সেখানে যে উপনিষৎ চলিতেছে, তাহারই কথা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সূচীপত্র

উচ্চারণ

বৈদিক উচ্চারণ গুরুমুখে শিক্ষণীয়। তথাপি পাঠকের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে ভাবিয়া কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে কয়েকটি ইঙ্গিত প্রদত্ত হইল।

বর্ণ		উচ্চারণ স্থান
ই, ঈ, চবর্গ, য, এবং শ	...	তালু (ঊর্ধ্ব দন্তমূলের কাছে অথচ উপরে)।
ঋ, ৠ, টবর্গ, র, এবং ষ	...	মূর্ধা (তালুর উপরে, আলজিবের নীচে)।
লৃ (ঌ), তবর্গ, ল, এবং স	...	দন্ত (ঊর্ধ্ব দন্তের গোড়া)।
ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (পঞ্চম বর্ণ)	...	নাসিকা এবং পূর্বোক্ত সেই সেই স্থান।

অন্যান্য উচ্চারণ স্থান ব্যাকরণ হইতে শিক্ষণীয়।

ঃ আশ্রয়স্থানভাগী ; যে স্বরের পরে থাকিবে সেই স্বরের স্থান হইতে, অথচ (হলন্ত) অর্ধ হকারের (হ্) ন্যায়, উচ্চার্য। যথা ততঃ = ততহ্ ; দুঃখ = দুহ্খ।

যজুর্বেদে শ, ষ, স, হ, কিংবা র পরে থাকিলে ঃ স্থানে গুং (ꣳ) আদেশ হয়। ঃ এর পূর্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে গুং এর উচ্চারণ দীর্ঘ ও দীর্ঘস্বর থাকিলে হ্রস্ব হয়।

য এর উচ্চারণ—ই + অ ; যথা যমঃ = ইঅমঃ। ব এর উচ্চারণ—ও + অ (ইংরাজি w) ; যথা বাক্ = ওআক্। ই + অ এবং ও + অ দ্রুত উচ্চার্য। ষ এর উচ্চারণ খুকি শব্দের খ এর মত। শ এর উচ্চারণ শরৎ শব্দের শ এর মত। ষ ও ণর উচ্চারণকালে জিহ্বাকে উল্টাইয়া মূর্ধা প্রায় স্পর্শ করিতে হয় (ণ = প্রায় ড়ঁ)। স এর উচ্চারণ বস্তু-শব্দের স এর মত। সংযুক্ত বর্ণ পৃথক্ উচ্চার্য—বিদ্বান্ = বিদ্ওআন্ ; আত্মা = আৎমা ; যজ্ঞ = ইঅজ্ঞ। ঋ—মূর্ধার পার্শ্বদেশকে জিহ্বার পার্শ্বদেশ দ্বারা প্রায় স্পর্শ করিয়া উচ্চার্য (কতকটা রি ও রু এর মাঝামাঝি)। হ্রস্ব স্বর হ্রস্ব করিয়া ও দীর্ঘস্বর দীর্ঘ করিয়া উচ্চার্য।

ভূমিকা

বেদ-শব্দটি জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।[1]

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়

"হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র-শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি-শব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য— যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ'-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তিদ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'[2]।"

১। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" মুঃ ১।১।৯

২। ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

অতএব বেদ-শব্দের মুখ্যার্থ জ্ঞানরাশি এবং গৌণার্থ শব্দরাশি। কিন্তু শব্দরাশিরূপ বেদও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার বস্তু, কারণ উহা অনন্তপুরুষেরই বাঙ্ময়ী মূর্তি ;—ইহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বেও এই অনাদি বেদ ছিল, কারণ শব্দপূর্বকই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই ভাব আত্মপ্রকাশ করে। বৈদিক শব্দরাশি অবলম্বনে বৈদিক ভাবরাশি প্রকটিত হইয়া আজও জগতে বর্তমান। প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান্ অনাদি বেদ উচ্চারণ করেন, তিনিই শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন ; অর্থাৎ কোন্ শব্দে কোন্ অর্থ বুঝাইবে, তাহা প্রথমে ভগবান্ই স্থির করেন। বিশেষ বিশেষ শব্দে মানব যে বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বুঝিয়া থাকে তাহা শিক্ষা ব্যতীত হইতে পারে না। ভগবান্ই প্রথমে বেদরূপী ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদবলম্বনে মানবীয় ভাষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। তিনিই আদিগুরু—তৎকর্তৃক উচ্চারিত ও প্রকাশিত বেদই অপরে লাভ করিয়াছেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ উহা পূর্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত ও যজ্ঞাদি সম্পাদনে নিযুক্ত হইত। এই গুরুশিষ্য-পরম্পরা অনাদি বলিয়া বেদও অনাদি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ কল্পারম্ভে যেমন যেমন শব্দ উচ্চারণ করেন, সেই সেই বস্তুই সৃষ্ট হয়। সৃষ্টির আদি নাই ; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ববর্তী বেদরাশিও অনাদি। কিন্তু বেদান্ত-মতে বেদ নিত্য হইলেও প্রতিকল্পে উহা পুরুষনিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ঈশ্বরের বাণীরূপে প্রকটিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকল্পে বহু বেদকর্তা হইলেও বাক্যোচ্চারণে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। বেদে আছে যে, বিধাতা পূর্বকল্পের সৃষ্টি

অনুসারেই পরকল্পের সৃষ্টি রচনা করেন। নূতন কল্পের পূর্বে তিনি অনাদি বেদকেই পুনর্বার উচ্চারণ করেন এবং তদনুযায়ী সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা অবশ্য সত্য যে, পূর্বোচ্চারণ বা পূর্বসৃষ্টি পরবর্তী উচ্চারণ বা সৃষ্টির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না; পরবর্তীটি পূর্বের অনুরূপ মাত্রই হইয়া থাকে। এইরূপে উচ্চারণ বিষয়ে স্বয়ম্ভুর কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও বেদ বস্তুতঃ অপৌরুষেয়—উহা কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত নহে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩ ও ১।৩।২৮-৩০ দ্রষ্টব্য)।

কল্পারম্ভে ভগবান্—প্রজাপতিরূপে বেদের প্রচার করিয়া থাকেন (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।১)। এই বিষয়ে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, একদা আদি-পুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অস্ফুট নাদধ্বনি হইল, পরে প্রণব এবং তদনন্তর উক্ত প্রণব হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি প্রকটিত হইল। সেই বর্ণরাশি সহায়ে তিনি যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বেদবিদ্যা।

বেদ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ববেদ।

বেদের বিভাগ

প্রতি বেদে আবার দুইটি বিভাগ আছে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্রভাগের[১] অপর নাম 'সংহিতা', অর্থাৎ যাহাতে মন্ত্রসমূহ সম্-হিত বা একত্র স্থাপিত বা সমষ্টীকৃত হইয়াছে। আর শ্রুতি নিজেই যে অংশে নিজের অপ্রকাশিত

১। যাস্কের মতে "যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাহার নাম মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাৎ (৭।৩।৬)। মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারিগণ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন—তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্যন্তে, অতএব মন্ত্রাঃ" (৭।১।১)। জৈমিনির মতে "অভিযুক্তেরা যাহাকে মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাই মন্ত্র—[illegible]অভিযুক্তোপদিষ্টো মন্ত্রঃ"।

অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ও সংহিতার প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বেদাংশকে 'ব্রাহ্মণ'[১] বলে। ব্রাহ্মণ ভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ (অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য), উপাসনা[২], ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে, কারণ উহা অরণ্যে পঠিত হইয়া থাকে এবং অরণ্যবাসীদেরই অবলম্বনীয় (দ্রঃ তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ টীকা)। আরণ্যকসমূহেও প্রচুর উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে।

১। আপস্তম্ব-মতে "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি—কর্মচোদনা অর্থাৎ বিধিই ব্রাহ্মণ"। বিধি দুই প্রকার—অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক (সায়ন)। কর্মকাণ্ডে যে সকল বিধি আছে তাহা অপ্রবৃত্তকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। জ্ঞানকাণ্ডে যে সমস্ত বাক্য আছে তাহা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয়। বস্তুতঃ কর্মকাণ্ডোক্ত বাক্যগুলিও অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, শুধু অপ্রবৃত্ত-প্রবর্তক বলিয়া নহে। ব্রাহ্মণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। একটি মতে বলা হয়—যে ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিক্ যজ্ঞ পরিচালনা করিতেন, তাঁহাকে ব্রহ্মা বলা হইত; তিনি যে বেদভাগের সাহায্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ। এই অর্থ গৃহীত হইলে উপনিষৎসমূহের প্রামাণ্য নষ্ট হয়; কারণ উহারা কর্মে [illegible] হয় না। অপর মতে ব্রহ্মণ্, অর্থাৎ স্তোত্রাংশ, সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। Cf. History of Indian Philosophy—Das Gupta.

২। "শাস্ত্রবিহিত কোনও বিষয়কে ধ্যানের আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে এইরূপ একটি সমানাকার চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করা যে, তাহার মধ্যে ভিন্ন প্রকারের বৃত্তি উদিত হইয়া বাধা জন্মাইতে না পারে।" (দ্রঃ তত্ত্ববিবেক)। "শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে পৃথক্ করিয়া মনোমধ্যে উপসংহার পূর্বক এবং উক্ত মনকেও প্রত্যক্-চেতয়িতাতে উপসংহার করিয়া একাগ্ররূপে যে চিন্তা করা, তাহাই ধ্যান। তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারাই ধ্যান।" (গীতাভাষ্য ১৩।২৪)।

অরণ্যবাসিদিগের পক্ষে যাগযজ্ঞ সম্পাদন অসুবিধাজনক হওয়ায় এবং উচ্চতর তত্ত্বের জন্য তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহারা ধ্যান বা উপাসনা করিতেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ অংশেই উপনিষদ্ সমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং তদবধি তাহারা সংহিতোপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণোপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—ঈশোপনিষদ্ একটি সংহিতোপনিষদ্ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপনিষদ্। তবে সাধারণতঃ এই বিভাগগুলির মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। যথা—প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৎপরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অতঃপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং সর্বশেষে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্[১]।

মন্ত্রসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঋক্, যজুঃ ও সাম[২]। বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহকে এক এক স্থানে সংহত করিয়া তাহাদিগকে তিনটি বেদগ্রন্থাকারে বিভক্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে সন্নিবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ বেদব্যাস বেদ রচনা করেন নাই, তিনি বেদের বিভাগমাত্র করিয়াছেন। মন্ত্রভাগের প্রাধান্যবশতঃ মন্ত্রনামানুযায়ী বিভিন্ন ভাগের নামকরণ হইয়া থাকিলেও প্রত্যেক বেদেই তাহার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও

১। এইরূপে বেদের অন্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষৎ-প্রতিপাদিত বিদ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে বেদের সারভাগ বলিয়াই উহা বেদান্ত নামে অভিহিত। "তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ"—মুক্তিক-উঃ।

২। নিয়মিত পাদাক্ষর ও ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারীরা ঋক্ মন্ত্রে দেবতার স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন। গীতিরূপ মন্ত্র সাম। সামবেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার প্রায় সমস্তই ঋক্ মন্ত্রের উপর নির্ভর করে (ছাঃ ১।৩।১)। উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সাম গান করেন। গদ্যময় মন্ত্র যজুঃ। অধ্বর্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন।

উপনিষৎসমূহ আছে। সুতরাং ঋগ্বেদাদি শব্দে শুধু ঋগাদি সমষ্টিকে না বুঝিয়া ঋগাদিমন্ত্র-প্রধান ও ব্রাহ্মণাদি-সংযুক্ত বেদভাগকেই বুঝিতে হইবে। অথর্ববেদে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতিও রহিয়াছে[১]। এই চতুর্বেদেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ আছে।

বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন[২]। বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আবার অত্যধিক বিদ্যা-ভিমানের ফলে গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্গীরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্লযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষী রূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈত্তিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী নামেও উল্লেখ করা হয়। ত্রয়ীর অর্থ তিনের সমষ্টি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, ত্রয়ী শব্দে ঋক্, যজুঃ, ও সাম এই বেদত্রয়কে বুঝায়; সুতরাং অথর্ববেদ বেদবহির্ভূত। বস্তুতঃ অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা ত্রয়ীর মধ্যে

১। ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদং সামভিঃ॥
রাজন্নথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥ বিষ্ণু পু: ৩।৪।১৩-১৪

২। ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥ বিষ্ণু পু: ৩।৪।৭

পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না[১]।

অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, ত্রয়ী শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে, এবং মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য, ও গীতি) বিভক্ত বলিয়া বেদসমূহ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অথর্ববেদ যে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদ মধ্যেই রহিয়াছে[২]।

সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা হয়। আরণ্যক ও উপনিষদতিরিক্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কেন না তাহারা প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কার্যেই প্রযুক্ত হয়। আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয়, অর্থাৎ স্বর্গাদি অলৌকিক ফল ও ধনরত্নাদি লৌকিক ফলের, অধিকারী করে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড তাহাকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির ভাগী করে। কর্মসমূহ কর্মাঙ্গভূত বস্তু ও ক্রিয়ার সাধ্য; কিন্তু জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ।

বেদের শাখা প্রশাখা

চতুর্ধা বিভক্ত বেদ শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে আবার বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঐ সকল শাখা প্রশাখার অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের যে অংশ এখন সাধারণ্যে প্রচলিত আছে তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। বাষ্কল শাখার সংহিতাও খণ্ডিতাকারে পাওয়া যায়।

১। "উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব"—পৃঃ ২ ; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। ছাঃ ৭।১।২—ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্। ছাঃ ৩।৩।১-২ ; বৃঃ ২।৪।১০, ৪।১।২, ৫।৫।১১ ; মুঃ ১।১।৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

শুক্লযজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে বর্তমানে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাদ্বয় প্রচলিত আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, সামবেদের কৌথুমশাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে, এবং রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। অথর্ববেদের শৌনক শাখা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। উয়েবার সাহেব বলেন যে, উহার পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে রক্ষিত আছে[১]।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

বেদের প্রতিশাখায়ই বহু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ ছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণদ্বয় ঋগ্বেদের অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কৌষিতকী আরণ্যক কৌষিতকী ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ়, তলবকার বা জৈমিনীয়, এবং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ সামবেদের অন্তর্গত। তলবকার ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকার নাম উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ; কেনোপনিষৎখানি উহারই অন্তর্গত। আর্ষেয় ব্রাহ্মণও তলবকার ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট স্থানীয়। ষড়্‌বিংশের শেষ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। সামবিধান ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, ও সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ নামক আরও কয়েকখানি সামবেদীয় ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণখানি ঐতিহাসিক ও বৈদিক সাহিত্যিকের পক্ষে অতি

১। ঋগ্বেদের মোট ২১টি শাখা, যজুর্বেদের ১০০টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, এবং অথর্ববেদের ৯টি শাখা (কূর্মপুরাণ ৫২ অঃ)। শুক্লযজুর্বেদের ১৫ বা মতান্তরে ১৭ শাখা। এই সব বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪-৬ দ্রষ্টব্য)।

অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব উভয় শাখাতেই সংকলিত হইয়াছে। [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষৎ উপনিষৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা[1]। 'উপ' ও 'নি' পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটি গঠিত হইয়াছে। 'উপ'-শব্দে সমীপ বা সামীপ্য বুঝায়, অর্থ কোনও বাধক না থাকিলে উক্ত সামীপ্য-শব্দে প্রত্যগাত্মার সামীপ্য বুঝায়। 'নি'-শব্দটি নিশ্চয়ার্থক ও নিঃশেষার্থক; এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ বিশরণ বা শিথিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি, এবং অবসাদন বা বিনাশ। সুতরাং উপনিষৎ-শব্দের ধাতুগত অর্থ—ঐকাত্ম্য নিশ্চয়ের দ্বারা যে বিদ্যা সত্বর সহেতুক সংসার উন্মূলিত করে[2]; অথবা যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়; কিংবা যে বিদ্যার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক তন্নিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয়ে উহার অনুশীলন করিলে উক্ত বিদ্যা অবিদ্যাদি সংসারবন্ধনকে শিথিল বা নিঃশেষে বিনাশ করে—সেই বিদ্যা[3]। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ-শব্দের অর্থ হইলেও গ্রন্থসাহায্যে ঐ বিদ্যা লাভ হইতে পারে বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। উপনিষৎ-শব্দের অপর অর্থ বিদ্যা-বিশেষের সারাংশ বা রহস্য-বিদ্যা[4]। হৃদয়গুহায় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত

১। দ্রবিড়াচার্য প্রথমে উপনিষৎ-শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন এবং আচার্য শঙ্কর তাঁহার অনুসরণ করেন—Introduction to Brihadaranyaka Upanishad by Kuppuswami Sastri.

২। বৃঃ ভাষ্যভূমিকা ও আনন্দগিরির টীকা।

৩। কঃ ভাষ্যভূমিকা ও মুঃ ভাষ্যভূমিকা।

৪। ইহাই প্রাচীন অর্থ। ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ ভিন্ন অপর স্থলেও এই অর্থে উপনিষৎ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—বৃঃ ২।১।২০; শ্বেঃ ৫।৬ ইত্যাদি।

ব্রহ্মের বিষয়ে এই বিদ্যা উপলব্ধি হয় এবং অজ্ঞান উপশম ছিন্ন হয় [illegible]। ইহার অন্যার্থ—বিশেষ বিনীতভাবে শিষ্য-কর্তৃক গুরু-সমীপে অবস্থান[1]। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার; কেন না দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশে এবং উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিভিন্ন কালে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা উপনিষৎ-নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপেই সম্রাট্ আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয়। যাহা হউক যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ঈশাদি ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী

উপনিষদের সংখ্যা ও শাখা-পরিচয়

উপনিষৎ কৌষিতকী শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং ঐতরেয়োপনিষৎ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ কাঠক শাখার অন্তর্নিবিষ্ট; মহানারায়ণ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দ্বয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ; মৈত্রায়ণীয়োপনিষৎ মৈত্রায়ণী-সংহিতার অংশবিশেষ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ শ্বেতাশ্বতর শাখারই অন্তর্গত—আচার্য শঙ্কর উহাকে মন্ত্রোপনিষৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শুক্ল-যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশ। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ও কেনোপনিষৎ তলবকার শাখার অন্তর্ভুক্ত।

১। "Upanishad" means "a confidential secret sitting;" Paul Deussen. "Upanishad means a forest gathering—disciples sitting near their teachers engaged in religious discussion;" Hoeritz.

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ সম্ভবতঃ শৌনকশাখার এবং প্রশ্নোপনিষৎ পিপ্পলাদশাখার অন্তর্গত; কারণ উক্ত ঋষিদ্বয়ই যথাক্রমে উহাদের বক্তা। অথর্ববেদীয় অধিকাংশ উপনিষদেরই শাখা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রস্থানত্রয়

উপনিষদুক্ত বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না এবং তজ্জন্য অর্থবিষয়ে লোকে বিভ্রান্ত হইতে পারে মনে করিয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই উহার মর্মকথা উদ্‌ঘাটনের জন্য এবং বহিরাক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, ও গীতা এই ত্রয়ীকে সংক্ষেপে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ইহারাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রে একদিকে যেমন উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি পরমত খণ্ডনপূর্বক যুক্তি সহকারে স্বমত প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই জন্য ইহা ন্যায়প্রস্থান নামে পরিচিত। গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষৎ-সমূহকে শ্রুতিপ্রস্থান বলে। ঋষিগণ-বিরচিত ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রগুলিও স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দুর্বল এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য[১]।

১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা গ্রন্থরূপী বেদকে পুরুষরচিত বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, প্রায় খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে সংহিতা রচিত হয় (ম্যাক্স মূলার), খৃঃ পূঃ ৮০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়, এবং সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হয় (ম্যাক্‌ডনাল)। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎসমূহ বিরচিত হয়। উইন্টারনিজের মতে রচনা-কালানুসারে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ; প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকী, ও কেন; দ্বিতীয়—কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক,

উপনিষৎ অবলম্বনে প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ উত্থিত হইয়াছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, ও দ্বৈত। প্রায় প্রত্যেক মতেই উপনিষদের ভাষ্য আছে এবং প্রত্যেক মতেই বিভিন্ন উপনিষদের একবাক্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ও গীতাদি শাস্ত্রেও ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু বলেন যে, বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি একই উপনিষদে, বিভিন্ন মতবাদ আছে। বস্তুতঃ তাঁহারা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়াই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে, উপনিষৎসমূহে প্রকরণভেদ থাকিলেও প্রতিপাদ্য বস্তু বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সমগ্ররূপে গ্রহণ না করিয়া প্রকরণ বিশেষের প্রতি অধিক দৃষ্টি প্রদান করায় প্রায় সকল মতই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়াছে এবং সমগ্র-দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করায় অদ্বৈতমত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদে সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্মের কথা আছে এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ও যোগের উপদেশও আছে। যে মতে এই আপাতবিরুদ্ধ সর্বপ্রকার দৃষ্টির সমন্বয় হইতে পারে তাহাই আদরণীয়। আনন্দগিরি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ার্থ ছয়টি লিঙ্গ আছে—উপক্রমোপসংহার, ঐকরূপ্যাভাস, অপূর্বতা, ফলবত্তা, অর্থবাদ, ও যুক্তি। এই উপায় অবলম্বনে সহজেই

একবাক্যতা

ও মহানারায়ণ; তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয়, ও মাণ্ডুক্য; এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমস্ত। তিলক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ৪০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে বেদ সঙ্কলিত (রচিত নহে) হয়। হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস যে, প্রায় ৫০৪০ বৎসর পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধকালে বেদ সঙ্কলিত হয়।

দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার একত্বই উপনিষৎসমূহের মুখ্য বক্তব্য; অপর যাহা কিছু তাহা উক্ত একত্ব প্রতিপাদনেরই সহায়ক মাত্র। বিশেষতঃ শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদ স্বীকৃত হয়, এবং বিভিন্ন অধিকারীর বোধসামর্থ্যানুযায়ী উপদেশ বিভিন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইলেও মূলগত বস্তু পৃথক্ হইতে পারে না।

এই উদার অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করের রচিত উপনিষদ্-ভাষ্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আচার্যের ব্যাখ্যাই যে উপনিষদের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যা এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রায় সকলেই একমত।

অদ্বৈতবাদ উপনিষৎ-সম্মত

আচার্য দেখাইয়াছেন যে, সকল উপনিষৎই একবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন[১]। মনোবাক্যাতীত ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য লৌকিক ভাষা ও লোকবুদ্ধির অনুসরণ করিতে হয়; সুতরাং সেই ভাষাগত ও বুদ্ধিগত বিরোধপরম্পরা বেদান্তদর্শনের বক্তব্য-বিষয় মধ্যেও আছে বলিয়া লোকে ভ্রম করিতে পারে। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। এই বিদ্যা গুরুপরম্পরায় আগত—ইহা কাহারও মস্তিষ্ক-প্রসূত বা বুদ্ধি-লব্ধ নহে; সুতরাং গুরুর আশ্রয়েই এই আপাতবিরোধের সমাধান সম্ভবপর।

প্রতি শাস্ত্রেরই অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, ও প্রয়োজন নির্দেশ

১। ঈঃ ৪, ঈঃ ৭; কঃ ২।২।৯; প্রঃ ১।৮; মু ২।২।১১; মাঃ ২; তৈঃ ২।১; ঐঃ ১।১, ঐঃ ৩।১; কেঃ ২।৪; ছাঃ ৬।২।১; বৃ ১।৪।১০; শ্বেঃ ৩।১—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

করিতে হয় ; ইহাদের পারিভাষিক নাম অনুবন্ধ-চতুষ্টয়। যিনি যথাবিধি বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়নপূর্বক সামান্যতঃ বেদার্থ অবগত হইয়া এই জন্মে বা পূর্ব জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জাতেষ্টি ও যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ও সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক উপাসনার দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, এবং যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক[1], ইহামুত্রফলভোগবিরাগ,[2] এবং শমাদি সাধন-সম্পত্তি[3] যুক্ত, ও মোক্ষাভিলাষী তিনিই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়ের সহিত উপনিষৎসমূহের বোধ্যবোধক-ভাব রূপ সম্বন্ধ আছে, এবং ইহার প্রয়োজন অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তি। নিত্যাদি কর্মের আচরণে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং উপাসনার ফলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়। ইহাদের অবান্তর ফল যথাক্রমে চন্দ্রলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তি।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

গুরুমুখে এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়। এই বিদ্যা উপদেশের জন্য তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহার নাম অধ্যারোপ ও অপবাদ।

অধ্যারোপ ও অপবাদ

অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। বর্তমান স্থলে বস্তু [illegible] ব্রহ্ম এবং অবস্তু অজ্ঞানাদি জড়সমূহ। জ্ঞান সহায়ে ভ্রম দূর হইলে রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেরূপ রজ্জুমাত্ররূপে অবস্থান করে, সেইরূপ যে বিচারের ফলে জগদ্‌জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মের বিবর্ত

১। ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য—এই প্রকার বিবেচনা।

২। ইহলোকের ভোগসমূহ কর্মফল-জনিত, অতএব অনিত্য ; সেইরূপ পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগ্য বিষয়সমূহও অনিত্য ;—এইরূপ বিচারপ্রসূত বৈরাগ্য।

৩। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, ও শ্রদ্ধা।

জগৎ ব্রহ্মরূপে অবাধিত হইয়া অবস্থিত থাকে, তাহার নাম অপবাদ।

যাহা সৎ ও অসৎ রূপে অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ, ও যৎকিঞ্চিৎরূপে উক্ত হয় তাহাই অজ্ঞান (শ্বেঃ ১।৩ ও গীতা ৭।১৪)। বৃক্ষসমূহকে যেরূপ সমষ্টি অভিপ্রায়ে বন ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে বৃক্ষসমূহ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাশ্রিত ও জীবগত অজ্ঞানও সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে বহু বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি অজ্ঞানের নাম মায়া বা মূলাবিদ্যা। উহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে। ব্রহ্ম ও মায়ার ইতরেতরাধ্যাস বশতঃ ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্তি মায়াতে এবং মায়ার সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইরূপে ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়। তিনি আবার মায়ার বিষয়ও হন, অর্থাৎ মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অজ্ঞাত হন। আকাশের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে যেরূপ উহাতে আরোপিত নীলত্ব বাধিত হয় এবং উহা ভ্রম বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বেদান্ত-বাক্যরূপ প্রমাণ সহায়ে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব নিশ্চিত হইলে মায়াও বাধিত হইয়া থাকে। জীবগত অজ্ঞান জীবভেদে নানা, সুতরাং একের অজ্ঞান অপগত হইলেও সকলের বন্ধন নষ্ট হয় না। ব্যষ্টি অজ্ঞানের অপর নাম তুলাবিদ্যা।

অজ্ঞান

মায়াতে উপহিত[১] ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে। তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক ও সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক হইতে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম-শরীর-সমষ্টিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, বা প্রাণ বলা হয়। ইনি জ্ঞান, ইচ্ছা, ও

সৃষ্টি

১। উপাধি—যাহা বিশেষ্যের সহিত সমবেত অর্থাৎ নিত্যসম্বদ্ধ না হইলেও বিশেষ্যের পরিচয়প্রদান কালে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে অপর পদার্থাদি হইতে

ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম-পঞ্চমহাভূতাভিমানী। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত ও সপ্তলোকাদি উৎপন্ন হয়। স্থূল বিশ্বে অভিমানী চৈতন্যকে বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলে। এই সমস্তই সংসারের অন্তর্গত।

উত্তর মার্গ ও দক্ষিণ মার্গ

যাঁহারা সংসারভোগ হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; যাঁহারা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ বাসনা) অনুসারে শাস্ত্রীয় কর্মে ও উপাসনায় রত, তাঁহারা বহু জন্ম উত্তর ও দক্ষিণ মার্গে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে বাসনা-মুক্ত হইয়া নিবৃত্তি-পথে আরূঢ় হন। আর যাঁহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি[1] উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট তাঁহারা স্বৈরাচার বশতঃ নিম্নযোনিতে বা নরকাদিতে যন্ত্রণা ভোগ করেন। অশ্বমেধযাজী, পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসক, সগুণ ব্রহ্মোপাসক, প্রতীকোপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসাশ্রমী উত্তর মার্গে, এবং জ্ঞানরহিত কর্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থগণ দক্ষিণ মার্গে গমন করেন।

মুক্তি

যাঁহারা সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, গুরু-মুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য[2] শ্রবণ করিয়াছেন ও তদর্থের বিচারপূর্বক সমাহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই নিবৃত্তিপথে বিচরণশীল সন্ন্যাসিগণের উত্তর বা দক্ষিণ মার্গে গমন হয় না। তাঁহারা এই দেহেই মুক্তিলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন

পৃথক্ করে। "দণ্ডী পুরুষ" স্থলে দণ্ডটি পুরুষের উপাধি। এইরূপে মায়াও ব্রহ্মের উপাধি। "বিশেষণ" কিন্তু বিশেষ্যের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ থাকে। যথা—"নীল পদ্ম"।

১। দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণধর্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ॥

এই মার্গদ্বয়ের বিস্তৃত বিবরণ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণে আছে।

২। "তত্ত্বম্ অসি" — তুমিই সেই (ব্রহ্ম); "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি" — আমি ব্রহ্ম, "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" — এই আত্মা ব্রহ্ম; "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" — প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

এবং বর্তমান দেহের মৃত্যুর পরে বিদেহমুক্ত হন। তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে মন নির্মল হইলে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং কল্পান্তে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সহিত মোক্ষলাভ করেন—ইহাই ক্রমমুক্তি[১]।

শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। গুরুমুখে বেদান্তশ্রবণ না হইলে জ্ঞান সুদূরপরাহত। "অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য"—এবম্প্রকার স্থির নিশ্চয়ের প্রতি অনুকূল মানসক্রিয়া-বিশেষকেই শ্রবণ বলা হয়। "গুরুমুখে শ্রুত বেদান্তবাক্যের সহিত মানান্তরের বিরোধ আছে," এইরূপ শঙ্কা উদিত হইলে, শ্রবণানুকূল যে তর্কাত্মক মানস ব্যাপারের দ্বারা ঐ শঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে মনন বলে। সাধকের চিত্ত স্বভাবতঃই অনাদি দুর্বাসনা কর্তৃক বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হয়। যে মানস ব্যাপার ঐ চিত্তকে ভোগ্যবিষয় হইতে নিবারিত করিয়া আত্মবিষয়ে একাগ্র করিয়া থাকে, তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়।

ভারতীয় জীবনে বেদ ও উপনিষদের প্রভাব প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধর্ম-কর্মাদি করা হয় এবং যে ভাবধারা অবলম্বনে হিন্দুর জীবন পরিচালিত হয়, তাহার মূলে আছে বেদ ও উপনিষৎ। বস্তুতঃ যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করেন তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। আচার্য স্বামী

উপনিষদের প্রামাণ্য ও প্রভাব

১। জেলোসিপের লেক্চার, ৫ম খণ্ড ১৯৮-২০৫ পৃঃ; মুঃ ৩।২।১৪-১৫; গীতা ৮।২৩-২৮; ব্রঃ সূঃ ৪।১।১-৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন; অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে, বা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ, ও অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ বেদ-নামধেয়, চতুর্বিভক্ত অক্ষর-রাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চস্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ, এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণ-ভূমি।"

অবাধিত ও অনধিগত বিষয়ক জ্ঞানকেই প্রমা বলে; এই প্রমার যাহা করণ বা উপায় তাহার নাম প্রমাণ। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষৎই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণ স্ব স্ব বিষয়ে অকাট্য হইলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদের স্থান নাই। এই জন্যই ব্রহ্মকে "ঔপনিষদ পুরুষ" বলা হইয়াছে। অবশ্য বেদবাক্যকেও তদনুকূল যুক্তি সহায়ে বুঝিয়া লইতে হইবে; এই জন্যই শ্রবণের পর মননের বিধান আছে। তথাপি অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ; অপর কোনও প্রমাণ বা স্মৃত্যাদি উহার অনুকূল হইলে গ্রাহ্য এবং প্রতিকূল হইলে ত্যাজ্য (২১৪ পৃঃ)। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ; শ্রুতিপ্রমাণলভ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সংশয়াদি বিনষ্ট হয় এবং আত্মার পূর্ণব্রহ্মরূপে অবাধিত অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

শুক্লযজুর্বেদীয়

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অদঃ (উহা, পরোক্ষরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, সর্বব্যাপী), ইদম্ (ইহা, নাম ও রূপে অবস্থিত সোপাধিক ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী); পূর্ণাৎ (পূর্ণস্বরূপ কারণাত্মক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণস্বরূপ কার্যাত্মক ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্গত হন); পূর্ণস্য (কার্যাত্মক ব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় ([বিদ্যাসহায়ে] গ্রহণ করিলে, আত্মস্বরূপে একরসত্ব সম্পাদন করিলে, অর্থাৎ অবিদ্যা দূর করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল ব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন)। [বৃঃ ৫।১।১]। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক বিঘ্নের উপশম হউক)।

ওঁ উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্মও পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের অর্থাৎ কার্য-ব্রহ্মের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণই মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্নের[১] শান্তি হউক।

১। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ—আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্র প্রাণিগণ কর্তৃক হিংসাদি।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১

জগত্যাম্ (পৃথিবীতে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে) যৎ কিঞ্চ (=যৎকিঞ্চিৎ, যাহা কিছু) জগৎ (অনিত্য, চরাচর বিকারী বস্তুসমূহ) [আছে] ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমস্তই) ঈশা (নিয়ন্তা পরমেশ্বরের দ্বারা, আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মার দ্বারা) বাস্যম্ (আচ্ছাদনীয়)। তেন (সেই) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা, অর্থাৎ জগদ্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা অবলম্বন-পূর্বক) ভুঞ্জীথাঃ ([আত্মাকে] পালন কর [বৈদিক আত্মনেপদী প্রয়োগ]); কস্য স্বিৎ (নিজের বা পরের, কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)। অথবা—মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না), [কারণ] কস্য স্বিৎ ধনম্ (ধন আবার কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে)। ১

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়[১]। উক্তরূপ ত্যাগের[২] দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর[৩]। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা—(ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না[৪], (কারণ) ধন আবার কাহার? ১

১। সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।৮।৭) 'তুমি ব্রহ্ম' বাক্যের ন্যায় এই বাক্যটি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশক।

২। ইহা সন্ন্যাসের (মু ৩।২।৪ টীকা দ্রঃ) বিধি। মূলের ত্যক্তেন শব্দটি বিশেষ্যার্থে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বস্তু অর্থে, গৃহীত হইতে পারে না। কারণ পরিত্যক্ত পুত্রাদি বা ধনাদি কাহারও পরিপালক নহে। ত্যাগ কিন্তু আত্মানুভূতির পরিপালক।

৩। অবিদ্যাপ্রসূত শোক-মোহাদি সংসার-ধর্ম হইতে মুক্ত কর। ইহাই আত্মার পালন। আত্ম-হনন ইহার বিপরীত (শ্লোঃ ৩ টীকা দ্রঃ)।

৪। ইহা সন্ন্যাসীর পালনীয় নিয়মবিধি।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

[যে ব্যক্তি] ইহ (এই জগতে) শতম্ (শত) সমাঃ (বর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন) [তিনি] কর্মাণি কুর্বন্ এব ([অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত] কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই) [জিজীবিষেৎ—বাঁচিতে ইচ্ছুক হইবেন]। এবম্ (এই প্রকার জীবনেচ্ছা যুক্ত) নরে (নরাভিমানী) ত্বয়ি (তোমার পক্ষে) ইতঃ (এইরূপে ব্যাপৃত থাকা ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কোনও উপায়) ন অস্তি (নাই) [যাহাতে] কর্ম ([অশুভ] কর্ম) [তোমাতে] ন লিপ্যতে (লিপ্ত না হইতে পারে)। ২

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক[১], তিনি (শাস্ত্র-বিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুষ্কামী ও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে[২]। ২

১। পূর্ব শ্লোকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ ও সন্ন্যাসের বিধান এবং বর্তমান শ্লোকে গৃহস্থের কর্তব্যের বিধান করা হইল। শাস্ত্রে এই দুইটি পথকে নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গ বলে। গীতা ৩।৩ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। মানুষের আয়ুষ্কাল শত বৎসর। যিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনি শত বৎসর বাঁচিবেন অথচ সৎকর্ম করেন না, তিনি অবশ্যই অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন।

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩

[অবিদ্বানের নিন্দার্থ এই মন্ত্র]—অসুর্যাঃ নাম (অসুরদিগের আবাসভূত) তে লোকাঃ (সেই সকল লোক) অন্ধেন (অদর্শনাত্মক) তমসা (অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত) ; যে কে চ (যাঁহারা যাঁহারাই) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী, অবিদ্বান্) জনাঃ (মানুষ), তে (তাঁহারা) প্রেত্য (দেহত্যাগ করিয়া) তান্ (সেই সকল লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করেন) । ৩

অসুরদিগের[১] আবাসভূত সেই সকল লোক[২] দৃষ্টি-প্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত । যে সকল মানব আত্মঘাতী[৩] তাঁহারা সকলেই দেহত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন করেন । ৩

১। অদ্বিতীয় পরমাত্মভাবে যাঁহারা ভাবিত নহেন তাঁহাদের, অর্থাৎ দেবাদি সকলেরই । পাঠান্তর—অসূর্যাঃ—সূর্যরহিত, জ্যোতির্বিহীন ।

২। কর্মফলসমূহ যেখানে অবলোকিত বা ভুক্ত হয় ; অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম ।

৩। আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যাদোষে যাহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই । আত্মার বিদ্যমানত্বের ফলে, যে অজরামরত্বাদি অনুভূত হওয়া উচিত, তাহা তাহাদের নিকট আবৃত থাকে ; সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মা যেন নিহত রূপে অবস্থান করেন । কেঃ ২।৫ এবং গীতা ১৩।২৮ দ্রষ্টব্য ।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

[চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্যন্ত মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে]—[সেই আত্মা [illegible]] অনেজৎ (অচল, সর্বদা একরূপ), একম্ ([সর্বভূতে] এক),

[এবং জ্যোতির্ময়রূপে] মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (অধিকতর বেগবান্)। পূর্বম্ (পূর্বেই) অর্ষৎ (গত) এনৎ (এই আত্মস্বরূপকে) দেবাঃ (বস্তু প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হয় না); তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) তিষ্ঠৎ (স্থির থাকিয়া, অবিক্রিয় থাকিয়া) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (মন প্রভৃতি অপর সকলকে) অতি-এতি (অতিক্রম করিয়া যান), তস্মিন্ [সতি] (সেই আত্মতত্ত্ব [আছেন বলিয়াই]) মাতরিশ্বা (বায়ু, জগৎ-বিধারক সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্মসমূহ) দধাতি (ধারণ করেন বা বিভাগ করিয়া দেন)। ৪

(সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক, এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান্[১]। পূর্বগামী ইঁহাকে ইন্দ্রিয়েরা প্রাপ্ত হয় না[২]। ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি আছেন বলিয়াই বায়ু, অর্থাৎ সূত্রাত্মা, সর্বপ্রকার কর্ম[৩] আপনাতে ধারণ করেন[৪]। অথবা—সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম[৫] যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন। ৪

১। সঙ্কল্প মাত্রই মন ব্রহ্মলোকাদি অতি দূর দেশে গমন করে। এইরূপ দ্রুতগামী মনও সেই সেই স্থানে গিয়া দেখে যে, সেখানেও চৈতন্যজ্যোতি পূর্ব হইতেই রহিয়াছেন; কেননা বস্তুতঃ ঐ জ্যোতি সহায়েই মন বিভিন্ন বস্তু জানে। আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়াই মন হইতেও দ্রুতগামী।

২। মন আত্মা হইতে যত দূরে, ইন্দ্রিয়গণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্তী; কেননা তাহারা আরও জড় বা চৈতন্যপ্রতিবিম্ব গ্রহণে অধিক অক্ষম। মন যাহাকে বিষয় করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে আর কিরূপে জানিবে?

৩। শ্রৌত কর্মসমূহ সোম, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকেই অপ্, অর্থাৎ জল, শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাপ্রাণ ও সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন।

৪। হিরণ্যগর্ভের যে প্রভুত্ব আছে, তাহা আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে সম্ভবপর হইত না। চৈতন্যসত্তা ভিন্ন জড় সূত্রাত্মাকে ক্রিয়া অসম্ভব। এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে

যাহার অগ্নিবিষয়ে একটি অনুমানের উদয় হয় [illegible]। [illegible] অনুমানের দ্বারা তিনি প্রমাণিত হন না।

৫। অগ্নির প্রজ্বলন, জ্যোতিষ্কের প্রকাশ, পর্জন্যের অভিবর্ষণ প্রভৃতি। ঈঃ ৮

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (চলেন), তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) ন এজতি (চলেন না); তৎ দূরে ([অবিদ্বান্‌দিগের পক্ষে] দূরে), তৎ উ (আবার) অন্তিকে ([জ্ঞানীদিগের পক্ষে] সমীপবর্তী); তৎ (তিনি) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অন্তরে), উ (এবং) তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ (বাহিরে)। ৫

ইনি চলেন, ইনি চলেন না[1]; ইনি দূরে[2], আবার ইনি নিকটে[3]; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে[4], আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে[5]। ৫

১। স্বতঃ অচল হইয়াও যেন চলেন। ২। অবিদ্বান্ কর্তৃক অপ্রাপ্য।
৩। জ্ঞানীর আত্মস্বরূপ। ৪। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া সর্বানুস্যূত।
৫। সর্বব্যাপী বলিয়া সকলের বাহিরে অবস্থিত। গীতা ১৩।১৫ দ্রষ্টব্য।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

তু যঃ (কিন্তু যিনি) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বস্তুবর্গ) আত্মনি এব (আত্মাতেই, আত্মা হইতে অনতিরিক্তরূপে) [অনুপশ্যতি (দেখেন)], চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয় বস্তুতে) আত্মানম্ (আপনাকেই, নিজ আত্মাকে তাহাদের আত্মা রূপে) অনুপশ্যতি (দেখেন), [তিনি] ততঃ (উক্ত দর্শন হেতু) ন বিজুগুপ্সতে ([কাহাকেও] ঘৃণা করেন না)। ৬

কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে[১] এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে[২] দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা[৩] করেন না। ৬

১। অর্থাৎ অব্যাকৃতাদি স্থাবরান্ত কোন ভূতকে যিনি আত্মা হইতে অতিরিক্ত রূপে দর্শন করেন না। গীতা ৬।২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

২। এই কার্যকরণ-সঙ্ঘাতের আত্মরূপে আমি যেমন সর্বপ্রত্যয়ের সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল, ও নির্গুণ, তেমনি উক্ত স্বরূপেই আমি অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতেরও আত্মা—এই প্রকারে যিনি আপনাকে সর্বভূতে নির্বিশেষরূপে দর্শন করেন। ঐঃ ৩।১।৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত দুষ্টবস্তু দর্শন করিলে তৎপ্রতি ঘৃণা হইয়া থাকে। আপনাকে অদ্বৈত ও বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিলে ঘৃণার কারণ দূরীভূত হয়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় বস্তু) যস্মিন্ (যে কালে) বিজানতঃ (জ্ঞানীর) আত্মা এব (আত্মাই) অভূৎ (হইয়া গেল), তত্র (তখন) [সেই] একত্বম্ (একত্ব) অনুপশ্যতঃ (দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহই বা কি), কঃ শোকঃ (শোকই বা কি)? অথবা—যস্মিন্ (যে আত্মায়) তত্র (সেই আত্মায়)। ৭

সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি আর শোকই বা কি? অথবা—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মা রূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি আর শোকই বা কি[১]? ৭

১। অবিদ্যাকার্য শোক ও মোহের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া সকারণ সংসারের উচ্ছেদ প্রদর্শিত হইল। এই জ্ঞান-নিষ্ঠাধীন মুক্তিই জ্ঞানের ফল।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

সঃ (সেই আত্মা) পর্যগাৎ (সর্বব্যাপী), শুক্রম্ (= শুভ্রম্, জ্যোতির্ময়), অকায়ম্ (অশরীরী), অব্রণম্ (ক্ষতবিহীন), অস্নাবিরম্ (শিরারহিত), শুদ্ধম্ (নির্মল), অপাপবিদ্ধম্ (ধর্মাধর্মাদিরহিত), কবিঃ (সর্বদর্শী), মনীষী (মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর), পরিভূঃ (সর্বোত্তম), স্বয়ম্ভূঃ (নিজেই নিজের কারণ); শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যকাল-স্থায়ী) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য) অর্থান্ (কর্তব্য পদার্থসমূহ) যাথা-তথ্যতঃ (যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুযায়ী, যথানুরূপে) ব্যদধাৎ (বিধান করিয়াছেন, ভাগ করিয়া দিয়াছেন)। ৮

তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল[1], অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল-স্থায়ী[2] সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথাযথরূপে কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। ৮

১। অশরীরী শব্দে আত্মার লিঙ্গশরীরের নিষেধ, অক্ষত ও শিরাহীন শব্দে স্থূলশরীরের প্রতিষেধ, এবং নির্মলশব্দে কারণশরীরের প্রতিষেধ করা হইল।

২। যতকাল সংসার, ততকাল স্থায়ী। যতকাল অবিদ্যা আছে, ততকাল সংসারের বিনাশ নাই। এইরূপে অবিদ্বানের দৃষ্টিতে সংসার নিত্য; সুতরাং সংসার পরিচালনার নিমিত্ত প্রজাপতিগণও নিত্য।

যাঁহারা প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারা দর্শনবিঘাতক অন্ধকারে প্রবেশ করেন; আর যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ১২

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

যে নঃ তৎ (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাম্ (ধীরদিগের নিকট হইতে)—"সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হইতে) অন্যৎ এব (পৃথক্ ফল, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি) আহুঃ (বলেন) অসম্ভবাৎ (প্রকৃতির উপাসনা হইতে) অন্যৎ (পৃথক্ ফল, অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত প্রকৃতিলয়রূপ ফলপ্রাপ্তি) আহুঃ (বলেন)"—ইতি (এইরূপ বাণী) [আমরা] শুশ্রুম (শুনিয়াছি)। ১৩

যাঁহারা আমাদিগের নিকট উক্ত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণী শুনিয়াছি—"প্রকৃতির উপাসনার ফল পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক্ বলা হইয়াছে।" ১৩

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪

যঃ (যিনি) সম্ভূতিম্ (=অসম্ভূতিম্, প্রকৃতিকে) চ চ (এবং) বিনাশম্ (বিনাশী হিরণ্যগর্ভকে)—তৎ উভয়ম্ (এই উভয়কে) সহ (একত্র, একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা সহায়ে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে; অনৈশ্বর্য, অধর্ম, ও কামাদি দোষকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) অসম্ভূত্যা (প্রকৃতির উপাসনা সহায়ে) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ১৪

যিনি প্রকৃতি[1] ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়কে একত্র[2], অর্থাৎ একই ব্যক্তির, উপাস্তরূপে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনাসহায়ে[*] মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনাসহায়ে অমরত্ব[3] লাভ করেন। ১৪

১। মূলের সম্ভূতি—অসম্ভূতি; কারণ পরের পঙ্‌ক্তিতে বিনাশের বিপরীতরূপে অসম্ভূতি ও তাহার উপাসনার ফল প্রকৃতি-লয়ের উল্লেখ আছে। অব্যাকৃতা প্রকৃতিই অসম্ভূতিপদবাচ্যা এবং ব্যাকৃত কার্যব্রহ্মই সম্ভূতি-পদবাচ্য হইতে পারেন।

২। ত্রয়োদশ মন্ত্রে অব্যাকৃত ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দিষ্ট হইলেও চতুর্দশ মন্ত্রে উভয়ের সমুচ্চয় বিধানের জন্য দ্বাদশ মন্ত্রে পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। ঈঃ ১১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকৃতিলয় হওয়া রূপ অমৃতত্ব। মানুষ-বিত্ত ও দৈব-বিত্তের দ্বারা সাধ্য ফল এই পর্যন্তই, এবং সংসারগতিও এই পর্যন্তই। সকল প্রকার কামনা ত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে যে সর্বাত্মভাব লাভ হয়, তাহা ৭ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থদ্বয় প্রকাশিত হইল। অতঃপর ১১শ শ্লোকোক্ত অমৃতত্ব লাভের মার্গ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫

হিরণ্ময়েন (সুবর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পাত্রেণ (পাত্রের, অর্থাৎ মণ্ডলের, দ্বারা) সত্যস্য (সত্য-স্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের) মুখম্ (উপলব্ধির দ্বার, বা মুখ্যরূপ) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিত আছে); [হে] পূষন্ (জগৎ-পরিপোষক সূর্যদেব), ত্বম্ (তুমি) সত্য-ধর্মায় ([সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার ফলে] সত্যস্বরূপ আমার) দৃষ্টয়ে (উপলব্ধির জন্য) তৎ (উক্ত আবরণ) অপাবৃণু (অপসারিত কর)। ১৫

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের[1] মুখ (অর্থাৎ মুখ্য স্বরূপটি)

আবৃত আছে[১]; হে জগৎপরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ) আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন[২]। ১৫

১। আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষের ; দ্রঃ বৃঃ ৫।৫।১-৪ "অসৌ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ।" ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্ ইত্যাদিকে ব্যাহৃতি বলে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের ভূঃ মস্তক, ভুবঃ হস্তদ্বয়, এবং স্বর্ তাঁহার পাদদ্বয়।

২। অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট অদৃশ্য।

৩। ১৫-১৮ মন্ত্রের স্পষ্টতর ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ ছাঃ ৫।১৩।১ দ্রষ্টব্য।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ ।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

পূষন্ (হে জগৎ-পরিপোষক), এক-ঋষে (হে একাকী বিচরণকারী, বা একমাত্র দ্রষ্টা), যম (হে নিয়ন্তা), প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতি-তনয়), [হে] সূর্য (রসঃ রশ্মি, ও প্রাণসমূহকে আত্মসাৎকারী), রশ্মীন্ (কিরণসমূহ) ব্যূহ (দূর কর), তেজঃ (জ্যোতি) সমূহ (সংবরণ কর) ; তে (তোমার) যৎ রূপম্ (যে রূপ) কল্যাণতমম্ (অতি সুশোভন) তৎ (তাহা) তে (তোমার কৃপায়) পশ্যামি (দর্শন করিব)। যঃ [যিনি] অসৌ (আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষঃ (ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ), সঃ অহম্ অস্মি (সেই পুরুষ যিনি, আমিও তাহাই)। ১৬

হে পূষন্, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন ; আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ[১] আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন। ১৬

১। যিনি সকলের হৃদয়ে শয়ন করেন, বা প্রাণ ও বুদ্ধিরূপে সমস্ত জগৎকে পূর্ণ করেন, অথবা যিনি পূর্ণাকার—তিনিই পুরুষ।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭

অথ (ইদানীং) [মরণোন্মুখ আমার] বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (মহাবায়ু স্বরূপ) অমৃতম্ (সূত্রাত্মাতে) [বিলীন হউক]; ইদম্ (এই) শরীরম্ (দেহ) ভস্মান্তম্ (ভস্মীভূত হউক); [হে] ওম্ (ওম্-শব্দ-প্রতীক [ওম্ যাঁহার প্রতীক সেই অগ্নি]) ক্রতো (আমার মনে অবস্থিত সংকল্পাত্মক অগ্নি), স্মর (আমার যাহা কিছু স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর), কৃতম্ স্মর (আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা স্মরণ কর), ক্রতো স্মর, কৃতম্ স্মর [আদরার্থে পুনর্বচন]। ১৭

ইদানীং (আমার) প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হউক[১], এই শরীর ভস্মীভূত হউক; হে ওম্-শব্দ-প্রতীক মনোময় অগ্নি[২], আপনি আমার স্মরণীয় সমস্ত স্মরণ[৩] করুন, আর আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহাও স্মরণ করুন; হে অগ্নি, স্মরণীয় সব স্মরণ করুন এবং কৃত কর্ম সব স্মরণ করুন। ১৭

১। এবং জ্ঞান ও কর্মের সংস্কারযুক্ত এই লিঙ্গদেহ উৎক্রান্ত হউক।

২। সত্যস্বরূপ (=ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ) ও অগ্নিনামক ব্রহ্ম ওঙ্কাররূপ প্রতীকাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ওঙ্কারের সহিত অভেদে নির্দেশ করা হইল। কঃ ১।২।১৫-১৭

৩। অন্তকালে তোমা কর্তৃক যে স্মরণ, তৎসহায়েই ইষ্টগতি লাভ হয়।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১৮

অগ্নে (হে অগ্নি), অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধন, অর্থাৎ ফল, লাভার্থ)

সুপথা (উত্তর মার্গে) নয় (লইয়া যাও) ; দেব (হে দেব), বিশ্বানি (সমুদয়) বয়ুনানি (কর্ম বা প্রজ্ঞানসমূহের) বিদ্বান্ (জ্ঞানশালী তুমি) অস্মৎ (আমাদিগ হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল) এনঃ (পাপ) যুযোধি (দূর কর) ; তে (তোমার প্রতি) [আমরা] ভূয়িষ্ঠাম্ (বহুতর) নমঃ-উক্তিম্ (নমস্কার বচন) বিধেম (বিধান করিতেছি) । ১৮

হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তু লাভের[১] জন্য আপনি আমাদিগকে সুপথে[২] লইয়া যান ; হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন ; আপনার প্রতি বহু নমস্কার-বচন উচ্চারণ[৩] করিতেছি । ১৮

১ । উপাসনার বা কর্মযুক্ত উপাসনার ফললাভের জন্য ।

২ । শোভন পথ, উত্তরমার্গ, ক্রমমুক্তির পথ । যিনি দক্ষিণমার্গে যাতায়াত করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই এই উক্তি ।

৩ । মরণকালে হস্তপদাদি বিকল হওয়ায় সাষ্টাঙ্গাদি প্রণাম অসম্ভব ; সুতরাং বাচনিক প্রণাম করা হইল ।

[শিষ্য বা আচার্যের প্রমাদবশতঃ বিদ্যাগ্রহণে বা বিদ্যাপ্রতিপাদনে কোনও দোষ হইয়া থাকিলে তাহার প্রশমনের জন্য উপনিষদের শেষে পুনর্বার এই শান্তি পঠিত হইতেছে । অন্যান্য উপনিষদেও এইরূপ বুঝিতে হইবে ।]—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সামবেদীয়

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু-শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান); সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যম্ ([বিদ্যার নিমিত্ত] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি); নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধবিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক); [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অন্যায় বা প্রমাদ হেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের; অর্থাৎ শারীরিক, দৈব ঝঞ্ঝাবাতাদি সম্ভূত, ও হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিঘ্নসমূহের বিনাশ হউক)।

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে (বিদ্যালাভের) সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি; আমাদের উভয়ের বিদ্যা সফল হউক; আমরা যেন পরস্পরের বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু,

অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), প্রাণঃ (প্রাণ), চক্ষুঃ (চক্ষু) শ্রোত্রম্ (কর্ণ) অথো (এবং) বলম্ (বল) চ (ও) সর্বাণি (সকল) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বং (সর্ববস্তু) ঔপনিষদং (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপই)। অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্যাম্ (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) মা (=মাং, আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন); অনিরাকরণম্ ([তাঁহার নিকট আমার] অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট [তাঁহার]) অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক) [অর্থাৎ আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হউক]। উপনিষৎসু (উপনিষৎ-সমূহে) যে (যে সকল) ধর্মাঃ (ধর্ম আছে), তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি (সেই আত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক) [ঈঃ শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]।

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল, ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মার সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ (প্রতিভাত) হউক; আমাতে উহা প্রতিভাত হউক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

[শিষ্য]—কেন ইষিতম্ [সৎ] (কোন্ কর্তাবিশেষের অভিপ্রায়ানুসারে) প্রেষিতম্ (প্রেরিত হইয়া) মনঃ (মন) পততি ([স্ববিষয়ে] গমন করে)? কেন (কাঁহার দ্বারা) যুক্তঃ (নিয়োজিত হইয়া) প্রথমঃ (শ্রেষ্ঠস্থানীয়, সর্বপ্রধান) প্রাণঃ (প্রাণ) প্রৈতি ([স্বকার্যে] গমন করে)? কেন ইষিতাম্ (কাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী) ইমাম্ (এই শব্দময়ী) বাচম্ (বাণী) বদন্তি ([লোকে] বলে)? কঃ (কোন্) দেবঃ উ (জ্যোতির্ময় পুরুষই বা) চক্ষুঃ (চক্ষুকে), শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) যুনক্তি ([স্ব স্ব বিষয়ে] প্রেরণ করেন, নিযুক্ত করেন)? ১

(শিষ্য)—কাঁহার[1] অভিপ্রায়ানুসারে[2] নিয়োজিত হইয়া মন[3] স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? কাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বপ্রধান[4] প্রাণ স্বকার্যে গমন করে? কাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী (লোক) এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ জ্যোতিষ্মানই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন[5]? ॥১॥

১। জড় কার্য-কারণ-সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কাঁহার ইচ্ছায়?

২। কিন্তু বাক্য বা কর্ম দ্বারা নহে; কেন না উক্ত স্থলে তাহারা অসম্ভব।

৩। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে মন স্বাধীন নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা অকর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও মন প্রবৃত্ত হয় বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। এই স্বতন্ত্র মনের অন্তরেই নিয়ন্তা আছেন। তিনি কে?

১। প্রাণের চেষ্টা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য হয় না, অতএব প্রাণ প্রধান।

২। তর্কের দ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় না, এই জন্য শ্রুতি গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উক্ত শিষ্য বুঝিয়াছেন যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সকলেই পরতন্ত্র; অতএব তিনি পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছেন।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

[অন্বয়]—যৎ (যেহেতু) সঃ উ (তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি) শ্রোত্রস্য (শব্দপ্রকাশক ইন্দ্রিয়ের) শ্রোত্রম্ (শব্দ-ব্যঞ্জনার সামর্থ্য সম্পাদক) মনসঃ (অন্তঃকরণের) মনঃ (উপলব্ধির প্রযোজক), হ (প্রসিদ্ধ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বাচম্ (= বাক্, শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য), প্রাণস্য (প্রাণবৃত্তির) প্রাণঃ (প্রাণক্রিয়ার শক্তি সম্পাদক), চক্ষুষঃ (রূপপ্রকাশক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) চক্ষুঃ (রূপাভিব্যঞ্জনার সামর্থ্য সম্পাদক) [সুতরাং তাঁহাকে জানিয়া] ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অতিমুচ্য (ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ (লোক হইতে "আমি আমার" ইত্যাদি ব্যবহার রূপ জগৎ হইতে) প্রেত্য (নিবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব লাভ করেন) [অথবা—অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য—এই শরীর ত্যাগ করিয়া, অমৃতাঃ ভবন্তি—আর শরীর ধারণ করেন না]। ১।২

(অর্থ)—যেহেতু তিনিই কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু[১], সুতরাং বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। অথবা—দেহত্যাগান্তে পুনর্বার দেহ ধারণ করেন না। ১।২

১। বৃঃ ৪।৩।৬ ও ভাষ্য। আমাদের এইরূপ অনুভূতি হয়—"যে আমি দর্শন করিয়াছি সেই আমিই বলিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি।" অতএব দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি রূপে একই চৈতন্য অভিব্যক্ত হইতেছেন। বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ এক ও অকর্তা—তিনি সাক্ষী মাত্র।

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩

তত্র (সেই ব্রহ্মে) চক্ষুঃ (নয়ন) ন গচ্ছতি (যায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি, নো মনঃ (অন্তঃকরণ যায় না, অর্থাৎ তাঁহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারে না); ন বিদ্মঃ ([উক্ত ব্রহ্ম কি প্রকার] জানি না) [সুতরাং] যথা (যে প্রকারে) এতৎ (এই ব্রহ্মজ্ঞান) অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ দিতে হয়) [তাহাও] ন বিজানীমঃ (আমরা জানি না)। ১।৩

সেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না[১]; (উক্ত ব্রহ্ম কিরূপ তাহা) জানি না, সুতরাং ইঁহাকে কিরূপে অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হয়—তাহাও জ্ঞাত নহি[২]। ১।৩

১। ব্রহ্ম মনের মন, ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন রজ্জু যেরূপ রজ্জুসর্পের আত্মা, অর্থাৎ রজ্জুকে ছাড়িয়া সর্পের কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির আত্মা। সুতরাং নিজের আত্মায় নিজের গমনাগমন অসম্ভব।

২। যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি আছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জানা চলে এবং অপরের নিকট শব্দদ্বারা বলা চলে। ব্রহ্মে তাহা নাই, অতএব তিনি বাক্য-মনের অগোচর। তবে অতদ্ব্যাবৃত্তি প্রণালীর দ্বারা তিনি [illegible] হইলেও অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা চলে। ইহাই পরবর্তী মন্ত্রে বলা [illegible]।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪

"তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (জ্ঞানের বিষয় ব্যাকৃত বস্তু মাত্র হইতে) অন্যৎ এব (অবশ্যই ভিন্ন), অথো (অপিচ) অবিদিতাৎ (অজ্ঞাত, অব্যাকৃত অবিদ্যা হইতে) অধি (উপরে, ভিন্ন)"—যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদের সকাশে) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) [সেই] পূর্বেষাম্ (পূর্বাচার্যগণের) ইতি (এই বচন) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) । ১।৪

"উক্ত ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু হইতে অবশ্যই পৃথক্, আবার অজ্ঞাত বস্তু হইতেও পৃথক্[১]"—যে সকল পূর্বাচার্য আমাদের নিকট ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণীই শুনিয়াছি[২] । ১।৪

১। জ্ঞাতা হইতে যাহা পৃথক্, কেবল তাহাই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বর্তমান স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ বলায় তিনি ফলতঃ জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

২। গুরুপরম্পরায়ই ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়াছে, গুরূপদেশশূন্য মেধা বা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা নহে। কঃ ১।২।২৩, ১।২।৭-৯

যদ্বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫

যৎ (যে চিন্মাত্র সত্তা) বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অনভ্যুদিতম্ (অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিত), যেন (যদ্দ্বারা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয়, প্রযুক্ত হয়), ত্বম্ (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জান)—যৎ (যাঁহাকে) ইদম্ (ইদংরূপে, আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাপ্য) উপাসতে (লোকে উপাসনা বা ধ্যান করে), ইদম্ ন (ইঁহাকে নহে)। ১।৫

বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যদ্দ্বারা বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ প্রকাশিত হয়, তুমি তাঁহাকেই[১] ব্রহ্ম[২] বলিয়া জান—কিন্তু এই

যাঁহাকে[৩] লোকে অনাত্মরূপে, অর্থাৎ আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া, উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে[৪]। ১।৫

১। শ্রোত্রাদি সকল উপাধি মুক্ত, আত্মা রূপ চৈতন্যজ্যোতিকে।

২। ব্রহ্ম—বিশেষণের দ্বারা বুঝায় ; কারণ, তিনি অদ্বিতীয়।

৩। উপাধিতে বিশিষ্ট ঈশ্বরাদিকে।

৪। অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬

মনসা (অন্তঃকরণের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন মনুতে (কেহ সঙ্কল্প বা নিশ্চয়াদির বিষয় করিতে পারে না), যেন (যাঁহার দ্বারা) মনঃ (অন্তঃকরণ) মতম্ (বিষয়ীকৃত, ব্যাপ্ত, বা প্রকাশিত হয়) [বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞেরা] আহুঃ (বলিয়া থাকেন), ত্বম্ তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি, যৎ ইদম্ উপাসতে, ইদম্ ন। [পূর্ব মন্ত্র দ্রষ্টব্য]। ১।৬

অন্তঃকরণ সহায়ে যাঁহাকে লোকে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ কহিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে অনাত্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে। ১।৬

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭

চক্ষুষা (দর্শন দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন পশ্যতি (কেহ দেখে না), যেন (বৃত্তিসহ, যে চৈতন্য জ্যোতির দ্বারা) চক্ষূংষি (দর্শনবিষয়ক বৃত্তিকে) পশ্যতি (লোকে দেখে, প্রকাশিত করে), তৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১৮

নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যদ্দ্বারা লোকে নয়নবৃত্তি সমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে। ১।৭

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮

শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন শৃণোতি (কেহ শ্রবণ করে না), যেন (যদ্দ্বারা) ইদম্ (এই) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) শ্রুতম্ (বিষয়ীকৃত হয়, স্ববিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়), তম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১।৮

শ্রবণের দ্বারা যাঁহাকে কেহ শুনে না, যদ্দ্বারা শ্রবণ বিষয়ীকৃত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে লোকে উপাসনা করে, তাঁহাকে নহে। ১।৮

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৯
ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন প্রাণিতি (কেহ আঘ্রাণ করিতে পারে না), যেন (যদ্দ্বারা) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়) তম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১।৯

ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না, যদ্দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়; তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে। ১।৯

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি*

নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।

যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু

মীমাংস্যমেব তে ; মন্যে বিদিতম্॥ ১

যদি (যদি কখনও) ত্বম্ (তুমি) মন্যসে (মনে কর) সুবেদ ইতি (যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) [তবে] নূনম্ (নিশ্চয়ই) ত্বম্ (তুমি) অস্য ব্রহ্মণঃ (এই ব্রহ্মের) যৎ (যে আধ্যাত্মিক) [এবং] দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) অস্য (উঁহার) যৎ (যে আধিদৈবিক) দভ্রম্ এব অপি (ক্ষুদ্র বা অল্প মাত্র) রূপম্ (রূপ) [আছে, তাহাই মাত্র] বেত্থ (জানিয়াছ); অথ নু (সুতরাং অদ্যাপি) তে (তোমার নিকট) মীমাংস্যম্ এব (ব্রহ্ম বিচার্যই বটেন)। [আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া শিষ্য একান্তে সমাহিতচিত্তে বিচার করিয়া বলিলেন] মন্যে (আমার মনে হয়) বিদিতম্ (ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন)। ২।১

যদি তুমি মনে কর "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি,[১]" তবে উক্ত ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক[২] ক্ষুদ্র রূপ আছে, তাহাই মাত্র তুমি জানিয়াছ ; সুতরাং অদ্যাপি ব্রহ্ম তোমার নিকট বিচার্য। (ইহা শুনিয়া শিষ্য যথোচিত বিচার করিয়া বলিলেন)—"আমার মনে হয় ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন।" ২।১

* পাঠান্তর—দহরমেবাপি—অল্পমাত্রই

১। যাহা জ্ঞানের বিষয় তা তাহা আত্মা নহে, যথা ঘটাদি। বেদ ৩।৩

২। গীতা ৮।৪ ; দেহকে অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তা রূপে বর্তমান, তিনিই অধ্যাত্ম-শব্দ-বাচ্য। সূর্যমণ্ডলস্থ যে বিরাট পুরুষ স্বীয় অংশভূত সর্বদেবতার অধিপতি, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। এই উভয়ের বিভিন্ন রূপও ব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, কেন না ঐগুলি ব্রহ্মেরই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন রূপ।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২

[শিষ্য নিজ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন]—সুবেদ ইতি (উত্তমরূপে জানিয়াছি ইহা) অহম্ (আমি) ন মন্যে (মনে করি না) ; [অর্থাৎ] ন বেদ ইতি (জানি না ইহাও) নো (মনে করি না), বেদ চ (আমি যে জানি তাহাও) [ন—মনে করি না]। নঃ (আমাদিগের মধ্যে) যঃ (যে কেহ ["নো ন বেদ, বেদ চ" ইতি—("জানি না যে তাহা নহে এবং জানি যে তাহাও নহে")] তৎ (সেই বাণী) বেদ (জানেন) [তিনি] তৎ [ব্রহ্মকে] বেদ (জানেন) ।২।২

(শিষ্য)—আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি ; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির[১] মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। ২।২

১। কেনঃ ২।৪

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩

[শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন]—যস্য (যাঁহার নিকট) অমতম্ (অবিদিত বলিয়া বিদিত) তস্য (তাঁহারই নিকট) মতম্ (বিদিত), যস্য (যাঁহার নিকট

মতম্ (বিদিত বলিয়া নিশ্চিত) সঃ (তিনি) ন বেদ (জানেন না) ; বিজানতাম্ (সম্যক্ জ্ঞানবান্‌দিগের নিকট) অবিজ্ঞাতম্ (অবিদিত [থাকেনই থাকেন]); অবিজানতাম্ (সম্যক্ জ্ঞানহীনদিগের নিকট, অর্থাৎ যাঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদিতেই আত্মবুদ্ধি করেন তাঁহাদের), বিজ্ঞাতম্ (বিদিত [থাকেনই প্রতিভাত হন]) । ২।৩

(শ্রুতি বলিতেছেন)—ব্রহ্ম যাঁহার নিকট অবিদিত (বলিয়া নিশ্চিত) তাঁহারই নিকট তিনি বিদিত ; যাঁহার নিকট বিদিত (বলিয়া নিশ্চিত) তিনি জানেন না । যাঁহারা সম্যগ্‌জ্ঞানবান্ তাঁহারা উহাকে জ্ঞাত বলিয়া মনে করেন না ; আর যাঁহারা সম্যগ্‌জ্ঞানবান্ নহেন তাঁহারাই মনে করেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়াছেন । ২।৩

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪

[জ্ঞানীদিগের নিকটও যদি ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত থাকেন, তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ কি ? বিশেষতঃ 'জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞাত' ইহা ত অবিরোধী কথা । এই রূপ আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন]—[যখন] প্রতিবোধ-বিদিতম্ (প্রতি বুদ্ধি-প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মা রূপে ব্রহ্ম বিদিত হন) [তখনই উহা] মতম্ (প্রকৃত জ্ঞান), হি (কেন না) [উক্ত জ্ঞানে বিদ্বান্] অমৃতত্ব (অমরত্ব, স্বরূপাবস্থান) বিন্দতে (প্রাপ্ত করেন) । [উক্ত আত্মবিদ্যা দ্বারা কিরূপে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়] ? [যে হেতু সাধক] আত্মনা (আত্মস্বরূপের দ্বারাই, আত্মনিষ্ঠা দ্বারাই) বীর্যম্ (সামর্থ্য, অমৃতত্ব লাভের যোগ্যতা) বিন্দতে (প্রাপ্ত করেন) [সুতরাং] বিদ্যয়া (আত্মজ্ঞানের দ্বারা) অমৃতম্ (মোক্ষ) বিন্দতে (প্রাপ্ত করেন) । ২।৪

যখন বুদ্ধি-বৃত্তি সমূহের আত্মা রূপে ব্রহ্ম বিদিত হন, তখনই প্রকৃত জ্ঞান হইল, কেন না উক্ত জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয় ।

কেবল আত্মার শরণ লইলেই অমৃতত্ব লাভের যোগ্যতা হয় (অন্যরূপে হয় না), এই জন্যই আত্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ[২] ঘটে। ২।৪

১। অর্থাৎ সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী (কেঃ ১।২ ও কঃ ২।২।১ এর টীকা দ্রঃ)। ঘট ও গিরিগুহাদিতে স্থিত আকাশ যেরূপ এক, বিশুদ্ধ, ও নির্বিশেষ, সাক্ষীও সেইরূপ এক, শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নিত্য, ও হ্রাসবৃদ্ধিহীন। গীতা ৬।২৯-৩০; ঐঃ ৩।১।২-৩

২। ধন, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি অনিত্য সাধন-বিশেষ অবলম্বনে যে বীর্য লাভ হয় তাহা অনিত্য। আত্মবিদ্যাজনিত যে বীর্য তাহা কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং তৎসহায়ে স্বাভাবিক অমৃতস্বরূপ আত্মার বিষয়ে অবিদ্যা-জনিত মর্ত্যত্ব ভ্রম দূর হইয়া যে অজ্ঞাননিরাস রূপ মুক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য হইতে পারিল।

স্বভাবস্বরূপং ব্রহ্ম স্বভাবাদেব গম্যতে।
যত্নাত্মধর্মাত্তং চিত্তং বিষয়বিচ্যুতম্ ॥ সূতসংহিতা।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

ইতি কেনোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ইহ (এই জীবনে) [কেহ] চেৎ (যদি) অবেদীৎ (জানিয়া থাকে) অথ (তাহা হইলে) সত্যম্ (কৃতকৃত্যতা পরমার্থতা) অস্তি (হইয়াছে); ইহ (এই জন্মে) চেৎ (যদি) ন অবেদীৎ (না জানিয়া থাকে) [তবে] মহতী (অত্যন্ত, দীর্ঘ) বিনষ্টিঃ (অনিষ্ট, জন্ম-জরা-মৃত্যু-লাভ রূপ সংসারগতি) [হয়]; [সুতরাং] ধীরাঃ (বিবেকীরা) ভূতেষু ভূতেষু (স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে) বিচিত্য ([ব্রহ্ম] সাক্ষাৎকারপূর্বক) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ ('আমি' ও 'আমার' রূপ অবিদ্যা-লক্ষণ সংসার হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ (অমর, ব্রহ্মস্বরূপ) ভবন্তি (হইয়া থাকেন)। ২।৫

এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবেই কৃতকৃতার্থ হয়; কিন্তু এই জন্মে যদি জ্ঞান লাভ না হয়, তবে মহান্ বিনাশ, অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী সংসারগতি, লাভ হয়। (সুতরাং) বিবেকিগণ চরাচর সকলেরই মধ্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-পূর্বক এই সংসার হইতে বিরত হইয়া অমৃত, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, হইয়া থাকেন[1]। ২।৫

১। মুঃ ৩।২।৯; শ্বেঃ ৩, ৮.; কেঃ ১।২, ৪।৯; ইহাই সকল উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে; তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

ব্রহ্ম হ (ব্রহ্মই) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগের জন্য) বিজিগ্যে ([দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে] পরাজিত করিলেন)। তস্য (সেই) ব্রহ্মণঃ হ (ব্রহ্মেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) দেবাঃ (দেবগণ) অমহীয়ন্ত (মহিমান্বিত হইলেন)। [কিন্তু] তে (তাঁহারা) ঐক্ষন্ত (মনে করিলেন)—অয়ম্ (এই) বিজয়ঃ (বিজয়) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই), অয়ম্ (এই) মহিমা (মহিমা) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই)—ইতি। ৩।১

(দেবাসুর সংগ্রামে) ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য বিজয় করিলেন[১]; সেই ব্রহ্মেরই বিজয় বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। (কিন্তু) তাঁহারা মনে করিলেন "এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" ৩।১

১। জগতের শত্রু অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া, জগৎ-পালনের জন্য ঈশ্বর জয় ও তাহার ফল দেবতাদিগকে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদেরও দেবতা; তিনিই দেবগণের জয়ের হেতু, তিনিই আবার অসুরগণের পরাজয়েরও হেতু।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ; তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব; তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

তৎ (ব্রহ্ম) হ (বস্তুতই) এষাম্ (ইহাদের [দেবতাদের]) বিজজ্ঞৌ ([অভিমান] জানিতে পারিলেন); তেভ্যঃ হ (তাঁহাদেরই অনুগ্রহার্থ) প্রাদুর্বভূব (তাঁহাদের

অগ্নি সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে এইরূপ অভিভাষণ করিলেন, "তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন—"আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা বলিয়াও খ্যাত[১]।" ৩।৪

১। হব্যাদি গ্রহণের জন্ত যিনি দেবগণের অগ্রে গমন করেন, তিনিই অগ্নি। জাত হইয়াছে বেদ অর্থাৎ ধন বা কর্মফল যাঁহা হইতে, তিনিই জাতবেদা।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি; অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

[ব্রহ্ম বলিলেন]—তস্মিন্ ত্বয়ি (তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাম-গুণযুক্ত তোমাতে) কিম্ (কি) বীর্যম্ (সামর্থ্য)? ইতি। [অগ্নি বলিলেন] যৎ ইদম্ (এই যাহা কিছু) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে, অর্থাৎ জগতে) [আছে] ইদম্ (এই) সর্বম্ অপি (সমস্তই) দহেয়ম্ (ভস্মসাৎ করিতে পারি) ইতি। ৩।৫

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য?" অগ্নি এই উত্তর দিলেন—"এই যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎ-সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।" ৩।৫

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

[ব্রহ্ম] তস্মৈ (এতাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে) তৃণম্ (একটি তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন)—এতৎ (ইহা) দহ (দগ্ধ কর) ইতি (এই বলিয়া)। [অগ্নি] সর্বজবেন (সর্বোৎসাহকৃত বেগে, পূর্ণোদ্যমে) তৎ উপপ্রেয়ায় (সেই তৃণসমীপে গমন করিলেন), [কিন্তু] তৎ (উহা) দগ্ধুম্ (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (পারিলেন না); সঃ (তিনি) ততঃ (সেই যক্ষের নিকট হইতে)

নিববৃতে এব (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিলেন) [এবং বলিলেন]—এতৎ (ইঁহাকে) ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ (আমি জানিতে পারিলাম না) যৎ এতৎ যক্ষম্ (যাহা এই পূজনীয়স্বরূপ)—ইতি। ৩।৬

"ইহা দগ্ধ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত যক্ষের নিকট হইতে দেবতাদের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা জানিতে পারিলাম না।" ৩।৬

অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি ॥ ৭

অথ (অনন্তর) বায়ুম্ (বায়ুকে) অব্রুবন্—বায়ো (হে বায়ু) এতৎ বিজানীহি—কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। ৩।৭

অনন্তর তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন—"হে বায়ু, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" বায়ু বলিলেন—"তাহাই হউক।" ৩।৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি; বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

তৎ অভ্যদ্রবৎ, তম্ অভ্যবদৎ—কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ (গতিশীল, গন্ধবাহক, বা প্রবাহশীল) বৈ অহম্ অস্মি ইতি অব্রবীৎ, মাতরিশ্বা (অন্তরিক্ষচারী বায়ু) বৈ অহম্ অস্মি ইতি। ৩।৮

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন

"তুমি কে?" তিনি বলিলেন—"আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, মাতরিশ্বা বলিয়াও খ্যাত।" ৩।৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি ; অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

তস্মিন্ ত্বয়ি কিম্ বীর্যম্?—ইতি। যৎ ইদম্ পৃথিব্যাম্, ইদং সর্বম্ অপি আদদীয় (গ্রহণ করিতে পারি)। ৩।৯

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমাতে কি সামর্থ্য আছে?" বায়ু বলিলেন—"পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে, এই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" ৩।৯

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ ; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ—এতৎ আদৎস্ব ইতি। সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায়, তৎ আদাতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন শশাক। সঃ ততঃ এব নিববৃতে—এতৎ ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি। ৩।১০

"ইহা গ্রহণ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। বায়ু পূর্ণোৎসাহান্বিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যক্ষের নিকট হইতে দেবগণ-সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"এই পূজনীয় যক্ষ যে কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।" ৩।১০

অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

অথ ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) অব্রুবন্—মঘবন্ (হে ইন্দ্র), এতৎ বিজানীহি, কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। তৎ অভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ (সেই ইন্দ্রের নিকট হইতে) তিরোদধে (যক্ষ তিরোহিত হইলেন) ৩।১১

অনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন—"হে মঘবন্, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষ সম্বন্ধে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" "তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র তৎসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন। ৩।১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

তস্মিন্ এব আকাশে (যে আকাশে যক্ষের দর্শন হইয়াছিল, সেই আকাশেই) সঃ (সেই ইন্দ্র) হৈমবতীম্ (সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা নারীর ন্যায়) বহু-শোভমানাম্ (অতি সুশোভনা) স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীরূপা) উমাম্ (ব্রহ্মবিদ্যার সকাশে) আজগাম (সমুপস্থিত হইলেন) [অথবা—হৈমবতীম্ (হিমালয়-দুহিতা) উমাম্ (উমার সমীপে) আজগাম (আগমন করিলেন)]। তাম্ হ [এবং] (তাঁহাকে) উবাচ (তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন)—এতৎ (এই) যক্ষম্ (পূজনীয়স্বরূপটি) কিম্ (কি) ? —ইতি। ৩।১২

ইন্দ্র সেই আকাশেই সুবর্ণ-ভূষিতা নারীর ন্যায় অতি সুশোভনা স্ত্রীরূপিণী উমা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সকাশে উপস্থিত হইলেন[১]। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে?" ৩।১২

১। ইন্দ্র অন্যদের ন্যায় না ফিরিয়া সেখানেই ধ্যানমগ্ন হইলেন; এবং যক্ষের প্রতি তাঁহার ভক্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে উমারূপে দর্শন দিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। ১

সা (সেই উমা) উবাচ হ (বলিলেন)—ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর), ব্রহ্মণঃ বৈ (ঈশ্বরেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) এতৎ মহীয়ধ্বম্ (তোমরা এইরূপে মিথ্যাভিমান করিতেছ) ইতি। ততঃ হ এব (সেই উমাবাক্য হইতেই) [ইন্দ্র] বিদাঞ্চকার (জানিলেন) ব্রহ্ম ইতি (যে ইনি ব্রহ্ম)। ৪।১

উমা বলিলেন—"ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ।" সেই উমাবাক্য হইতেই[১] ইন্দ্র জানিলেন যে, ইনি ব্রহ্ম। ৪।১

১। বেদ-বাক্য ও গুরু-বাক্য হইতেই ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্— যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

তে (তাঁহারা)—যৎ অগ্নিঃ, বায়ুঃ, ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ইঁহারা)—হি (যেহেতু) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (নিকটতমরূপে) পস্পৃশুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি (যেহেতু) তে (তাঁহারা) এনৎ (ইঁহাকে) প্রথমঃ (=প্রথমাঃ, অগ্রগামী হইয়া) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (=বিদাঞ্চক্রুঃ, জানিয়াছিলেন), তস্মাৎ বৈ (সেই জন্যই) এতে দেবাঃ (এই দেবতারা) অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (অন্য দেবতা অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ৪।২

যেহেতু তাঁহারা, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ও ইন্দ্র, ইঁহাকে নিকটতমরূপে স্পর্শ[১] করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারা অগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেইজন্যই এই দেবতারা অপর দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ৪।২

১। ব্রহ্মের সহিত আলাপাদি দ্বারা।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্, স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

হি (যেহেতু) সঃ (ইন্দ্র) এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি সঃ এনৎ প্রথমঃ বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি, তস্মাৎ বৈ ইন্দ্রঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব। ৪।৩

যেহেতু ইন্দ্র ইঁহাকে নিকটতমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি সর্বাগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ৪।৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা—ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

তস্য (সেই ব্রহ্ম বিষয়ে) এষঃ (এই) আদেশঃ (উপদেশ)—যৎ এতৎ (এই যে) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের [আভা]) ব্যদ্যুতৎ (চমকিত হইল) আ (ইহারই সদৃশ), ইতি (ইহাই একটি উপমা); ইৎ (আর) ন্যমীমিষৎ (চক্ষুর যে নিমেষ হইল) আ (ইহারই সদৃশ)—ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবলম্বনে ইহাই ব্রহ্মের উপদেশ [কে: ২।১ টীকা দ্রষ্টব্য])। ৪।৪

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

তৎ (সেই ব্রহ্ম) হ (অবশ্যই) তৎ-বনম্ নাম (প্রাণিবর্গের ভজনীয় এই নামধারী), [অতএব] তৎ-বনম্ ইতি (প্রাণিবর্গের ভজনীয় রূপে) উপাসিতব্যম্ (তিনি উপাসনীয়); সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) এবম্ (এইরূপে) বেদ (উপাসনা করেন) এনম্ (তাঁহাকে) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূতবর্গ) হ (অবশ্যই) অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থনা করিয়া থাকে)। ৪।৬

সেই ব্রহ্ম প্রাণিবর্গের ভজনীয় বলিয়াই প্রখ্যাত ও প্রাণিগণ কর্তৃক ভজনীয়রূপেই উপাস্য। যে কেহ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাকে ভূত-মাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ৪।৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি; উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

[শিষ্য বলিলেন]—ভোঃ (হে ভগবন্), উপনিষদম্ (রহস্তবিদ্যা) ব্রূহি ইতি (বলুন); [আচার্য বলিলেন]—তে (তোমায়) উপনিষৎ (রহস্যবিদ্যা) উক্তা (বলা হইয়াছে), ব্রাহ্মীম্ বাব (ব্রহ্ম-বিষয়েই) উপনিষদম্ (পরমার্থবিদ্যা) তে (তোমায়) অব্রূম (বলিয়াছি) ইতি। ৪।৭

(শিষ্য)—হে ভগবন্, আমায় রহস্ত-বিদ্যা[1] উপদেশ করুন[2]। (আচার্য)—তোমায় রহস্ত-বিদ্যা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিষয়ক পরা বিদ্যাই তোমায় বলিয়াছি[3]। ৪।৭

১। অর্থাৎ যাহা গুরূপদেশ-ভিন্ন লভ্য নহে।

২। শিষ্যের পুনরায় প্রার্থনার কারণ এই—তিনি জানিতে চাহেন যে, এই বিদ্যা আর কোনও সহকারী কারণের অপেক্ষা করে কি না।

৩। আচার্য বলিলেন যে, এই বিদ্যা সহকারীর অপেক্ষা করে না।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

তপঃ (কায়, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম ; ব্রহ্মচর্যাদি) দমঃ (উপশম) কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রীয় কর্ম) ইতি (ইত্যাদি) তস্যৈ (=তস্যাঃ, উক্ত উপনিষদের) প্রতিষ্ঠা (চরণ স্বরূপ), বেদাঃ (চতুর্বেদ) [তাহার] সর্ব-অঙ্গানি (মস্তকাদি বিবিধ অঙ্গ স্বরূপ) [অথবা—বেদাঃ সর্বাঙ্গানি—চতুর্বেদ ও ষড়ঙ্গ], সত্যম্ (সত্য, অমায়াবিত্ব, অকৌটিল্য ইত্যাদি) আয়তনম্ (তাহার আধার, নিবাসস্থল) । ৪।৮

তপস্যা, উপশম, কর্ম ইত্যাদি[1] উক্ত উপনিষদের পাদস্বরূপ[2], বেদসমূহ[3] তাঁহার বিবিধ অঙ্গ[4], সত্য তাঁহার নিবাসস্থল[5] । ৪।৮

১। ইত্যাদি শব্দে সত্য ও অমানিত্ব প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে—গীতা ১৩।৭-১১। এই গুণগুলি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায়, অর্থাৎ ইহাদের সহায়ে চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার সহচারী অর্থাৎ একই সঙ্গে আচরণীয় নহে ; কেন না ব্রহ্মবিদ্যার সহিত ক্রিয়াদির সমুচ্চয় হইতে পারে না।

২। পাদদ্বয়ে নির্ভর করিয়া মানুষ যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও তপস্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। বেদ শব্দে বেদাঙ্গসমূহ, অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষও বুঝিতে হইবে।

৪। অথবা—তপস্যা, উপশম, কর্ম, বেদসমূহ, ও ষড়ঙ্গ তাঁহার পাদস্বরূপ।

৫। সত্যই যে ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ সাধন ইহাই বুঝাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ হইয়াছে, নতুবা পূর্বেই 'ইত্যাদি' শব্দে তাহার উল্লেখ হইয়া গিয়াছে (শং টীকা)।

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥"

[illegible] । [illegible] ১।১৪ [illegible]

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

এতাম্ (যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে) যঃ বৈ (যে কেহই) এবম্ (এবম্প্রকারে) বেদ (অবগত হন, অনুবর্তন করেন) [তিনি] পাপ্মানম্ (অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম রূপ সংসার-বীজকে) অপহত্য (ক্ষয় করিয়া) অনন্তে (অপার) জ্যেয়ে (সর্বমহত্তম, মুখ্য) স্বর্গে লোকে (স্বর্গধামে, অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ আর প্রত্যাবৃত্ত হন না), প্রতিতিষ্ঠতি [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ৪।৯

যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে যে কেহ এবম্প্রকারে অবগত হন, তিনি পাপ অর্থাৎ সংসার-বীজ ক্ষয় করিয়া অনন্ত এবং সর্বমহত্তম স্বর্গলোকে[1] অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন[2]। ৪।৯

১। স্বর্গ শব্দটি সাধারণ অর্থে অর্থাৎ দেবলোক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ দেবলোক সর্বমহত্তম বা অনন্ত নহে। স্বর্গ বিনাশী (মু: ১।২।১০ দ্রঃ)। ব্রহ্মই অপর সকল অপেক্ষা মহৎ (ক: ১।২।২০, মু ৩।১।৭, শ্বে ৩।৯ দ্রঃ)।

২। কেঃ ২।৫ মন্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যার ফল পুনরায় শাস্ত্রের শেষে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টি দৃঢ় করা হইল, অর্থাৎ উহার নিগমন করা হইল।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু ও শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান), সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যম্ ([বিদ্যার জন্য] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি), নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধ বিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী, তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক), [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অজ্ঞান বা প্রমাদ হেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক)।

(পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি, আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি[১]।

১। ত্রিবিধ বিঘ্নের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক রোগাদি), আধিদৈবিক (দৈব, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা), আধিভৌতিক (হিংস্রপ্রাণী প্রভৃতি কৃত হিংসাদি) বিঘ্নের বিনাশ হউক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথমবল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

বাজশ্রবসঃ (বাজ = অন্ন, তদ্দান-জন্য শ্রবঃ = যশঃ, যাঁহার—সেই বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক) উশন্ (যজ্ঞফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) হ বৈ [অতীত বিষয়ের স্মারক শব্দদ্বয়] সর্ব-বেদসম্ (সর্বস্ব) দদৌ (দান করিলেন)—[অর্থাৎ যাহাতে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় সেই বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিলেন]। তস্য (সেই বাজশ্রবসের) হ [প্রসিদ্ধ বিষয়ান্তরের সূচক শব্দ] নচিকেতাঃ নাম (নচিকেতা-নামক) পুত্রঃ (পুত্র) আস (ছিল)। ১।১।১

বাজশ্রবার পুত্র[১] (বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিয়া) উহার ফল (স্বর্গ) কামনায় সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল। ১।১।১

১। ১।১।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২
পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

[যখন] দক্ষিণাসু (গবাদি দক্ষিণা) নীয়মানাসু ([ঋত্বিক্ ও সদস্যদিগের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সমীপে] উপস্থাপিত হইতেছিল) [তখন] কুমারম্ সন্তম্ (অল্প বয়সে স্থিত

সম্পন্নক) তম্ হ (সেই নচিকেতার মধ্যে) শ্রদ্ধা ([পিতার অভীষ্ট দাতার্থ] আস্তিক্যবুদ্ধি) আবিবেশ (প্রবেশ করিল) ; সঃ (সে) অমন্যত (চিন্তা করিল)—

পীত-উদকাঃ (যাহারা [জন্মের মত] জল পান করিয়াছে), জগ্ধ-তৃণাঃ (তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে), দুগ্ধ-দোহাঃ (দুগ্ধ দান করিয়াছে), নিঃ-ইন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়বিহীন, সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ) তাঃ (সেই সকল গাভী) দদৎ (যে যজমান দান করেন) সঃ (তিনি) অনন্দাঃ (আনন্দহীন) নাম (নামক) তে (সেই যে প্রসিদ্ধ) লোকাঃ (লোকসমূহ) তান্ (সেই সকল লোকে) গচ্ছতি (গমন করেন) । ১।১।২-৩

(বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট) যখন দক্ষিণাসমূহ আনয়ন করা হইতেছিল, তখন সেই অল্পবয়স্ক বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "যে সকল গাভী জন্মের মত জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দিয়াছে, কিংবা যাহারা সন্তান প্রসবে অসমর্থ, সেই গাভীসমূহকে যে যজমান দান করেন তিনি, যে সকল লোক দুঃখময় বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল লোকেই গমন করেন। ১।১।২-৩

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

সঃ হ (সেই জাতশ্রদ্ধ নচিকেতা) পিতরম্ (পিতাকে) উবাচ (বলিলেন)—তত (—তাত, হে পিতঃ) মাম্ (আমায়) কস্মৈ (কাহাকে) দাস্যসি (দিবেন) ইতি ; [উত্তর না পাইয়া] দ্বিতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার) তৃতীয়ম্ (তৃতীয়বার) [পিতাকে এই প্রশ্ন করিলেন]। [তাঁহার পিতা] তম্ হ (সেই পুত্রকে) উবাচ (বলিলেন)—ত্বা (—ত্বাম্, তোমায়) মৃত্যবে (যমকে) দদামি (দিব)—ইতি। ১।১।৪

তিনি পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কাহার নিকট অর্পণ করিবেন ?" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও তিনি এই প্রশ্ন করিলেন। তখন পিতা বলিলেন, "তোমায় যমকে অর্পণ করিব।" ১।১।৪

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি॥ ৫

[নচিকেতা পিতার উত্তর শুনিয়া নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন]—বহূনাম্ (বহু পুত্র বা শিষ্যের মধ্যে) [আমি] প্রথমঃ ([সদাচারাদিতে] প্রথম, সর্বাগ্রণী) [হইয়া] এমি (চলিয়া থাকি), [অপর] বহূনাম্ (অনেকের মধ্যে) মধ্যমঃ এমি (মধ্যস্থানীয় হইয়া থাকি); [কিন্তু কোনও কালেই অধম হই না। সুতরাং এইরূপ উপযুক্ত পুত্রকে বিনা প্রয়োজনে বাবা যমের বাড়ী পাঠাইতে পারেন না]। যমস্য (যমের) কিংস্বিৎ (এমন কি প্রয়োজন) কর্তব্যম্ ([পিতার পক্ষে] সম্পাদনীয়) [হইয়া পড়িল] যৎ (যাহা) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা, আমার মত উপযুক্ত পুত্রকে দান করিয়া) করিষ্যতি (সাধন করিবেন)? [যাহা হউক, কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আমার পিতৃসত্য পালন করিতেই হইবে]। ১।১।৫

(নচিকেতা চিন্তা করিলেন)—“অনেকের মধ্যে আমি অগ্রণী হইয়া থাকি এবং অপর অনেকের মধ্যে মধ্যম হইয়া থাকি। (কিন্তু অধম কখনও নই; সুতরাং) যমের এমন কি প্রয়োজন আছে যাহা আজ আমার দ্বারা পিতা সাধন করিতে চাহেন?” ১।১।৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬

[নচিকেতার সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া পিতার অনুশোচনা হইল। পিতা পাছে সত্যভ্রষ্ট হন, এইজন্য নচিকেতা বলিলেন]—[হে পিতঃ] পূর্বে ([আপনার] পিতৃপিতামহগণ) যথা (যে প্রকার সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহা) অনুপশ্য (যথাক্রমে আলোচনা করুন), তথা (তদ্রূপ) অপরে (বর্তমান সাধুগণ [যেরূপ সত্যনিষ্ঠ]) প্রতিপশ্য ([তাহাও] আলোচনা করুন); [কারণ] মর্ত্যঃ (মানুষ) সস্যম্ ইব (যবাদি শস্যের ন্যায়) পচ্যতে ([জীর্ণ হইয়া মরে], পুনঃ (পুনরায়) সস্যম্ ইব

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮

যস্য (যাহার) গৃহে (আলয়ে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অনশ্নন্ (অভুক্ত অবস্থায়) বসতি (বাস করেন) [সেই] অল্পমেধসঃ (অল্পবুদ্ধি) পুরুষস্য (মনুষ্যের) আশাপ্রতীক্ষে ([স্বর্ণপর্বতাদি] অপরিচিত অথচ অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনারূপ আশা, [রাজ্যাদি] পরিচিত বস্তুর প্রার্থনারূপ প্রতীক্ষা), সঙ্গতম্ (সাধু-সঙ্গের ফল), সূনৃতাম্ (প্রিয় বাক্যের ফল) ইষ্টা-পূর্তে (যাগ হইতে এবং উদ্যানাদি দান হইতে উৎপন্ন ফল [দ্রঃ ১।৯]), পুত্র-পশূন্ চ (এবং পুত্র ও গো প্রভৃতি) সর্বান্ (সমস্তকেই) এতৎ (অতিথির অনাহার) বৃঙ্‌ক্তে (বিনাশ করে)। ১।১৮

"যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের আশা অর্থাৎ অপরিচিত বস্তু প্রাপ্তির বাসনা, প্রতীক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞাত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা, সাধুসঙ্গের ফল, প্রিয়বাক্য প্রয়োগের ফল, যাগ হইতে উৎপন্ন ফল, সাধারণের জন্য কূপতড়াগাদি দান করার ফল, পুত্র এবং পশু—এই সমস্তই অতিথির উপবাসের ফলে বিনষ্ট হয়।" ১।১৮

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে-
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯

[নচিকেতার নিকটে যাইয়া যথাযথ পাদ্যাদি দিয়া বলিলেন]—ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ), [তুমি] অতিথিঃ (অতিথি), নমস্যঃ (নমস্কারার্হ) [বটে]; যৎ (যে হেতু) মে (আমার) গৃহে (আলয়ে) তিস্রঃ (তিন) রাত্রীঃ (রাত্রি) অনশ্নন্

উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও ক্রোধমুক্ত হন ; এবং আপনা কর্তৃক বিনির্মুক্ত আমাকে চিনিতে পারিয়া[১] যেন আমার প্রতি সাদর-সম্ভাষণ করেন।" ১।১।১০

১। যমালয়ে গত ব্যক্তির, অর্থাৎ প্রেতের, সহিত মর্ত্যলোকের কাহারও পরিচয় থাকে না। পিতার সহিত যেন আমার ঐরূপ সম্বন্ধ না হয়।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ১১

[যম বলিলেন]—ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালক বা উদ্দালক-পুত্র) আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) পুরস্তাৎ (পূর্বে) যথা (যেরূপ [স্নেহবান্] ছিলেন) প্রতীতঃ (তোমায় চিনিতে পারিয়া) ভবিতা ([সেইরূপই স্নেহবান্] হইবেন) ; মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুক্তম্ (বিমুক্ত) ত্বাং (তোমাকে) দদৃশিবান্ (দর্শন করিয়া) মৎ-প্রসৃষ্টঃ (আমার অভিপ্রায়ানুসারে) বীতমন্যুঃ (বিগত-ক্রোধ হইবেন) [এবং] রাত্রীঃ (আগামী রাত্রি সকলেও) সুখম্ (প্রসন্ন মনে) শয়িতা (শয়ন করিবেন)। ১।১।১১

(যম বলিলেন) "আরুণি, অর্থাৎ অরুণের পুত্র, উদ্দালক[১] পূর্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন, তোমায় চিনিতে পারিয়া ভবিষ্যতে সেইরূপ স্নেহশীলই হইবেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমায় দর্শন করিয়া তিনি আমার আদেশে ক্রোধ ত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাইবেন।" ১।১।১১

১। উদ্দালক শব্দের উত্তর স্বার্থে [illegible] অপত্যার্থে বিহিত করিয়া ঔদ্দালকি পদ হয়। উক্ত-প্রত্যয় অপত্যার্থে গ্রহণ করিলে ঔদ্দালকিকে উদ্দালক ও অরুণ [illegible]

উভয়ের অধিকারী হইবে ; তাহাকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তি উভয় গোত্রে পরিচিত হয়। (মনুসংহিতা ৯।১৪০ দ্রষ্টব্য)। পুত্রিকাপুত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বিধান আছে (মনু ৯।১২৭)। ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে কেহ ভার্যারূপে গ্রহণ করিলে কন্যার পিতা বলিতে পারেন, "ইহার গর্ভজাত পুত্র আমার পিণ্ড দিবে।" সুতরাং পুত্রিকাপুত্রের পক্ষে তাহার জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও সেইরূপ পিতৃস্থানীয়। দ্রঃ ১।১।১১ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২

[নচিকেতা বলিলেন]—স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে) কিঞ্চন (কোনও) ভয়ম্ (ভয়) ন অস্তি (নাই) ; তত্র (সেখানে) ত্বম্ (তুমি, যম) ন (নাই), জরয়া (জরাযুক্ত হইয়া) ন বিভেতি ([কেহ মর্ত্যলোকের ন্যায় মৃত্যুভয়ে] ভীত হয় না) ; অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) উভে (উভয়কে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) শোক-অতিগঃ (দুঃখাতীত হইয়া [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া]) স্বর্গলোকে (দিব্যধামে) মোদতে (আনন্দ ভোগ করে)। ১।১।১২

(নচিকেতা বলিলেন) "স্বর্গলোকে কোনও ভয়[১] নাই ; আপনি সেখানে নাই[২] ; সুতরাং (পৃথিবীবাসীর ন্যায়) সেখানে কেহ বার্ধক্য-গ্রস্ত হইয়া শঙ্কিতমনা হয় না ; লোক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কে অতিক্রম করিয়া এবং দুঃখাতীত হইয়া স্বর্গধামে আনন্দ উপভোগ করে। ১।১।১২

১। ইহা আলংকারিক কথন মাত্র ; ১।১।২৭ দ্রঃ।

২। [illegible] আচরণ করেন না। [illegible] ; [illegible], ১৪ দ্রঃ।

(যম বলিলেন) "হে নচিকেতা, আমি স্বর্গলোকের উপায়ভূত অগ্নির স্বরূপ জানি এবং উহা তোমায় বলিতেছি ; তুমি একাগ্রমনে আমার সকাশে উহা অবগত হও। তুমি জানিও যে, উক্ত অগ্নিই স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ও জগতের আশ্রয়[১] এবং উহা বিদ্বান্‌দিগের বুদ্ধিতে অন্তর্নিবিষ্ট।" ১।১।১৪

১.। বেদে আছে যে, বিরাট্ পুরুষ আপনাকে অগ্নি, বায়ু, ও আদিত্য রূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বৃঃ ১।২।৩ দ্রষ্টব্য।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫

তস্মৈ (নচিকেতাকে) লোক-আদিম্ (সৃষ্টবস্তুর আদিভূত) তম্ (সেই জিজ্ঞাসিত) অগ্নিম্ (অগ্নি [সম্বন্ধে]) উবাচ (বলিলেন) ; যাঃ (যেরূপ), যাবতীঃ বা (যত সংখ্যক) ইষ্টকাঃ (ইষ্টকসমূহ) [যজ্ঞবেদির জন্য সংগ্রহ করিতে হয়] যথা বা (এবং যে প্রকারে) [অগ্নিচয়ন, অগ্ন্যাধান, সমিৎসজ্জা করিতে হয়]— [তাহা সমস্তই বলিলেন]।" সঃ চ অপি (এবং নচিকেতাও) তৎ (মৃত্যুপ্রোক্ত সমস্ত বিষয়) যথোক্তম্ (যথাযথরূপে) প্রতি-অবদৎ (প্রত্যুচ্চারণ করিলেন)। অথ (অনন্তর) মৃত্যুঃ (যম) অস্য (ঐ নচিকেতার পুনরুক্তিতে) তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট হইয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) আহ (বলিলেন)। ১।১।১৫

যমরাজ নচিকেতাকে সৃষ্টবস্তুর আদিভূত 'অগ্নির' বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কি প্রকার এবং কত সংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করিতে হয় ও কিরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয় ইত্যাদি সমস্ত বলিলেন। নচিকেতাও

উহা অবিগত হইয়া যথাযথরূপে তাহার পুনরুক্তি করিলেন। অনন্তর যম নচিকেতার উক্তিতে তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন। ১।১।১৫

১। পুরাণে আছে যে, বিরাট্‌স্বরূপ অগ্নি জীবসৃষ্টির আদিতে প্রথম শরীরধারী রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন :—

স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥

ব্রঃ ১।৭-৮, বেঃ ৬।১৫, শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৭।১৪ দ্রঃ।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

প্রীয়মাণঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মহা-আত্মা (মহাশয় যমরাজ) তম্ (তাহাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—ইহ (এই প্রীতি হেতু) অদ্য (ইদানীং) তব (তোমায়) ভূয়ঃ (পুনরায়, চতুর্থ) বরম্ (বর) দদামি (দান করিতেছি)—অয়ম্ (এই মৎকথিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) তব এব (তোমারই) নাম্না (নামে) ভবিতা (প্রসিদ্ধ হইবে), চ (এবং) ইমাম্ (এই) অনেক-রূপাম্ (শব্দবিশিষ্টা অর্থাৎ শব্দকারী ও বহুবর্ণা) সৃঙ্কাম্ (মালা) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। [অথবা—সৃঙ্কা—কর্মবিষয়ক গতি, অর্থাৎ অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভের উপায় স্বরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ কর্মবিজ্ঞান, গ্রহণ কর]। ১।১।১৬

(নচিকেতাকে শিষ্যত্বের উপযুক্ত দেখিয়া) মহাত্মা যমরাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই প্রীতি-হেতু আমি তোমায় সম্প্রতি আর একটি (চতুর্থ) বর দান করিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি শব্দময় এবং বহুবর্ণরঞ্জিত এই মালাও গ্রহণ

কর। (অথবা—বহু উৎকৃষ্ট ফল লাভের উপায়স্বরূপ কর্মবিজ্ঞানও গ্রহণ কর)। ১।১।১৬

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭

ত্রিভিঃ (মাতা, পিতা, ও আচার্যের সহিত) সন্ধিম্ (সম্বন্ধ) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া)—[অর্থাৎ মাতা, পিতা, ও আচার্য হইতে উপদেশ লাভ করিয়া]. ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [এবং] ত্রি-কর্ম-কৃৎ (যিনি যজ্ঞ, দান, ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি) জন্ম-মৃত্যূ (জন্ম ও মৃত্যু) তরতি (অতিক্রম করেন); ব্রহ্ম-জ-জ্ঞম্ (হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সর্বজ্ঞ) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবম্ (প্রকাশশীল, জ্ঞানাদিগুণ-সম্পন্ন বিরাট্‌কে) বিদিত্বা (শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞাত হইয়া), নিচায্য (আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া) ইমাম্ (এই, স্বসংবেদ্য, সাক্ষাৎকার-জনিত) শান্তিম্ (শান্তি) অত্যন্তম্ (নির্বিশেষ রূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)। [অর্থাৎ উপাসনা ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে বিরাট্-পদ প্রাপ্ত হন]। ১।১।১৭

"মাতা, পিতা, ও আচার্য এই তিনের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং ত্রিকর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন; তিনি শাস্ত্রাদি সহায়ে হিরণ্যগর্ভ-সম্ভূত সর্বজ্ঞ, পূজনীয়, ও জ্ঞানাদি গুণশালী বিরাট্‌স্বরূপকে অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া এই স্বসংবেদ্য (অর্থাৎ স্বহৃদয়ে উপলভ্য) শান্তি অতিশয় রূপে প্রাপ্ত হন। ১।১।১৭

১। উপনয়নের পূর্বে মাতার নিকট, বেদাধ্যয়ন-কালে পিতার নিকট, ও পরে আচার্যের নিকট; বৃঃ ৪।১।২। অথবা ত্রিভিঃ—বেদ, স্মৃতি, ও শিষ্টাচারের; অথবা প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগমের সহিত।

২। ত্রি শব্দে তিন বার; কিংবা বিজ্ঞান, অধ্যয়ন, ও অনুষ্ঠান এই তিনটি বুঝাইতে পারে।

৩। ইষ্টকের সংখ্যা ৭২০; সংবৎসরের অহোরাত্রিও সংখ্যায় (৩৬০ × ২ =) ৭২০। অতএব আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া—সংখ্যা-সাদৃশ্য বশতঃ "ইষ্টক স্থানীয় অহোরাত্রি দ্বারা যে সংবৎসরাত্মক (অর্থাৎ কালাত্মক) বিরাট্‌রূপ অগ্নির চয়ন করা হইয়াছে, তাহা আমি"—এইরূপ ধ্যান করিয়া।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮

ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক) যঃ (যিনি) এতৎ (পূর্বোক্ত) ত্রয়ম্ (ইষ্টকের স্বরূপ ও সংখ্যা এবং অগ্নিচয়নবিধি [১৫শ শ্লোক]) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া) এবম্ (এইরূপে, আত্মস্বরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) নাচিকেতম্ (নাচিকেত) [অগ্নিম্] চিনুতে (অগ্নির আধান করেন এবং অগ্নির ধ্যান করেন) সঃ (তিনি) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি বন্ধন) পুরতঃ (শরীর-ত্যাগের পূর্বেই) প্রণোদ্য (দূর করিয়া) শোক-অতি-গঃ (মানস দুঃখের অতীত হইয়া) স্বর্গলোকে (বৈরাজপদে, বিরাটের সহিত আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া) মোদতে (আনন্দ ভোগ করেন)। ১।১।১৮

"বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবাকারী যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা, ও অগ্নিচয়নবিধি জ্ঞাত হইয়া এবং নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি শরীর

তাহাদের পূর্বেই মৃত্যুর আকর্ষণ-রজ্জু রূপ অধর্মাদিকে ছিন্ন করিয়া এবং মানস-দুঃখ-বর্জিত হইয়া বৈরাজধামে আনন্দ ভোগ করেন'। ১।১।১৮

১। এই স্থলে অগ্নি-বিজ্ঞান ও অগ্নি-চয়নের ফল উপসংহৃত হইয়াছে।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ ॥ ১৯

[হে] নচিকেতঃ, যম্ (যে অগ্নিবর) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে) অবৃণীথাঃ (তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে) তে (তোমার) এষঃ স্বর্গ্যঃ অগ্নিঃ (সেই এই স্বর্গসাধন অগ্নিবরই) [প্রদত্ত হইল]। জনাসঃ (—জনাঃ, লোকেরা) এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে) তব এব (তোমারই [নামে]) প্রবক্ষ্যন্তি (বলিবে)। নচিকেতঃ, তৃতীয়ম্ (তৃতীয়) বরম্ (বর) বৃণীষ (প্রার্থনা কর)। ১।১।১৯

"হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিষয়ক বরই তোমায় প্রদান করিলাম। লোকে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করিবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" ১।১।১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০

(প্রথম ও দ্বিতীয় বরে [illegible] হইতে স্বর্গলোক [illegible] পর্যন্ত [illegible]

[illegible]। কিন্তু এই সকলই সংসারের অন্তর্ভুক্ত এবং [illegible]

এই সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং নচিকেতা বলিলেন]—প্রেতে মনুষ্যে (মানুষ অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই মৃত হইলে) ইয়ম্ যা (এই যে [অত্যন্তকঠিন, সর্বসাধারণ-প্রশ্নরূপ]) বিচিকিৎসা (সংশয়) [হয়]—একে (কেহ কেহ [বলেন]) অস্তি ইতি ([শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত দেহান্তর-সঞ্চারী আত্মা] আছেন, এই কথা) চ একে (এবং কেহ কেহ) অয়ম্ (এবংবিধ আত্মা) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই কথা) [বলেন]—[অধিকন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারাও এই আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হয় না। সুতরাং] ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) অহম্ (আমি) এতৎ (এই বিষয়ে, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়ে) বিদ্যাম্ (জানিতে চাই)। বরাণাম্ (তোমার প্রদত্ত তিনটি বরের মধ্যে) এষঃ (এইটি) তৃতীয় বরঃ (তৃতীয় বর)। ১।১।২০

(নচিকেতা বলিলেন) "মানুষের মরণ হইলে এই যে সংশয় উপস্থিত হয়—কেহ বলেন, 'পরলোকগামী আত্মা আছেন', কেহ বলেন, 'তিনি নাই'—আপনার উপদেশ হইতে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানিতে চাই। বরসমূহের মধ্যে ইহাই তৃতীয় বর।" ১।১।২০

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১

[নচিকেতা আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য যম বলিলেন] অত্র (এই তত্ত্ব বিষয়ে) পুরা (পূর্বে, অতীতকালে) দেবৈঃ অপি (দেবতা-কর্তৃকও) বিচিকিৎসিতম্ (সংশয় করা হইয়াছিল); হি (যে হেতু) এষঃ (এই) ধর্মঃ (আত্মাখ্য ধর্ম) [অতএব সাধারণ মানুষকর্তৃক] সুবিজ্ঞেয়ম্ (সহজভাবে উপলব্ধ) ন (নহেন)। [কেন না] অণুঃ (সূক্ষ্ম)। [সুতরাং] নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) অন্যম্

(অন্য) বরম্ (বর) বৃণীষ (প্রার্থনা কর), মা (=মাং, আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ করিও না), মা (আমার প্রতি) এনম্ (এই বর) —[অর্থাৎ আমার নিকট এই বরপ্রার্থনা] অতি-সৃজ (ছাড়িয়া দাও)। ১।১।২১

(নচিকেতাকে পরীক্ষার জন্য যম বলিলেন). "এই বস্তু বিষয়ে পূর্বে দেবগণও সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম বলিয়া সুবিজ্ঞেয় নহে। অতএব হে নচিকেতা, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। এই বিষয়ে আমায় উপরোধ করিও না; আমার সকাশে তোমার এই প্রার্থনা ত্যাগ কর।" ১।১।২১

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

[নচিকেতা বলিলেন]—দেবৈঃ অপি (দেবগণ-কর্তৃকও) অত্র (এই বস্তু-বিষয়ে) কিল (নিশ্চয়ই) বিচিকিৎসিতম্ (সন্দেহ করা হইয়াছিল); মৃত্যো (হে যমরাজ), ত্বম্ চ (এবং তুমিও) যৎ (যে হেতু) [উক্ত আত্মতত্ত্ব] ন সুজ্ঞেয়ম্ (সুজ্ঞেয় নহে) আত্থ (বলিতেছ) [অতএব] অস্য (এই ধর্মের) বক্তা চ (উপদেষ্টা) ত্বাদৃক্ (তোমার সদৃশ) অন্যঃ (অপর কেহ) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নহে); এতস্য (ইহার) তুল্যঃ (সমান) অন্যঃ (অপর) কঃ চিৎ (কোনও) বরঃ (বর) ন (নাই)। ১।১।২২

(নচিকেতা বলিলেন) "দেবগণেরও যখন এই বিষয়ে সত্যই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং হে যমরাজ, আপনিও যখন বলিতেছেন যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে, তখন এই আত্মতত্ত্বের বক্তা আপনার সদৃশ আর কাহাকেও পাওয়া তো সম্ভবপর নহে এবং এই বরের সদৃশ অন্য বরও তো থাকিতে পারে না।" ১।১।২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩

[নচিকেতার বৈরাগ্য পরীক্ষার্থ যম তাঁহাকে পুনরায় প্রলোভিত করিতেছেন]—
শত-আয়ুষঃ (শত বৎসর যাহাদের আয়ু এইরূপ) পুত্র-পৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্র সমূহ) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ; বহূন্ (অনেক) পশূন্ (গবাদি পশু সমূহ), হস্তি-হিরণ্যম্ (হস্তী ও স্বর্ণাদি বিত্ত), অশ্বান্ (অশ্বসমূহ), ভূমেঃ (পৃথিবীর) মহৎ (বিস্তীর্ণ) আয়তনম্ (ভূভাগ, সাম্রাজ্য) বৃণীষ্ব ; চ (এবং) স্বয়ং (তুমি নিজে) [তত] শরদঃ (বৎসর) জীব (জীবনধারণ কর) যাবৎ (যত বৎসর) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর)। ১।১।২৩

(যম বলিলেন) "তুমি শতায়ু অর্থাৎ দীর্ঘায়ু পুত্র ও পৌত্র সমূহ প্রার্থনা কর এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব, ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর ; অধিকন্তু তুমি নিজে যত বৎসর জীবনধারণ করিতে চাও ততকাল জীবিত থাক। ২৩

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব, বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪

যদি (যদি) [অপর কোনও] এতৎ-তুল্যম্ (ইহার সদৃশ) বরম্ (বর) মন্যসে (মনে কর) [তবে তাহাও] বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ; [অধিকন্তু] বিত্তম্ (স্বর্ণ ও রত্নাদি) চির-জীবিকাম্ চ (এবং চিরজীবন) [প্রার্থনা কর]। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), ত্বম্ (তুমি) মহাভূমৌ (বিশাল ভূখণ্ডে) এধি ([রাজা] হও) ; ত্বা (তোমাকে) কামানাম্ (কাম্য বস্তুসমূহের) কাম-ভাজম্ (কাম ভোগে সমর্থ, ভোগভাগী) করোমি (করিতেছি)। ১।১।২৪

"যদি ইহার তুল্য অপর কোনও বর পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাও প্রার্থনা কর। অধিকন্তু চিরজীবন এবং স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রার্থনা

তুমি নিজের সেবা করাও। হে নচিকেতা; মরণ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিও না।" ১।১।২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬

[নচিকেতা বলিলেন]—অন্তক (হে যমরাজ), [আপনার বর্ণিত ভোগ্য বস্তুসমূহ] শ্বঃ-ভাবাঃ (কল্য থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত), মর্ত্যস্য (মানুষের) সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ (সকল ইন্দ্রিয়ের) যৎ এতৎ তেজঃ (এই যে শক্তি) [তাহা] জরয়ন্তি (জীর্ণ করে)। অপি (অধিকন্তু) সর্বম্ ([হিরণ্যগর্ভাদির] সকল) জীবিতম্ এব (জীবনই) অল্পম্ (অল্প, পরিমিত); [সুতরাং] বাহাঃ (রথাদি) তব এব (আপনারই থাকুক), নৃত্য-গীতে (নৃত্য ও সঙ্গীত) তব (আপনারই থাকুক)। ১।১।২৬

(নচিকেতা বলিলেন) "হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তু সমূহ কল্য পর্যন্ত থাকিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত; উহারা মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি ক্ষয় করে। অধিকন্তু (হিরণ্যগর্ভাদি) সকলেরই জীবন স্বল্প। অতএব রথাদি আপনারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনারই থাকুক। ১।১।২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥ ২৭

মনুষ্যঃ (মানুষ) বিত্তেন (ধনাদি দ্বারা) তর্পণীয়ঃ (সন্তোষণীয়) ন (নহে)। ত্বা (আপনাকে) চেৎ (যখন) অদ্রাক্ষ্ম (দর্শন করিলাম) [তখন বিত্তের আকাঙ্ক্ষা থাকাও হইলে] বিত্তম্ (বিত্ত) লপ্স্যামহে (পাইব)। ত্বম্ (আপনি) যাবৎ (যত কাল) ঈশিষ্যসি (প্রভু থাকিবেন, ততকাল জীবিত

তাঁহাদিগের কৃপায় উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা জানিয়াও, এবং অপ্সরাদিগের গীতি, ক্রীড়া, ও তজ্জন্য সুখ অনিত্য ইহা সুবিদিত হইয়াও, দীর্ঘকাল বাঁচিবার জন্য সমুৎসুক হইতে পারে? ১।১।২৮

* পাঠান্তর— ক তদাস্থঃ— (দুর্লভ-পুরুষার্থ-লাভার্থী) কে কোথায় পুত্রাদি-বস্তুতে আস্থাবান্ হয়?

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥

মৃত্যো (হে যম), সাম্পরায়ে (পরলোক সম্বন্ধে) যস্মিন্ (যে আত্মবিষয়ে) ইদম্ ([আছে কি না] ইহা) বিচিকিৎসন্তি ([লোকে] সংশয় করিয়া থাকে), যৎ (যে আত্মতত্ত্ব নির্ণয়) মহতি (মহৎ প্রয়োজনের সাধক), তৎ (তাহা) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বল)। [শ্রুতি বলিলেন] অয়ম্ (এই) যঃ (যে) বরঃ (বর) গূঢ়ম্ (দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব মধ্যে) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়াছে, গহন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে), নচিকেতাঃ (নচিকেতা) তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যম্ (ভিন্ন কিছু) ন বৃণীতে (প্রার্থনা করে না)। ১।১।২৯

"হে যমরাজ, যে আত্মার সম্বন্ধে লোকের মনে 'ইহা আছে কি না' এইরূপ পরলোক-বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হয়, যে তত্ত্বের নির্ণয়ে মহৎ প্রয়োজন (অর্থাৎ মুক্তি) সুসাধিত হয়, তাহাই আমাদিগকে বলুন।" (অতঃপর উপনিষৎ স্বয়ং বলিতেছেন)—শ্রুতি

দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু অবলম্বনে এই যে বর উপস্থাপিত হইয়াছে, নচিকেতা তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না[1]। ১।১।২৯

১। এখানে কেবল নচিকেতার উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদের প্রকৃত বক্তব্য এই যে, আত্মজ্ঞানের অধিকারী কেহই অনিত্য বস্তুর কামনা করেন না। এই বাক্যটি আপাততঃ নচিকেতার নিজেরই উক্তি বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আচার্য শঙ্করের মতে উহা প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিরই স্বতন্ত্র বচন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১

[পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন]—শ্রেয়ঃ (নিঃশ্রেয়স, এস্থলে মোক্ষের সাধন বিদ্যা) অন্যৎ ([অবিদ্যা হইতে] পৃথক্), উত (আর) প্রেয়ঃ (প্রিয় স্বর্গাদি ও পশুপুত্রাদি, এস্থলে তৎসাধন অবিদ্যা) অন্যৎ এব (ভিন্নই)। নানা-অর্থে (বিভিন্ন প্রয়োজন বিশিষ্ট) তে উভে (বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে) পুরুষম্ (মানুষকে) সিনীতঃ (বন্ধন করে, অর্থাৎ অধিকারানুযায়ী মুক্তি ও স্বর্গের প্রতি প্রবৃত্ত করে)। তয়োঃ (শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইটির মধ্যে) শ্রেয়ঃ আদদানস্য (যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহার) সাধু (মঙ্গল) ভবতি (হয়), যঃ (যিনি) প্রেয়ঃ উ (প্রেয়োমার্গই) বৃণীতে (বরণ করেন) অর্থাৎ হীয়তে ([তিনি] পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন)। ১৷২৷১

(যম বলিলেন) "শ্রেয়োমার্গ (প্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন, তেমনি প্রেয়োমার্গও (শ্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন। (মুক্তি ও স্বর্গাদি এই) বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদক উহারা উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়োমার্গকেই গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।" ১৷২৷১

১। যিনি মুক্তি ও স্বর্গ প্রার্থনা করেন, তিনি তাহাদের সাধন বিদ্যা ও অবিদ্যায় প্রবৃত্ত হন। এই জন্যই ইহাদিগকে পুরুষের বন্ধনের কারণ বলা হইয়াছে।

২। কারণ একই পুরুষ কর্তৃক উভয়টি যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২

শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (শ্রেয় এবং প্রেয় ; অর্থাৎ মুক্তি ও স্বর্গ, পশু ও পুত্র প্রভৃতি পারলৌকিক ও ইহলৌকিক প্রিয় বস্তু এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় বিদ্যা ও অবিদ্যা) মনুষ্যম্ (মানুষকে) এতঃ ([পরস্পর মিশ্রিত হইয়া] প্রাপ্ত হয়, আশ্রয় করে)। ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) তৌ (উভয়কে) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচনা করিয়া) বিবিনক্তি (পৃথক্ করেন), ধীরঃ (যিনি ধৈর্যশালী তিনি) প্রেয়সঃ (প্রিয় হইতে) শ্রেয়ঃ হি অভি-বৃণীতে (শ্রেয় উত্তম বলিয়া তাহাকেই বরণ করেন), মন্দঃ (যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি) যোগ-ক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং প্রাপ্তের সংরক্ষণরূপ ক্ষেমের জন্য, অর্থাৎ শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ জন্য) প্রেয়ঃ (প্রিয় পশুপুত্রাদি) বৃণীতে (বরণ করেন)। ১।২।২

"শ্রেয় এবং প্রেয় (সম্মিলিত[১] ভাবে) মানুষকে আশ্রয় করে। ধীমান্ উভয়কে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া পৃথক্ করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম বলিয়া জানিয়া তাহাকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রিয় পশুপুত্রাদিই বরণ করেন। ১।২।২

১। মন্দবুদ্ধিদিগের নিকট মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন সম্মিলিত ভাবে মানুষকে আশ্রয় করে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-

নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।

নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো

যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩

নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) সঃ ত্বম্ (সেই তুমি, মৎকর্তৃক বারম্বার প্রলোভিত হইয়াও তুমি) প্রিয়ান্ (প্রিয় পুত্রাদি) প্রিয়রূপান্ চ (এবং প্রীতিসম্পাদক অপ্সরা প্রভৃতি) কামান্ (ভোগ্যবস্তু) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া, তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব বিবেচনা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ) ; এতাম্ (এই) বিত্তময়ীম্ (ধনবহুল) সৃঙ্কাম্ (গতি, মার্গ), যস্যাম্ (যাহাতে) বহবঃ (অনেক) মনুষ্যাঃ (মানুষ) মজ্জন্তি (মগ্ন হয়, অবসন্ন হয়), [তাহা] ন অবাপ্তঃ (অবলম্বন কর নাই)। ১।২।৩.

"হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বারম্বার প্রলোভন দেখাইলেও তুমি প্রিয় বস্তু ও সুখোৎপাদক ভোগ্যবিষয়সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমগ্ন হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই। ৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী

অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।

বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে

ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

[যাহা] অবিদ্যা (অবিদ্যা, কর্মকাণ্ডে বিহিত প্রেয়োবিষয়িণী) যা চ (এবং যাহা) বিদ্যা (বিদ্যা, শ্রেয়ঃ-সাধিকা) ইতি (এইরূপে) জ্ঞাতা ([বিদ্বৎ-সমাজে] পরিচিত)—[দ্রঃ ১।২।১-২] এতে (এই দুইটি) দূরম্ (অতিশয়) বিপরীতে (পরস্পর ভিন্ন), বিষূচী (বিরুদ্ধগতি, বিরুদ্ধফলপ্রদ) ; নচিকেতসম্ (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যা-অভীপ্সিনম্

(বিদ্যাভিলাষী, শ্রেয়োভাজন) মন্যে (মনে করি), [যে হেতু] ত্বা (তোমাকে) বহবঃ (বহু) কামাঃ (কাম্য বিষয়) ন অলোলুপন্ত (প্রলুব্ধ করে নাই, শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করে নাই) । ১৷২৷৪

"যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া খ্যাত, তাহারা উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ-পথগামী। নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কেন না বহু কাম্যবস্তু তোমায় প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। ১৷২৷৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫

[যাহারা] অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যার মধ্যে) [কাম্যবস্তুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া] বর্তমানাঃ (অবস্থিত), স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্, বুদ্ধিমান্) পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ (আপনাদিগকে শাস্ত্রকুশল বলিয়া মনে করে) [সেই সকল] মূঢ়াঃ (অবিবেকী) দন্দ্রম্যমাণাঃ (অতিশয় কুটিল, বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করে)—যথা (যেরূপ) অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ (অন্ধগণ) [ভ্রমণ করে]। [অর্থাৎ জন্মমরণ-জরাব্যাধি দুঃখে পতিত হয়, কিন্তু মুক্তি পায় না]। [মু ১৷২৷৮] । ১৷২৷৫

"যাহারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ ও শাস্ত্রকুশল বলিয়া অভিমান করে, সেই সকল মূঢ়, অন্ধেরই দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায়, অতিশয় কুটিলগতি সহকারে (দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ১৷২৷৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

প্রমাদ্যন্তম্ (প্রমাদকারী, পুত্রাদিতে আসক্তচিত্ত) বিত্তমোহেন (ধনমোহে) মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন) বালম্ (অবিবেকীর) প্রতি (প্রতি) সাম্পরায়ঃ (পরলোক প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন) ন ভাতি (প্রকটিত হয় না) ; [সে] অয়ম্ লোকঃ (এই দৃশ্যমান ভোগায়তন লোকই [আছে]), পরঃ ([অদৃষ্ট] পরলোক) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই প্রকার) মানী (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) পুনঃ পুনঃ (বারংবার [জন্মলাভ করিয়া]) মে (আমার) বশম্ (অধীনতা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) । ১।২।৬

"সংসারে আসক্তচিত্ত এবং ধনাদিমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকসম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না । 'কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক নাই' এইরূপ মনে করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ আমার (অর্থাৎ মৃত্যুর) অধীনতা প্রাপ্ত হয় । ১।২।৬

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
ঽশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

[যেহেতু] যঃ (আত্মা) বহুভিঃ (অনেকের পক্ষে) শ্রবণায় অপি (শ্রবণমাত্রের জন্যও) ন লভ্যঃ (সুলভ নহেন), [যেহেতু] যম্ (তাঁহাকে) শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করিয়াও) বহবঃ (অনেকে) ন বিদ্যুঃ (জানিতে পারে না), [অতএব] অস্য (এই আত্মার) বক্তা (উপদেষ্টা আচার্য) আশ্চর্যঃ (অদ্ভুতস্বভাব, বিরল), [এবং] কুশলঃ (নিপুণ ব্যক্তি) লব্ধা (আত্মজ্ঞানলাভকারী) ; [কেন না] কুশলানুশিষ্টঃ (নিপুণ

আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট) আশ্চর্যঃ (বিরল কেহ, কোনও বিশেষ অধিকারীই) জ্ঞাতা (জ্ঞানবান্ হন)। [গীতা ২।২৯]। ১।২।৭

যেহেতু আত্মা সম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ পর্যন্ত করিতে পায় না, এবং শ্রবণ করিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না, অতএব সেই আত্মার উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ ; কেন না নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিরল কেহ কেহই মাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হন। ১।২।৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

অবরেণ (হীন, প্রাকৃতবুদ্ধি) নরেণ (মানুষকর্তৃক) প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট) এষঃ (এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয়ঃ (উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর) ন (হন না), [যেহেতু ইনি], বহুধা ([অস্তি-নাস্তি, কর্তা-অকর্তা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি] বহুবিধরূপে) চিন্ত্যমানঃ (চিন্তার বিষয় হন)। অনন্য-প্রোক্তে (প্রতিপাদ্য আত্মার সহিত নিজের অভেদ-দর্শনকারী আচার্য কর্তৃক আত্মা উপদিষ্ট হইলে) অত্র (এই আত্মবিষয়ে) গতিঃ (অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি সংশয়ের গতি) ন অস্তি (থাকে না) [অথবা অনন্যপ্রোক্তে—অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে, অত্র—আত্মাতে, গতিঃ নাস্তি—'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও অবগতি অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা অত্র—এই জগতে, গতিঃ—সংসারগতি, নাস্তি—হয় না] [অন্যথা] অণু-প্রমাণাৎ ([যুক্তিসহায়ে তাঁহাকে], অতি সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিলেও [তিনি অপরের দ্বারা] অণুপেক্ষা) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর [বলিয়া প্রমাণিত হন]), হি (কেন না) [আত্মা] অতর্ক্যম্ (—অতর্ক্যঃ, তর্কের অতীত)। ১।২।৮

প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পন্ন কেহ আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেও, উক্ত আত্মা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হন না, কেন না তিনি (তাহাদের

নিকট) নানারূপ বিকল্পের বিষয় হইয়া থাকেন। অভেদদর্শী জীবন্মুক্ত আচার্য উপদেশ প্রদান করিলে আত্মা সম্বন্ধে সকল সংশয়ের অবসান হয়। (তর্কের দ্বারা) আত্মাকে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রমাণ করিলে তিনি তদপেক্ষাও অণুতর বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন, কেন না বস্তুতঃ তিনি তর্কাতীত[১]। ১।২।৮

১। ব্রঃ সূঃ ২।১।১১ দ্রষ্টব্য।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম), যাম্ (যে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ত্বম্ (তুমি) আপঃ (প্রাপ্ত হইয়াছ) এষা (এই) মতিঃ (জ্ঞান) তর্কেণ (তর্কের দ্বারা) ন আপনেয়া (পাওয়া যায় না)। অন্যেন এব (তার্কিক হইতে ভিন্ন শাস্ত্রার্থ-দর্শীর দ্বারাই) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট হইলে) সুজ্ঞানায় (সাক্ষাৎকার-যোগ্য হন)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), সত্য-ধৃতিঃ বত অসি (তুমি বস্তুতঃই পরমার্থ বিষয়ে ধারণাবান্ হইয়াছ)—নঃ (আমাদের নিকট) প্রষ্টা (প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসু) ত্বাদৃক্ (তোমার ন্যায়) ভূয়াৎ (হউক)। ১।২।৯

"হে প্রিয়তম, তোমার যে সদ্বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইনি সাক্ষাৎকার-যোগ্য হন। হে নচিকেতা, তোমার বস্তুতঃই পরমার্থ বিষয়ে ধারণা হইয়াছে। তোমারই সদৃশ জিজ্ঞাসু যেন আমাদের নিকট আসে। ১।২।৯

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

শেবধিঃ (নিধি, কর্মফল) অনিত্যম্ (=অনিত্যঃ, অনিত্য) হি (কেননা) অধ্রুবৈঃ (অনিত্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা) তৎ (সেই) ধ্রুবম্ (পরমাত্মাখ্য নিত্য ধন) ন প্রাপ্যতে (লব্ধ হয় না)—ইতি (ইহা) হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) জানামি (অবগত আছি) ততঃ (সুতরাং, জানিয়া শুনিয়াও) ময়া (মৎকর্তৃক) অনিত্যৈঃ (অনিত্য) দ্রব্যৈঃ (পশু প্রভৃতি দ্বারা) নাচিকেতঃ (নাচিকেত নামক) অগ্নিঃ ([স্বর্গসুখপ্রদ] অগ্নি) চিতঃ (চয়ন করা হইয়াছে), [তদ্দ্বারা] নিত্যম্ ([আপেক্ষিক] নিত্য [যমপদ]) প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। [তুমি আমাপেক্ষাও বুদ্ধিমান্, কেননা প্রলোভিত হইয়াও উক্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছ]। ১।২।১০

"আমি ইহা অবগত আছি যে, কর্মফলরূপ সম্পদ্ অনিত্য; কেন না (কর্মের জন্য ব্যবহৃত) অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব আমি জানিয়া শুনিয়াও অনিত্য দ্রব্য সাহায্যে নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা (আপেক্ষিক অর্থাৎ যতক্ষণ সংসার আছে ততক্ষণ স্থায়ী) নিত্যকে (অর্থাৎ যমপদকে) পাইয়াছি। ১।২।১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), [যাহাকে] কামস্য (কামনার) আপ্তিং (প্রাপ্তির

তাহাকে), জগতঃ (অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব সমস্ত বস্তুর) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়কে) ক্রতোঃ (যজ্ঞ-কর্মের) আনন্ত্যম্ (= অনন্তত্ব, হিরণ্যগর্ভ-পদকে), অভয়স্য ([আপেক্ষিক] অভয়ের) পারম্ (পরাকাষ্ঠাকে), স্তোম-মহৎ (প্রশংসার্হ ও অণিমাদি ঐশ্বর্যে মহীয়ান্) উরুগায়ম্ (বিস্তীর্ণ, অনেককাল স্থায়ী) প্রতিষ্ঠাম্ (অবস্থিতিকে) ধৃত্যা (ধৈর্য সহকারে) দৃষ্ট্বা (বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্ হইয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (বর্জন করিয়াছ) । ১।২।১১

"হে নচিকেতা, তুমি কাম্য বিষয়ের চরম উৎকর্ষ, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্তফলস্বরূপ, স্তবনীয়, মহৎ, ও বিশাল হিরণ্যগর্ভপদ সম্বন্ধে ধৈর্যসহকারে বিচার করিয়া বুদ্ধিমত্তা লাভ করিয়াছ এবং উহা পরিত্যাগ করিয়াছ। ১।২।১১

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

[তুমি যাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ] তম্ (সেই) গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্ (সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধি দ্বারা প্রচ্ছন্ন), গুহা-হিতম্ (হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও উপলভ্য), [অতএব] গহ্বরেষ্ঠম্ (বাসনাদি অনর্থবহুল শরীরে স্থিত), [সুতরাং] দুর্দর্শম্ (দুঃখে উপলভ্য) পুরাণম্ (পুরাতন, সনাতন) দেবম্ (স্বপ্রকাশ আত্মাকে) ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) অধ্যাত্ম-যোগ-অধিগমেন (পরমাত্মায় মন সমাধানপূর্বক) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া), হর্ষ-শোকৌ (সুখদুঃখ) জহাতি (পরিত্যাগ করেন) । ১।২।১২

"দুর্জ্ঞেয় স্বরূপে অবস্থিত, হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত, ও অনর্থবহুল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া যে আত্মাকে অতি কষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়,

ধীর ব্যক্তি[১] সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগসহায়ে[২] সাক্ষাৎ করিয়া সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন। ১।২।১২

১। অর্থাৎ ধ্যান-মননকারী। ২। অর্থাৎ নিদিধ্যাসন সহায়ে।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

মর্ত্যঃ (মানুষ) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) শ্রুত্বা (আচার্য সকাশে শ্রবণ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্‌প্রকারে [আত্মভাবে] গ্রহণ করিয়া) ধর্ম্যম্ (ধর্মানুমোদিত বস্তুকে) প্রবৃহ্য (শরীরাদি হইতে পৃথক্ করিয়া) অণুম্ (সূক্ষ্ম, দুরধিগম্য) এতম্ (এই আত্মাকে) আপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সঃ (সেই মানুষ) মোদনীয়ম্ হি (হর্ষের কারণ-স্বরূপকেই) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) মোদতে (আনন্দ উপভোগ করে)। নচিকেতসম্ (নচিকেতার প্রতি) সদ্ম ([ব্রহ্মরূপ] ভবন) বিবৃতম্ (উন্মুক্ত-দ্বার বলিয়া) মন্যে (মনে করি)। ১।২।১৩

"মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং ('আমিই আত্মা' এই ভাবে) তাঁহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া, তৎপরে ধর্মসহায়ে[১] সত্তা ইহাকে (দেহাদি হইতে) পৃথক্ করিয়া[২] থাকে এবং তাহার ফলে সূক্ষ্ম এই আত্মাকেই লাভ করে[৩]। এই আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দই উপভোগ করে। আমি মনে করি যে, নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মরূপ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।" ১।২।১৩

১। 'তত্ত্বজ্ঞানই উত্তম ধর্ম'। (গীতা ৯।২ দ্রষ্টব্য)।
২। অর্থাৎ নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া।
৩। অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করে।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

[নচিকেতা বলিলেন—আপনি আমায় যখন উপযুক্ত মনে করেন এবং আপনি যখন তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং] ধর্মাৎ (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি হইতে) অন্যত্র (পৃথক্-ভূত), অধর্মাৎ (অধর্ম হইতে) অন্যত্র (ভিন্ন), অস্মাৎ (এই) কৃতাকৃতাৎ (কার্য ও কারণ হইতে) অন্যত্র (পৃথক্), ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ (অতীত ও ভবিষ্যৎ [এবং বর্তমান] হইতে) অন্যত্র (পৃথক্) যৎ তৎ (সেই যে বস্তু) পশ্যসি (প্রত্যক্ষ করিতেছেন), তৎ (তাহা) বদ ([আমায়] বলুন) ১।২।১৪

(নচিকেতা বলিলেন) "ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্, এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে বস্তুকে[1] আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাই আমায় বলুন।" ১।২।১৪

১। ১।১।২০ দ্রষ্টব্য। এখানেও তাহাই প্রার্থনীয়।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥ ১৫

[যম বলিলেন]—সর্বে (সকল) বেদাঃ (বেদ-সমূহ, অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহ) যৎ (যে) পদম্ (পদবস্তু) আমনন্তি (অবিরুদ্ধ ভাবে ও মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করেন), চ (এবং) সর্বাণি (সকল) তপাংসি (তপস্যা, কর্মাদি) যৎ বদন্তি (যাহা বলে, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ হয়), যৎ (যাহা) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষ করিয়া) ব্রহ্মচর্যম্ (গুরুগৃহে বাস বা ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (আচরণ করেন), তে (তোমায়)

তৎ (সেই) পদম্ (প্রাপ্য বস্তু) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি)—এতৎ (ইহা) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার তাঁহার প্রতীক)। ১৷২৷১৫

(যম বলিলেন) "বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইঁহা ওম্ (শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহার প্রতীক[১])। ১৷২৷১৫

১। মুঃ ২৷২৷৩ দ্রষ্টব্য। ওঁ এই শব্দটি ব্রহ্মের নাম বা বাচক অর্থাৎ ওম্ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার উহা তাঁহার প্রতীক, অর্থাৎ শালগ্রাম অবলম্বনে যেরূপ বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। উত্তমাধিকারী অবলম্বন ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন। মধ্যমাধিকারী ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মকে "ওঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মই আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে পারেন, এবং মন্দাধিকারী ওঙ্কারকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। গীতা ৮৷১১,১৩ দ্রষ্টব্য। তৈঃ ১৷৮, মুঃ ভাষ্য ২৷১৷১ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

হি ([যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক] অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর, শব্দ) ব্রহ্ম এব ([কার্য বা অপর] ব্রহ্মই), হি (অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (ওঁকার) পরম্ এব (পরব্রহ্মই)। এতৎ অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যিনি) যৎ (যাহা—পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ হি (তাহাই) [হইয়া থাকে]। ১৷২৷১৬

"অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক[১]। এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান) হইয়া থাকে[২]। ১।২।১৬

১। পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ; ইঁহার নামান্তর কার্যব্রহ্ম। প্রঃ ৫।২

২। ওঁ শব্দটি পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই বাচক এবং প্রতীক। ওঙ্কারা-বলম্বনে পরব্রহ্মের ধ্যান করিলে ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন এবং ঐরূপে অপরব্রহ্মের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন, কেননা তিনি সাধকেরই আত্মস্বরূপ। উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনম্ ([ব্রহ্মপ্রাপ্তির] আশ্রয়) শ্রেষ্ঠম্ (সর্বপ্রধান), এতৎ আলম্বনম্ পরম্ (পরব্রহ্ম বিষয়ক এবং [অপরব্রহ্ম বিষয়ক]); এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা (জানিয়া বা উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হন) [অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হন]। ১।২।১৭

"ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয় বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। ১।২।১৭

তৎ (সেই) পদম্ (ঈপ্সিত বস্তু) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি)—এতৎ (ইহা) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার তাঁহার প্রতীক)। ১।২।১৫

(যম বলিলেন) "বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমার সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইঁহা ওম্ (শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহার প্রতীক[১])। ১।২।১৫

১। বৃহঃ ২।২।৩ দ্রষ্টব্য। ওঁ এই শব্দটি ব্রহ্মের নাম বা বাচক অর্থাৎ ওম্ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার উহা তাঁহার প্রতীক, অর্থাৎ শালগ্রাম অবলম্বনে যেরূপ বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। উত্তমাধিকারী অবলম্বন ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন। মধ্যমাধিকারী ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মকে "ওঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মই আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে পারেন, এবং মন্দাধিকারী ওঙ্কারকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। গীতা ৮।১১,১৩ দ্রষ্টব্য। তৈঃ ১।৮, বৃঃ ভাঃ ৫।১।১ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬

হি ([যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক] অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর, শব্দ) ব্রহ্ম এব ([কার্য বা অপর] ব্রহ্মই), হি (অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (ওঁকার) পরম্ এব (পরব্রহ্মই)। এতৎ অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যিনি) যৎ (যাহা—পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ হি (তাহাই) [হইয়া থাকে]। ১।২।১৬

"অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক[১]। এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান) হইয়া থাকে[২]। ১।২।১৬

১। পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ; ইঁহার নামান্তর কার্যব্রহ্ম। প্রঃ ৫।২

২। ওঁ শব্দটী পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই বাচক এবং প্রতীক। ওঙ্কারা-বলম্বনে পরব্রহ্মের ধ্যান করিলে ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন এবং ঐরূপে অপরব্রহ্মের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন, কেননা তিনি সাধকেরই আত্মস্বরূপ। উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনম্ ([ব্রহ্মপ্রাপ্তির] আশ্রয়) শ্রেষ্ঠম্ (সর্ব-প্রধান), এতৎ আলম্বনম্ পরম্ (পরব্রহ্ম বিষয়ক এবং [অপরব্রহ্ম বিষয়ক]), এতদ্ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা (জানিয়া বা উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হন) [অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হন]। ১।২।১৭

"ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয় বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। ১।২।১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

[মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর উপাসনার জন্য ব্রহ্মের প্রতীক ও বাচক রূপে ওঙ্কারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে]—বিপশ্চিৎ (অবিলুপ্ত-চৈতন্য, সর্বজ্ঞ) ন জায়তে (জাত হন না) বা (কিংবা) ন ম্রিয়তে (বিনষ্ট হন না) ; অয়ম্ (এই আত্মা) কুতঃ চিৎ (কোনও কারণান্তর হইতে) ন [বভূব] (হন নাই), ন কঃ চিৎ বভূব ([আত্মা হইতেও] কোনও বস্তু উৎপন্ন হয় নাই) ; অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্ম-রহিত), নিত্যঃ শাশ্বতঃ (ক্ষয় রহিত), পুরাণঃ (পুরাতন হইয়াও নূতন, বৃদ্ধিবর্জিত) ; শরীরে (দেহ) হন্যমানে ([শস্ত্রাদি দ্বারা] নিহত হইলেও) ন হন্যতে (নিহত বা হিংসিত হন না)। ১।২।১৮

"ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইঁহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত, ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না"[1]। ১।২।১৮

১। গীতা ২।১৯-২০, শ্বেতাশ্বতর ৩।২১ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু নিষেধের দ্বারা তিনিই যে নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা ইহাই বলা হইল। কঠ ১।১।২০ মন্ত্রে মরণ-নিমিত্ত নাস্তিত্বাশঙ্কা হইয়াছিল। এখানে মরণ নাই বলাতে ঐ মন্ত্রোক্ত অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর হইল।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

চেৎ (যদি) হন্তা (হননকারী) হন্তুম্ (হনন করিতে) মন্যতে (অভিপ্রায় করে), হতঃ ([যাহার] হত ব্যক্তি) চেৎ (যদি) হতম্ ([আত্মাকে] হত) মন্যতে (মনে

করে) [তাহা হইলে] তৌ উভৌ (তাহারা উভয়ে) ন বিজানীতঃ (আত্মজ্ঞান-হীন), [কেন না] অয়ম্ (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হত্যা করেন না) ন হন্যতে (অথবা নিহত হন না) [অর্থাৎ উহা ধর্মাধর্মের অতীত এবং অবিকারী] । ১৷২৷১৯

"হননকারী যদি মনে করে যে, (আত্মাকে) হত্যা করিব, বা হতব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি, তবে তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। কেন না উক্ত আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না। ১৷২৷১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০

অণোঃ (অতি সূক্ষ্মবস্তু হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহতঃ (বিশাল পৃথিব্যাদি হইতে) মহীয়ান্ (বিশালতর) আত্মা (আত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াম্ (হৃদয়গুহায়) নিহিতঃ (জীবাত্মা রূপে অবস্থিত)। ধাতু-প্রসাদাৎ, (ধাতুসমূহ, অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, বিশুদ্ধ হইলে) অক্রতুঃ (নিষ্কাম ব্যক্তি) আত্মনঃ (আত্মার) তম্ (সেই) মহিমানম্ (মহিমা, ক্ষয়-বৃদ্ধি-রাহিত্য) পশ্যতি (দর্শন করেন, "আমিই সেই আত্মা" এইরূপ অনুভব করেন) [এবং তজ্জন্য] বীতশোকঃ (শোকাতীত হন) । ১৷২৷২০

"সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর[১] এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন। ১৷২৷২০

১। উপাধি-ভেদে বস্তুতঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, বিশাল, বিশালতর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। শ্বেতাশ্বতর ৩৷২০ দ্রষ্টব্য।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১

[আত্মা] আসীনঃ (উপবিষ্ট [কূটস্থ সাক্ষী রূপে অচল থাকিয়াও]) দূরম্ ব্রজতি (দূরে গমন করেন [চিত্তবৃত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিতরূপে সচল হন]); শয়ানঃ (সুষুপ্তিকালে উপরতক্রিয় হইয়াও) [সামান্য-জ্ঞানরূপে যেন] সর্বতঃ (সর্বত্র) যাতি (গমন করেন); তম্ (সেই) মদ-অমদম্ (হর্ষযুক্ত ও হর্ষবিযুক্ত) দেবম্ (প্রকাশবান্ আত্মাকে) মৎ-অন্যঃ (আমাদের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যতীত অপর) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)? ১।২।২১

"(আত্মা) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন; সেই সুখদুঃখান্বিত[১] স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমাদের ন্যায় বিবেকী ব্যতীত অপর কে জানিতে পারে? ১।২।২১

১। বিরুদ্ধ উপাধিধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া অজ্ঞানীর নিকট নানা বিরুদ্ধ-ধর্মবান্ বলিয়া প্রতীত হন। ঈঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২

[আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছেন]—শরীরেষু (বিভিন্ন দেহে) অশরীরম্ (দেহ-বিহীন) অনবস্থেষু (অনিত্য বস্তুসমূহ মধ্যে) অবস্থিতম্ (নিত্য, অবিকৃত), মহান্তম্ (সুবিপুল), বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা ("আমিই সেই" এইরূপ সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্, আত্মবিৎ) ন শোচতি (শোক করেন না, শোকাতীত হন)। ১।২।২২

"বিভিন্ন দেহে অশরীররূপে বর্তমান এবং অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপী আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকহীন হন। ১।২।২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩

[আত্মজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে]—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু বেদ আয়ত্ত করার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য, জ্ঞেয় নহেন) ন মেধয়া (গ্রন্থার্থ অবধারণের শক্তি দ্বারা নহেন), বহুনা (অনেক) শ্রুতেন (শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা) ন (নহেন)। [কিরূপে তবে লভ্য হন ?—অন্তর্যামী রূপে বা আচার্য রূপে অবস্থিত] এষঃ (এই আত্মা) যম্ এব (যাহাকেই, যে সাধককেই) বৃণুতে (অনুগ্রহ করেন) তেন (সেই অনুগৃহীত ও অভেদানুসন্ধানকারী সাধকের দ্বারা) লভ্যঃ (জ্ঞেয় হন)। তস্য সেই আত্মকামীর সকাশে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাম্ (স্বীয়) তনূম্ (পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)। [মুঃ ৩।২।৩]। ১।২।২৩

"এই আত্মাকে বহু স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ সহায়ে, অথবা ধারণাশক্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না[১]। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন। ১।২।২৩

১। অর্থাৎ প্রবচনাদির অতিরিক্ত অপর একটি জিনিস প্রয়োজন—উহা ভগবানের অনুগ্রহ।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪

দুঃচরিতাৎ (পাপাচরণ হইতে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত), অশান্তঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-প্রবণতা হইতে অনুপরত), অসমাহিতঃ (চিত্ত-সমাধান-শূন্য) বা অপি

অশান্ত-মানসঃ (অথবা [সমাধির ফল অণিমাদি লাভার্থে] অস্থির) [ব্যক্তি] এনম্ (এই আত্মাকে) প্রজ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) ন আপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারে না)। ১৷২৷২৪

"যে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, কিংবা সমাধির ফললাভ বিষয়ে অস্থিরতা বর্জন করে নাই, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান সহায়ে লাভ করিতে পারে না[১]। ১৷২৷২৪

১। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের ইহাই সুনিশ্চিত অর্থ যে, পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে; নতুবা প্রজ্ঞান হইবে না এবং আত্মলাভও হইবে না।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী॥

যস্য (যে পরমাত্মার) ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ (সর্বধর্মবিধারক ব্রাহ্মণ ও সর্বধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয়) উভে (উভয়েই) ওদনঃ (অন্ন) ভবতঃ (হন), মৃত্যুঃ (সর্বসংহারক যম) যস্য (যাঁহার) উপসেচনম্ ([অন্নের] উপকরণ [শাকাদি]) সঃ (সেই আত্মা) যত্র ([স্বমহিমায় সর্বভোক্তা রূপে] যেখানে অবস্থিত তাহা কঃ (কে কোন্ সাধারণ-বুদ্ধি মানব) ইত্থা (এইরূপে [যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়]) বেদ (জানে)? ১৷২৷২৫

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার অন্নস্থানীয় এবং মৃত্যু যাঁহার শাকাদি-স্থানীয়,[১] সেই পরমাত্মা যেখানে অবস্থিত, তাহা কে এবম্প্রকারে, অর্থাৎ যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়, জানিতে পারে?" ১৷২৷২৫

১। প্রলয়কালে যিনি আপনাতে নিখিল বিকারী জগৎকে উপসংহৃত করেন।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

[১।২।৪ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল উপন্যস্ত হইয়াছে; তাহাই রথরূপক সহায়ে ১।৩।৩-৯ মন্ত্রে নিরূপিত করার জন্য ভূমিকা করা হইতেছে]— সুকৃতস্য (স্বকৃত কর্মের) ঋতম্ (সত্য, অবশ্যম্ভাবী ফল) পিবন্তৌ (পানকারী, ভোগকারী যে দুইজন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) লোকে (ভোগায়তন শরীর মধ্যে) পরমে (উত্তম) পর-অর্ধে (পরব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান) গুহাম্ (=গুহায়াম্, বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট আছেন) [তাঁহাদিগকে] ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) যে চ (এবং যাঁহারা) পঞ্চ-অগ্নয়ঃ (গৃহস্থ) [ও] ত্রি-ণাচিকেতাঃ (যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [তাঁহারা] ছায়া-আতপৌ (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)। ১।৩।১

নিজ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ[১] ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ, এবং অপর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিক[২] কিংবা ত্রিণাচিকেত তাঁহারাও, আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর-বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন। ১।৩।১

১। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর। এখানে ফলভোগকারী মাত্র জীব, কিন্তু ঈশ্বরকেও ছত্রিন্যায়ে কর্মফল-ভোক্তা বলা হইল। দলের অনেকের ছত্র থাকিলে যেরূপ বলিতে

বলা যায় যে, [illegible] সেইরূপ [illegible]
[illegible] বলা হইল।

২। পঞ্চাগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য। এই সকল অগ্নিকে পূর্বগণ যজ্ঞ করিতেন। অথবা পঞ্চাগ্নি—দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী। অগ্নিহোত্রীর এই সকলে ক্রমান্বয়ে হুত হইয়া জীব সংসারে আগত হয়। পূর্বে এই অগ্নিসমূহের উপাসনা করিতেন। বৃঃ ৬।২।৯-১৩

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২

যঃ (যে বিরাট্‌রূপ অগ্নি) ঈজানানাম্ (যজ্ঞকারিগণের) সেতুঃ (সেতুস্বরূপ, দুঃখ অতিক্রমের উপায়) নাচিকেতম্ (সেই নাচিকেত অগ্নিকে) শকেমহি ([জানিতে এবং চয়ন করিতে] সমর্থ হইয়াছি), [এবং] অভয়ম্ পারম্ (সংসার-সাগরের অভয় পারে) তিতীর্ষতাম্ (উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট) যৎ (যাহা) অক্ষরম্ (বিকারবিহীন) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [তাহাও জানিতে সমর্থ হইয়াছি]। ১।৩।২

যে বিরাট্-রূপ অগ্নি যজ্ঞকারিগণের (দুঃখ অতিক্রমের) সেতুস্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিকে, এবং সংসারসাগরের ভয়শূন্য পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁহাকেও, আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। ১।৩।২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩

আত্মানম্ (কর্মফল-ভোক্তা আত্মাকে) রথিনম্ (রথস্বামী) বিদ্ধি (জানিবে), তু (কিন্তু) শরীরম্ (দেহকে) রথম্ এব (রথ বলিয়াই [জানিবে]), তু বুদ্ধিম্ (বুদ্ধিকে) সারথিম্ (রথচালক) বিদ্ধি (জানিবে) চ (এবং) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহম্ এব (বল্গা, লাগাম বলিয়া [জানিবে])। ১।৩।৩

জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে। ১।৩।৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪

ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে) হয়ান্ (অশ্বসমূহ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), তেষু (সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিতে গৃহীত) বিষয়ান্ (ভোগ্যবিষয়সমূহকে) গোচরান্ (ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গমনের পথ) [বলিয়া থাকেন], আত্মা-ইন্দ্রিয়-মনঃ-যুক্তম্ (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত আত্মাকে) মনীষিণঃ (বিবেকিগণ) ভোক্তা ইতি (ভোগকর্তা রূপে) আহুঃ (বলেন)। ১।৩।৪

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বগণের গমনের পথ বলিয়া থাকেন; (তাঁহারা) শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মন সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলিয়া থাকেন। ১।৩।৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫

তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) অযুক্তেন (অসমাহিত) মনসা সদা ([লাগাম স্থানীয়] মনের সহিত সর্বদা যুক্ত হইয়া) অবিজ্ঞানবান্ (অনিপুণ, [প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে] অবিবেকী] ভবতি (হয়) তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথ-চালকের) দুষ্ট-অশ্বাঃ ইব (অসংযত অশ্বের ন্যায়) অবশ্যানি (দুর্দমনীয় হইয়া থাকে)। ১।৩।৫

কিন্তু যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সহিত। সর্বদা যুক্ত থাকায় বিবেকহীন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্ট অশ্বেরই ন্যায় দুর্দমনীয় হয়। ১।৩।৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) যুক্তেন মনসা (সমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া) বিজ্ঞানবান্ ([প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে] বিবেকবান্) ভবতি (হয়), তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথ চালকের) সদশ্বাঃ ইব (সুসংযত অশ্বের ন্যায়) বশ্যানি (আজ্ঞাধীন থাকে)। ১।৩।৬

পরন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সমাহিত মনের সহিত যুক্ত থাকায় বিবেকবান্ হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির সুসংযত অশ্বসমূহের ন্যায় আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। ১।৩।৬

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) অমনস্কঃ (অসংযতমনা) অবিজ্ঞানবান্ (অবিবেকী) অশুচিঃ (অপবিত্র, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র) ভবতি, [সেই বুদ্ধি সাহায্যে] সঃ (সেই রথী) তৎ পদম্ (সেই কৈবল্যাখ্য পরম পদ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না), চ (অধিকন্তু) সংসারম্ (জন্মমরণরূপ সংসারগতি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। ১।৩।৭

কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা অসমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত, অবিবেকী, ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র[১], সেই বুদ্ধির সাহায্যে[২] উক্ত রথী মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু জন্মমরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ১।৩।৭

১। অসংযত মনের সহিত যুক্ত থাকিলে তৎসংসৃষ্ট বুদ্ধিও কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয় এবং ইহার ফলে সে ইন্দ্রিয়গুলিরই অধীন হইয়া পড়ে। ইহাতে পাপের উদয় হয়। এই অবস্থাকেই মূলে 'অশুচি' বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২। মূলস্থ 'সঃ' শব্দের অর্থ 'সেই বুদ্ধি' বলিলে আপত্তি এই যে—বুদ্ধি জড়, সে পরমাত্মাকে কিরূপে লাভ করিবে? সুতরাং 'বুদ্ধির সাহায্যে সেই রথী' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। পরবর্তী শ্লোকেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

তু (কিন্তু) যঃ (যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধি-সারথির সহিত সংযুক্ত), সমনস্কঃ (সংযতমনা), সদা (সর্বদা) (শুচিঃ পবিত্র, স্বচ্ছান্তঃকরণ) ভবতি (হন), সঃ (তিনি) তু (কিন্তু) তৎ পদম্ (সেই পরম পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যস্মাৎ (যে পদ হইতে [বিচ্যুত হইয়া]) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন জায়তে ([কেহ] জন্মগ্রহণ করে না)। ১।৩।৮

কিন্তু যিনি বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন যাহা হইতে পুনর্জন্ম হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯

যঃ তু (এবং যে) নরঃ (মানুষ) বিজ্ঞান-সারথিঃ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত) মনঃ-প্রগ্রহবান্ ([ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা] বল্গাস্থানীয় মন যাঁহার অধীন) সঃ (তিনি) অধ্বনঃ (সংসারমার্গের) পারম্ (পরপার) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), তৎ (উক্ত প্রাপ্তব্য বস্তু) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) পরমম্ (সর্বোত্তম) পদম্ (অধিষ্ঠান) [অথবা "রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ ষষ্ঠী ঔপচারিকী।" বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্—ব্যাপক সর্বোত্তম বিষ্ণু-পদ]। ১।৩।৯

অধিকন্তু যে মানুষের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং বল্গা-স্থানীয় মন যাঁহার অধীন, তিনি সংসারমার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন—উহাই সর্বোত্তম ও সুবিশাল অধিষ্ঠান[১]। ১।৩।৯

১। রাহুর শির বলিলে যেমন রাহুকেই বুঝায়, কারণ রাহু ও শির অভিন্ন, সেইরূপ বিষ্ণুর ধাম—(জগতের) বিষ্ণুরূপ অধিষ্ঠান।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০

[ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতার তারতম্যক্রমে প্রত্যগাত্মার অধিগমের জন্য ১০ম, ১১শ মন্ত্র বলা হইতেছে] হি (নিশ্চয়ই) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) অর্থাঃ (বিষয়সমূহ) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ ; সূক্ষ্মতর ব্যাপক, ও আত্মভূত), অর্থেভ্যঃ চ (এবং ভোগ্য-বিষয়-সমূহ হইতে) মনঃ (মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়াদির আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরা (শ্রেষ্ঠ), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (প্রাণিমাত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাপক হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ১।৩।১০

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ[১], এবং অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। ১।৩।১০

১। এখানে পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব শব্দ সূক্ষ্মতর, অধিক ব্যাপক, ও কীর আত্মভূত অর্থাৎ কারণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কেননা কার্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক, এবং উহা কার্যের আত্মস্বরূপই হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত ইন্দ্রিয় নির্মাণ করিয়াছে ; সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গীঃ ৩।৪২ এবং কঃ ২।৩।৬ এর টীকা দ্রঃ

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১

মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত, মায়াতত্ত্ব [শ্বেঃ ৪।১০]) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), অব্যক্তাৎ (সকল কার্য ও কারণের শক্তিসমষ্টিরূপ মায়াতত্ত্ব হইতে) পুরুষঃ (পরমাত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ), পুরুষাৎ (পরমাত্মা হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন কিঞ্চিৎ (কিছুই নাই)। সা কাষ্ঠা (ঐ পরমাত্মাতেই সকল কার্যকারণভাবের পর্যাপ্তি বা অবসান হয়), সা (উহাই) পরা গতিঃ (চরম গন্তব্যপদ)। ১।৩।১১

হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত[১] শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরমগতি। ১।৩।১১

১। প্রলয়কালেও সূক্ষ্মাকারে নিখিল কার্য ও কারণের অবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। ইহারা যে মায়াতত্ত্বে একীভূত হয়—উহাই অব্যক্ত। ছাঃ ৩।১৯।১এ অসৎ শব্দে এবং বৃঃ ৩।৮।১১এ আকাশ শব্দে এই অব্যক্তকে বলা হইয়াছে।

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২

এষঃ (এই পুরুষ) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীবে) গূঢ়ঃ (অবিদ্যামায়াচ্ছন্ন), (সুতরাং) আত্মা ন প্রকাশতে ([কাহারও নিকট দ্রষ্টার স্বীয়] আত্মা রূপে প্রকাশিত হন না)। তু (কিন্তু) অগ্র্যয়া (একাগ্রতাযুক্ত) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্মবস্তুপর) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিসহায়ে) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ([অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রদ্বয়োক্ত প্রকারে] সূক্ষ্মতার তারতম্য ক্রমে সূক্ষ্মতম বস্তু দর্শনে পারগ ব্যক্তিগণ কর্তৃক) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন)। [গীতা ৭।২৫ এবং কঃ ২।৩।৯-১২ দ্রষ্টব্য]। ১।৩।১২

এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মা রূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহায়ে মেধাবিগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ১।৩।১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান [illegible] ।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত [illegible] ॥ ১৩

[ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলা হইতেছে]—প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী পুরুষ) [illegible]—বাচম্, বাগিন্দ্রিয়কে অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে) মনসি (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক [illegible]) যচ্ছেৎ (অর্পণ করিবেন, লয় করিবেন) ; তৎ (উক্ত মনকে) জ্ঞানে ([illegible]) আত্মনি (বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন) ; জ্ঞানম্ (বুদ্ধিকে) [illegible] মহতি (প্রথমজ হিরণ্যগর্ভে) নিয়চ্ছেৎ (লয় করিবেন, অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিকে হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত মহা বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ করিবেন) ; তৎ (উক্ত মহান্ আত্মাকে) শান্তে (সর্ববিষয় ও সর্ববিক্রিয়া রহিত) আত্মনি (মুখ্য আত্মাতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন) । [গীঃ ৪।২৬-২৭] । ১।৩।১৩

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে অর্পণ করিবেন, এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্ববিক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন। ১।৩।১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪

[হে জীবগণ] উত্তিষ্ঠত (উঠ, আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও), জাগ্রত (অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ কর), বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া, [তাঁহাদের] সমীপে গমন করিয়া) নিবোধত ([আত্মাকে] অবগত হও) ; ক্ষুরস্য (ক্ষুরের) নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃত) ধারা (অগ্রভাগ) [যদ্রূপ] দুরত্যয়া (দুর্গম হয়)

[তদ্রূপ] তৎ (উক্ত) পথঃ (=পন্থানম্, তত্ত্বমার্গকে) কবয়ঃ (মেধাবিগণ) দুর্গম্ (দুর্গমনীয়) বদন্তি (বলেন)। ১।৩।১৪

উঠ, জাগ ; শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। মেধাবিগণ বলেন যে, ক্ষুরের তীক্ষীকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম হয়, উক্ত পথও সেইরূপ দুর্গম। ১।৩।১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

যৎ (যিনি) অশব্দম্ (শব্দবিহীন), অস্পর্শম্ (স্পর্শবিহীন), অরূপম্ (রূপবিহীন), অরসম্ (রসবিহীন), তথা অগন্ধবৎ চ (এবং গন্ধশূন্য), অব্যয়ম্ (ক্ষয়রহিত), নিত্যম্ (শাশ্বত), অনাদি (উৎপত্তি-রহিত), অনন্তম্ ([কারণান্তর না থাকায় যিনি কোনও কারণে লয় হন না, সুতরাং] অন্তবিহীন), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভের উপাধি বুদ্ধ্যাখ্য মহত্তত্ত্ব হইতে) পরম্ (বিলক্ষণ), ধ্রুবম্ (কূটস্থ নিত্য), তৎ (সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে) নিচায্য (অবগত হইয়া) মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)। ১।৩।১৫

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। ১।৩।১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬

নাচিকেতম্ (নচিকেতা কর্তৃক প্রাপ্ত) মৃত্যুপ্রোক্তম্ (যম কর্তৃক কথিত) সনাতনম্ (শাশ্বত) উপাখ্যানম্ ([বল্লীত্রয়রূপ] উপাখ্যান) উক্ত্বা (বলিয়া) শ্রুত্বা চ

করেন না। যে সকল লোক বহির্মুখ তাহারা বস্তুতঃ আত্মাকে চাহে না, সুতরাং তাঁহার দর্শনও পায় না।

২। যচ্চায়োতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে ॥

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২

বালাঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) পরাচঃ (বহিঃস্থ) কামান্ (কাম্য বিষয়সমূহের) অনুযন্তি (অনুগমন করে)। তে (তাহারা) বিততস্য (সর্বত্র ব্যাপ্ত) মৃত্যোঃ (অবিদ্যা-কাম-কর্ম সমুদয়ের) পাশম্ (বন্ধন, জন্মমৃত্যু) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। অথ (সুতরাং) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অধ্রুবেষু (অনিত্যবস্তু সমূহের মধ্যে) ধ্রুবম্ (কূটস্থ, অবিচাল্য) অমৃতত্বং (নিত্য-স্বরূপকে) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া, নির্ধারণ করিয়া) ইহ (এই সংসারে) ন প্রার্থয়ন্তে (কিছুই কামনা করেন না)। ২।১।২

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়গুলির অনুগমন করে। তাহার ফলে তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্মাদিতে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কূটস্থ নিত্য-স্বরূপকে অবগত হইয়া এই জগতে কিছুই কামনা করেন না। ২।১।২

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৩

যেন (যে) এতেন এব (এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারাই) [লোক] রূপম্, রসম্, গন্ধম্, শব্দান্, স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শসমূহ) মৈথুনান্ চ (এবং

মিলনজনিত সুখানুভূতি) বিজানাতি (বিশিষ্টরূপে জানে), [সেই আত্মার] অত্র (এই জগতে) কিম্ ([অজ্ঞাত] কোন্ বস্তু) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ? এতদ্ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (নচিকেতার দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়) । ২।১।৩

এই যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা[১] লোক রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলনসুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয় রূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে[২] ? ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই[৩] আত্মা । ২।১।৩

১। "যৎ-সাহায্যে লৌহপিণ্ড তৃণাদি দগ্ধ করে তাহাই অগ্নি" এই কথায় যেরূপ বুঝা যায় যে, অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, লৌহপিণ্ডের নহে, সেইরূপ "যৎ-সহায়ে অন্তঃকরণ রূপ-রসাদি জানে"—ইহা বলিলে অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন আত্মাকেই ঐ সকল জ্ঞানের কারণরূপে পাই ; কারণ রূপরসাদি নিজে নিজেকে বা পরস্পরকে জানিতে পারে না । অতএব তাহাদের অতিরিক্ত আত্মা দ্বারাই তাহারা জ্ঞাত হয় বা প্রকাশিত হয় । বৃঃ ৪।৩।৬ এবং কেঃ ১।৪-৮ দ্রষ্টব্য ।

২। অর্থাৎ নিরবশেষ সমস্ত বস্তু আত্মা দ্বারাই বিজ্ঞেয় ।

৩। ১।১।২০, ১।১।২২, ১।২।১৪, ও ১।৩।১১ দ্রষ্টব্য । ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা এবং ইনিই—২।১।৩ হইতে ২।১।১৩ পর্যন্ত মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন ।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

যেন (যে আত্মা দ্বারা) [লোক] স্বপ্ন-অন্তম্ (স্বপ্নমধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু), জাগরিত-অন্তম্ চ (এবং জাগ্রতাবস্থার মধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু) উভৌ (উভয় বস্তুই) অনুপশ্যতি (দর্শন করে) [সেই] মহান্তম্ (ব্যাপক) বিভুম্ (বিবিধ বস্তুর অধিষ্ঠান) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, দুঃখাতীত হন) । ২।১।৪

যে আত্মার দ্বারা লোক স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যবস্তু সমূহ দর্শন করে, সেই মহান্ ও বিভু আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকাতীত হন। ২।১।৪

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫

যঃ (যিনি) ইমম্ (এই) মধু-অদম্ (কর্মফলভোগী) জীবম্ (প্রাণাদির ধারয়িতা জীবরূপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ কালত্রয়ের) ঈশানম্ (নিয়ন্তা স্বরূপে) অন্তিকাৎ (সমীপস্থরূপে, অভিন্নরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] ততঃ (সেই জ্ঞানের পরে) ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না); এতদ্বৈ তৎ। ২।১।৫

এই কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদির বিধারক জীবরূপী আত্মাকে যিনি আপনা হইতে অভিন্ন কালত্রয়ের ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি সেই জ্ঞানের ফলে আর আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না[1]। ইনিই সেই ব্রহ্ম। ২।১।৫

১। অর্থাৎ অভয় প্রাপ্ত হন। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" বৃঃ ১।৪।২ ; তৈঃ ২।৭

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ ॥৬

[যে প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই সর্বাত্মা—ইহাই দেখান হইতেছে]—যঃ (যিনি) অদ্ভ্যঃ (জলসহ পঞ্চভূতের) পূর্বম্ (অগ্রে) তপসঃ (জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে) অজায়ত (জাত হইয়াছিলেন) [এবং] গুহাম্ (প্রাণিবর্গের হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) ভূতেভিঃ (—ভূতৈঃ, দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির সহিত) তিষ্ঠন্তম্ (বর্তমান) [সেই] পূর্বম্ জাতম্ (প্রথমোৎপন্নকে, হিরণ্যগর্ভকে) যঃ (যে মুমুক্ষু) ব্যপশ্যত (দর্শন করেন) [তিনি] তৎ (পূর্বোক্ত) এতৎ বৈ (এই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করেন]। ২।১।৬

জলাদি পঞ্চভূতের পূর্বে যিনি জ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যিনি হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিয়া দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত অবস্থিত আছেন, সেই হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই[১] দর্শন করেন। ২।১।৬

১। যেরূপ স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডল দর্শন করিলে স্বর্ণকেই দর্শন করা হয়, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদির দর্শনে ব্রহ্মেরই দর্শন হয়। শ্বে: ২।১৬

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭

যা (যে) দেবতাময়ী (সর্বদেবতাত্মিকা) অদিতিঃ (অদিতি, শব্দাদিকে ভক্ষণ বা গ্রহণকারিণী) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপে) সম্ভবতি (জাত হন), যা (যিনি) ভূতেভিঃ (ভূতসমূহ-সমন্বিতা হইয়া) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছেন) [সেই] গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ (হৃদয়াকাশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতা অদিতিকে) [যিনি দর্শন করেন তিনি] এতদ্বৈ তৎ (এই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন)। ২।১।৭

সর্বদেবতারূপিণী যে অদিতি[১] ভূতবর্গের সহিত উৎপন্ন হন ও যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁহাকে যিনি হৃদয়াকাশে প্রবিষ্টরূপে দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। ২।১।৭

১। ঋগ্বেদ ১।৮৯ দ্রষ্টব্য। ইনিই হিরণ্যগর্ভ।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

গর্ভিণীভিঃ (অন্তর্বত্নীগণকর্তৃক) গর্ভঃ ইব (গর্ভ যেরূপ) [সুরক্ষিত হয়] [সেইরূপ] অরণ্যোঃ (উত্তরারণি ও অধরারণীর মধ্যে) নিহিতঃ (অবস্থিত [illegible] জাতবেদাঃ (জাতবেদা নামক) অগ্নিঃ (যে যজ্ঞীয় অগ্নি এবং হৃদয়স্থ [illegible] অগ্নি) সুভৃতঃ ([ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক এবং যোগিগণ কর্তৃক] উত্তমরূপে রক্ষিত হন) [এবং যিনি] জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরূক, অপ্রমত্ত) হবিষ্মদ্ভিঃ (আজ্যাদিযুক্ত ও ধ্যানাদিযুক্ত) মনুষ্যেভিঃ (—মনুষ্যৈঃ, মানুষের দ্বারা, যোগী ও কর্মীর দ্বারা) দিবে দিবে ঈড্যঃ (প্রত্যহ সেবিত হন) এতৎ বৈ তৎ (এই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও সেই ব্রহ্ম) । ২।১।৮

গর্ভিণীগণ-কর্তৃক স্বীয় গর্ভ যেরূপ সুরক্ষিত হয় সেইরূপ[1] উত্তরারণী ও অধরারণী, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও অধঃ কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত জাতবেদা নামক (যজ্ঞসম্বন্ধী) যে অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন এবং (হৃদয়স্থ) বিরাট্‌রূপী যে অগ্নি যোগিগণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন, অধিকন্তু যিনি আজ্যাদিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক ও অপ্রমত্ত (ধ্যানাদিযুক্ত) যোগিগণ-কর্তৃক প্রতিনিয়ত সেবিত হন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও[2] সেই ব্রহ্ম । ২।১।৮

১। উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা গর্ভিণীরা গর্ভকে রক্ষা করেন ; ঋত্বিক্‌গণ সেইরূপ আজ্যাদি দ্বারা এবং যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করেন ।

২। অগ্নি শব্দে যজ্ঞীয় অগ্নি ও বিরাট্‌ পুরুষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কর্মিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে আজ্যাদি দান করিয়া যজ্ঞ করেন, আর যোগিগণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত (১।১।১৭) বিরাট্‌ পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন ।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন । এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯

যতঃ (যে প্রাণাত্মক হিরণ্যগর্ভ হইতে) সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন), তম্ (তাঁহাতেই) সর্বে (সকল) দেবাঃ (দেববৃন্দ) অর্পিতাঃ (সম্প্রবেশিত); তৎ (তাঁহাকে) কঃ চন (কেহই) ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করিতে পারে না); এতৎ বৈ তৎ (ইনি সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম)। ২।১।৯

যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তগমন করেন, তাঁহাতেই সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছেন; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম। ২।১।৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০

যৎ এব (যাঁহাই) ইহ (এখানে [অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধিসমন্বিত এবং সংসার-ধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত]) তৎ (তাঁহাই) অমুত্র (সেখানে [অর্থাৎ স্বাত্মস্থ সংসারধর্ম-বর্জিত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম]), যৎ অমুত্র (যাঁহা সেখানে) ইহ তৎ অনু (এখানেও তাঁহাই উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন); যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (নানাত্বের ন্যায়) পশ্যতি (অনুভব করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর পর) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। [অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহার জন্ম মরণ হয়]। ২।১।১০

যাঁহাই এখানে তাঁহাই সেখানে; যাঁহা সেখানে তাঁহাই এখানেও উপাধি অনুযায়ী বিভাসিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানার ন্যায়, অর্থাৎ দ্বৈতের ন্যায়, দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়[১]। ২।১।১০

১। "ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জন্মমরণাধীন জীবও আছেন" এইরূপ অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রম দূরীকরণার্থ এই দশম মন্ত্র। বৃঃ ৪।৪।১৯ দ্রষ্টব্য।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১

[সর্বপ্রকার জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপ বিভাগের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনের জন্য পরবর্তী মন্ত্র উক্ত হইতেছে]—মনসা এব ([সংস্কৃত] মনেরই দ্বারা) ইদম্ (এই ব্রহ্ম) আপ্তব্যম্ (উপলভ্য), ইহ (এই ব্রহ্মে) কিঞ্চন (অণুমাত্রও) নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই); যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (ভেদ-সদৃশ বস্তু) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ গচ্ছতি। ২।১।১১

মনের[১] দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য; এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই। যে ইঁহাতে ভেদ-সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২।১।১১

১। ২।৩।৯, ২।৩।১২ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো[১] ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২

[যে] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) পুরুষঃ (পুরুষ) মধ্যে আত্মনি (শরীর মধ্যে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [তিনিই] ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা); ততঃ (এই জ্ঞান হইলে) ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না)। এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১২

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ[২] রূপে শরীরমধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এইরূপ দর্শন হইলে লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা। ২।১।১২

১। পাঠান্তর—ঈশানং; এক্ষেত্রে "তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখিয়া" এই অর্থ হইবে।

২। হৃদয়পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ; তাহাতে উপলব্ধ হন বলিয়া আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হইল। যদ্দ্বারা সমস্ত পরিপূর্ণ, তিনিই পুরুষ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩

[যিনি] ভূতভব্যস্য (ত্রিকালের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) [তিনিই] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) পুরুষঃ (অন্তরাত্মা), অধূমকঃ (= অধূমকম্, নির্ধূম) জ্যোতিঃ ইব (প্রভার ন্যায়) [যোগীদের দ্বারা লক্ষিত হন]; সঃ এব (তিনিই) অদ্য (ইদানীং সর্বপ্রাণীতে বর্তমান), সঃ উ (তিনিই আবার) শ্বঃ (কল্যও [ভবিষ্যতেও] বর্তমান থাকিবেন); এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১৩

যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনিই নির্ধূম জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অন্তরাত্মা। তিনিই ইদানীং বর্তমান আছেন এবং তিনিই কল্যও বর্তমান থাকিবেন। ২।১।১৩

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪

দুর্গে (দুর্গম উচ্চভূমিতে) বৃষ্টম্ (বর্ষিত) উদকম্ (জল, বৃষ্টিধারা) যথা (যদ্রূপ) পর্বতেষু (পার্বত্য নিম্নপ্রদেশসমূহে) বিধাবতি (বিকীর্ণভাবে প্রবাহিত হয় [এবং বিনষ্ট হয়]), এবম্ (এইরূপ) ধর্মান্ (প্রাণি-সমূহকে) পৃথক্ (প্রতি শরীরে আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) তান্ এব (তাহাদিগকেই) অনুবিধাবতি (অনুগমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে)। ২।১।১৪

দুর্গম পর্বতশিখরে বর্ষিত বৃষ্টিধারা যেরূপ নিম্নতর পার্বত্যদেশ সমূহে বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রাণী সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, সে ঐ সকল ভেদেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ২।১।১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥

যথা (যদ্রূপ) শুদ্ধম্ (নির্মল) উদকম্ (জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তম্ (প্রক্ষিপ্ত হইলে) তাদৃক্ এব (তৎস্বরূপই) ভবতি (হয়), গৌতম (হে নচিকেতা), বিজানতঃ (একত্বদর্শী) মুনেঃ (মননশীল ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) এবম্ (এইরূপ একত্বপ্রাপ্ত) ভবতি (হন)। ২।১।১৫

হে গৌতম, নির্মল জল যদ্রূপ নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া একরসত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মননশীল ও একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও একত্ব প্রাপ্ত হন[1]। ২।১।১৫

১। একই শুদ্ধ জল উপাধিভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উপাধি বিনাশে উহা পুনরায় একই শুদ্ধ জল হয়। আত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মায় একীভূত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয়বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া পুনর্বার প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দেশ করা হইতেছে]— অজস্য (জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিত) অবক্র-চেতসঃ (অকুটিল, অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য নিত্য একরূপ, সেই ব্রহ্মের) একাদশ-দ্বারম্ (একাদশ দ্বার যুক্ত) পুরম্ (নগর) [আছে]; [সেই পুরস্বামীকে] অনুষ্ঠায় ([সর্বত্র সমরূপে সম্যক্ বিজ্ঞান-পূর্বক] ধ্যান করিয়া) ন শোচতি ([সাধক] শোকাতীত হন), বিমুক্তঃ চ (এবং [দেহে অবস্থান কালেই অবিদ্যাকৃত কামকর্মবন্ধন হইতে] মুক্ত হইয়া) [দেহাবসানে] বিমুচ্যতে (পুনর্জন্মরহিত হইয়া থাকেন)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা), [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।২।১

জন্মরহিত নিত্যচৈতন্য-স্বরূপের একাদশ দ্বার[১] যুক্ত একটি নগর[২] আছে। (সেই পুরস্বামীর) ধ্যান করিয়া লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহে মুক্ত হইয়া (দেহপাতান্তে) পুনর্বার শরীর গ্রহণ করে না। ইনিই সেই আত্মা। ২।২।১

১। ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি, এবং মল-মূত্রের দ্বারদ্বয়।

২। শরীরকে নগররূপে কল্পনা করিয়া ইহাই বলা হইল যে, নগরে যেমন তাহার অধিষ্ঠাতা স্বাধীন রাজা থাকেন, সেইরূপ দেহ হইতে ভিন্ন অধিষ্ঠাতা একজন আত্মাও আছেন।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২ ॥

[উক্ত আত্মা] হংসঃ (সর্বত্রগামী), শুচি-সৎ (শুচি, অর্থাৎ [illegible] সূর্যরূপে অবস্থিত), বসুঃ (সকলের স্থিতিসাধক), অন্তরিক্ষ-সৎ (বায়ুরূপে [illegible] অবস্থিত), হোতা (অগ্নি), বেদি-সৎ (পৃথিবীতে অবস্থিত), অতিথিঃ [illegible] সৎ (সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, বা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে গৃহে অবস্থিত), নৃ-সৎ (মনুষ্য মধ্যে স্থিত), বর-সৎ (দেববৃন্দ মধ্যে স্থিত), ঋত-সৎ (সত্য বা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত), ব্যোম-সৎ (আকাশে অবস্থিত), অব্জাঃ (শঙ্খাদিরূপে জলে জাত), গোজাঃ (পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে উৎপন্ন), ঋতজাঃ (যজ্ঞাঙ্গরূপে উদ্ভূত), অদ্রিজাঃ (পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে উৎপন্ন) [হইয়া প্রপঞ্চাকারে বর্তমান আছেন, অথচ তিনি] ঋতম্ (পারমার্থিকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত), [কেনন৷ তিনি] বৃহৎ (সর্বকারণরূপে মহান্, সর্বব্যাপী)। ২।২।২

ঐ আত্মা সর্বত্র গমন করেন ; তিনি দ্যুলোকে সূর্যরূপে অধিষ্ঠিত ; তিনি সকলের স্থিতি বিধান করেন ও বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে [illegible] করেন ; তিনিই অগ্নি[1] ; তিনি পৃথিবীতে[2] প্রতিষ্ঠিত ও সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত ; তিনি মনুষ্যমধ্যে সংস্থিত, দেবগণমধ্যে অবস্থিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আকাশে অবস্থিত, জলে শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূত, পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে জাত, যজ্ঞাঙ্গরূপে সমুৎপন্ন, এবং পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে প্রবাহিত হন। এইরূপে সর্বস্বরূপ হইলেও তিনি কিন্তু স্বীয় পারমার্থিকরূপেই[3] বর্তমান আছেন, কেন না তিনি মহান্। ২।২।২

১। "অগ্নির্বৈ হোতা"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হোতা শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হইবে ; কেন না অগ্নিই অগ্রণী হইয়া দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করেন।

২। মূলের যোনি শব্দের অর্থ পৃথিবী, কারণ—"ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে এরূপ অর্থই নির্ণীত হয়।

৩। অবশ্য বহু নিত্য হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাদের অধিষ্ঠাতা সত্য এবং অন্যান্যের দ্বারা অধিষ্ঠান নিযুক্ত হয় না। সুতরাং সকলের কারণস্বরূপ যে এক [illegible] হইয়াছে তিনিই সকলের [illegible] হন নাই। মন্ত্রটির সম্পূর্ণভাব এই যে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন সত্যবস্তু; সর্ব কারণের কারণ এক, অবিনাশী, এবং সর্বব্যাপী।

উর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩

[যে আত্মা] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) উর্ধ্বম্ (উর্ধ্ব দিকে) উন্নয়তি (সঞ্চালিত করেন) অপানম্ (অপানবায়ুকে) প্রত্যক্ অস্যতি (অধোদিকে নিক্ষেপ করেন) [সেই] মধ্যে (হৃদয়পদ্মে) আসীনম্ (অবস্থিত) বামনম্ (সম্ভজনীয়, প্রার্থনা-যোগ্য আত্মাকে) বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) উপাসতে ([রূপাদি-বিজ্ঞান রূপ] উপঢৌকন প্রদান করে) । ২।২।৩

যিনি প্রাণবায়ুকে উর্ধ্বে সঞ্চালিত করেন এবং অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করেন, হৃদয়মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই সম্ভজনীয় আত্মাকে ইন্দ্রিয়সমূহ উপঢৌকন প্রদান করে[1] । ২।২।৩

১। প্রজারা যেরূপ রাজাকে ভেট দেয়, ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ আত্মার আনন্দ বিধানে সর্বদা তৎপর। ভৃত্যাদির ন্যায় তাহারা পরার্থেই ব্যাপৃত আছে; সুতরাং যাহার জন্য তাহারা নিযুক্ত আছে, তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগ হইতে ভিন্ন।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪

অস্য (এই) শরীরস্থস্য (শরীরে অবস্থিত) দেহিনঃ (দেহস্বামী আত্মা) বিস্রংসমানস্য (সম্পর্ক-শূন্য হইলে)—দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য (অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত

হইলে) অত্র (এই দেহে) কিম্ (কি) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ? [অর্থাৎ কিছুই থাকে না] । এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা) । ২।২।৪

এই দেহে যিনি দেহস্বামী রূপে অবস্থিত, তিনি ইহার সহিত অসংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে, দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? ইনিই সেই আত্মা[১] । ২।২।৪

১। অর্থাৎ যিনি ত্যাগ করিলে কার্যকরণ-সংঘাত চেতনাশূন্য ও বিধ্বস্ত হয়, সেই আত্মা নিশ্চয়ই দেহাদি হইতে পৃথক্ ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন ।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫

ন প্রাণেন (না প্রাণের দ্বারা), ন অপানেন (না অপানের দ্বারা) কঃ চন (কোনও) মর্ত্যঃ (প্রাণী) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ; তু (কিন্তু) যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতৌ (এই প্রাণ ও অপান) উপাশ্রিতৌ (আশ্রিত আছে) [সেই] ইতরেণ (প্রাণাদিবিলক্ষণ অপরের দ্বারা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা) জীবন্তি (ইহারা জীবিত থাকে) । ২।২।৫

কোনও প্রাণীই প্রাণের দ্বারা বা অপানের দ্বারা জীবন ধারণ করে না ; কিন্তু প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ এমন কোনও বস্তুর দ্বারা জীবিত থাকে[১] যাঁহাতে এই প্রাণ ও অপান আশ্রিত রহিয়াছে[২] । ২।২।৫

১। আত্মা না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ পরার্থে পরস্পর সংহত হইয়া কার্য করিতে পারে না । গৃহস্বামী আছেন বলিয়াই ভৃত্যবর্গ পরস্পর মিলিতভাবে কার্য করে । সুতরাং আত্মা ঐ সকল হইতে ভিন্ন ।

২। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এখানে (৩য় হইতে ৫ম মন্ত্র পর্যন্ত) কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইল ।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬

গৌতম (হে নচিকেতা), হন্ত [মনোযোগ আকর্ষণার্থক অব্যয়] তে (তোমাকে) ইদম্‌ (এই) গুহ্যম্‌ (গোপনীয়) সনাতনম্‌ (চিরন্তন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [বলিব] চ (এবং) [তাঁহাকে না জানিলে] মরণম্‌ (মৃত্যু) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা (আত্মা) যথা (যে প্রকার) ভবতি (হইয়া থাকেন, সংসারগতি প্রাপ্ত হন) [তাহাও] প্রবক্ষ্যামি (বলিব) । ২।২।৬

হে নচিকেতা, আমি এখন তোমায় এই গুহ্য শাশ্বত ব্রহ্ম উপদেশ দিব ; এবং ব্রহ্মকে না জানিলে মরণান্তে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাও বলিব[১] । ২।২।৬

১ । ২।৩।৪-১৩ দ্রষ্টব্য । ১।১।২০ মন্ত্রোক্ত নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে বিশেষ ভাবে বলা হইবে ।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥ ৭

যথাকর্ম ([ইহজন্মে] কৃত কর্ম অনুযায়ী) যথাশ্রুতম্‌ ([এবং] অর্জিত বিজ্ঞান বা চিন্তা অনুযায়ী) অন্যে (অবিদ্যাবান্‌ কোন কোন) দেহিনঃ (দেহধারী জীব) শরীরত্বায় (দেহধারণের জন্য) যোনিম্‌ (মাতৃগর্ভ) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়), অন্যে (অপর কেহ কেহ) স্থাণুম্‌ (বৃক্ষাদিস্থাবরভাবকে) অনুসংযন্তি (অনুগমন করে) । ২।২।৭

অর্জিত কর্মফলানুযায়ী এবং অর্জিত বিজ্ঞান ও চিন্তানুযায়ী কোন কোন জীব শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়[১] । ২।২।৭

১ । ভূমিকা ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; প্রঃ ১।৯

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৮

[পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ মন্ত্রে প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—সুপ্তেষু ([অন্তঃকরণ ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদি] নিদ্রিত হইলেও) যঃ এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) কামং কামং (অভিপ্রেত ভোগ্য বিষয় সমূহ) নির্মিমাণঃ ([নিদ্রাবস্থায় অন্তঃকরণরূপে অভিব্যক্ত অবিদ্যা সহায়ে] নির্মাণ করিয়া) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) তৎ এব (তিনিই) শুক্রম্ (শুদ্ধ) তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতম্ উচ্যতে ([সর্বশাস্ত্রে] অমৃতরূপে কথিত হন)। সর্বে (সকল) লোকাঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত), তৎ উ (এই সর্বাত্মক ব্রহ্মকেই) কঃ চন (কেহ) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না)। এতদ্বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)। ২।২।৮

ইন্দ্রিয়াদি নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ জাগরিত থাকিয়া অভিপ্রেত বিষয় নির্মাণ করিতে থাকেন, তিনি শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে বর্ণিত হন। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতেই আশ্রিত কেবল তাঁহাকেই কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই নচিকে[তার] জিজ্ঞাসিত আত্মা। ২।২।৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯

[মন্ত্রদ্বয়ে আত্মবহুত্ব-বিষয়ক ভ্রম দূর করিতেছেন]—যথা (যদ্রূপ) একঃ (এক) অগ্নিঃ (বহ্নি) ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ (পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপম্

(যথা [illegible] দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী [illegible] প্রতিরূপঃ [অনুরূপ] বভূব [হইয়াছে], একঃ (অদ্বিতীয়) সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আত্মা) তথা (তদ্রূপ) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ (বিভিন্ন জীবদেহের আকৃতি-অনুরূপ [হইয়াছেন]) [ছেঃ ২।৩] ; বহিঃ চ (অথচ [তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে] অতিরিক্তরূপে [রহিয়াছেন])। ২।২।৯

যেরূপ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামীও জীবদেহসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন ; অথচ তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্তরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ২।২।৯

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

যথা একঃ বায়ুঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ (প্রাণাদি রূপে দেহে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব, তথা একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিঃ চ। ২।২।১০

যেরূপ একই বায়ু পৃথিবীতে (প্রাণরূপে) প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দেহ অনুযায়ী সেই সেই আকার বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মাও জীবদেহসমূহের সদৃশ হইয়াছেন ; অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছেন[১]। ২।২।১০

১। কারণ অবিদ্যাবশতঃ যে সকল কামকর্মোদ্ভূত সুখদুঃখাদি আত্মাতে অধ্যস্ত হইয়াছে, তাহা সত্য সত্যই আত্মাতে আছে—প্রাণিগণ এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু রজ্জুতে যে সর্প অধ্যস্ত হয়, তাহা বস্তুতঃ রজ্জুতে নাই। সেইরূপ সুখদুঃখাদিও আত্মাতে নাই।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১

সূর্যঃ (সূর্য) যথা (যদ্রূপ) সর্বলোকস্য (জীবমাত্রের) চক্ষুঃ (চক্ষু [আলোক প্রদানপূর্বক চক্ষুর উপকারক এবং বহির্বস্তু প্রকাশপূর্বক চক্ষুস্থানীয়] হইয়াও চাক্ষুষৈঃ (চক্ষু সম্বন্ধীয়) বাহ্যদোষৈঃ (বহির্বস্তু দর্শন জন্য অশুচিতা কিংবা পাপের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (তদ্রূপ) সর্বভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) লোকদুঃখেন (জাগতিক দুঃখে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ; [কেন না] বাহ্যঃ (তিনি বাহিরে স্থিত, তদ্দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন) । ২।২।১১

সূর্য যেরূপ জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হইয়াও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি-দর্শনাদি রূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হইয়াও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না ; কেন না তিনি তদতীত[১] । ২।২।১১

১। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব এবং এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সম্বন্ধেই "আমি সুখী দুঃখী" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। রজ্জু কখনও স্বরূপতঃ সর্প হয় না ; কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমরা রজ্জুকেই সর্পের ন্যায় ভাবি। ইহাতে প্রমাণ হয় যে নিরুপাধিক ব্রহ্ম এই সমস্ত অধ্যস্ত সুখদুঃখাদির অতীত। ২।২।৫ দ্রঃ।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

সর্ব-ভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) [বলিয়াই] বশী (সকলের নিয়ন্তা) একঃ (অদ্বিতীয়) যঃ (যিনি) একম্ রূপম্ (স্বকীয় অদ্বিতীয় সত্তা-মাত্রকেই) বহুধা

করোতি (উপাধি-ভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন) তম্ (তাঁহাকে) যে (যে সকল) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) আত্মস্থম (বুদ্ধিতে অভিব্যক্তরূপে) অনু-পশ্যন্তি (আচার্যের উপদেশ অনুসারে উপলব্ধি করেন) তেষাম্ (তাঁহাদের) শাশ্বতম্ (নিত্য) সুখম্ (আত্মানন্দ) [হয়] ন ইতরেষাম্ (অপরদের নহে) । ২।২।১২

সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হইয়া যে অদ্বিতীয় (আত্মা) এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন; তাঁহাকে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ আচার্যোপদেশানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে[১] । ২।২।১২

১। পরাধীনতা এবং অপরের অপেক্ষা অল্প গুণবত্তা প্রভৃতিই দুঃখের কারণ হয়। ব্রহ্ম সর্বেশ্বর এবং দ্বিতীয়শূন্য বলিয়া তাঁহাতে দুঃখের অবকাশ নাই। অতএব তাঁহার প্রাপ্তিই আনন্দরূপ পরম পুরুষার্থ।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩

[পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে]—অনিত্যানাম্ (অনিত্যবস্তু-সমূহের) নিত্যঃ (শাশ্বত কারণ-শক্তি), চেতনানাম্ (সচেতন ব্রহ্মাদির) চেতনঃ (চৈতন্যের আকর) যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়, সর্বেশ্বর) বহূনাম্ (বহু জীবের) কামান্ (কাম্যফল) বিদধাতি (বিধান করেন) তম্ যে ধীরাঃ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি, তেষাম্ শাশ্বতী শান্তিঃ, ন ইতরেষাম্ [২।২।১১-১২ দ্রঃ] । ২।২।১৩

সকল অনিত্য বস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি[১], সচেতনদিগেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মফল

বিধান করেন[১], তাঁহাকে যে সকল ধীমান্ অন্তরাত্মরূপী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে। ২।২।১৩

১। বেদে কথিত আছে যে, প্রলয়ান্তে পরমেশ্বর পূর্বকল্পের ন্যায় সৃষ্টি করেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালেও কিছু বস্তুর সূক্ষ্মশক্তি থাকে। এই সূক্ষ্মশক্তি যাঁহার আশ্রয়ে থাকে, সেই অবিনাশী আত্মাই এখানে নিত্য-শব্দ-বাচ্য এবং তিনি অবশ্যই আছেন।

২। অতএব তিনি আছেন (২।২।৩-৫ ও ঈঃ ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ)।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪

তৎ (সেই) [যে] অনির্দেশ্যম্ (অবাঙ্‌মনসোগোচর) পরমম্ (সর্বোত্তম) সুখম্ (আত্মবিজ্ঞানরূপ সুখকে) [নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা] এতৎ ইতি (প্রত্যক্ষ বলিয়া) মন্যন্তে (অনুভব করেন) [আমি] তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব] কথম্ নু (কি প্রকারে) বিজানীয়াম্ (জানিতে পারিব)! [তিনি] কিম্ উ (কি) ভাতি (প্রকাশস্বরূপে বিদ্যমান) [এবং] বিভাতি (বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন) বা (অথবা [হন না]) ? ২।২।১৪

সেই যে অনির্দেশ্য পরমানন্দকে (নিষ্কাম ব্যক্তিগণ) অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন[১], হায়, আমি সেই আত্মতত্ত্বকে কিরূপে জানিব! তিনি কি প্রকাশস্বরূপ, তিনি কি বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন, অথবা হন না[২] ? ২।২।১৪

১। বিদ্বান্‌দিগের অনুভবও পরমাত্মবিষয়ে প্রমাণ। অতএব অসম্ভব মনে করিয়া আত্মদর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার করা কর্তব্য।

২। তিনি বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া এইরূপ সন্দেহ হয়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী॥

[পূর্বপ্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন]—তত্র (সেই পরমাত্মা ব্রহ্মে) সূর্যঃ (সূর্য) ন ভাতি ([স্বতন্ত্ররূপে] প্রকাশ পান না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন না) ন চন্দ্র-তারকম্ (চন্দ্র এবং তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করে না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎসমূহ) ন ভান্তি (তাঁহাকে প্রকাশ করে না), অয়ম্ (এই [জাগতিক]) অগ্নিঃ কুতঃ (অগ্নি আর কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে) ? তম্ এব ভান্তম্ (তিনি প্রকাশমান বলিয়াই) সর্বম্ (সমস্ত বস্তু) অনু-ভাতি (তদনুযায়ী প্রকাশ পায়), তস্য (তাঁহার) ভাসা (জ্যোতির দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পায়)। ২।২।১৫

সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্র-তারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসকলও প্রকাশ করে না ;—এই অগ্নি আবার কিরূপে করিবে ? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয় ; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়[১]। ২।২।১৫

১। অতএব তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট প্রকাশিত হন। ঘটাদি অপ্রকাশ বস্তু অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। শ্বেঃ ৬।১৪ ; মুঃ ২।২।১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণপূর্বক তাহার মূল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে]—এষঃ (এই) [সংসাররূপ] সনাতনঃ (অনাদি) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ) ঊর্ধ্বমূলঃ (ঊর্ধ্বমূল, বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূত) অবাক্‌-শাখঃ (নিম্নপ্রসারী শাখা বিশিষ্ট)। তৎ এব (সেই মূলই) শুক্রম্‌ (শুদ্ধ, জ্যোতির্ময়), তৎ ব্রহ্ম (উহাই ব্রহ্ম), তৎ এব (উহাই) অমৃতম্‌ (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়); তস্মিন্‌ (তাঁহাতে) সর্বে (সকল) লোকাঃ (লোকসমূহ) শ্রিতাঃ (আশ্রিত); তৎ উ (তাঁহাকেই) কঃ চন (কেহই) ন অত্যেতি (অতিক্রম করে না); এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা) [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।৩।১

এই সংসাররূপ অনাদি অশ্বত্থের মূল[1] ঊর্ধ্বে এবং শাখাগুলি নিম্নদিকে অবস্থিত। সেই মূলই শুভ্রজ্যোতি, উহাই ব্রহ্ম, এবং উহাই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়। তাঁহাতে সমস্ত লোক আশ্রিত রহিয়াছে; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না[2]। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা। ২।৩।১

১। বিষ্ণুপদ, ১।৩।৮-৯ ; গীতা ১৫।১-৪ দ্রষ্টব্য।

২। কার্য কখনও কারণকে অতিক্রম করিতে পারে না। কার্য নষ্ট হইয়া কারণেই পর্যবসিত হয়। এইরূপে যিনি সকলের কারণ তিনি নাশের অতীত।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২

[যাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, জগতের মূল সেই ব্রহ্ম নাই, এইরূপ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা হইতেছে]—ইদম্ (এই) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) জগৎ (সচল বস্তু), সর্বম্ (সেই সমস্তই) প্রাণে [সতি] (পরব্রহ্মের সত্তাহেতুই) নিঃসৃতম্ ([তাঁহা হইতে] নির্গত হইয়া) এজতি (কম্পিত হয়; অর্থাৎ প্রাণবান্ হয়) [সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্ম] উদ্যতম্ বজ্রম্ (উদ্যত বজ্রসদৃশ) মহৎ ভয়ম্ (অতি ভয়ানক)। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (প্রত্যক্ষ করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।২

এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে[১]। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।২

১। অতএব জগতের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম আছেন। ঈঃ ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩

অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে) অগ্নিঃ (আগুন) তপতি (তাপ দেয়) ভয়াৎ সূর্যঃ তপতি, ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ (ইন্দ্র এবং বায়ু) পঞ্চমঃ (পঞ্চমস্থানীয়) মৃত্যুঃ (যম) ধাবতি (ধাবমান হন, স্বকার্যে ব্যাপৃত থাকেন)। ২।৩।৩

এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে সূর্য কিরণ বিকীরণ করেন, ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও স্বকর্মে প্রবৃত্ত থাকেন[১]। ২।৩।৩

১। নিয়ন্তাকারী কেহ না থাকিলে সূর্যাদির সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত গতি [illegible] সম্ভব হইত না—এই যুক্তিবলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থিত হয়। [illegible]; তৈঃ ২।৮।১

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪

ইহ (জীবিতাবস্থাতেই) শরীরস্য (দেহের) বিস্রসঃ (পতনের) প্রাক্‌ (পূর্বে) চেৎ (যদি) বোদ্ধুং ([উক্ত ব্রহ্মকে] জানিতে) অশকৎ (সমর্থ হয়) [তবে] হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে] ততঃ (সেই অজ্ঞান-হেতু) সর্গেষু ([স্রষ্টব্য প্রাণিবর্গের] সৃজনভূমি পৃথিব্যাদি) লোকেষু (লোকসমূহে) শরীরত্বায় (দেহভাব প্রাপ্তির জন্য) কল্পতে (সমর্থ হয়) [অর্থাৎ জন্মলাভ করে]। ২।৩।৪

জীবৎকালে দেহত্যাগের পূর্বেই যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন (তবেই মুক্ত হন), নতুবা অজ্ঞান-হেতু (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহে [illegible] গ্রহণ করেন[1]। ২।৩।৪

১। কেঃ ২।৫ এবং গতি সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

আদর্শে ([সুনির্মল] দর্পণে) যথা (যদ্রূপ [স্বীয় মুখ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়]) আত্মনি ([শুদ্ধ] বুদ্ধিতে) তথা (তদ্রূপ [আত্মদর্শন হয়]); স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) যথা (যদ্রূপ [অস্পষ্ট]) পিতৃলোকে (পিতৃলোকে) তথা (তদ্রূপ [অস্পষ্ট আত্মদর্শন হয়]); অপ্সু (জলে) যথা (যদ্রূপ) [বিচ্ছিন্ন অবয়বাদি অস্পষ্ট হয়

না]) গন্ধর্বলোকে (গন্ধর্বলোকে) তথা (তদ্রূপ [অস্পষ্টভাবে]) পরিদৃশ্যতে ইব (দর্শন করে), ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) ছায়া-আতপয়োঃ ইব (আলোক ও ছায়ার স্থায় অত্যন্ত বিবিক্তরূপে অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা" এইরূপ বিবেক সহকারে আত্মদর্শন হয়) । ২।৩।৫

দর্পণে (নিজের মুখ) যেরূপ সুস্পষ্ট দেখা যায়, বুদ্ধিতেও (আত্মার) দর্শন সেইরূপ সুস্পষ্টই হইয়া থাকে ; স্বপ্নে (বাহ্যিক বস্তুর) যেরূপ (অস্পষ্ট দর্শন) হয়, পিতৃলোকে (আত্মদর্শন) ঐরূপ (অস্পষ্টই) হইয়া থাকে ; জলে যেরূপ (অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন) হয়, গন্ধর্ব-লোকে[1] সেইরূপই (আত্মদর্শন) হয়। ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের স্থায় বিবিক্তরূপে (আত্ম) দর্শন হয়[2] । ২।৩।৫

১। গন্ধর্বলোক শব্দে ব্রহ্মলোক ভিন্ন অপর সকল দেবলোককেও বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ উহা অপর দেবলোকের উপলক্ষণ।

২। এই জীবনেই সুস্পষ্ট ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভবপর, অন্যলোকে নহে। সুতরাং এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। অবশ্য ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকে, অতি স্পষ্ট দর্শন হইতে পারে ; কিন্তু উহা অশ্বমেধাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম ও উপাসনার ফলেই মাত্র প্রাপ্য ; সুতরাং সাধারণের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য। প্রঃ ১।৪ টীকা, মুঃ ১।২।১১

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

[অতঃপর আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বর্ণিত হইতেছে]—পৃথক্ ([স্বীয় কারণ আকাশাদি হইতে] ভিন্নরূপে) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ (উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয় [ও ভোগ্য বস্তু] সমূহের) যৎ পৃথক্-ভাবম্ ([আত্মা হইতে] যে অত্যন্ত বিলক্ষণতা) উদয়-অস্তময়ৌ চ (এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়) [তাহা] মত্বা (জানিয়া) [অর্থাৎ জাগরূক

ও সুষুপ্তি অবস্থার অধীন-রূপেই তাহাদের বৃত্তিলাভ ও বৃত্তিহীনতা হয়, আত্মা হইতে নহে—ইহা জানিয়া] ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, অর্থাৎ শোক অতিক্রম করেন)। ২।৩।৬

(আকাশাদি হইতে) যে ইন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয়[১], তাহারা (আত্মা হইতে) বিলক্ষণ-স্বভাব-বিশিষ্ট ইহা জানিয়া এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়[২] জানিয়া ধীমান্ শোকাতীত হন[৩]। ২।৩।৬

১। শব্দাদি বিষয় উপলব্ধির জন্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা :— আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; রাজস অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদান্তসার ৬৬-৭৩

২। জাগরণকালে ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তিলাভ করে, ও সুষুপ্তিতে বৃত্তিহীন হয়— তাহাদের এই অবস্থাদ্বয় জাগরণ ও সুষুপ্তিরই অধীন; ঐ পরিবর্তনের কারণ আত্মা নহেন।

৩। আত্মা অব্যভিচারী রূপে সর্বদা একস্বভাব; সুতরাং তাঁহাতে শোকের কারণ থাকিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭

[ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে আত্মার বিলক্ষণতা বলা হইল, তিনি বাহিরে অধিগন্তব্য নহেন; কারণ তিনি সকলের প্রত্যগাত্মা। ইহাই মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইতেছে]— ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ (মন হইতে) সত্ত্বম্ (বুদ্ধি) উত্তমম্ (উত্তম), সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (অন্তর্নিহিত হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব) অধি (অধিক), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত মায়াতত্ত্ব) উত্তমম্ (উত্তম)। ২।৩।৭

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি উত্তম, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যাকৃত মায়া শ্রেষ্ঠ[১]। ২।৩।৭

১। ১।৩।১০ প্রভৃতি শ্লোক ও গীতা ৩।৪২ দ্রষ্টব্য।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৮

ব্যাপকঃ (ব্যাপক) চ (এবং) অলিঙ্গঃ এব (অবশ্যই [বুদ্ধ্যাদি] অনুমানোপায় রহিত) পুরুষঃ (পরমাত্মা), যম্ (যাঁহাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) জন্তুঃ (প্রাণী) [জীবিতাবস্থায়ই] মুচ্যতে (মুক্ত হয়) চ (এবং) অমৃতত্বম্ ([দেহান্তে] অমরত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়), [সেই পুরুষ] তু (কিন্তু) অব্যক্তাৎ (মায়া হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ২।৩।৮

সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতু বিবর্জিত[১] যে পরমাত্মাকে জানিয়া জীব (এই দেহেই) মুক্ত হয় এবং (দেহান্তে) পুনর্বার দেহ প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২।৩।৮

১। বুদ্ধ্যাদিশূন্য। বৈশেষিকের অনুমানটি এইরূপ—"আত্মা আছেন, কারণ তিনি বুদ্ধিরূপ গুণের আশ্রয়।" তাঁহারা বুদ্ধিকে গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বলেন যে, গুণ স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং বুদ্ধিরূপ গুণ থাকিতে হইলে আত্মার সত্তা স্বীকার্য। এইরূপে বুদ্ধিকে অনুমিতির প্রতি "হেতু" রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু আত্মা নির্গুণ, তাঁহাতে গুণ থাকে না। আবার বুদ্ধি ও মনকে গুণ বলা যাইতে পারে না; কেননা উহারা নিশ্চয় ও কামাদি গুণের আশ্রয়। মন গুণ হইলে কামাদি গুণ আবার তাহাতে থাকিবে ইহা অযৌক্তিক; কারণ গুণের গুণ হয় না। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য কোনও পদার্থই "হেতু" রূপে গৃহীত হইতে পারে না।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

[তিনি যখন অলিঙ্গ, তখন তাঁহার দর্শন কি প্রকারে হইবে ? উত্তরে বলা হইতেছে]—অস্য (ইঁহার) রূপম্ (রূপ) সন্দৃশে (দর্শনের বিষয়রূপে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না) ; এনম্ (ইঁহাকে) কঃ চন (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা) ন পশ্যতি (দর্শন করে না)। মনসা (মননরূপ সম্যগ্দর্শন সহায়ে) অভিক্লৃপ্তঃ (অভিপ্রকাশিত আত্মা) হৃদা (হৃদয়ে অবস্থিত) মনীষা (মনের নিয়ন্তা বিকল্পবিহীন বুদ্ধি দ্বারা) [জ্ঞাত হইয়া থাকেন]। যে (যাঁহারা) এতৎ (উক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ ব্রহ্মরূপে, অবিষয়রূপে) বিদুঃ (জ্ঞাত হন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।৯

ইঁহার রূপ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। ইঁহাকে কেহই চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা যখন মননরূপ সম্যগ্দর্শন সহায়ে অভিপ্রকাশিত[1] হন, তখন তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বিষয়-কল্পনা-শূন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধ হন[2]। যাঁহারা উক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।৯

১। ঘটাদি যত বাহ্যবস্তু আছে—যাহা আমার দৃশ্য—তাহারা সকলেই যেরূপ দ্রষ্টা আমা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ এই কার্যকরণ-সঙ্ঘাত মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু দৃশ্য বা অনুমেয় বস্তু আছে, তাহা দ্রষ্টা আত্মা হইতে ভিন্ন। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে যে চৈতন্যাংশ আছে, তাহাই আমি। বিভিন্ন শরীরস্থ আত্মার লক্ষণ বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ সকলেই একরূপ ও শুদ্ধচৈতন্য ; সুতরাং সকল আত্মাই এক। এই প্রকার বিচারের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব এইরূপেই সম্ভাবিত হয়, কিন্তু প্রমাণিত হয় না। ইহাই মূলে অভিক্লৃপ্ত (অভিপ্রকাশিত) শব্দে বলা হইয়াছে।

২। বুদ্ধিকে মূলে মনীট্ বলা হইয়াছে। কারণ বুদ্ধি মনের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। বাহ্য করণসমূহ উপরত হইলেও মুমুক্ষুর মন যখন বিষয়-চিন্তা করিতে থাকে, তখন

বুদ্ধিই উক্ত মনকে সংযত করে। উক্ত নিয়ন্ত্রণ এইরূপ—"হে মন, তুমি জড়; ভোগ্য বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। আত্মা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ—সুতরাং তাঁহারও বিষয়ে প্রয়োজন নাই। অতএব বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হও।" ইহার ফলে ক্রমে "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার বিষয়বিকল্পশূন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম অবিষয়রূপে জ্ঞাত হন; বিষয়রূপে কিন্তু তিনি কখনও জ্ঞাত হন না। ২।৩।১২; শ্বেঃ ৩।২০ দ্রষ্টব্য।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০

[এই হৃৎমনীটি প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ বলা হইতেছে]—যদা (যখন) মনসা সহ (মনের সহিত) পঞ্চ (পাঁচটি) জ্ঞানানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অবতিষ্ঠন্তে (ব্যাপার-শূন্যরূপে অবস্থান করে) বুদ্ধিঃ চ (এবং বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতি (নিজ কার্যে ব্যাপৃত হয় না), তাম্ (সেই অবস্থাকেই) পরমাম্ (উত্তম) গতিম্ (অবস্থা) আহুঃ ([যোগিগণ] বলিয়া থাকেন)। [পাঠান্তর—বিচেষ্টতে]। ২।৩।১০

যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন। ২।৩।১০

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১

স্থিরাম্ (অচলভাবে) ইন্দ্রিয়-ধারণাম্ (বাহ্যান্তঃকরণের ধারণরূপ) তাম্ (উক্ত অবস্থাকেই) যোগম্ ইতি (যোগ-শব্দের বাচ্য) মন্যন্তে (মনে করিয়া থাকেন); তদা (সেই যোগারম্ভাবস্থায়ই) অপ্রমত্তঃ (প্রমাদশূন্য, সমাধিপ্রবণ) ভবতি (হয়, হওয়া উচিত)—হি (কেন না) যোগঃ (যোগ) প্রভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তিমান্ ও বিনাশধর্মী) —[অতএব বিনাশ পরিহারার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত]। ২।৩।১১

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সমুদয়কে অচলভাবে ধারণ করা রূপ যে অবস্থা, তাহাকেই যোগিগণ যোগ-শব্দে[১] অভিহিত করেন। সেই যোগারম্ভেই প্রমাদ পরিত্যাগ করা উচিত ; কারণ যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। (সুতরাং উহার বিনাশ পরিহারের জন্য যত্ন করা কর্তব্য)। ২।৩।১১

১। বাহ্য বিষয়ের ভোগ ত্যাগ করা রূপ যে "বিয়োগ", তাহাকেই যোগিগণ "যোগ" বলিয়া থাকেন (গীতা ৬।২৩ দ্রঃ) ; কেন না তখন আত্মা স্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়া স্ব-মহিমায় অবস্থান করেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২

[পরমাত্মা] বাচা (বাক্যের দ্বারা) প্রাপ্তুম্ (অবগম্য হইবার) ন এব শক্যঃ (অবশ্যই যোগ্য নহেন) মনসা ন (মনের দ্বারাও নহেন), চক্ষুষা ন (চক্ষুর দ্বারাও নহেন) ; অস্তি ইতি ("পরমাত্মা আছেন" এইরূপ) ব্রুবতঃ (যিনি বলেন তাঁহা হইতে) অন্যত্র (অপরের নিকট অর্থাৎ নাস্তিকগণমধ্যে) কথম্ (কি প্রকারে) তৎ (ঐ ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (অনুভূত হইতে পারেন) ? ২।৩।১২

পরমাত্মা বাক্যের দ্বারা অবগত হন না, মনের দ্বারা নহেন, চক্ষুর দ্বারাও নহেন। "অস্তি" অর্থাৎ আছেন—এইরূপে যাঁহারা আত্মা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, সেই আস্তিকগণ হইতে ভিন্ন নাস্তিকগণের নিকট ব্রহ্ম কিরূপে উপলব্ধ হইবেন[১] ? ২।৩।১২

১। নাস্তিক মনে করে যে, যোগাবলম্বনে বুদ্ধ্যাদির বিলয় হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আস্তিক বলেন যে, সৎ-বস্তুতে পর্যবসিত না হইয়া কার্যের বিনাশ হইতে পারে না। ঘট স্বীয় কারণরূপে বিদ্যমান মৃত্তিকাতেই লীন হয়, ইহাই ঘটের বিনাশ। বিশেষতঃ জগতের মূল কারণ অসৎ হইলে কার্যরূপ জগৎও

অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত হইত ; কেন না কারণের গুণই কার্যে অনুস্যূত হয়। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মের সত্তায়ই জগৎ সত্তাবান্। শ্বেঃ ১।১৩

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩

[অতএব বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে] অস্তি ইতি এব ("অস্তি" এইরূপেই) উপলব্ধব্যঃ (অনুভব করিতে হইবে), তত্ত্বভাবেন চ (এবং সদসৎ-প্রত্যয়-বর্জিত নিরুপাধিকরূপেও) [অনুভব করিতে হইবে] ; উভয়োঃ (উক্ত সোপাধিক এবং নিরুপাধিক আত্মার মধ্যে) অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য ("অস্তি" বলিয়া যে সোপাধিক আত্মা অনুভূত হইয়াছেন তাঁহারই) তত্ত্বভাবঃ (নিরুপাধিক স্বরূপ) প্রসীদতি ([সোপাধিক জ্ঞানবানের সকাশে] আত্মপ্রকাশনার্থ সম্মুখীন হয়)। ২।৩।১৩

(প্রথমতঃ সোপাধিক আত্মাকেই) অস্তিরূপে অনুভব করিতে হইবে এবং (তদনন্তর) নিরুপাধিকরূপেও অনুভব করিতে হইবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ের মধ্যে অস্তিরূপে অনুভূত সোপাধিক আত্মারই নিরুপাধিক ভাবটি আত্মপ্রকাশার্থ তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ২।৩।১৩

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪

যে (যে সকল) কামাঃ (কামনা) অস্য (ইহার, মানুষের) হৃদি (হৃদয়ে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত থাকে) সর্বে (সেই সকল) যদা (যখন) [পরমার্থ আত্মদর্শন বশতঃ] প্রমুচ্যন্তে (দূর হয়, বিশীর্ণ হয়) অথ (তৎকালে) মর্ত্যঃ (মর [জ্ঞানোৎপত্তির প্রাক্কালে যে মরণের অধীন ছিল, সে]) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হয়), অত্র (এই দেহেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমশ্নুতে (ভোগ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়)। ২।৩।১৪

[illegible] যে সকল কামনা আশ্রিত আছে তাহারা যখন নির্মূল হয়[1] তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে আস্বাদ করে। ২।৩।১৪

১। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মনে বর্তমান দেহ রক্ষার উপযোগী অন্নপানাদির কামনা ব্যতীত অন্য কোনও কামনা থাকে না। বস্তুতঃ উহা কামনা-পদ-বাচ্যই নহে; কেননা উহা প্রারব্ধবশে হইয়া থাকে। মানবীয় কামনার সহিত উহার কোনও প্রকৃত সাদৃশ্য নাই।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ ১৫

ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) যদা (যখন) হৃদয়স্য (বুদ্ধির) সর্বে (সকল) গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় বন্ধনরূপ অবিদ্যাপ্রত্যয় সমূহ) প্রভিদ্যন্তে (বিনষ্ট হয়) অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি [পূর্ববৎ]; এতাবৎ হি ([সমস্ত বেদান্তের] এইটুকু মাত্রই) অনুশাসনম্ (উপদেশ) [এতদতিরিক্ত নহে]। ২।৩।১৫

জীবিতাবস্থায়ই যখন বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট[1] হয় তখন মর্ত্য মানুষ অমর হয়। এইটুকু[2] মাত্রই সর্ববেদান্তের উপদেশ। ২।৩।১৫

১। মুঃ ২।২।৮ ২। প্রঃ ৬।৭, কেঃ ৪।৭

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬

শতম্ চ (এক শত) একা চ (এবং [সুষুম্না নামক] একটি) নাড্যঃ (শিরাসমূহ) হৃদয়স্য (হৃদয় হইতে [বিনিঃসৃত হইয়াছে]); তাসাম্ (তাহাদের মধ্যে) একা (একটি সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে); [মরণকালে] তয়া (উক্ত নাড়ী অবলম্বনে) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্ব দিকে) আয়ন্ ([সূর্যমার্গে] গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ ([আপেক্ষিক] অমরত্ব) এতি

(লাভ হয়), বিষ্বঙ্ (বিভিন্ন দিকে প্রসারিত) অন্যাঃ (অন্য নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে ভবন্তি (সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয়)। ২।৩।১৬

হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক (সাধক) অমৃতত্ব[1] লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারগতির কারণ হয়। ২।৩।১৬

১। ইহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব। ইহা শুদ্ধব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের ফল নহে (২।৩।১৪ দ্রঃ)। তবে নচিকেতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত অগ্নিবিদ্যার ফল-স্বরূপ এখানে ইহা উক্ত হইল। কারণ এই ফল পূর্বে উক্ত হয় নাই।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ [হৃদয়দেশে অবস্থিত]) অন্তরাত্মা (অন্তরাত্মা) পুরুষঃ (পরমাত্মা) সদা (সর্বদা) জনানাম্ (মনুষ্যদিগের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) সং-নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া আছেন); মুঞ্জাৎ (মুঞ্জ ঘাস হইতে) ইষীকাম্ ইব (শীষের ন্যায়) তম্ (তাঁহাকে) স্বাৎ (স্বকীয়) শরীরাৎ (শরীরত্রয় হইতে) ধৈর্যেণ (ধৈর্যের সহিত, অপ্রমত্ত হইয়া) প্রবৃহেৎ (বিবিক্ত করিবে, পৃথক্ করিবে)। তম্ ([শরীর হইতে পৃথক্কৃত] তাঁহাকে) শুক্রম্ (শুদ্ধ) অমৃতম্ (অমৃত ব্রহ্ম) [বলিয়া] বিদ্যাৎ (জানিবে), তম্ বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্ ইতি [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি-সূচক]। ২।৩।১৭

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন। মুঞ্জ ঘাস হইতে শীষের ন্যায় তাঁহাকে স্বীয় শরীর হইতে ধৈর্যের সহিত পৃথক্ করিবে। এইরূপে বিবিক্ত তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ২।৩।১৭

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্ ।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ॥

[বিদ্যার স্তুতিজ্ঞাপক আখ্যায়িকার উপসংহার হইতেছে]—অথ (অনন্তর) মৃত্যুপ্রোক্তাম্ (যম-কর্তৃক উক্ত) এতাম্ (এই) বিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) চ (এবং) কৃৎস্নম্ (সম্পূর্ণ) যোগবিধিম্ (যোগবিধি) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) নচিকেতঃ (নচিকেতা) বিরজঃ (ধর্ম ও অধর্ম হইতে মুক্ত) [এবং] বিমৃত্যুঃ (কাম ও অবিদ্যা শূন্য [হইয়া]) ব্রহ্ম-প্রাপ্তঃ অভূৎ (মুক্ত হইয়াছিলেন) ; অন্যঃ অপি যঃ (অন্যও যিনি) অধ্যাত্মম্ এব (নিরুপচরিত প্রত্যক্-স্বরূপকেই) এবং-বিৎ (এই প্রকারে জানেন) [তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন] । ২।৩।১৮

মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সম্পূর্ণ যোগবিধি লাভপূর্বক নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অন্য যিনি (নিরুপচরিত) প্রত্যক্-স্বরূপকে এইরূপে জানেন তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন। ২।৩।১৮

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[হে] দেবাঃ (দেবগণ), কর্ণেভিঃ (=কর্ণৈঃ, শ্রোত্রসমূহের দ্বারা) ভদ্রম্ (কল্যাণ বচন) শৃণুয়াম (শুনিতে যেন সমর্থ হই); [হে] যজত্রাঃ (যজনীয় দেবগণ) অক্ষভিঃ (=অক্ষিভিঃ, চক্ষুর দ্বারা) ভদ্রম্ (সুশোভন দ্রব্য, পুষ্পাদি) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই); স্থিরৈঃ (দৃঢ়, অচঞ্চল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত [যুক্ত হইয়া আমরা]) তুষ্টুবাংসঃ (আপনাদিগের স্তব করিয়া) দেবহিতম্ (প্রজাপতি দ্বারা বিহিত, অথবা দেবকর্মে রত) যৎ (যে) আয়ুঃ (জীবনকাল) [তাহা] ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

হে দেবগণ, আমরা কর্ণসমূহের দ্বারা যেন কল্যাণ বচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুসমূহের দ্বারা যেন শোভন বস্তু দর্শন করি; দৃঢ় অবয়ব এবং শরীর বিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন আপনাদিগের স্তব করিয়া দেবকর্মে নিরত আয়ু প্রাপ্ত হই। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ—তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা "এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি" ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্র) সুকেশা চ, শৈব্যঃ চ (ও শিবির পুত্র) সত্যকামঃ, চ গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রোদ্ভব) সৌর্যায়ণী (=সৌর্যায়ণিঃ, সূর্যের পৌত্র), চ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র) কৌসল্যঃ, ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়) বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভ দেশে জাত), কাত্যায়নঃ (কত্যাতনয়) কবন্ধী—তে হ (এবম্বিধ নামগোত্রবান্ তাঁহারা) ব্রহ্মপরাঃ (অপরব্রহ্মপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মারাধনপর) এতে (ইঁহারা) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) অন্বেষমাণাঃ (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া)—এষঃ (ইনি) হ বৈ (নিশ্চয়ই) তৎ সর্বম্ (সেই সমুদয়) বক্ষ্যতি (বলিবেন) ইতি (এই মনে করিয়া) তে হ (তাঁহারা) সমিৎ-পাণয়ঃ (হস্তে সমিধ্‌ভার অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক) ভগবন্তম্ (ভগবান্) পিপ্পলাদের সমীপে গমন করিলেন) । ১।১

ভরদ্বাজতনয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণি, অশ্বলতনয় কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি, ও কত্যাতনয় কবন্ধী—এইরূপ প্রসিদ্ধবংশীয় ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ইঁহারা পরব্রহ্ম কিংস্বরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া—"ইনি নিশ্চয়ই সেই সমুদয় বলিবেন" এইরূপ মনে করিয়া সমিৎহস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন[১] । ১।১

১। মন্ত্রোপনিষদে (মুণ্ডকে) যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার বিস্তারের জন্য প্রশ্নোপনিষৎ নামক এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভ হইতেছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার স্তুতি।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ ; যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত ; যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

তান্ (এইরূপে আগত তাঁহাদিগকে) সঃ ঋষিঃ (সেই ঋষি) উবাচ হ (বলিলেন) [যদিও পূর্বে তোমরা তপস্বী ছিলে তথাপি] ভূয়ঃ এব (পুনরপি) তপসা (ইন্দ্রিয়-সংযম সহকারে) ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচারী ভাবে) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্য বুদ্ধি সহকারে) সংবৎসরম্ (এক বৎসর) সংবৎস্যথ (সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বাস কর) ; [অতঃপর] যথাকামম্ (ইচ্ছানুরূপ) প্রশ্নান্ (প্রশ্নসমূহ) পৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিও) ; যদি (যদি) বিজ্ঞাস্যামঃ (আমি জানি) [তবে] বঃ (তোমাদের জিজ্ঞাসিত) সর্বম্ হ (সমস্তই) বক্ষ্যামঃ (বলিব) ইতি। ১।২

এইরূপে আগত তাঁহাদিগকে ঋষি বলিলেন—পুনরায় ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য, ও আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে এক বৎসরকাল যথাবিধি বাস কর ; অতঃপর নিজ নিজ অনুসন্ধিৎসা অনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্তই বলিব[১]। ১।২

১। ইহা সর্বজ্ঞ ঋষির বিনয়। ইহাতে এইরূপও ইঙ্গিত করা হইল যে, গুরু ও শিষ্য উভয়েই সত্যবাদী হইবেন। এই আখ্যায়িকার আরম্ভে ইহাই দেখান হইল যে, সর্বজ্ঞকল্প ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তিই গুরু হইবেন এবং শিষ্যও শ্রদ্ধাবান্, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী হইবেন। মুঃ ৩।১।৫, ১।২।১২-১৩

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি। ৩

অথ (অনন্তর, এক বৎসর পরে) কবন্ধী কাত্যায়নঃ উপেত্য (ঋষির সমীপে যাইয়া) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—ভগবন্ (হে ভগবন্), কুতঃ হ বৈ (কোন্ কারণ বিশেষ হইতে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল উৎপত্তিশীল প্রাণী) প্রজায়ন্তে (উদ্ভূত হয়)? ইতি (এই কথা)। ১।৩

বৎসরান্তে কবন্ধী কাত্যায়ন[১] পিপ্পলাদসকাশে উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, কোন্ কারণবিশেষ হইতে এই সকল প্রাণী উদ্ভূত হয়[২]? ১।৩

১। এখানে যুবার্থে আয়নন্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে তাঁহার প্রপিতামহ জীবিত ছিলেন।

২। যদিও পরব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাবসরে এইরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত, তথাপি উপাসনাবিহীন কর্মের ফল ও উপাসনাযুক্ত কর্মের ফল সম্বন্ধে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইতেছে। ঐরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই পরা বিদ্যার অধিকারী।

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িং চ প্রাণং চেতি—এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ৪

সঃ (পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—প্রজাপতিঃ [সন্] (সর্বাত্মা হইয়া, সৃজ্যমান প্রাণীদিগের পতি, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, হইয়া) প্রজাকামঃ (প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক) সঃ বৈ (তিনিই, সাধক-বিশেষই) তপঃ (শ্রুতিপ্রকাশিত বস্তুর বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কার হইতে লব্ধ জ্ঞান) অতপ্যত (আলোচনা করিয়াছিলেন); সঃ (তিনি) তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা করিয়া, জ্ঞানালোচনা করিয়া) রয়িম্ চ প্রাণম্ চ (ধন, অর্থাৎ অন্নস্থানীয় সোম,

চ প্রাণং, অর্থাৎ ভোক্তৃস্থানীয় অগ্নি) ইতি (এই) মিথুনম্ (যুগল) সঃ (তিনি উৎপাদয়তে (উৎপন্ন করিলেন)—এতৌ (এই অগ্নীষোম) মে (আমার প্রজাঃ (সন্তানসমূহ) বহুধা (অনেক প্রকারে) করিষ্যতঃ (বৃদ্ধি বা উৎপাদন করিবে) ইতি (এই মনে করিয়া) । ১৪

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—প্রজাপতি হইয়া তিনিই[১] প্রজাসৃষ্টি-কামনায় বেদপ্রকাশিত জ্ঞানের আলোচনারূপ তপস্যা করিলেন ; তিনি জ্ঞানালোচনা করিয়া "এই উভয়েই আমার প্রজাবর্গকে বহুরূপে বর্ধিত করিবে" এইরূপ চিন্তাপূর্বক অগ্নি ও সোম[২] এই মিথুনকে উৎপাদন করিলেন[৩] । ১৪

১। প্রজাপতিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বকল্পে যিনি তদুপযুক্ত কর্ম এবং 'আমি সর্বাত্মা প্রজাপতি' এইরূপ উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনিই পরকল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভ হইলেন, এবং বেদপ্রকাশিত জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। বৃঃ ১।২।৪, ১।৫।২৩ ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮ ; মুঃ ১।২।১১

২ গীতা ১৫।১২-১৪

৩। এখানে ও পরবর্তী কণ্ডিকা গুলিতে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সকলের স্রষ্টা। অগ্নি ও সোম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পরে কালের অধিষ্ঠাতা অগ্নি ও সোম, অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে, সৃষ্টি করিলেন।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ ; রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ ; তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

আদিত্যঃ হ বৈ (সূর্যই) প্রাণঃ (প্রাণ), রয়িঃ এব (অন্নই) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র, সোম) ; এতৎ (এই) যৎ (যাহা) মূর্তম্ চ অমূর্তম্ চ (স্থূল ও সূক্ষ্ম)—সর্বম্ বৈ (সমস্তই) রয়িঃ (অন্ন) ; তস্মাৎ (অমূর্ত হইতে পৃথক্কৃত) মূর্তিঃ এব (স্থূলই) রয়িঃ (অন্ন) । ১৫

সূর্যই প্রাণ[১], অন্নই চন্দ্রমা[২]। মূর্ত ও অমূর্ত এই যাহা কিছু, সমস্তই অন্ন[৩]; অমূর্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম, হইতে পৃথক্কৃত মূর্ত পদার্থই অন্ন[৪]। ১।৫

১। একই আত্মা অর্থাৎ অন্তরতম তেজের তিন অবস্থা—তিনি আধিদৈবিকরূপে সূর্য, আধিভৌতিকরূপে অগ্নি, এবং আধ্যাত্মিকরূপে প্রাণ।

২। অন্ন চন্দ্রকিরণবর্ধিত ও চন্দ্রকিরণে পুষ্ট হয়; অতএব চন্দ্র ভোজ্যশ্রেণীভুক্ত।

৩। সকলেই প্রাণের ভক্ষ্য। অন্ন সর্বাত্মক, অতএব উহা প্রজাপতির সহিত অভিন্ন। প্রজাপতির দুইটি রূপ—অন্ন ও অত্তা, খাদ্য ও খাদক।

৪। মূর্ত ও অমূর্তের মধ্যে আবার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ আছে; কেন না স্থূল বস্তু তাহার সূক্ষ্ম কারণে লীন হয়। রয়ি ও প্রাণ হইতেই সম্বৎসর সৃষ্ট হয়।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং যদধো, যদূর্ধ্বং যদন্তরা দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

[যাহা অন্ন তাহাও প্রাণ, অতএব অত্তা প্রাণও সর্বস্বরূপ প্রজাপতি; ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যঃ (সূর্য) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) যৎ (যে) প্রাচীম্ (পূর্ব) দিশম্ প্রবিশতি (দিকে প্রবেশ অর্থাৎ দিক্‌কে ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই ব্যাপ্তিদ্বারা) প্রাচ্যান্ (পূর্বস্থ) প্রাণান্ (প্রাণীদিগের প্রাণসমূহকে) রশ্মিষু (কিরণ মধ্যে) সন্নিধত্তে (সন্নিবিষ্ট, আত্মভূত করেন)। দক্ষিণাম্ (দক্ষিণ দিকে যৎ (যে প্রবেশ করেন), প্রতীচীম্ (পশ্চিম দিকে) যৎ, উদীচীম্ (উত্তর দিকে) যৎ, অধঃ (নিম্ন দিকে) যৎ ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্ব দিকে) যৎ, অন্তরাঃ দিশঃ (দিক্-কোণ সমূহে) যৎ, সর্বম্ (অপর সকলকে) যৎ প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন, স্বজ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই ব্যাপ্তিদ্বারা) সর্বান্ প্রাণান্ (সর্বদিক্‌স্থিত প্রাণীদিগের প্রাণ-সমূহকে) রশ্মিষু (নিজ কিরণমধ্যে) সন্নিধত্তে (সন্নিবিষ্ট করেন)। ১।৬

আর সূর্য উদিত হইয়া যে আপন জ্যোতিতে পূর্বদিক্ পরিব্যাপ্ত করেন, তদ্দারা পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাণসমূহকে তিনি স্বীয় কিরণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, নিম্নে, ঊর্ধ্বে, দিক্-কোণসমূহে যে তিনি প্রবেশ করেন এবং অপর সকলকে যে প্রকাশিত করেন, তদ্দারা তিনি সর্বদিকে অবস্থিত প্রাণসমূহকে নিজ কিরণমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। ১।৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাঽভ্যুক্তম্—॥ ৭

এষঃ (এই অত্তা প্রাণ) বৈশ্বানরঃ (সর্বজীবাত্মক) বিশ্বরূপঃ (সর্বপ্রপঞ্চাত্মক) প্রাণঃ (প্রাণ) [এবং] অগ্নিঃ (অগ্নি) । সঃ (সেই অত্তাই) [বৃঃ ১।২।৫ (অদিতি)] উদয়তে (উদিত হন) । তৎ এতৎ (উক্তরূপে বর্ণিত এই বস্তুই) [পরবর্তী] ঋচা (ঋক্ মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (কথিত হইয়াছে) । ১।৭

ইনিই, অর্থাৎ এই অত্তাই, সর্বজীবাত্মক ও সর্ব-জগদ্রূপী প্রাণ এবং অগ্নি। এই সেই অত্তাই (সূর্যরূপে) উদিত হন। উক্তরূপে বর্ণিত এই বস্তুই ঋক্‌মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন—। ১।৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ॥ ৮

বিশ্বরূপম্ (সর্বরূপ) হরিণম্ (রশ্মিমান্) জাতবেদসম্ (জাতপ্রজ্ঞ, সর্ববিষয়ে যিনি জ্ঞানবান্) পরায়ণম্ (সর্বপ্রাণাশ্রয়) ; জ্যোতিঃ (সর্বপ্রাণীর চক্ষুঃস্বরূপ) একম্

(অদ্বিতীয়) তপন্তম্ (তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে) [জ্ঞানীরা জানেন], সহস্ররশ্মিঃ (অনন্ত কিরণশালী), শতধা [(প্রাণিভেদে] অনেক প্রকারে) বর্তমানঃ (অবস্থিত), প্রজানাম্ (প্রাণিবর্গের) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপ) এষঃ (এই) সূর্যঃ (সূর্য) উদয়তি (উদিত হইতেছেন)। ১।৮

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, অখিলপ্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয়, তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানীরা জানেন)। অনন্ত কিরণশালী, (প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হইতেছেন। ১।৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে; ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥ ৯

সংবৎসরঃ বৈ (সংবৎসরই) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি); তস্য (সেই সংবৎসরাখ্য প্রজাপতির) অয়নে (ষণ্মাসাত্মক দুইটি অয়ন বা পথ)—দক্ষিণম্ চ উত্তরম্ চ (দক্ষিণ ও উত্তর)। তৎ (তন্মধ্যে) যে হ বৈ (যাঁহারাই) ইষ্টাপূর্তে (ইষ্ট ও পূর্ত) ইতি ([দত্ত] ইত্যাদিকে) কৃতম্ তৎ ([শ্রৌত ও স্মার্ত] কর্তব্য কর্ম এইরূপ ভাবিয়া [নিত্যকর্মরূপে নহে]) [ইতি (যেহেতু)] উপাসতে (তৎপরতা সহকারে অনুষ্ঠান করেন) [অতএব] তে (তাঁহারা) চান্দ্রমসম্ এব (কেবল চন্দ্র সম্বন্ধীয়) লোকম্ (লোক) অভিজয়ন্তে (জয় করেন, অর্থাৎ লাভ করেন)। তে (তাঁহারা) পুনঃ (পুনর্বার) আবর্তন্তে এব (অবশ্যই আবর্তন করেন)। তস্মাৎ (সেই জন্যই) এতে ঋষয়ঃ (এই সকল স্বর্গদ্রষ্টা) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থী গৃহস্থগণ) দক্ষি[illegible] মার্গ অর্থাৎ তদুপলক্ষিত চন্দ্রলোক) প্রতিপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন); যঃ [illegible]তৃযাণঃ (=পিতৃযানঃ, অর্থাৎ তদুপলক্ষিত চন্দ্র) এষঃ হ বৈ (ইহাই) রয়িঃ ([illegible])।৯

সংবৎসরই প্রজাপতি[১], তাঁহার দুইটি অয়ন বা পথ—উত্তর ও দক্ষিণ। তন্মধ্যে যাঁহারাই ইষ্ট, পূর্ত ইত্যাদি[২] কর্মকে স্বীয় কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তাহার ফলে[৩] কেবল চন্দ্রলোকই[৪] জয় করেন এবং সেইজন্য তাঁহারা পুনরাবর্তন করেন[৫]। সুতরাং স্বর্গভ্রষ্টা সন্তানার্থী গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গ প্রাপ্ত হন। যাহা পিতৃমার্গ, উহাই অন্ন। ১।৯

১। চন্দ্র ও আদিত্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি অহোরাত্র প্রভৃতির সমষ্টিই সম্বৎসর বা কাল (মুঃ ২।১।৩-৯)। চন্দ্র-সূর্যের মিথুনাত্মক প্রজাপতি ও সম্বৎসর অভিন্ন। উপাসনারহিত ও উপাসনাযুক্ত কর্মের ফল প্রদানার্থ সূর্য দক্ষিণ মার্গে ও উত্তর মার্গে গমন করেন, তদ্দ্বারা সম্বৎসরাত্মক প্রজাপতিরই গমন হইয়া থাকে।

২। ইষ্ট—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুকম্পনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
পূর্ত—বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্তমিত্যভিধীয়তে॥
দত্ত—শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্।
বহির্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥

৩। যেহেতু যজ্ঞাদিকেই কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেন, এই জন্য। মুঃ ১।২।৭

৪। মিথুনাত্মক প্রজাপতির অন্নভূত অংশ। ৫। গীতা ৮।২৫

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনম্, এতদমৃতমভয়ম্, এতৎ পরায়ণম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইতি; এষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

[illegible] তপসা (ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা), ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্য দ্বারা) শ্রদ্ধয়া ([illegible] দ্বারা) বিদ্যয়া (প্রজাপতিতে আত্মভাবনারূপ বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা

দ্বারা) আত্মানম্ (প্রাণ বা সূর্যরূপ জগদাত্মাকে) অন্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া, আমিই জগদাত্মা এইরূপ জানিয়া) উত্তরেণ (উত্তরমার্গে) আদিত্যম্ (আদিত্যকে) অভিজয়ন্তে (প্রাপ্ত হন)। এতৎ বৈ (ইনিই) প্রাণানাম্ (সর্ব প্রাণের) আয়তনম্ (আশ্রয়), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশী) অভয়ম্ (ভয়বর্জিত, চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধি-প্রাপ্তি রূপ ভয়রহিত), এতৎ পরায়ণম্ (পরাগতি), ইতি (যেহেতু) এতস্মাৎ (ইহা হইতে) ন পুনরাবর্তন্তে (পুনরাবৃত্ত হন না); এষঃ (ইনি) নিরোধঃ (অবিদ্বান্‌দিগের নিকট অবরুদ্ধ)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এষঃ (এই [পরবর্তী]) শ্লোকঃ (মন্ত্র) [আছে]। ১।১০

আর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা, ও উপাসনা সহায়ে (সূর্যরূপ) আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তরমার্গে আদিত্যকে[1] প্রাপ্ত হন। ইনিই সকল প্রাণের আশ্রয়; ইনি অবিনাশী ও ভয়হীন; ইনিই সর্বোত্তম গম্যস্থান—কারণ ইঁহা হইতে কেহ পুনরাবর্তন করে না[2]। অবিদ্বানের পক্ষে ইনি অবরুদ্ধ। এই বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—। ১।১০

১। প্রজাপতির প্রাণ-অংশ সূর্যরূপী আত্মাকে।

২। গীতা ৮।২৪ ; বৃঃ ৬।২।১৫ ; মুঃ ৩।২।২-৭

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতম্, ইতি ॥ ১১

[কালবিদেরা এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদম্ (পঞ্চ চরণবিশিষ্ট, [হেমন্ত ও শীতকে এক ধরিয়া পাঁচ ঋতুই সূর্যের পাঁচ চরণ]) পিতরম্ (জগৎপ্রসবিতা), দ্বাদশ-আকৃতিম্ (দ্বাদশ অবয়ববিশিষ্ট, [দ্বাদশ মাসই তাঁহার অবয়ব]) দিবঃ (দ্যুলোকের, [এখানে আনন্দগিরির মতে] আকাশরূপ অন্তরিক্ষলোকের) পরে অর্ধে (ঊর্ধ্ব স্থানে)

পুরীষিণম্ (উদকবর্ষী আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। অথ (আবার); ইমে অন্যে উ (এই সকল অপর কালবিদেরা) [তাঁহাকে] বিচক্ষণম্ (নিপুণ, সর্বজ্ঞ) বলিয়া থাকেন], [এবং] পরে (অপরেরা) সপ্তচক্রে ([সপ্তাশ্বরূপ] চক্রে গতিমান্) ষড়রে (ষড়্‌ঋতুবিশিষ্ট কালাত্মাতে) [সমগ্র জগৎ] অর্পিতম্ (সমর্পিত) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ইতি। ১।১১

(এই আদিত্যকে কেহ কেহ) পঞ্চপাদ[1], পিতা, দ্বাদশাবয়ব, এবং অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বদেশে উদকবর্ষী[2] রূপে বর্ণনা করেন। অপর কেহ কেহ আবার ইঁহাকে সর্বজ্ঞ বলেন এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, "সপ্তচক্র সহায়ে গমনকারী ও ষড়ৃঋতু[3] বিশিষ্ট এই কালাত্মাতেই সমগ্র জগৎ অর্পিত[4]। ১।১১

১। পদসহায়ে চলার ন্যায় পঞ্চঋতুসহায়ে কালাত্মা অগ্রসর হন।

২। দ্রঃ ১।১।১২ এর ১ম টীকা দ্রঃ। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, যথা :—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ মনু

৩। হেমন্ত ও শীতকে পৃথক্ ধরিয়া।

৪। অর্থাৎ যেরূপেই বর্ণনা করা হউক না কেন, সর্বপ্রকারেই চন্দ্রাদিত্যরূপ সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিই জগতের কারণ। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ। তস্মাদেত ঋষয় শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥ ১২

মাসঃ বৈ (মাসই) প্রজাপতিঃ (প্রাণ ও অন্ন রূপ মিথুনাত্মক প্রজাপতি)। তস্য (তাঁহার) কৃষ্ণ-পক্ষঃ (কৃষ্ণ পক্ষ) এব (ই) রয়িঃ (অন্ন, চন্দ্রমা), শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) প্রাণঃ (প্রাণ, অত্তা, অগ্নি)। তস্মাৎ (সেই জন্যই) এতে ঋষয়ঃ (এই প্রাণদর্শী ঋষিগণ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টম্ (যাগ) কুর্বন্তি (করেন), ইতরে (অপরেরা কিন্তু) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [করেন]। ১।১২

মাসই প্রজাপতি[১]। কৃষ্ণপক্ষই তাঁহার এক অংশ—অন্ন; শুক্লপক্ষই অপর অংশ—প্রাণ। সেই জন্যই প্রাণদর্শী ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যাগ করেন, অপরেরা কৃষ্ণপক্ষে করেন[২]। ১।১২

১। সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিই মাসরূপে বিবর্তিত হন; সুতরাং মাসও প্রজাপতি। উহাতেও প্রজাপতির ন্যায় অত্তা ও অন্ন রূপ ভাগদ্বয় আছে। পরবর্তী কণ্ডিকায় অহোরাত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। শতপথ ব্রাঃ ১।৩।২।১০, ১।৫।২।৩৬

২। যাঁহারা শুক্লপক্ষরূপী প্রাণকে সর্বস্বরূপে দেখেন, তাঁহাদের নিকট উক্ত জ্ঞানের আবরক কৃষ্ণপক্ষের অস্তিত্বই নাই; সুতরাং যে পক্ষেই তাঁহারা যাগ করুন না কেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে শুক্লপক্ষে, অর্থাৎ প্রাণজ্ঞান সহকারেই, করা হয়। অপরদের উক্ত জ্ঞান না থাকায় সকল কর্ম কৃষ্ণপক্ষে, অর্থাৎ অজ্ঞান সহকারেই, করা হয়।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

অহঃ-রাত্রঃ (দিবারাত্র রূপ মিথুন) বৈ (ই) প্রজাপতিঃ। তস্য (সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতির) অহঃ এব (দিনই) প্রাণঃ (প্রাণ, অত্তা, অগ্নি), রাত্রিঃ এব (রাত্রিই) রয়িঃ (অন্ন, চন্দ্রমা)। যে (যাহারা) দিবা (দিবাভাগে) রত্যা সংযুজ্যন্তে (রতি-কারণভূতা স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হয়) এতে বৈ (ইহারা অবশ্যই) প্রাণম্ (দিবসাত্মক প্রাণকে) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারিত করে, শোষিত করে); [ঋতুকালে] রাত্রৌ (রাত্রিকালে) যৎ (যে) রত্যা সংযুজ্যন্তে (রতি-কারণভূতা স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হয়) তৎ (তাহা) [পুত্রার্থী গৃহস্থের পক্ষে] ব্রহ্মচর্যম্ এব (ব্রহ্মচর্য-স্বরূপই বটে)। ১।১৩

অহোরাত্রই[১] প্রজাপতি। দিবাভাগই তাঁহার এক অংশ—প্রাণ; রাত্রিই তাঁহার অন্য অংশ—অন্ন। যাহারা দিবাভাগে রতিক্রিয়ায়

আসক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে নিঃসারিত করে; (ঋতুকালে) রাত্রিতে লোক যে রতিক্রিয়ায় আসক্ত হয়—তাহা ব্রহ্মচর্যস্বরূপই বটে। ১।১৩

১। ১।১২, ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ; ততো হ বৈ তদ্রেতঃ; তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ১৪

অন্নম্ বৈ (অন্নই) প্রজাপতিঃ; ততঃ হ বৈ (ঐ অন্ন হইতেই) তৎ রেতঃ (প্রসিদ্ধ শুক্র) [উৎপন্ন হয়]; তস্মাৎ (উহা হইতে) ইমাঃ ([মনুষ্যাদি] এই সকল) প্রজাঃ (জীববর্গ) প্রজায়ন্তে (জন্মে)। ১।১৪

অন্নই[১] প্রজাপতি; ভক্ষিত অন্ন হইতেই প্রসিদ্ধ শুক্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে এই সকল জীববর্গ জন্মে[২]। ১।১৪

১। রয়ি ও প্রাণ, সম্বৎসরাদিক্রমে পরিণত হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি অন্নরূপে স্থিত হয়।

২। এখানে প্রথম প্রশ্নের (১।৩) উত্তর দেওয়া হইল। মুঃ ২।১।৫

তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

তৎ (অতএব) যে হ বৈ (যাঁহারাই, যে সকল গৃহস্থই) তৎ প্রজাপতি-ব্রতম্ (উক্ত প্রজাপতি-ব্রত, ঋতুকালে ভার্যাগমন) চরন্তি (অনুষ্ঠান করেন), তে (তাঁহারা) মিথুনম্ (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদয়ন্তে (উৎপন্ন করেন)। [ইঁহাদের মধ্যে] যেষাম্ (যাঁহাদের) তপঃ (স্নাতকব্রতাদি), ব্রহ্মচর্যম্ (ঋতু ব্যতীত অন্য

সময়ে মৈথুনবিরতি) [আছে] যেষু (যাঁহাদিগের মধ্যে) সত্যম্ (মিথ্যাবর্জন) প্রতিষ্ঠিতম্ (সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে), তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই পক্ষে) এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ (পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোক) । ১।১৫

অতএব যাঁহারাই প্রজাপতিব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন। (তন্মধ্যে) যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁহাদের মধ্যে সত্য অব্যভিচারী রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই পক্ষে এই ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোক[১] । ১।১৫

১। প্রথমে প্রজাপতিব্রতকারী সদ্‌গৃহস্থের পক্ষে বলা হইল যে, তিনি পুত্রকন্যা-যুক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য সহকারে ইষ্টাপূর্ত ও দত্ত ক্রিয়াদি করেন সেই কর্মী গৃহস্থগণ চন্দ্রলোক লাভ করেন। মুঃ ১।২।১০ ; প্রঃ ১।৯

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ।
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি ॥ ১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥

যেষু (যাঁহাদের মধ্যে) জিহ্মম্ (কুটিলতা, অসারল্য) অনৃতম্ (মিথ্যা, অসত্য) মায়া চ (এবং মিথ্যাচার, ছলনা) ন (নাই) তেষাম্ (তাঁহাদের পক্ষে) অসৌ (সেই) বিরজঃ (শুদ্ধ) ব্রহ্মলোকঃ (আদিত্যলোক, প্রাণাত্মভাব)—ইতি (প্রথম প্রশ্নের সমাপ্তিসূচক) । ১।১৬

যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য, ও মিথ্যাচার নাই, তাঁহাদেরই পক্ষে সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ দেবযানরূপ সূর্যলোক[১] । ১।১৬

১। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ও কুটীচকাদি ভিক্ষুরা এই ফল পান ; কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃই সত্যবাদী, সরল, ও মিথ্যাচারশূন্য। উপাসনাযুক্ত কর্ম করিলে গৃহস্থগণও এই ফল প্রাপ্ত হন। মুঃ ১।২।১১ ; প্রঃ ১।১০ দ্রঃ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে ? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে ? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ ? ইতি ॥ ১

[সংসারগতি শ্রবণে যাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্ত এবং যিনি ফলকামনা করেন তাঁহার ফললাভের জন্ত ২য় ও ৩য় প্রশ্নে প্রাণোপাসনা বিহিত হইয়াছে]—অথ হ (অনন্তর) এনম্ (ইঁহাকে, পিপ্পলাদকে) ভার্গবঃ (ভৃগু-গোত্রীয়) বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্, কতি এব (কত সংখ্যক) দেবাঃ (দেবতাগণ) প্রজাম্ (জীবশরীরকে) বিধারয়ন্তে (বিশেষরূপে ধারণ করেন) ? কতরে ([জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবগণের মধ্যে] কাঁহারা) এতৎ (এই স্বমাহাত্ম্য খ্যাপন) প্রকাশয়ন্তে (প্রকটিত করেন) ? এষাম্ (ইঁহাদের মধ্যে) কঃ পুনঃ (কেই বা) বরিষ্ঠঃ (প্রধান) ? —ইতি (এই কথা)। ২।১

অনন্তর ভৃগুগোত্রীয় বৈদর্ভি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কতগুলি দেবতা প্রজাশরীর বিধারণ করেন ? কাঁহারা এই (বস্তু-প্রকাশনাদি-রূপ) স্বমাহাত্ম্য প্রকটিত করেন ? ইঁহাদের মধ্যে কেই বা প্রধান[১] ? ২।১

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে নির্ধারিত হইয়াছে যে, সমগ্র বিশ্বে প্রাণই অত্তা ও প্রজাপতি। বর্তমান প্রশ্নোত্তরে স্থির হইবে যে, এই শরীরেও প্রাণই অত্তা ও প্রজাপতি (ছাঃ ৪।৩।৭)। প্রঃ ২।৫-৭

তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ু-রগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভি-বদন্তি "বয়মেতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ" ॥ ২

তস্মৈ (তাঁহাকে) সঃ উবাচ হ (তিনি বলিলেন)—আকাশঃ হ বৈ (আকাশই) এষঃ (এই) দেবঃ (দেবতা) চ (এবং) বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জল), পৃথিবী বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), মনঃ (মন), চক্ষুঃ (চক্ষু), শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) [ইত্যাদি দেবতাগণ]। তে (তাঁহারা) প্রকাশ্য (নিজ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া, স্পর্ধা করিয়া) অভিবদন্তি (স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থ বলিলেন)—বয়ম্ (আমরা) এতৎ (এই) বাণম্ (কার্যকরণ-সঙ্ঘাতকে) অবষ্টভ্য (উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধারয়ামঃ (বিস্পষ্টরূপে ধারণ করি)। ২।২

তাঁহাকে তিনি বলিলেন—আকাশই এই দেবতা; এবং বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী[১], এবং বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণ[২] ইত্যাদিও দেবতা। তাঁহারা নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রকাশার্থ স্পর্ধাসহকারে বলিলেন, "আমরা এই বাণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া বিস্পষ্টরূপে ধারণ করি।" ২।২

১। পঞ্চ মহাভূত, যাহাদিগ হইতে কার্য, অর্থাৎ শরীর, উৎপন্ন হইয়াছে।

২। কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা করণ-পদ-বাচ্য। ছাঃ ৫।১।১-৩

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্‌বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩

বরিষ্ঠঃ (মুখ্য) প্রাণঃ (প্রাণ) তান্ (এইরূপ অভিমানী তাঁহাদিগকে) উবাচ (বলিলেন)—"মোহম্ (অবিবেক-হেতু অভিমান) মা আপদ্যথ (প্রাপ্ত হইও

না); অহম্ এব (আমিই) আত্মানম্ (নিজকে) এতৎ (এইরূপে) পঞ্চধা (পঞ্চপ্রকারে) প্রবিভজ্য (বিভাগ করিয়া) এতৎ (এই) বাণম্ (কার্যকরণ-সমষ্টিকে) অবষ্টভ্য (দৃঢ় করিয়া) বিধারয়ামি (বিশিষ্টরূপে ধারণ করি)" ইতি; তে (সেই দেবতারা) অশ্রদ্দধানাঃ (প্রত্যয়হীন) বভূবুঃ (হইলেন)। ২।৩

মুখ্যপ্রাণ[১] তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মোহ প্রাপ্ত হইও না; আমিই নিজকে এইরূপে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই কার্যকরণ-সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া বিশিষ্টরূপে ধারণ করি।" তাঁহারা উহাতে প্রত্যয়যুক্ত হইলেন না। ২।৩

১। প্রাণ শব্দে পঞ্চপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমষ্টিকেও বুঝায়। পঞ্চপ্রাণ যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। তন্মধ্যে প্রাণই প্রধান।

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রামত ইব। তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রং চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি ॥ ৪

সঃ (মুখ্যপ্রাণ) অভিমানাৎ (অভিমান-হেতু) ঊর্ধ্বম্ (শরীর ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ বাহিরে) উৎক্রামতে ইব (যেন উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন)। তস্মিন্ উৎক্রামতি (তিনি উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে) অথ (পরক্ষণেই) ইতরে সর্বে এব (অপর সকলেই) উৎক্রামন্তে (উৎক্রান্ত হইলেন), চ (এবং) তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে (তিনি সুস্থির থাকিলে) সর্বে এব (সকলেই) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থির হইলেন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যথা (যেমন) উৎক্রামন্তম্ (উৎক্রমণকারী, উড্ডীন) মধুকর-রাজানম্ (মক্ষিকারাজকে) [অনুসরণ করিয়া] সর্বাঃ এব মক্ষিকাঃ

(সকল বস্তুতেই) উৎক্রামন্তে (উৎক্রান্ত হয়), চ (এবং) তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে (সে স্থির হইলে) সর্বাঃ এব (সকলেই) প্রাতিষ্ঠন্তে (স্থির হয়), এবম্ (এইরূপ) বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্ চ (বাক্, মন, চক্ষু, ও শ্রোত্র)। তে (তাঁহারা) প্রীতাঃ (প্রাণ-মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রীত হইয়া) প্রাণম্ (প্রাণকে) [নিম্নোক্ত রূপে] স্তুন্বন্তি (স্তব করিতে লাগিলেন)—। ২।৪

তিনি অভিমানবশে শরীর ত্যাগ করিয়া যেন ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণেই অপর সকলেও উৎক্রান্ত হইলেন এবং তিনি সুস্থির হইলে সকলেই সুস্থির হইলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকররাজ উৎক্রমণ করিলে তদভিমুখে সকল মক্ষিকাই উৎক্রমণ করে এবং সে স্থির হইলে সকলেই স্থির হয়, বাক্ মন চক্ষু এবং কর্ণও সেইরূপ। তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিতে লাগিলেন—। ২।৪

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥ ৫

এষঃ (ইনি, এই প্রাণ) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) তপতি (প্রজ্বলিত হন), এষঃ সূর্যঃ (সূর্যরূপে [প্রকাশিত হন]), এষঃ পর্জন্যঃ (মেঘরূপে [বর্ষণ করেন]), [এষঃ] মঘবান্ (ইন্দ্ররূপে [প্রজাপালন করেন এবং অসুর ও রাক্ষসকে সংহার করেন]), এষঃ বায়ুঃ (আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ু) এষঃ দেবঃ (এই দেবতা) পৃথিবী (পৃথিবীরূপে [সকলের ধারয়িতা]), রয়িঃ (চন্দ্রমারূপে [সকলের পোষণকারী]), সৎ (মূর্ত, স্থূল) অসৎ চ (এবং অমূর্ত, সূক্ষ্ম), অমৃতম্ চ যৎ (এবং যাহা [দেবগণের স্থিতির কারণ] অমৃত) [তাহাও ইনি]। ২।৫

ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন, ইনি সূর্য (রূপে প্রকাশ করেন), পর্জন্য (রূপে বর্ষণ করেন), ইন্দ্র (রূপে প্রজাপালন ও অসুরাদিকে

সংহার করেন, বায়ু (রূপে মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডলসমূহকে বহন করেন), পৃথিবী (রূপে সকলকে ধারণ করেন), চন্দ্রমা (রূপে পোষণ করেন) ; ইনিই মূর্ত ও অমূর্ত ; যাহা কিছু অমৃত, তাহাও ইনি। ২।৫

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬

রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (শলাকাসমূহের ন্যায়) সর্বম্ (সমস্তই [ষষ্ঠ প্রশ্নোত্তরে (৬।৪ এ) উক্ত শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্যন্ত সমস্ত]) প্রাণে (প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে) [মু: ২।২।৬] ; [সেইরূপ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি (ঋক্, যজুঃ, ও সাম এই ত্রিবিধ বেদমন্ত্র), যজ্ঞঃ ([উক্ত মন্ত্রসাধ্য] যজ্ঞ), ক্ষত্রম্ ([সকলের পালয়িতা] ক্ষত্রিয়) চ (এবং) ব্রহ্ম ([যজ্ঞাদির অধিকারী] ব্রাহ্মণ) [এই সমস্তই প্রাণ]। [বৃঃ ৫।১৩।১-৪]। ২।৬

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায় (শ্রদ্ধাদি নাম পর্যন্ত) সমস্তই প্রাণে অবস্থিত আছে ; তদ্রূপ ঋক্, যজুঃ, ও সামসমূহ এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, এবং ব্রাহ্মণও এই প্রাণ। ২।৬

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭

ত্বম্ এব (তুমিই) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিরূপে) গর্ভে (পিতৃগর্ভে রেতোরূপে ও মাতৃগর্ভে সন্তানরূপে) চরসি (বিচরণ কর) [এবং] প্রতিজায়সে (মাতা ও পিতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর)। প্রাণ (হে প্রাণ), যঃ (যে তুমি) প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত) প্রতিতিষ্ঠসি (প্রতিশরীরে বাস কর) তুভ্যম্ তু (সেই তোমারই জন্য) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রাণিসমূহ) বলিম্ (তোমাখাদ্য) হরন্তি ([চক্ষুরাদি দ্বারে] আহরণ করে)। ২।৭

তুমিই প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতা ও পিতার অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর[১]। হে প্রাণ, যে তুমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রতিশরীরে[২] বাস কর, সেই তোমারই জন্য এই প্রাণিবর্গ (চক্ষুরাদি দ্বারে) ভোগ্যবিষয় আহরণ করে। ২।৭

১। প্রাণ সর্বস্বরূপ, অতএব মাতাপিতাও প্রাণ; তিনিই আবার পুত্ররূপেও জাত হন। অর্থাৎ বিভিন্ন জীবদেহরূপে একই প্রাণ বিদ্যমান; ইনিই বিরাট্।

২। শরীরে অধিষ্ঠিত প্রাণ রাজস্থানীয় এবং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার প্রজা। তাহারা রাজার জন্য ভোগ্য আহরণ করে।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮

দেবানাম্ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণের সম্বন্ধে) বহ্নিতমঃ অসি (তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক); পিতৃণাম্ (পিতৃদিগের সম্বন্ধে) প্রথমা স্বধা (প্রথম স্বধা [স্বধার প্রাপক]); অথর্ব-অঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিসরূপ অথর্বা নামক) ঋষীণাম্ (চক্ষুরাদি প্রাণসমূহের) সত্যম্ চরিতম্ (দেহধারণরূপ যথোচিত চেষ্টা) অসি (হও)। ২।৮

দেবগণের পক্ষে তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক[১]; পিতৃদিগের পক্ষে তুমি প্রথম স্বধার প্রাপক[২]; তুমি অঙ্গিরসভূত অথর্বানামক প্রাণসমূহের[৩] দেহধারণাদি (উপকার) রূপ যথোচিত চেষ্টা। ২।৮

১। অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি উহা দেবগণের নিকট লইয়া যান, সুতরাং তিনি বাহক। এখানে বহ্নি শব্দটি যৌগিক অর্থে গ্রহণীয়।

২। দেবতার উদ্দেশে কর্তব্য যজ্ঞাদির পূর্বে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে 'স্বধা' মন্ত্রে অন্নদান করিতে হয়। এইজন্য স্বধা প্রথম। প্রাণই ঐ অন্ন পিতৃগণের নিকট লইয়া যান। যান্ যজমানস্ত পিতৃন্ হবিষ্প্রদানেন ধারয়তি গময়তীতি স্বধা।

৬। আঙ্গিরস—অঙ্গের রস বা সার, বৃঃ ১।৩।১৯। শ্রুতিতে আছে "প্রাণো বা অথর্বা" প্রাণই অথর্বা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কেও প্রাণ বলে।

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ৯

প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বম্ (তুমি) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর), তেজসা (বীর্যে, সংহার-সামর্থ্যে) রুদ্রঃ অসি (তুমি রুদ্র) [এবং সৌম্যরূপে, বিষ্ণু আদি রূপে] পরিরক্ষিতা (পালনকারী); ত্বম্ (তুমি) অন্তরিক্ষে (অন্তরিক্ষে) [উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা] চরসি (বিচরণ কর), ত্বম্ (তুমি) জ্যোতিষাম্ (জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, নক্ষত্রাদির) পতিঃ (প্রভু) সূর্যঃ (সূর্য)। ২।৯

হে প্রাণ, তুমি পরমেশ্বর; তুমি বীর্যে রুদ্র এবং (সৌম্যরূপে) পালয়িতা; তুমি উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা অন্তরিক্ষে বিচরণ কর এবং তুমি জ্যোতিষ্কগুলীর পতি সূর্য। ২।৯

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০

যদা (যখন) ত্বম্ (তুমি) অভিবর্ষসি (পর্জন্যরূপে বর্ষণ কর) অথ (তখন) প্রাণ (হে প্রাণ), তে (তোমার) ইমাঃ (এই সকল) প্রজাঃ (সন্তান, জীবগণ) "কামায় (ইচ্ছানুরূপ) অন্নম্ (অন্ন) ভবিষ্যতি (হইবে)" ইতি (এই মনে করিয়া) আনন্দরূপাঃ (যেন সৌভাগ্যশালী হইয়া) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে)। ['প্রাণতে' এই পাঠান্তরস্থলে অর্থ—প্রাণধারণ করে]। ২।১০

যখন তুমি (পর্জন্যরূপে) বর্ষণ কর, তখন হে প্রাণ, তোমার এই সকল প্রজা "ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে" মনে করিয়া যেন আহ্লাদিতরূপে অবস্থান করে। ২।১০

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥ ১১

প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বম্ (তুমি) ব্রাত্যঃ (উপনয়নাদি-সংস্কারহীন, অর্থাৎ তুমি প্রথমজ, সুতরাং তোমার সংস্কারক কেহ নাই, তুমি স্বভাবতঃ শুদ্ধ) ; একঃ ঋষিঃ ([তুমি আথর্বণদিগের] একর্ষি নামক অগ্নিস্বরূপে) অত্তা (হবির্ভোক্তা) ; [তুমি] বিশ্বস্য সৎ-পতিঃ (সকল বিদ্যমান বস্তুর পতি, অথবা সকলের উত্তম পতি) । বয়ম্ (আমরা) আদ্যস্য (তোমার ভক্ষণীয় হবির) দাতারঃ (দানকারী) । মাতরিশ্ব (হে মাতরিশ্বন্, অন্তরিক্ষচারিন্) ত্বম্ (তুমি) নঃ (আমাদের) পিতা (পিতা) । ['পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ' এই পাঠান্তর স্থলে অর্থ—তুমি বায়ুরও পিতা, অতএব সর্বভূতের পিতা] । ২।১১

হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য[১], অর্থাৎ সংস্কারাদিহীন ; তুমি একর্ষি-নামক অগ্নিরূপে হবির্ভক্ষক, তুমি সকল বস্তুরই পতি। আমরা তোমার ভক্ষণীয় হবিঃ দান করি। হে মাতরিশ্বন্, তুমি আমাদের পিতা। ২।১১

১। ব্রাত্য—অত ঊর্ধ্বং পতন্ত্যেতে সর্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥
ত্রৈবর্ণিকেরা যদি যথাসময়ে উপনয়-সংস্কারবান্ না হন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাত্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সর্বধর্মহীন পাতকী। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞদ্বারা তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ ১২

তে (তোমার) যা (যে) তনুঃ (অবয়ব, রূপ) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (অবস্থিত, অর্থাৎ বক্তারূপে বাক্য বলে), যা শ্রোত্রে (যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থিত) যা চ চক্ষুষি (এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবস্থিত), যা চ মনসি (এবং যাহা মনোবৃত্তি-

ব্যাপ্যরূপে স্থিত) সন্ততা (সমনুগতা) তাম্ (সেই তনুকে) শিবাম্ (প্রশান্ত) কুরু (কর)—মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রান্ত হইও না)। ২।১২

তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, আর যাহা মনে অনুস্যূত[১], তাহাকে প্রশান্ত কর;—তুমি উৎক্রান্ত হইও না[২]। ২।১২

১। প্রাণের অপানরূপ তনুসমূহ বাক্যে, বাগিন্দ্রিয়ে, পৃথিবীতে, ও অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, ব্যানরূপ তনু শ্রোত্রে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে, চন্দ্রে, ও আকাশে; প্রাণরূপ তনুসমূহ চক্ষে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে, তেজে, অন্নে, ও আদিত্যে; সমানরূপ তনুসমূহ মনে, মন-ইন্দ্রিয়ে, তৎসহচরিত ভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

২। প্রাণ উৎক্রমণ করিলে অপানাদি সকলে অসমর্থ ও অপবিত্র হইয়া পড়িবে।

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩

ইতি প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

ইদম্ (এই, এই লোকস্থ) সর্বম্ (সমুদয় উপভোগ্য বস্তু) প্রাণস্য (প্রাণের) বশে (অধীনে), ত্রিদিবে (স্বর্গে) যৎ (যাহা কিছু উপভোগ্য) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছে) [তাহাও প্রাণের অধীন]। মাতা পুত্রান্ ইব (মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন সেইরূপ) রক্ষস্ব ([আমাদিগকে] রক্ষা কর)। শ্রীঃ চ (—শ্রিয়ঃ চ, সম্পৎসমূহ) প্রজ্ঞাম্ চ (এবং প্রজ্ঞা) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) বিধেহি (বিধান কর)। [উৎক্রমণ করিও না]। ইতি। ২।১৩

এই (লোকস্থ) সমুদয় (উপভোগ্য) এবং স্বর্গে যাহা কিছু (উপভোগ্য) প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা প্রাণেরই অধীন। (হে প্রাণ), মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর। তুমি আমাদের জন্য সম্পদ্ ও প্রজ্ঞা বিধান কর। ২।১৩

তৃতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে, কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্? ইতি ॥ ১

[বর্তমানে প্রাণের জন্মাদি নির্ধারিত হইয়া পরে (৩।১১) প্রাণোপাসনা বিহিত হইবে। কৌসল্য দেখিলেন যে, প্রাণকে চরম তত্ত্ব বলা যাইতে পারে না; কারণ উহা সংহত, অতএব বিনাশী। সুতরাং]—অথ হ (অনন্তর) কৌসল্যঃ চ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র কৌসল্য) এনম্ (পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—ভগবন্, কুতঃ (কোন্ কারণ হইতে) এষঃ (পূর্ববিনিশ্চিত) প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (উৎপন্ন হন); অস্মিন্ (এই) শরীরে (দেহে) কথম্ (কোন্ ব্যাপারাবলম্বনে, অর্থাৎ কি নিমিত্ত) আয়াতি (আগমন করেন), আত্মানম্ (আপনাকে) প্রবিভজ্য (প্রবিভক্ত করিয়া) কথম্ বা (কিরূপেই বা) প্রাতিষ্ঠতে ([এই শরীরে] বর্তমান থাকেন), কেন (কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে) উৎক্রমতে ([এই শরীর হইতে] উৎক্রমণ করেন), কথম্ (কি প্রকারে) বাহ্যম্ (অধিভূত ও অধিদৈব বিষয়কে) অভিধত্তে (ধারণ করেন), কথম্ অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে কিরূপে ধারণ করেন)—ইতি (এই কথা)। ৩।১

অনন্তর অশ্বলপুত্র কৌসল্য ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, কোথা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করেন? কি নিমিত্ত এই শরীরে আগমন করেন? আপনাকে বিভক্ত করিয়া কিরূপেই বা শরীরে অবস্থান করেন? কিরূপে উৎক্রমণ করেন? কি প্রকারে বাহ্যবিষয়কে ধারণ করেন এবং কিরূপে শরীরেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করেন? ৩।১

তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমীতি ॥ ২

সঃ (তিনি, পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিদ্) ইতি (এই জন্যই) অতিপ্রশ্নান্ (দুর্বিজ্ঞেয় বস্তুবিষয়ক প্রশ্নসমূহ [প্রাণই দুর্বিজ্ঞেয়, তাঁহারও আবার জন্মাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন]) পৃচ্ছসি (তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ); তস্মাৎ (সুতরাং) তে (তোমাকে) অহম্ (আমি) ব্রবীমি (বলিব) ইতি। ৩।২

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—তুমি সাতিশয়[১] ব্রহ্মবিদ্ বলিয়াই এই বিষম প্রশ্নসমূহ করিতেছ; সুতরাং তোমায় আমি ইহা বলিব। ৩।২

১। অপরব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয়; অর্থাৎ তুমি মুখ্যব্রহ্মবিদ্। শিষ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। মুঃ ৩।১।৪ প্রথম টীকা দ্রঃ।

আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ শরীরে ॥ ৩

আত্মনঃ (পরম পুরুষ হইতে, অক্ষর হইতে) এষঃ (উক্ত) প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (জন্মান)। পুরুষে (মানবদেহে, মানবদেহাবলম্বনে) যথা (যেরূপ) এষা (এই) ছায়া (ছায়া, প্রতিবিম্বাদি) [বর্তমান, সেইরূপ] এতস্মিন্ (এই পরমেশ্বরে) এতৎ (প্রাণাখ্য বস্তু) আততম্ (সমর্পিত রহিয়াছেন) [এবং ছায়ারই ন্যায়] মনোকৃতেন (=মনঃকৃতেন, মানস সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্মানুসারে) অস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে) আয়াতি (আগমন করেন)। ৩।৩

পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্মগ্রহণ করেন[১]। মানবদেহ অবলম্বনে যেরূপ এই (মিথ্যা) ছায়া বর্তমান, সেইরূপ এই পরমেশ্বরে এই (মিথ্যা) প্রাণাখ্য তত্ত্বটি সমর্পিত রহিয়াছেন এবং ছায়ারই ন্যায় মানসিক সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্মানুসারে[২] এই শরীরে আগমন করেন। ৩।৩

১। বৃঃ ২।১।১৮-৩; ইহাতে প্রথম প্রশ্নাংশের উত্তর দেওয়া হইল।

২। প্রঃ ৩।৭; বৃঃ ৪।৪।৬; ছাঃ ৬।১৪।১; এখানে তৃতীয় প্রশ্নের "কথম্ আয়াতি" এই অংশের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামান্, এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৪

সম্রাট্ এব (সম্রাট্‌ই) যথা (যেরূপ)—এতান্ গ্রামান্ (এই সকল গ্রামে) এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (এই সকল গ্রামে অধিষ্ঠিত হও, অর্থাৎ শাসন কর) ইতি (এইরূপে) অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে) বিনিযুঙ্‌ক্তে (নিযুক্ত করেন) এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) এষঃ (এই) প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ] ইতরান্ (অপর) প্রাণান্ (চক্ষুরাদি স্বীয় বিভিন্ন রূপসমূহকে) পৃথক্ পৃথক্ এব (যথোচিত স্থানে পৃথক্ ভাবে) সন্নিধত্তে (স্থাপন করেন, নিযুক্ত করেন)। ৩।৪

সম্রাট্ যেরূপ—"এই এই গ্রাম সকলে অধিষ্ঠিত হও" এইরূপ বলিয়া যথাধিকৃত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করেন, ঠিক সেইরূপই এই (মুখ্য) প্রাণ অপর প্রাণদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিযুক্ত করেন[১]। ৩।৪

১। ৩।৪-৬ পর্যন্ত কণ্ডিকা-সমূহে তৃতীয় প্রশ্নের "আত্মানং বা বিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে" এই অংশের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

পায়ূপস্থেঽপানম্। চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে। মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি। তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥ ৫

পায়ূ-উপস্থে (গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে) [মূত্র-পুরীষাদি নির্গমার্থ] অপানম্ (অপান বায়ুকে) [নিযুক্ত করেন]; মুখ-নাসিকাভ্যাম্ (মুখ ও নাসিকা পথে নির্গমনকারী)

[সম্রাট্‌স্থানীয়] স্বয়ং প্রাণঃ (স্বয়ং প্রাণ) চক্ষুঃ-শ্রোত্রে (চক্ষু ও কর্ণে) প্রাতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত আছেন)। মধ্যে তু (প্রাণ ও অপানের মধ্যে নাভিদেশে) সমানঃ (সমানবায়ু [অবস্থান করে]), এষঃ হি (কারণ এই সমানবায়ুই) এতৎ (এই) হুতম্ অন্নম্ (দেহস্থ জাঠরাগ্নিতে হুত, অর্থাৎ ভুক্ত ও পীত, অন্নকে) সমম্ নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়)। তস্মাৎ ([সেই পীত ও ভুক্ত দ্রব্যরূপ ইন্ধনশালী অগ্নি যখন জঠর হইতে হৃদয়দেশে উপস্থিত হয়, তখন] তাহা হইতে) এতাঃ (এই সকল) সপ্ত-অর্চিষঃ (সাতটি শিখা, অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত জ্ঞান) ভবন্তি (হয়)। [মুঃ ২।১।১৮]। ৩।৫

(মুখ্যপ্রাণ) গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে অপানবায়ুকে (নিযুক্ত করেন); মুখ ও নাসিকামার্গে গমনকারী স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন। (অপান ও প্রাণের) মধ্যে সমান ; (তাহার নাম) সমান, কারণ এই সমানবায়ুই (জঠরাগ্নিতে) হুত খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে সমতা প্রাপ্ত করায়। সেই অগ্নি হইতে এই সাতটি শিখা নির্গত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্তৃক বিষয়প্রকাশ হয়। ৩।৫

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাম্। তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাঃ, দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্তি ; আসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৬

হৃদি হি (হৃদয়াকাশেই) এষঃ আত্মা (এই লিঙ্গাত্মা) [বাস করেন] অত্র (এই হৃদয়ে) নাড়ীনাম্ (প্রধান শিরাসমূহের) এতৎ (এই) একশতম্ (একশত এক সংখ্যা আছে)। তাসাম্ (তাহাদের মধ্যে) এক-একস্যাঃ (প্রত্যেকটির) শতম্ শতম্ (একশত একশত করিয়া শাখারূপ ভাগ আছে) ; প্রতিশাখা-নাড়ী-সহস্রাণি দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ (শাখা-নাড়ীতে আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখারূপ ভাগ) ভবন্তি (হয়) ; আসু (এই নাড়ীসমূহে) ব্যানঃ (ব্যানবায়ু) চরতি (বিচরণ করে)। ৩।৬

হৃদয়াকাশেই এই লিঙ্গাত্মা[1] বাস করেন। এই হৃদয়ে একশত এক প্রধান শিরা আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির একশত শাখারূপ ভাগ আছে। প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখারূপ ভাগে বিভক্ত। এই নাড়ীসমূহে[2] ব্যানবায়ু[3] বিচরণ করে। ৩।৬

১। লিঙ্গশরীর আত্মার উপাধি বলিয়া উহাকেও আত্মা বলা হইয়াছে।

২। মূলনাড়ী ১০১; শাখা নাড়ী = ১০১ × ১০০ = ১০১০০; প্রশাখা নাড়ী = ১০১০০ × ৭২০০০ = ৭২৭২০০০০০০; অতএব মোট ৭২৭২১০২০১ নাড়ী।

৩। নাড়ীসমূহ সর্বদেহব্যাপী বলিয়া ব্যানও সর্বদেহব্যাপী। সন্ধিদেশ, স্কন্ধ ও মর্মস্থান সমূহে, এবং বিশেষতঃ প্রাণ ও অপান বৃত্তির মধ্যস্থলে এই ব্যানবৃত্তির প্রকাশ। বীর্যসাধ্য কর্মে লোকে ব্যানের সাহায্য গ্রহণ করে।

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭

অথ (আর) একয়া (একশত একটি নাড়ীর মধ্যে যেটি ঊর্ধ্বমুখী সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, সেই নাড়ী অবলম্বনে) ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বগামী হইয়া) উদানঃ (উদানবায়ু) পুণ্যেন (শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের ফলে) পুণ্যম্ লোকম্ (স্বর্গাদি পুণ্যলোক) নয়তি (প্রাপ্ত করায়), পাপেন (এবং পাপকর্মের ফলে) পাপম্ (নরক ও হীনযোনি প্রভৃতি) উভাভ্যাম্ এব (পাপ পুণ্য উভয়ে সমান হইলে তদ্দারা) মনুষ্যলোকম্ (মনুষ্যলোক) [প্রাপ্ত করায়]।—[ইহা "কেন উৎক্রমতে" প্রশ্নের উত্তর]। ৩।৭

আর সুষুম্নাখ্যা একটি নাড়ী অবলম্বনে ঊর্ধ্বগামী হইয়া উদানবায়ু[1] পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যলোক, পাপের দ্বারা পাপলোক, এবং পাপপুণ্যের সাম্যের দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। ৩।৭

১। পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার বৃত্তি। ইহা দ্বারা উৎক্রমণ হয়।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্লানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য। অন্তরা যদাকাশঃ স সমানঃ। বায়ুর্ব্যানঃ॥ ৮

[৩৮-৯এ "কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্" প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]— আদিত্যঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধ সূর্যই) বাহ্যঃ প্রাণঃ (বাহ্য প্রাণ, অর্থাৎ দেবতাত্মক প্রাণ), হি (কারণ) এষঃ (এই সূর্য) এনম্ (এই আধ্যাত্মিক) চাক্ষুষম্ (চক্ষুতে অধিষ্ঠিত) প্রাণম্ (প্রাণকে) অনুগৃহ্লানঃ (অনুগৃহীত করিয়া, অর্থাৎ রূপপ্রকাশার্থ চক্ষুকে আলোক প্রদান করিয়া) উদয়তি (উদিত হন)। পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে অভিমানিনী) যা (যে) দেবতা ([অগ্নি] দেবতা) সা এষা (সেই এই দেবতা) পুরুষস্য (পুরুষের) অপানম্ (অপানবৃত্তিকে) অবষ্টভ্য (বশীকৃত করিয়া, অর্থাৎ অধোদিকে আকর্ষণরূপ অনুগ্রহ করিয়া) [বর্তমান আছেন, অর্থাৎ ঐ আকর্ষণ না থাকিলে শরীর গুরুত্ব-হেতু পতিত হইত কিংবা উর্ধ্বে উঠিয়া পড়িত]। অন্তরা (দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে) যৎ (= যঃ, যে) আকাশঃ (আকাশস্থ বায়ু) সঃ (তিনিই) সমানঃ ([দেহমধ্যস্থ] সমান, অর্থাৎ সমানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান)। বায়ুঃ (সাধারণ বাহ্যবায়ুই) ব্যানঃ (ব্যান, অর্থাৎ ব্যানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান ; কারণ উভয়েই ব্যাপক)। ৩৮

লোকপ্রসিদ্ধ সূর্যই বাহ্যপ্রাণ, কারণ এই সূর্যই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করিয়া উদিত হন। যিনি পৃথিবীতে অভিমানিনী দেবতা, তিনিই পুরুষের অপানবৃত্তিকে স্ববশে রাখিয়া বর্তমান। দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে বায়ু উহাই সমান[১]। সাধারণ বাহ্য বায়ুই ব্যান[২]। ৩৮

১। বাহ্য সমানবায়ু দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং দেহস্থ সমানবায়ু শরীরাভ্যন্তরে বর্তমান—এই মধ্যে থাকা রূপ সাদৃশ্যই সমানের অনুগ্রহ।

২। দেহে ও বাহিরে ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্যই ব্যানের অনুগ্রহ।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈ-র্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯

তেজঃ হ বৈ (যাহা প্রসিদ্ধ সামান্যাকার বাহ্য তেজ উহাই) উদানঃ (উদান, অর্থাৎ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান), তস্মাৎ ([যেহেতু উৎক্রমণের কর্তা উদানবায়ু স্বভাবতঃই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজের দ্বারা অনুগৃহীত অর্থাৎ বাহ্যতেজের অনুগ্রহের অভাব ঘটিলে জীব উৎক্রমণ করে], সুতরাং উপশান্ততেজাঃ (স্বাভাবিক তেজ যাহার উপশান্ত বা ক্ষীণ হইয়াছে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি) [শরীর ত্যাগ করিয়া] মনসি (মনে) সম্পদ্যমানৈঃ (প্রবিষ্ট) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের সহিত) পুনঃ-ভবম্ (শরীরান্তর) [প্রাপ্ত হয়]। ৩।৯

লোকপ্রসিদ্ধ সামান্যাকার তেজই[1] উদান। সেই জন্যই যাহার স্বাভাবিক তেজ শান্ত হইয়াছে, সে (শরীর ত্যাগ করিয়া) মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়[2]। ৩।৯

১। চক্ষুতে অধিষ্ঠিত সূর্য একটি বিশেষ তেজ, ইহা কিন্তু সর্বসাধারণ তেজ।

২। এখানে ইহাই বলা হইল যে, মুখ্য প্রাণ—আদিত্য, অগ্নি, আকাশ সামান্যবায়ু, ও তেজোরূপী হইয়া—অধিদৈব আদিত্য ও পৃথিবী প্রভৃতিকে ধারণ করেন, অর্থাৎ তদ্রূপে অবস্থান করেন, এবং প্রাণাপানাদিকে অনুগৃহীত করেন। প্রাণাপানাদিকে অনুগৃহীত করিয়া চক্ষুরাদিকেও অনুগৃহীত করেন। সুতরাং অধিভূত রূপাদি-রূপেও মুখ্যপ্রাণই বর্তমান। এইরূপে প্রাণই সর্বাত্মক। প্রঃ ২।৫-১৩

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি ; প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০

[কর্মজ্ঞানাদি সাধনকালে] এষঃ (এই জীব) যৎ-চিত্তঃ (যেরূপ শরীর উত্তম বলিয়া চিন্তা করিয়াছে), [মরণকালে] তেন (সেই সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পের সাধন ইন্দ্রিয়-

পঞ্চের সহিত) প্রাণম্ (মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হয়) [অপর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ক্ষীণ হওয়ায় মুখ্যপ্রাণবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থান করে]। প্রাণঃ (সেই প্রাণ) তেজসা যুক্তঃ উদানবায়ু-বৃত্তির [উষ্মার] সহিত) [এবং] আত্মনা সহ (জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া) [জীবকে] যথাসঙ্কল্পিতম্ (যথাভিপ্রেত) লোকম্ (লোক) নয়তি (প্রাপ্ত করায়)। ৩।১০

এই জীব যেরূপ বাসনাযুক্ত ছিল, মরণকালে সেইরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া প্রাণবৃত্তিকে অবলম্বন করে। প্রাণ উদানবায়ু ও জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ভোক্তা জীবকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়[১]। ৩।১০

১। ছাঃ ৬।৮।৬ ; মৃত্যুকালে বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে, তেজ পরম দেবতায় লীন হয়। এখানে শরীরান্তর প্রাপ্তির ক্রম প্রদর্শিত হইল।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ, ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১

[প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া অধুনা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইতেছে]—যঃ (যে কোনও) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) এবম্ (উক্ত প্রকারে)—প্রাণম্ (প্রাণকে) বেদ (উপাসনা করেন), অস্য (ঐ বিদ্বানের) প্রজাঃ (পুত্র-পৌত্রাদি) ন হ হীয়তে (অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয় না) ; অমৃতঃ ভবতি (তিনি অমর অর্থাৎ প্রাণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র আছে)। ৩।১১

যে কোনও বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার কখনও পুত্র-পৌত্রাদির বিচ্ছেদ ঘটে না ; তিনি (প্রাণের সহিত সাযুজ্যলাভ রূপ) অমরত্ব প্রাপ্ত হন[১]। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৩।১১

১। সকাম উপাসকের পক্ষে পুত্রপৌত্রাদি লৌকিক ফল ও প্রাণসাযুজ্য রূপ আলৌকিক ফল লাভ হয়। নিষ্কাম উপাসক কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হন এবং ক্রমে মুখ্য অমরত্ব লাভ করেন।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে।
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥ ১২
ইতি প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥

প্রাণস্য (প্রাণের) উৎপত্তিম্ (পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি), আয়তিম্ (= আয়াতিম্, ধর্মাধর্মানুসারে শরীরে আগমন) স্থানম্ (পায়ু উপস্থ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান), পঞ্চধা বিভুত্বম্ চ এব (প্রাণবৃত্তি-সমূহকে প্রভুর ন্যায় পঞ্চপ্রকারে স্থাপন), অধ্যাত্মম্ (শরীরে চক্ষুরাদিরূপে অবস্থান) চ এব (এবং বাহিরে সূর্যাদি রূপে অবস্থান) বিজ্ঞায় (জানিয়া) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। [প্রশ্নের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে]। ৩।১২

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, অবস্থিতি, পঞ্চপ্রকারে প্রভুত্ব, এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ জানিয়া, অর্থাৎ উক্তরূপে[১] প্রাণের উপাসনা করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হন। ৩।১২

১। "আত্মা হইতে প্রাণ জাত হন; ধর্মাধর্ম-ফলে শরীর গ্রহণ করেন; আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া স্বকীয় স্বরূপভূত অপানকে পায়ু ও উপস্থে, প্রাণকে চক্ষু ও কর্ণে, সমানকে নাভিতে, ব্যানকে নাড়ী-সমূহে ও উদানকে সুষুম্নামধ্যে স্থাপন করেন; উদান অবলম্বনে উৎক্রমণ করেন; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, ও উদানের অনুগ্রাহক অধিদৈবত আদিত্য, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, ও তেজ—এই বাহ্য রূপাবলম্বনে প্রাণ পঞ্চপ্রাণকে ধারণ করেন; চক্ষু প্রভৃতি প্রাণাদিস্বরূপ বলিয়া তাহাদের দ্বারা গ্রাহ্য অধিভূত বিষয় সকলকেও প্রাণই ধারণ করেন।"—গ্রন্থকারের।

চতুর্থ প্রশ্ন

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কান্যস্মিঞ্ জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, কস্যৈতৎ সুখং ভবতি, কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ?—ইতি ॥ ১

প্রশ্নত্রয়ে অপরা বিদ্যার গোচরীভূত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের সহিত সংশ্লিষ্ট অনিত্য সংসার, আলোচিত হইয়াছে; অনন্তর পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত ও সাধনাদিবিরহিত অক্ষর পুরুষের উপদেশার্থ পরবর্তী প্রশ্নত্রয়ের অবতারণা করা হইতেছে। বর্তমান প্রশ্নে (২।১।১) মুণ্ডকোক্ত বিষয়টির বিস্তার করা হইতেছে]—অথ হ (অতঃপর) গার্গ্যঃ (গর্গবংশীয়) সৌর্যায়ণী (সূর্যপৌত্র) এনম্ (ইঁহাকে, পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্ এতস্মিন্ (এই) পুরুষে (হস্তপাদাদিযুক্ত পুরুষদেহে) কানি (কাঁহারা, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়) স্বপন্তি (নিদ্রা যান, স্বব্যাপার হইতে বিরত হন)? অস্মিন্ (ইঁহাতে) কানি (কাঁহারা) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকেন, নিজ নিজ ব্যাপার করিতে থাকেন)? কতরঃ (কার্য ও করণের মধ্যে কোন্) এষঃ দেবঃ (এই দেবতা) স্বপ্নান্ (স্বপ্নসমূহ) পশ্যতি (দর্শন করেন)? কস্য (কাঁহার) এতৎ সুখম্ (নিরায়াসরূপ, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে প্রকাশমান, এই অব্যাহত সুখানুভূতি) ভবতি (হয়)? কস্মিন্ নু (কাঁহাতেই বা) সর্বে (সকলে) সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূত, তদাত্মভূত) ভবন্তি (হন) ইতি। ৪।১

অনন্তর সৌর্যায়ণী গার্গ্য পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, এই পুরুষশরীরে কাঁহারা নিদ্রা যান[১]? কাঁহারাই বা ইঁহাতে জাগ্রত থাকেন[২]? (দেহ ও ইন্দ্রিয় এই) উভয়ের মধ্যে কোন্ এই দেবতা স্বপ্নসমূহ দর্শন করেন[৩]? এই সুখানুভূতি কাঁহার[৪]? কাঁহাতেই বা সকলে একীভূত হন[৫]? ৪।১

১। জাগরিতাবস্থারূপ ধর্মের ধর্মী কাহার? ইহার উত্তর ৪।২ এ দ্রষ্টব্য। স্বপ্নাবস্থায় শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার শান্ত হইলে জাগরিতাবস্থার অবসান হয়, অতএব জাগরিতাবস্থাটি শরীরাদিরই ধর্ম হওয়া যুক্তিসঙ্গত—উহা পরমাত্মার নহে। জাগরিতাবস্থাদির ধর্মী আত্মা নহেন, ইহা না বুঝাইলে লোকের ভ্রম বিদূরিত হইবে না বলিয়া আত্মাকে ঐ ধর্মী হইতে পৃথক্ করা হইতেছে।

২। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে শরীররক্ষারূপ ধর্মটি কাহার? ইহার উত্তর—৪।৩-৪ এ দ্রঃ। ইহা প্রাণের ধর্ম, আত্মার নহে।

৩। স্বপ্নরূপ ধর্মের ধর্মী কে? উত্তর—৪।৫

৪। সুষুপ্তিরূপ ধর্মের ধর্মী কে? উত্তর—৪।৬, এর টীকা। সুনিদ্রা হইতে জাগিয়া স্মরণ হয়, "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"; সুতরাং সুষুপ্তির সহিত আনন্দের সম্বন্ধ আছে।

৫। যিনি অবস্থাত্রয় হইতে বিনির্মুক্ত এবং অবস্থাত্রয়ের পর্যবসানস্বরূপ তিনি কে? উত্তর—৪।৭-৯

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে। স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২

সঃ (তিনি, পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে, সৌর্যায়ণীকে) উবাচ হ (বলিলেন)—গার্গ্য (হে গার্গ্য), যথা (যদ্রূপ) অর্কস্য অস্তম্ গচ্ছতঃ (সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে) সর্বাঃ (নিখিল) মরীচয়ঃ (রশ্মিসমূহ) এতস্মিন্ (এই প্রত্যক্ষ সূর্যের) তেজঃ-মণ্ডলে (জ্যোতির্মণ্ডলে) একী-ভবন্তি (একতা, অবিশেষভাব, প্রাপ্ত হয়), পুনঃ

(পুনর্বার) [সূর্য] উদয়তঃ (উদয়োন্মুখ হইলে) তাঃ (সেই কিরণসমূহ) পুনঃ (পুনরায়) প্রচরন্তি (দশদিকে বিকীর্ণ হয়) এবম্ হ বৈ (এইরূপেই) [স্বপ্নকালে] তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত [বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকল]) পরে দেবে ([ইন্দ্রিয়াদি দেবতার তুলনায়] শ্রেষ্ঠ এবং প্রকাশধর্মী) মনসি (মনে) একী-ভবতি (অবিশেষতা প্রাপ্ত হয় ; স্ব স্ব ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনের অধীনরূপে অবস্থান করে) ; তেন (সেই জন্য) তর্হি (সেই স্বপ্নকালে) এষঃ (এই) পুরুষঃ (স্থূল দেহ) ন শৃণোতি (শুনে না), ন পশ্যতি (দেখে না), ন জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে না), ন রসয়তে (আস্বাদন করে না), ন স্পৃশতে (স্পর্শ করে না), ন অভিবদতে (কথা বলে না), ন আদত্তে (গ্রহণ করে না), ন আনন্দয়তে (রমণ করে না), ন বিসৃজতে (পুরীষাদি ত্যাগ করে না), ন ইয়ায়তে (চলে না)—স্বপিতি (সে ঘুমাইতেছে) ইতি (এইরূপ) আচক্ষতে (লোকেরা বলে) । ৪।২

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে গার্গ্য, অস্তগামী সূর্যের কিরণরাশি যেরূপ এই সূর্যমণ্ডলে একীভূত হয় ও পুনরায় সূর্য উদয়োন্মুখ হইলে সেই কিরণসমূহ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপই (স্বপ্ন-কালে) বিষয়েন্দ্রিয়সমূহও পরমদেব মনে একীভূত হয়। সেইজন্য স্বপ্নকালে এই পুরুষ শুনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দ করে না, ত্যাগ করে না, ও চলে না। লোকে বলে, "তিনি ঘুমাইতেছেন"। ৪।২

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো—ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো—যদ্‌গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩

এতস্মিন্ (এই) পুরে (নবদ্বার দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ এব (অগ্নিতুল্য পঞ্চবৃত্তি প্রাণই) জাগ্রতি ([নিদ্রাকালে] জাগরিত থাকে)। এষঃ (এই) অপানঃ

হ এষঃ (অপানবায়ুই) গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য নামক অগ্নি স্থানীয়), যৎ (কারণ) গার্হপত্যাৎ (গার্হপত্যাগ্নি হইতে) [অগ্নিহোত্রকালে] আহবনীয়ঃ (আহবনীয় নামক অগ্নি) প্রণীয়তে (পৃথক্ রূপে গৃহীত হয়)—প্রণয়নাৎ ([গার্হপত্যাগ্নি হইতে] প্রণীত [= প্রকৃষ্টরূপে নীত] হয় বলিয়া [উহা]), প্রাণঃ (প্রাণ)। ব্যানঃ অন্বাহার্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নি)। ৪।৩

এই দেহপুরে অগ্নিস্থানীয় প্রাণবৃত্তিসমূহই জাগরিত থাকে। এই অপানবায়ুই গার্হপত্যাগ্নি, কারণ গার্হপত্যাগ্নি হইতেই আহবনীয়াগ্নি পৃথগ্রূপে গৃহীত হয়—প্রণীত হয় বলিয়া আহবনীয়ই প্রাণ। ব্যানবায়ুই দক্ষিণাগ্নি[১]। ৪।৩

১। মুঃ ১।২।২-৩ ; 'যজ্ঞকথা'—ত্রিবেদী। গৃহস্থের পক্ষে যাবজ্জীবন কর্তব্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞে তিনটি অগ্নির প্রয়োজন হয়—গার্হপত্য, আহবনীয়, ও দক্ষিণাগ্নি। গার্হপত্য অগ্নি কখনও নির্বাপিত হয় না। যজ্ঞের সময় এই গার্হপত্য হইতেই অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত হয় এবং ঐ আহবনীয়ে প্রধান প্রধান হোম করা হয়। দক্ষিণাগ্নিও গার্হপত্য হইতে প্রজ্বালিত হয় এবং উহা যজ্ঞবেদির দক্ষিণভাগে থাকে। আহবনীয়ের স্থান বেদির পূর্বে ও গার্হপত্যের স্থান পশ্চিমে। গার্হপত্য—গৃহপতির অগ্নি, আহবনীয়—দেবগণের অগ্নি, ও দক্ষিণাগ্নি—পিতৃগণের প্রতিনিধি অগ্নি। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটি আহুতি দেওয়া হয়। এই আহুতিদ্বয়ই ৪।৪এ উল্লিখিত হইয়াছে। গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নিতেও দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রতিদিন আহুতি দিতে হয়।

বর্তমান স্থলে—ব্যানবায়ু হৃদয় হইতে দক্ষিণস্থ নাড়ীদ্বারে সঞ্চারণ করে, অতএব উহা দক্ষিণাগ্নিস্থানীয়। সুপ্ত ব্যক্তির অপানবায়ু হইতেই যেন তাহার মুখ-নাসিকাপথে প্রাণবায়ু প্রণীত হয়, অন্তর্গামী অপান হইতেই যেন বহির্গামী প্রাণ বহির্গত হয়, অতএব অপান গার্হপত্যস্থানীয় ও প্রাণ আহবনীয়স্থানীয়। অপরাপর ইন্দ্রিয় নিদ্রাকালে স্বকর্ম বিরত হইলেও প্রাণাদি জাগ্রত থাকে। অতএব তাহারা অগ্নিতুল্য।

যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ।
মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ—স এনং
যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪

[হোতা যেমন আহুতিদ্বয়কে আহবনীয়সমীপে আনয়ন করেন, তেমনি হোতৃ-স্থানীয় সমানবায়ুও অগ্নিহোত্রের আহুতির ন্যায় আহুতিদ্বয় বিধান করেন]—উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসৌ (শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ) এতৌ (এই দুইটি) আহুতী (আহুতিকে) যৎ (যে হেতু) [শরীর-রক্ষার্থ) সমম্ নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়) ইতি (অতএব) সঃ (সেই) সমানঃ (সমান-বায়ুই) [হোতা]। মনঃ হ বাব (মনই) যজমানঃ ([দেহস্থ অগ্নিহোত্রের] যজমান, অর্থাৎ যজ্ঞফল-লাভকারী)। উদানঃ এব (উদান-বায়ুই) ইষ্টফলম্ (যজ্ঞফল) ; [কারণ] সঃ (ঐ উদানবায়ু) এনম্ (এই মনোরূপ) যজমানম্ (যজমানকে) অহঃ অহঃ (প্রতিদিন) [স্বপ্নদর্শনের বিরতি হইলে সুষুপ্তি-কালে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) গময়তি (প্রাপ্ত করায়)। ৪।৪

যেহেতু সমানবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ এই দুইটি আহুতিকে (শরীর-রক্ষার্থ) সমতা প্রাপ্ত করায়, সেইজন্য উক্ত সমানবায়ুই হোতা ; মনই যজমান ;[1] উদানবায়ুই অভীষ্ট ফল[2]—কারণ ঐ উদানবায়ুই মনোরূপ যজমানকে প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ৪।৪

১। মন যজমান, কারণ অগ্নিহোত্রের যজমানের ন্যায় মনও ইন্দ্রিয়াদি সকলের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়, এবং যজমান যেরূপ স্বর্গ কামনা করেন সেইরূপ মনও সুষুপ্তিতে ব্রহ্মরূপ নির্বিষয় আনন্দ লাভের জন্য উৎসুক হয়।

২। কারণ উদানবায়ুই উৎক্রমণের কারণ এবং উদানবায়ু অবলম্বনেই ঊর্ধ্বে গমন করিয়া যজমান যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন ; উদানবায়ু যজমানকে যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত করায় সেইরূপ মনকেও স্বপ্নবৃত্তি হইতে প্রচ্যুত করিয়া সুষুপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। যাঁহারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বম্ (তুমি) পদার্থের শোধন করিয়াছেন

তাঁহাদের নিদ্রা সাধারণ নিদ্রার ন্যায় নহে। উহাতে তাঁহারা নিত্য ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন—ইহাই যথার্থ; ইহা উপাসনাবিশেষ নহে।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি—যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতম্ শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি; দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি ॥ ৫

অত্র (এই) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) এষঃ (এই) দেবঃ (যে মনে ইন্দ্রিয়াদি একীভূত হয় সেই মন) মহিমানম্ (বিভূতি, বিষয়-বিষয়ী রূপে অনেকত্ব প্রাপ্তিরূপ মহিমা) অনুভবতি (অনুভব করে)—যৎ দৃষ্টম্ দৃষ্টম্ (যাহা যাহা জাগরণে দৃষ্ট হইয়াছে) [তাহাই] অনুপশ্যতি (পরে স্বপ্নে [অবিদ্যাবশতঃ] দর্শন করে [বলিয়া মনে করে])। শ্রুতম্ শ্রুতম্ এব অর্থম্ (যাহা শ্রুত হইয়াছে) অনুশৃণোতি ([যেন] তদনুরূপই স্বপ্নে শ্রবণ করে), দেশ-দিক্-অন্তরৈঃ চ (গৃহাদি দেশান্তরে এবং উত্তরাদি দিগন্তরে) প্রত্যনুভূতম্ (যাহা প্রকৃষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছে তাহা) পুনঃ পুনঃ (বারংবার স্বপ্নে) [যেন] প্রত্যনুভবতি (অনেকবার দর্শন করে); দৃষ্টম্ চ (এই জন্মে দৃষ্ট) অদৃষ্টম্ চ (এবং জন্মান্তরে দৃষ্ট), শ্রুতম্ চ অশ্রুতম্ চ (এই জন্মে ও পূর্বজন্মে শ্রুত), অনুভূতম্ চ অননুভূতম্ চ (এই জন্মে ও পূর্বজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত), সৎ চ অসৎ চ (সত্য জলাদি ও অসত্য মরীচিকাদি)—[অর্থাৎ] সর্বম্ (যাহা বলা হইল বা বলা হইল না তৎসমস্তই) পশ্যতি ([যেন] দর্শন করে) সর্বঃ [সন্] (সর্বপ্রকার মনোবাসনায় উপহিত হইয়া) পশ্যতি (দর্শন করে)। ৪।৫

এই স্বপ্নাবস্থায় এই মনোরূপ[১] দেবতা বিভূতি অনুভব করেন—যাহা যাহা (পূর্বে) দৃষ্ট হইয়াছে স্বপ্নে তাহাই যেন দর্শন করেন, যাহা যাহা শ্রুত হইয়াছে স্বপ্নে তাহাই যেন শ্রবণ করেন, দেশান্তরে ও দিগন্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে বারম্বার তাহাই স্বপ্নে অনুভব

করেন ; এই জন্মে ও পূর্ব জন্মে যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, শ্রুত হইয়াছে, মনের দ্বারা অনুভূত হইয়াছে, এবং যাহা কিছু সত্য ও যাহা কিছু ভ্রম —অর্থাৎ যাহা কিছু বলা হইল বা হইল না—সেই সমস্তই তিনি মনের সর্বপ্রকার বাসনায় উপহিত হইয়া দর্শন করেন। ৪।৫

১। মনঃ-দেবতাই স্বপ্ন দর্শন করেন—স্বপ্ন মনেরই ধর্ম, আত্মার নহে।

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি, অথ যদেতস্মিঞ্ শরীর এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬

সঃ (সেই মনোরূপ দেবতা) যদা (যখন) তেজসা (পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা, অথবা চিদ্রূপ ব্রহ্মের দ্বারা) অভিভূত ভবতি (অভিভূত হন, অর্থাৎ বাসনার দ্বার বা স্বপ্নভোগপ্রদ কর্ম যখন নিরুদ্ধ হয়) [তখন সুষুপ্ত হন]। অত্র (এই সুষুপ্তিকালে) এষঃ (এই) দেবঃ (মনোনামক দেবতা) স্বপ্নান্ (স্বপ্নসমূহ) ন পশ্যতি (দেখেন না) অথ (সেই সময়ে) এতস্মিন্ (এই) শরীরে (দেহে) যৎ (যাহা ব্রহ্মানন্দ) এতৎ সুখম্ (সেই এই বিজ্ঞানরূপ স্বরূপসুখ) ভবতি (হয়, প্রকাশিত হয়)। ৪।৬

সেই মন (অর্থাৎ মনোদেবতার সংস্কারসমূহ উদ্বোধিত হইবার দ্বার) যখন তেজঃকর্তৃক নিরুদ্ধ হয়, তখন এই দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন না[১]—সেই সময়ে এই শরীরে[২] আত্মার এই স্বরূপসুখই (প্রকাশিত) হয়[৩]। ৪।৬

১। সংস্কার সহায়েই মন স্বপ্ন দর্শন করে ; কিন্তু সুষুপ্তিতে নাড়ী-সঞ্চারী ব্রহ্মতেজ ও পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা যখন সংস্কারসমূহের উদ্বোধক ভোগপ্রদ কর্মের পথ রুদ্ধ হয়, তখন মন আর বাসনার সাহায্য পায় না। তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনোবৃত্তিসমূহ হৃদয়েই উপসংহৃত হয়। ঐ সময়ে মনে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের উদয় হয় না ; মন তখন অবিশেষরূপে সর্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—তখন কেবল আত্মার স্বরূপানন্দই অনুভূত হইতে থাকে—উহাই সুষুপ্তি। বৃঃ ২।১।১৯

২। সুষুপ্তিকালে শরীরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না (বৃঃ ৪।৩।২১); আত্মা তখন স্বাভাবিক স্বরূপানন্দে অবস্থিত থাকেন। তথাপি ব্যবহারানুগত বুদ্ধির অনুবৃত্তিবশতঃ 'শরীরে' এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে।

৩। স্বরূপ-সুখ নিত্য প্রকাশমান; সুতরাং 'প্রকাশিত হয়' এইরূপ বলা অযৌক্তিক মনে হইলেও, উপাধিবশতঃ স্বপ্ন ও জাগরণে অন্যাকারে বিভাবিত আত্মা সুষুপ্তিতে তাঁহার অদ্বয়, শিব, ও শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন—ইহা বুঝাইবার জন্য 'প্রকাশিত' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আনন্দময় কোশ' নামে যাহাকে অভিহিত করা হয় এবং যাহা মন প্রভৃতির সংস্কার বিশিষ্ট, সেই অনভিব্যক্ত অজ্ঞানই সুষুপ্তি-অবস্থার ধর্মী।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭

সোম্য (হে প্রিয়দর্শন), সঃ (এই বিষয়ে, অর্থাৎ সমস্ত জীবজগৎ অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহার, দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যদ্রূপ) বয়াংসি (পক্ষিগণ) বাসোবৃক্ষম্ [প্রতি] (বাসবৃক্ষের দিকে) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ প্রকারে গমন করে) এবম্ হ বৈ (ঠিক এইরূপেই) তৎ সর্বম্ (বক্ষ্যমাণ সকলে) পরে আত্মনি (অক্ষর পুরুষে) সম্প্রতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়)। ৪।৭

হে প্রিয়দর্শন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পক্ষিগণ যেরূপ আবাস-বৃক্ষের প্রতি ধাবিত হয়, ঠিক্ সেই রূপই বক্ষ্যমাণ সকল পদার্থ অক্ষর পুরুষে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪।৭

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ

—ঘ্রাতব্যং চ, রসশ্চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চাদাতব্যং চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনশ্চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ ॥ ৮

[অপরের উদ্দেশ্যে সমষ্টীভূত কার্যকরণ ও ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রভৃতি কাহারা অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বলা হইতেছে]—পৃথিবী চ (স্থূল পৃথিবী) পৃথিবী-মাত্রা চ (এবং গন্ধতন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম পৃথিবী), আপঃ চ (স্থূল জল) আপঃ-মাত্রা চ (এবং রসতন্মাত্রা), তেজঃ চ তেজঃ-মাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ আকাশ-মাত্রা চ ; চক্ষুঃ চ (চক্ষু) দ্রষ্টব্যম্ চ (এবং দ্রষ্টব্য রূপ), শ্রোত্রম্ চ (কর্ণ) শ্রোতব্যম্ চ (ও শব্দ), ঘ্রাণম্ চ, (নাসিকা) ঘ্রাতব্যম্ চ (ও গন্ধ), রসঃ চ (রসনা) রসয়িতব্যম্ চ (ও রস), ত্বক্ চ (স্পর্শেন্দ্রিয়) স্পর্শয়িতব্যম্ চ (ও স্পর্শের বিষয়), বাক্ চ (বাগিন্দ্রিয়) বক্তব্যম্ চ (বক্তব্য), হস্তৌ চ (দুই হস্ত) আদাতব্যম্ চ (এবং গ্রহণীয় বস্তু), উপস্থঃ চ (জননেন্দ্রিয়) আনন্দয়িতব্যম্ চ (এবং তদ্বিষয়), পায়ুঃ চ (গুহ্য) বিসর্জয়িতব্যম্ চ (ও বিসর্জনীয় মলমূত্রাদি), পাদৌ চ (দুই চরণ) গন্তব্যম্ চ (এবং গন্তব্য স্থান), মনঃ চ মন্তব্যম্ চ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন ও মননীয় বিষয়), বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যম্ চ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও তদ্বিষয়), অহঙ্কারঃ চ অহঙ্কর্তব্যম্ চ (অভিমানলক্ষণ অন্তঃকরণ ও তদ্বিষয়), চিত্তম্ চ চেতয়িতব্যম্ চ (চেতনাযুক্ত বা সংস্কারবিশিষ্ট অন্তঃকরণ ও তদ্বিষয়), তেজঃ চ (অন্তঃকরণচতুষ্টয়ে অনুগত সামান্যাকার জ্ঞানশক্তি, [অথবা ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান প্রকাশবিশিষ্ট ত্বক্ বা চর্ম—আচার্য]) বিদ্যোতয়িতব্যম্ চ (ও অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের সর্বসাধারণ বিষয়, [অথবা উজ্জ্বল চর্মের প্রকাশ্য বস্তু চর্ম—আচার্য]), প্রাণঃ চ (সূত্রাত্মা বা ক্রিয়াশক্তি) বিধারয়িতব্যম্ চ (সূত্রাত্মার ওতপ্রোত নিখিল বিশ্ব) । ৪।৮

পৃথিবী ও গন্ধতন্মাত্রা, জল ও রসতন্মাত্রা, তেজ ও রূপতন্মাত্রা,

বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা ; চক্ষু ও রূপ, কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, রসনা ও রস, স্পর্শেন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় ; বাগিন্দ্রিয় ও বাক্য, দুই হস্ত ও গ্রহণীয় বস্তু, উপস্থ ও তদ্বিষয়, পায়ু ও তদ্বিষয়, দুই চরণ ও গন্তব্যস্থান ; মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও তদ্বিষয়[1] ; জ্ঞানশক্তি ও তদ্বিষয়[2], সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ ও তাঁহাতে ওতপ্রোত নিখিল বিশ্ব (এই সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ৪।৮

১। সুখদুঃখাদি উপলব্ধির সাধন অন্তঃকরণ এক হইলেও উহা বৃত্তিভেদে চার প্রকার। "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" মনের কার্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহঙ্কারের গর্ব, ও চিত্তের স্মৃতি। এই স্থলসমূহে ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকেও তাহাদের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারাও অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হন।

২। এখানে শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা গৃহীত হইল। আচার্যের মত অন্বয়ে দ্রঃ।

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯

হি (অধিকন্তু) এষঃ ([ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বাদি উপাধি অবলম্বনে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বাধার] এই আত্মাই) দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা), স্প্রষ্টা (স্পর্শনকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা), ঘ্রাতা (ঘ্রাণকর্তা), রসয়িতা (আস্বাদনকর্তা), মন্তা (মননকারী), বোদ্ধা (নিশ্চয়কর্তা), কর্তা (কর্তা), বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞানস্বভাব), পুরুষঃ (কার্যকরণকে পূর্ণ করিয়া অবস্থিত)। সঃ (সেই পুরুষ) পরে (সর্বোত্তম) (অক্ষরে) আত্মনি (আত্মাতে) সম্প্রতিষ্ঠতে (উপাধিবিলয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন)। ৯

অধিকন্তু এই সর্বাধার আত্মাই (জীবদেহে) দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা,

আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্তা, ও বিজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করেন[১] । ৪।৯

১। উপাধি-বিলয়ে উপাহিত রূপের অভাব হয়; অর্থাৎ জীবের পরমাত্মরূপে স্থিতি হয়।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরম-লোহিতং শুভ্রমক্ষরম্ ; বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

[উক্ত একত্ববিদের ফল বলা হইতেছে]—যঃ [তু] হ বৈ (বিরল যে কেহ কিন্তু) তৎ (উক্ত) অচ্ছায়ম্ (ছায়াহীন, তমোবর্জিত), অশরীরম্ (শরীরহীন, নামরূপাত্মক সর্বোপাধি শূন্য) অলোহিতম্ (লোহিতাদি সর্বগুণ বর্জিত) শুভ্রম্ (বিশুদ্ধ) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) [বেদয়তে (জানেন)], সঃ (তিনি) পরম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ) অক্ষরম্ এব (অক্ষরকেই) প্রতিপদ্যতে (লাভ করেন) ; সোম্য (হে সোম্য), যঃ তু ([অবিজ্ঞানের বিপরীত] যে কেহ কিন্তু) বেদয়তে (আত্মাকে জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) ভবতি (হন)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই একটি মন্ত্র আছে)। ৪।১০

যে কেহ কিন্তু উক্ত তমোহীন, উপাধিরহিত, গুণবিবর্জিত[১] বিশুদ্ধ অক্ষরকে জানেন[২], তিনি সর্বোত্তম অক্ষরকেই লাভ করেন। হে সোম্য, যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ[৩] ও সর্বস্বরূপ হন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৪।১০

১। এই তিনটি শব্দে অক্ষর যে কারণ, লিঙ্গ, ও স্থূল এই শরীরত্রয়-বর্জিত—ইহাই বুঝাইতেছে। শরীরত্রয়-বর্জিত হওয়ায় তিনি অবস্থাত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বর্জিত শুদ্ধ তুরীয়। ৪।১ এর ১ম টীকা দ্রঃ।

২। অর্থাৎ তুরীয় আত্মা ও অক্ষরের ঐক্য উপলব্ধি করেন। মুঃ ২।২।১

৩। মুঃ ১।১।৩—এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥ ১১

ইতি প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥

সোম্য (হে সোম্য), সর্বৈঃ (সকল) দেবৈঃ সহ (দেবগণের সহিত) বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা) চ (এবং) প্রাণাঃ (চক্ষুরাদি প্রাণসমূহ) [ও] ভূতানি (পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ) যত্র (যে অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি (প্রবেশ করে), তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) যঃ তু (যে কেহ) বেদয়তে (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ হন), সর্বম্ এব (নিখিল বস্তুতেই) আবিবেশ (প্রবেশ করেন)। ইতি [প্রশ্নের সমাপ্তিসূচক]। ৪।১১

হে সোম্য, নিখিল দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা এবং চক্ষুরাদি প্রাণসমূহ ও ভূতবর্গ যে অক্ষরে প্রবেশ করে, সেই অক্ষরকে কিন্তু যিনি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং নিখিল বস্তুতে (তাহাদের আত্মা রূপে) প্রবেশ করেন। ৪।১১

পঞ্চম প্রশ্ন

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ?—ইতি। তস্মৈ স হোবাচ। ১

[ওঙ্কারোপাসনা অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা ক্রমমুক্তিলাভ হয় বলিয়া পরা বিদ্যার প্রকরণেই উহা বিবৃত হইতেছে—৪।১ এর আশয় দ্রষ্টব্য]—অথ (অনন্তর) এনম্ হ (এই পিপ্পলাদকে) শৈব্যঃ (শিবিপুত্র) সত্যকামঃ (সত্যকাম) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্, মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) সঃ যঃ হ বৈ (যিনিই হউন না কেন) প্রায়ণ-অন্তম্ (মরণ পর্যন্ত, যাবজ্জীবন) তৎ (অসাধারণরূপে, আশ্চর্যভাবে, দুষ্কর হইলেও) ওঙ্কারম্ (প্রণবকে) অভিধ্যায়ীত (অভিধ্যান করেন, অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ও নির্বাতদীপশিখার ন্যায় নিস্পন্দ প্রণববিষয়ক জ্ঞানপ্রবাহ অবলম্বন করেন), সঃ (সেই ব্যক্তি) তেন (ওঙ্কারাভিধ্যানের দ্বারা) কতমম্ বাব লোকম্ ([জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা জেতব্য লোকসমূহের মধ্যে] কোন্ লোকটিকে) জয়তি (জয় করেন) ?—ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে) সঃ (তিনি পিপ্পলাদ) উবাচ হ (বলিলেন)—। ৫।১

অনন্তর ইঁহাকে শিবিপুত্র সত্যকাম প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেহ যাবজ্জীবন অনন্যসাধারণরূপে[1] প্রণবের অভিধ্যান করেন, তিনি সেই ধ্যানসহায়ে কোন্ লোকটি জয় করেন[2] ? পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—। ৫।১

১। সত্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, সন্ন্যাস, শৌচ, সন্তোষ, অকপটতা প্রভৃতি যম ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া। "অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহা যমাঃ। শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ যোগসূত্র ২।৩০, ২।৩২

২। মু ২।২।৩-৪ এর বিস্তারের জন্য এই পঞ্চম প্রশ্ন।

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২

সত্যকাম (হে সত্যকাম), যৎ এতৎ বৈ (এই যে প্রসিদ্ধ) পরম্ চ (পর, অর্থাৎ সত্য, অক্ষর পুরুষ) অপরম্ চ (এবং অপর, অর্থাৎ প্রাণাখ্য প্রথমজ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [আছেন, তদুভয়ই] ওঙ্কারঃ (ওঙ্কারস্বরূপ [যেহেতু ওঙ্কার তাঁহাদের প্রতীক]), তস্মাৎ (এই হেতুই) বিদ্বান্ (এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) এতেন এব আয়তনেন (এই প্রতীক অবলম্বনেই) একতরম্ (উভয়ের একটিকে, পরব্রহ্ম, বা অপর ব্রহ্মকে) অন্বেতি ([উপাসনানুসারে] অনুগমন করেন)। ৫।২

হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম আছেন, তদুভয়ই ওঙ্কারস্বরূপ ; এই হেতুই এইরূপ (অর্থাৎ ওঙ্কার ব্রহ্মপ্রতীক এই) জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই (ওঙ্কাররূপ) প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্মের অনুগমন করেন[1]। ৫।২

১। কঃ ১।২।১৫-১৭ এবং টীকা দ্রষ্টব্য। মন প্রভৃতি প্রতীক অপেক্ষাও ওঙ্কার ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃষ্টতম আলম্বন।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩

সঃ (সেই উপাসক) যদি (যদ্যপি) একমাত্রম্ ([ওঙ্কারের শুধু একটি মাত্রাকে জানিয়া [একমাত্রাত্মক, অর্থাৎ অকারমাত্রাত্মক, প্রণবকে) অভিধ্যায়ীত (সদা ধ্যান করেন) [তথাপি] সঃ (তিনি) তেন এব (সেই ধ্যান সহায়েই) সংবেদিতঃ (সংবোধিত হইয়া সেই মাত্রার ধ্যানসহায়ে সেই মাত্রার সাক্ষাৎ করিয়া) তূর্ণম্ এব (শীঘ্রই) জগত্যাম্ (পৃথিবীতে) [মনুষ্য-জন্ম] অভিসম্পদ্যতে (প্রাপ্ত হন), [কারণ]—তম্ (তাঁহাকে) ঋচঃ (ঋক্ মন্ত্রসমূহ, ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা অকার) মনুষ্যলোকম্

(মনুষ্যলোক অর্থাৎ মানুষদেহ) উপনয়ন্তে (প্রাপ্ত করায়) ; সঃ (তিনি) তত্র (সেই মনুষ্যলোকে) তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ (তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ও শ্রদ্ধা) সম্পন্নঃ (যুক্ত হইয়া) মহিমানম্ (মহিমা, বিভূতি) অনুভবতি (অনুভব করেন)। ৫।৩

সেই উপাসক যদ্যপি অকারমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করেন, তথাপি তিনি উক্ত ধ্যানসহায়ে অকারমাত্রাকে সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হন[১], (কারণ) তাঁহাকে ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করায়[২] ; তিনি তথায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ও শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া মহিমা অনুভব করেন। ৫।৩

১। ওঙ্কার যে শ্রেষ্ঠ প্রতীক তাহাই প্রমাণ করার জন্য বলা হইল যে, অ, উ, ম, এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবের একটি মাত্র মাত্রা 'অ'কারের জ্ঞানেই এবম্বিধ ফল হয়। অপর মাত্রাদ্বয়ের অজ্ঞানরূপ অপরিপূর্ণতা থাকিলেও সাধক বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হন না (গীতা ৬।৪০)। শঙ্করানন্দের মতে একমাত্রম্—'অ'কারকে, বা একমাত্রা কাল ব্যাপিয়া। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কেবল প্রণবের স্তুতি নহে, কিন্তু বিশ্ব হইতে অভিন্ন বিরাটের উপাসনাই এখানে বিহিত হইতেছে। মাঃ ৩ ও ৯

২। শ্রুতিতে আছে "পৃথিবী অকারঃ, সঃ ঋগ্বেদঃ"। অভিধ্যানকারী ঋগ্বেদাত্মক অকাররূপ প্রাপ্ত হন, এবং ঋক্‌সমূহ তাঁহাকে অকারাত্মক পৃথিবীলোক প্রাপ্ত করায়।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ, মনসি সম্পদ্যতে। সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪

অথ (আর) যদি (যদি) দ্বিমাত্রেণ (=দ্বিমাত্রম্, দ্বিতীয় মাত্রাকে, অর্থাৎ উকার-মাত্রাত্মক প্রণবকে) [জ্ঞানাত্মলাভ পর্যন্ত ধ্যান করেন, তবে সেই উপাসক] মনসি ([সোমদেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত মনাত্মক ও যজুর্বেদাত্মক] মনে) সম্পদ্যতে (আত্মভাব প্রাপ্ত হন)। সঃ (তিনি) [দেহান্তে] যজুর্ভিঃ ([দ্বিতীয়-

মাত্রারূপ] যজুর্মন্ত্রসমূহের দ্বারা) অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় মাত্রারূপ) সোম-লোকম্ (চন্দ্রলোক অর্থাৎ চন্দ্রলোকের জন্য) উন্নীয়তে (প্রাপিত হন, অর্থাৎ সেখানে নীত হন)। সঃ (তিনি) সোমলোকে (চন্দ্রলোকে) বিভূতিম্ (ঐশ্বর্য) অনুভূয় (অনুভব করিয়া) পুনরাবর্ততে (পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন)। ৫।৪

আর যদি তিনি দ্বিতীয় অর্থাৎ উকার-মাত্রাত্মক প্রণবকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তবে তিনি যজুর্বেদাত্মক অন্তঃকরণে আত্মভাব প্রাপ্ত হন[১]। তিনি (দেহান্তে) যজুঃসমূহের দ্বারা চন্দ্রলোকে নীত হন এবং চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া[২] পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাগমন করেন। ৫।৪

১। শঙ্করানন্দের দীপিকানুসারে এই অংশের অর্থ এই—যদি (দৈবাৎ) [কেহ] দ্বিমাত্রেণ (দুইমাত্রা কাল ব্যাপিয়া, অথবা অকার ও উকার এই উভয় মাত্রা সহায়ে) মনসি সম্পদ্যতে (অন্তঃকরণে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ অভিধ্যান করেন) [তবে] সঃ (তিনি) ইত্যাদি।

২। কাহারও কাহারও মতে ইহা উক্ত জ্ঞানের প্রশংসামাত্র নহে; কিন্তু এখানে তৈজস হইতে অভিন্ন হিরণ্যগর্ভের উপাসনাই বিহিত হইতেছে। তাঁহাদের মতে 'মন' শব্দে স্বপ্নসদৃশ ব্রহ্মাণ্ডে (প্রঃ ৬।৪ টীকা) আত্মাভিমানকারী হিরণ্যগর্ভকেই বুঝাইতেছে। মাঃ ৪ ও ১০

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ, ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ, পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫

যঃ পুনঃ (যে ব্যক্তি কিন্তু) ত্রিমাত্রেণ (=ত্রিমাত্রম্, ত্রিমাত্রাত্মক) ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ (ওম্ এই অক্ষররূপ প্রতীকে, এই অক্ষররূপে [ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া]) এতম্

(এই) [স্বর্ণজ্যোতির্ময়] পরম্ (সর্বোত্তম) পুরুষম্ (পুরুষকে) অভিধ্যায়ীত (আত্মা রূপে ধ্যান করেন), সঃ (তিনি) [তৃতীয়মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া] তেজসি (জ্যোতির্ময়) সূর্যে (সূর্যে) সম্পন্নঃ [ভবতি] (সম্মিলিত হন)। যথা (যেরূপ) পাদোদরঃ (সর্প) ত্বচা বিনির্মুচ্যতে (জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়) এবম্ হ বৈ (ঠিক এইরূপই) সঃ (তিনি) পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ (পাপ [ও পুণ্য] হইতে বিনির্মুক্ত হন), সঃ (তিনি) সামভিঃ (তৃতীয় মাত্রারূপ সামসমূহের দ্বারা) ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে (ঊর্ধ্বে হিরণ্যগর্ভলোকে, ব্রহ্মলোকে, নীত হন); সঃ (সেই ত্রিমাত্র-ওঙ্কারাভিজ্ঞ ব্যক্তি) এতস্মাৎ (এই) পরাৎ (স্থাবর ও জঙ্গম হইতে শ্রেষ্ঠ) জীবঘনাৎ (জীবসমষ্টিভূত, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরসমষ্টিতে অভিমানকারী, হিরণ্যগর্ভ হইতে) পরম্ (উত্তম) পুরিশয়ম্ (সর্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পুরুষম্ (পুরুষকে, পরমাত্মাকে) ঈক্ষতে (সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এতৌ (এই দুইটি) শ্লোকৌ (শ্লোক) ভবতঃ (আছে)। ৫।৫

যে ব্যক্তি কিন্তু অ, উ, এবং ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষররূপ প্রতীকে (সূর্যমণ্ডলস্থ) পরম পুরুষকে[১] নিরন্তর ধ্যান করেন[২] তিনি তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া[৩] জ্যোতির্ময় সূর্যে সম্মিলিত হন। সর্প যেরূপ জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপই সেই ব্যক্তি পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সামসমূহের দ্বারা ঊর্ধ্বে হিরণ্যগর্ভলোকে নীত হন। তিনি এই জীবসমষ্টিভূত[৪] উত্তম হিরণ্যগর্ভ হইতেও উত্তম পরম পুরুষকে দর্শন করেন। উক্ত বিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে—। ৫।৫

১। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য" ইত্যাদি গায়ত্রী-মন্ত্রে উল্লিখিত পুরুষ।

২। মুঃ ২।২।৫-৬।

৩। মাত্রাত্রয়ের ধ্যানে সাধক অবশ্য মাত্রাত্রয়রূপীই হন; তথাপি তৃতীয়মাত্রার প্রাধান্য নির্দেশের জন্যই এইরূপ বলা হইল।

৪। অর্থাৎ গোষ্ঠ-জাতি যে অর্থে গো-ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি সেইরূপ সমষ্টি।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬

[ওঙ্কারের] তিস্রঃ (তিনটি) মাত্রাঃ (অ-কার, উ-কার, ম-কার নামক মাত্রা) মৃত্যুমত্যঃ (মৃত্যুর বিষয়ীভূত, ব্রহ্মদৃষ্টিবিহীনরূপে পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের ধ্যানফল বিনাশী হইয়া থাকে); [কিন্তু] অনবিপ্রযুক্তাঃ (একই ব্রহ্ম-বিষয়ে নিবিষ্ট ভাবে) অন্যোন্য-সক্তাঃ (পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া) সম্যক্ প্রযুক্তাসু (প্রকৃষ্টরূপে আচরিত) বাহ্য-আভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যে আত্মার স্থান, অকারাদিরূপে তাঁহার ধ্যান-রূপ) ক্রিয়াসু (যোগক্রিয়া সমূহে) প্রযুক্তাঃ (বিনিযুক্ত হইলে) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-বিভাগজ্ঞ যোগী) ন কম্পতে (বিচলিত হন না)। ৫।৬

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা মৃত্যুর অধীন। কিন্তু উহারা যদি একই ব্রহ্মে নিবিষ্টভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ হয় এবং বাহ্য, আভ্যন্তর, ও মধ্যম স্থানের অধীশ্বরের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ যোগক্রিয়া সমূহে[১] বিনিযুক্ত হয়, তবে এবম্বিধ বিভাগজ্ঞ যোগী বিচলিত হন না[২]। ৫।৬

১। জাগরণাদিতে বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞরূপী বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ও ঈশ্বরের অকারাদিরূপে পৃথক্ ধ্যান না হইয়া ওঙ্কার-ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যানে। শঙ্করানন্দ ইহার এই অর্থও করেন—যাগাদি বাহ্যক্রিয়া, প্রাণায়ামাদি আভ্যন্তরক্রিয়া, ও মানসজপাদি মধ্যমক্রিয়াকে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে মাঃ ৩-৭ দ্রষ্টব্য।

২। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদিও মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ ভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, তথাপি পরস্পর-সম্বদ্ধরূপে উপাসিত হইলে উহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। এই গ্রন্থের শেষে ওঙ্কারের সহিত পরব্রহ্ম ঈশ্বরের অভেদে ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। "ওঙ্কার-ব্রহ্ম আমি, এবং বিরাট্ প্রভৃতিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন"—এই ধ্যানের ফলে ধ্যাতা সর্বস্বরূপ হন; সুতরাং তাঁহার চাঞ্চল্যের কোনও কারণ থাকে না।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ, ইতি ॥ ৭

ইতি প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥

[এই মন্ত্রে পূর্বোক্ত সর্ব বিষয় সংগৃহীত হইতেছে]—ঋগ্‌ভিঃ (ঋক্‌সমূহ দ্বারা প্রাপ্য) এতম্ (এই মনুষ্যলোককে), যজুর্ভিঃ (যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য) অন্তরিক্ষম্ (চন্দ্রলোককে), সামভিঃ (সামসমূহের দ্বারা প্রাপ্য) যৎ (যে ব্রহ্মলোক) তৎ (তাহা) কবয়ঃ (মেধাবীরাই মাত্র) বেদয়ন্তে (অবগত আছেন)—তম্ (অপর-ব্রহ্মাত্মক উক্ত ত্রিবিধ লোককে) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অন্বেতি (প্রাপ্ত হন); যৎ (যাহা) শান্তম্ (শান্ত, সর্ব-প্রপঞ্চ-বিবর্জিত) অজরম্ (জরাহীন, বিক্রিয়াশূন্য), অমৃতম্ (মৃত্যুহীন, অমর), অভয়ম্ (ভয়হীন) পরম্ (সর্বোত্তম) তৎ চ (তাহাও) আয়তনেন এব (ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই) [প্রাপ্ত হন] ইতি। ৫।৭

ঋক্‌সমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক, এবং সামসমূহের দ্বারা মেধাবীদেরই অবগম্য ব্রহ্মলোক—এই (অপরব্রহ্মাত্মক ত্রিবিধ) লোককেই উপাসক ওঙ্কারালম্বনে প্রাপ্ত হন। এবং যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়, ও সর্বোত্তম তাহাও এই ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই প্রাপ্ত হন[১]। ৫।৭

১। যদ্দ্বারা অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কারাবলম্বনেই পরব্রহ্মও প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ওঙ্কার-উপাসনাই ব্রহ্মমুক্তির কারণ হইয়া থাকে। প্রঃ ৫।২

ষষ্ঠ প্রশ্ন

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত "ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ ?" তমহং কুমারমব্রুবং "নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যম্ ?" ইতি। "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্।" স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি "ক্বাসৌ পুরুষঃ ?" ইতি ॥ ১

অথ হ (অনন্তর) এনম্ (পিপ্পলাদকে) ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্র) সুকেশা (সুকেশা) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—[হে] ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ (হিরণ্যনাভ-নামক) কৌসল্যঃ (কোসলদেশীয়) রাজপুত্রঃ (রাজকুমার) মাম্ উপেত্য (আমার সকাশে আগমন করিয়া) এতম্ (এই) প্রশ্নম্ (প্রশ্ন) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)—ভারদ্বাজ (হে ভরদ্বাজতনয়), ষোড়শ-কলম্ (ষোড়শ অবয়ব বিশিষ্ট) পুরুষম্ (পুরুষকে) বেত্থ (আপনি জানেন কি)? অহম্ (আমি) তম্ (সেই) কুমারম্ (রাজপুত্রকে) অব্রুবম্ (বলিয়াছিলাম)—অহম্ (আমি), ইমম্ (এই পুরুষকে) ন বেদ (জানি না); যদি (যদি) অহম্ ইমম্ (ইঁহাকে) অবেদিষম্ (জানিতাম) [তবে] কথম্ (কেন) তে ন অবক্ষ্যম্ (আপনাকে না বলিব)? ইতি। যঃ বৈ (যে) অনৃতম্ (মিথ্যা) অভিবদতি (বলে) এষঃ (এইরূপ ব্যক্তি) সমূলঃ (সমূলে) পরিশুষ্যতি (শুকাইয়া যায়, ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়), তস্মাৎ (সুতরাং) অনৃতম্ বক্তুম্ (বলিতে) ন অর্হামি (পারি না)। সঃ (সেই রাজপুত্র) তূষ্ণীম্ (চুপ করিয়া) রথম্ (রথ) আরুহ্য (আরোহণ-পূর্বক) প্রবব্রাজ (চলিয়া গেলেন)। তম্ (তাঁহাকে [জানিবার জন্য]) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি) অসৌ (উক্ত) পুরুষঃ (পুরুষ) ক্ব (কোথায়) [বিরাজেন]? ইতি। ৬।১

অনন্তর[১] ইঁহাকে ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, হিরণ্যনাভ নামক কোসলদেশীয় রাজপুত্র আমার সকাশে আসিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "হে ভরদ্বাজতনয়, আপনি ষোড়শ অবয়ব বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন কি?" আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম, "আমি এই পুরুষকে জানি না। যদি জানিবই তবে আপনাকে কেন না বলিব? যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে সমূলে বিনষ্ট হয়[২], সুতরাং আমি মিথ্যা বলিতে পারি না।" সেই রাজকুমার চুপ করিয়া (লজ্জিতভাবে) রথ আরোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন। সেই পুরুষকে জানিবার জন্য আপনাকে এই প্রশ্ন করিতেছি—"সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিত?" ৬।১

১। মুঃ ৩।২।৭-৮ মন্ত্রের বিস্তারার্থ ৬ষ্ঠ প্রশ্ন। ২। প্রঃ ১।২ টীকা।

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২

সঃ (পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—সোম্য (হে প্রিয়-দর্শন), ইহ এব (এখানেই) অন্তঃ-শরীরে (হৃদয়পদ্মাকাশে) সঃ (সেই) পুরুষঃ (পুরুষ), যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতাঃ (এই সকল) ষোড়শ কলাঃ (প্রাণাদি ষোড়শ কলা) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)। ইতি। ৬।২

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—হে সোম্য, যাঁহাতে, অর্থাৎ যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া, এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়[১], সেই পুরুষ এই হৃদয়পদ্মাকাশে এখানেই অবস্থিত[২]। ৬।২

১। প্রঃ ৬।৪; পুরুষ স্বরূপতঃ নিষ্কল হইলেও অবিদ্যাবশতঃ তাঁহাকে কলা বিশিষ্ট রূপে লক্ষ্য করা হয়। এই কলাসমূহ তাঁহাতে আরোপিত উপাধি মাত্র। আরোপের অধিষ্ঠান পুরুষ আছেন বলিয়া তাঁহাতে আরোপ সম্ভবপর, নতুবা আরোপিত বস্তুর অনুভূতিই হইত না। এই জন্যই বলা হইল যে, তাঁহাতে কলাসমূহ

উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মিথ্যা উপাধিরূপে অবস্থান করে। পুরুষে আরোপিত উপাধিসমূহকে বিদ্যা দ্বারা দূর করিয়া তাঁহার নিষ্কল স্বরূপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এখানে অধ্যারোপিত কলাসমূহের উৎপত্তির উল্লেখ করা হইল।

২। অর্থাৎ সেই পুরুষই জীবের প্রত্যগাত্মা।

স ঈক্ষাং চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩

সঃ (সেই পুরুষ) ঈক্ষাম্ চক্রে (দর্শন, অর্থাৎ চিন্তা, করিলেন)—কস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহ হইতে কে উৎক্রমণ করিলে) অহম্ (আমি) উৎক্রান্তঃ (উৎক্রান্ত) ভবিষ্যামি (হইব), কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে (আর কেই বা শরীরে অবস্থিত থাকিলে) প্রতিষ্ঠাস্যামি (আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব) ইতি। ৬।৩

সেই পুরুষ এই চিন্তা করিলেন—কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রান্ত হইব? আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও (দেহে) অবস্থিত থাকিব? ৬।৩

স প্রাণমসৃজত; প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ, পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনঃ, অন্নম্, অন্নাদ্বীর্যং, তপোমন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪

সঃ (সেই পুরুষ) প্রাণম্ (প্রাণকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন), প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) শ্রদ্ধাম্ (প্রাণিবর্গের শুভকর্মের হেতুভূত শ্রদ্ধাকে) [সৃষ্টি করিলেন]। [তাহা হইতে ক্রমে কর্মফল উপভোগের সাধন ভূতবর্গের সৃষ্টি হইল, যথা] খম্ (আকাশ) বায়ুঃ (বায়ু) জ্যোতিঃ (অগ্নি) আপঃ (জল) পৃথিবী (পৃথিবী)। [সেইরূপ সেই ভূতবর্গ হইতে] ইন্দ্রিয়ম্ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) মনঃ (ইন্দ্রিয়ের নেতা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন) অন্নম্ (অন্ন), অন্নাৎ (অন্ন হইতে) বীর্যম্

(সামর্থ্য), তপঃ (বিশুদ্ধির সাধন) মন্ত্রাঃ (ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্বাঙ্গিরস বেদরূপ মন্ত্রসমূহ), কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম), লোকাঃ (কর্মফলভূত লোকসমূহ), লোকেষু চ (এবং সেই লোকসমূহে) নাম চ ([দেবদত্তাদি] নামও) [সৃষ্ট হইল] । ৬।৪

তিনি (হিরণ্যগর্ভাখ্য) প্রাণকে[১] সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্নসম্ভূত বীর্য, তপস্যা, মন্ত্রসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, লোকসমূহ, এবং লোকসমূহে অবস্থিত নামও সৃষ্টি[২] করিলেন। ৬।৪

১। ইঁহার অপর সংজ্ঞা সূত্রাত্মা, ভূতহন্ম, ব্রহ্মা, প্রথমজ ইত্যাদি। ইনি সর্বপ্রাণীর করণগ্রামের আধার, সর্ব স্থূলদেহের অন্তরাত্মা, বুদ্ধি হইতে অভিন্ন, ও সর্ব প্রাণ স্বরূপ। "হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণ" বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, প্রাণরূপ উপাধিবশতঃই আত্মার হিরণ্যগর্ভাদি সংসারী ভাব হইয়া থাকে এবং প্রাণের উৎক্রমণে দেহত্যাগ হয়।

২। এই সব সৃষ্টি স্বপ্নদ্রষ্টার স্বাপ্নিক সৃষ্টির তুল্য, অর্থাৎ মিথ্যা। প্রাণীদিগের অবিদ্যাদি দোষবীজের অনুযায়ী এই সকল সৃষ্ট হয় এবং বিদ্যোদয়ে পুনরায় পুরুষেই লীন হয়। ইহারা বিকারী, অতএব মিথ্যা। ছাঃ ৬।১।৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি—ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫

[ব্রহ্মাত্মবিদ্যার ফলে ষোড়শকলা পুরুষেই লীন হয়, এই বিষয়ে] সঃ (দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যদ্রূপ) ইমাঃ (এই) সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রাভিমুখী সমুদ্রৈকগতি) স্যন্দমানাঃ (প্রবহমাণ) নদ্যঃ (নদীসমূহ) সমুদ্রম্ (সমুদ্রকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অস্তম্ গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হইয়া যায়, নামরূপ বিলীন হয়)—তাসাম্ (সেই নদীসমূহের) নাম-রূপে ([গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি] নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়), [তাহারা] সমুদ্রঃ ইতি এবম্ (সমুদ্র নামেই) প্রোচ্যতে (নির্দিষ্ট হয়)—এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) অস্য (পূর্বোক্ত) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্বত্র সর্ববস্তুকে যিনি আত্মস্বরূপে দর্শন করেন—যেরূপ দর্শন বা বিজ্ঞান আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ স্বরূপভূত দর্শনই যাঁহার সর্বত্র সর্বপ্রকারে হইয়া থাকে—সেই পুরুষের) ইমাঃ (এই সকল) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষৈক-গতি) ষোড়শ কলাঃ (ষোড়শ কলা) পুরুষম্ (পুরুষকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার সহিত আত্মভূত হইয়া) অস্তম্ গচ্ছন্তি (বিলীন হয়) চ (এবং) আসাম্ (ইহাদের) নাম-রূপে ([প্রাণাদি] নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়) [তখন] পুরুষঃ ইতি এবম্ (পুরুষ এই নামে) [সেই অবিনষ্ট তত্ত্ব) প্রোচ্যতে (প্রোক্ত হন)। সঃ এষঃ (যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি) অকলঃ (কলাশূন্য, কলাতে অভিমান রহিত) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র আছে)। ৬।৫

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যদ্রূপ এই প্রবহমাণ সমুদ্রৈকগতি[1] নদীসমূহ সমুদ্রে উপস্থিত হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়—তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তাহারা সমুদ্র নামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ পূর্বোক্ত পরিদ্রষ্টা[2] পুরুষের এই পুরুষৈকগতি ষোড়শ কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয় এবং উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়। তখন (তাহাদের অধিষ্ঠান অবশিষ্ট তত্ত্বটি) পুরুষ এই নামেই (ব্রহ্মজ্ঞদের দ্বারা) অভিহিত হন। এইরূপ বিদ্বান্ কলাতীত ও অমর হন[3]। এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—। ৬।৫

১। মূলের সমুদ্রায়ণ—সমুদ্র অয়ন, গতি বা আত্মভাব যাহাদের তাহারা। পুরুষায়ণ শব্দেরও অর্থ—পুরুষ অয়ন বা আত্মস্বরূপ যাহাদের। মুং ৩।২।৮

২। সর্বজ্ঞঃ সর্বসাক্ষী পুরুষের। অকর্তা হইয়াও সূর্য যেরূপ নিজের স্বরূপভূত প্রকাশের কর্তা বলিয়া প্রতীত হন, সেইরূপ অকর্তা হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপভূত বিজ্ঞানের কর্তা বলিয়া অভিহিত হন।

৩। কারণ অবিদ্যাকৃত কলাসমূহই মর্ত্যত্বের কারণ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬

রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (চক্রশলাকা সমূহের ন্যায়) যস্মিন্ (যাঁহাতে, যে পুরুষে) কলাঃ (কলাসমূহ) প্রতিষ্ঠিতাঃ ([উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয়-কালে] অবস্থিত আছে), তম্ (সেই) বেদ্যম্ (সাক্ষাৎকরণীয়) পুরুষম্ (পুরুষকে, পূর্ণস্বরূপকে) বেদ (জানা উচিত)—যথা (যাহার ফলে) বঃ (তোমাদিগকে) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) মা পরিব্যথা (যেন ব্যথিত না করিতে পারে)। ইতি। ৬।৬

রথচক্রের নাভিতে চক্রশলাকার ন্যায় যাঁহাতে কলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞেয় পুরুষকে জানিবে—যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে। ৬।৬

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭

[পিপ্পলাদ] তান্ (সেই শিষ্যদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন)—অহম্ (আমি) এতাবৎ এব (এই পর্যন্তই) এতৎ (এই [বেদ্য]) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানি)। অতঃ পরম্ (ইহার পর) ন অস্তি (আর [বেদিতব্য] নাই)। ইতি। ৬।৭

(তিনি) সেই শিষ্যগণকে বলিলেন—আমি এই পর্যন্তই এই পরব্রহ্মকে জানি। অতঃপর আর বেদিতব্য নাই[১]। ৬।৭

১। 'হয়তো আরও জ্ঞাতব্য আছে', শিষ্যের এইরূপ বুদ্ধি দূর করিবার জন্য এবং 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি' এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন করার জন্য ইহা বলা হইল। কঃ ২।৩।১৫

তে তমর্চয়ন্তঃ—ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৮

ইতি প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥

[অনন্তর] তে (সেই শিষ্যগণ) তম্ (তাঁহাকে) অর্চয়ন্তঃ (পূজা করিতে করিতে) [বলিলেন]—ত্বম্ হি (আপনিই) নঃ (আমাদের) পিতা (ব্রহ্মজ্ঞানের জনক), যঃ (যে আপনি) অস্মাকম্ (আমাদের) অবিদ্যায়াঃ (অবিদ্যার) পরম্ (অপর) পারম্ তারয়সি (তীরে ত্রাণ করিলেন) ইতি। পরম-ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্তা পরম ঋষিদিগকে) নমঃ (নমস্কার)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ [নমস্কারে আগ্রহ বুঝাইবার জন্য পুনরুল্লেখ হইয়াছে]। ৬।৮

(অনন্তর) শিষ্যগণ তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে বলিলেন, "আপনিই আমাদের পিতা, কারণ আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গেলেন। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার"। ৬।৮

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়

মুণ্ডকোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[অন্বয়াদির জন্য প্রশ্নোপনিষৎ দ্রষ্টব্য]

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১

বিশ্বস্য (নিখিল জগতের) কর্তা (স্রষ্টা) ভুবনস্য (উৎপন্ন বিশ্বের) গোপ্তা (পালয়িতা) ব্রহ্মা (পিতামহ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ) দেবানাম্ (জ্যোতির্ময় ইন্দ্রাদি দেবগণের) প্রথমঃ (প্রধান হইয়া, কিংবা সর্বাগ্রে) সংবভূব (সম্যক্‌প্রকারে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে, অভিব্যক্ত হইলেন)। সঃ (তিনি) সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্ (সকল বিদ্যার আশ্রয়) ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ (পরমাত্মবিষয়িণী বিদ্যা বা ব্রহ্মার দ্বারা প্রোক্ত বিদ্যা) জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠ-পুত্র) অথর্বায় (অথর্বাকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। ১।১।১

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ[1] ব্রহ্মা দেবগণের অগ্রণী ও স্বয়ম্ভু[2] রূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয়[3] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ১।১।১

১। জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যং চ জগৎপতেঃ।
ঐশ্বর্যঞ্চৈব ধর্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্ ॥

অর্থাৎ যে জগৎপতির অতুলনীয় জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ও ধর্ম স্বভাবসিদ্ধ।

২। যো অসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

—যিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময়, ও অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

৩। সর্ববিদ্যার অভিব্যক্তির কারণ (ছাঃ ৬।১।৩)। অথবা স্বর্ণের বিজ্ঞানে যেরূপ স্বর্ণনির্মিত সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ যে বিদ্যার উদয়ে জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট না থাকায় সর্ববিদ্যার অবসান হয়, তাহাই "সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা"। মুঃ ১।১।৩; গীতা ২।৪৬

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽ-
থর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) যাম্ (যে ব্রহ্ম-বিদ্যা) অথর্বণে (অথর্বাকে) প্রবদেত (—প্রাবদৎ, বলিলেন) অথর্বা (অথর্বা) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) পুরা (পূর্বে) অঙ্গিরে (অঙ্গির্ নামক ঋষিকে) উবাচ (বলিলেন)। সঃ (অঙ্গির্) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ-গোত্রীয়) সত্যবহায় (সত্যবহকে) প্রাহ (বলিলেন)। ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহ) পর-অবরাম্ (পর, অর্থাৎ উত্তম গুরু, হইতে ক্রমে অবর বা অনুত্তম শিষ্য কর্তৃক প্রাপ্ত বিদ্যাটি; অথবা পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয়সমূহ [১।১।৪-৫] যে বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই বিদ্যা) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরাকে) [বলিলেন]। ১।১।২

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বার প্রতি উপদেশ দিলেন, অথর্বা তাহাই পূর্বে অঙ্গির্নামক ঋষিকে বলিলেন। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে বলিলেন। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উক্ত বিদ্যা ভারদ্বাজ অঙ্গিরাকে বলিলেন। ১।১।২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

মহাশালঃ (গৃহস্থশ্রেষ্ঠ) শৌনকঃ (শুনক-পুত্র) হ বৈ [প্রসিদ্ধার্থে] বিধিবৎ (যথাশাস্ত্র) অঙ্গিরসম্ উপসন্নঃ (অঙ্গিরার সকাশে উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবঃ (হে ভগবন্), কস্মিন্ নু (কোন্ বস্তুটি, অথবা এমন কোন্ উপাদান-কারণ আছে যাহা) বিজ্ঞাতে (বিশেষভাবে অবগত হইলে) ইদম্ (এই) [কার্যস্থানীয়] সর্বম্ (অখিল বস্তু) বিজ্ঞাতম্ (সুবিদিত) ভবতি (হয়)—ইতি। ১।১।৩

গৃহস্থাগ্রণী শৌনক যথাশাস্ত্র অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটি সুবিদিত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয় ? ১।১।৩

তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪

তস্মৈ (শৌনককে) সঃ (অঙ্গিরা) উবাচ হ (বলিলেন)—দ্বে (দুইটি) বিদ্যে (বিদ্যা) বেদিতব্যে (জানিবার আছে) ইতি হ স্ম যৎ (এই যে কথাটি, [তাহাই]) ব্রহ্মবিদঃ (বেদার্থাভিজ্ঞ, অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)—[উক্ত বিদ্যাদ্বয়] পরা চ এব অপরা চ (পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ)। ১।১।৪

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন—"দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে" এই কথাটিই বেদার্থাভিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। উক্ত বিদ্যাদ্বয় পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ। ১।১।৪

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫

তত্র (উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে)—ঋক্-বেদঃ (ঋগ্বেদ), যজুঃ-বেদঃ (যজুর্বেদ) সাম-বেদঃ (সামবেদ), অথর্ব-বেদঃ (অথর্ববেদ), শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণম্, নিরুক্তম্, ছন্দঃ, জ্যোতিষম্—ইতি (এই সকল) অপরা (অপরা বিদ্যা)। অথ (আর) পরা (পরা বিদ্যা) [এই]—যয়া (যে বিদ্যাদ্বারা) তৎ (অনন্তর বক্ষ্যমাণ) অক্ষরম্ (অক্ষর, ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অধিগত বা প্রাপ্ত হন)। ১।১।৫

তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ[১]—এই সকলই অপরা বিদ্যা[২]। আর পরা বিদ্যা এই—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়। ১।১।৬

১। ইহারা ছয় বেদাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিক্ষা—বর্ণোচ্চারণাদি বিষয়ক গ্রন্থ; কল্প—শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ; নিরুক্ত—বৈদিক শব্দসমূহের অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ; ছন্দঃ—গায়ত্র্যাদি ছন্দের প্রকাশক গ্রন্থ।

২। স্মৃতিতে আছে—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥"
—বেদবাহ্য স্মৃতিসমূহের কোনও প্রামাণ্য নাই। অতএব এখানে বেদসমূহকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করায় সন্দেহ হইতে পারে যে, উপনিষৎসমূহ বেদবাহ্য ও অগ্রাহ্য; অথবা বেদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহারা পরা বিদ্যার বহির্ভূত। বস্তুতঃ বেদ শব্দে এখানে শব্দরাশিকে বুঝাইতেছে, জ্ঞানকে নহে; সুতরাং বেদের অংশবিশেষ উপনিষৎ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে পরা বিদ্যা বলাতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬

তৎ যৎ (সেই যে) অদ্রেশ্যম্ (—অদৃশ্যম্, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্যম্ (অগ্রহণীয়, কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্রম্ (মূলরহিত, অনন্বিত), অবর্ণম্ (রূপহীন, আকারহীন), অচক্ষুঃ-শ্রোত্রম্ (চক্ষুকর্ণহীনকে, জ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিতকে); তৎ (সেই) অপাণি-পাদম্ (হস্তপদবিহীন, কর্মেন্দ্রিয়শূন্য), নিত্যম্ (অবিনাশী), বিভুম্ (প্রাণিভেদে বিবিধাকার), সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী), সুসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মকে, স্থূলত্বের কারণ শব্দাদিগুণ-রহিতকে); তৎ (সেই) অব্যয়ম্ (ক্ষয়-শূন্যকে)—যৎ (এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত) ভূতযোনিম্ (ভূত-সমষ্টির কারণকে) [যে বিদ্যা সহায়ে] ধীরাঃ (বিবেকীরা) পরিপশ্যন্তি (সর্বতোভাবে, অর্থাৎ সকলের আত্মস্বরূপে দর্শন করেন) [তাহাই পরা বিদ্যা]। ১।১।৬

সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নিষ্কারণ, অরূপ, ও চক্ষুকর্ণাদি-শূন্যকে—সেই হস্তপাদহীন, অবিনাশী, বিবিধাকার, সর্বব্যাপী, ও সুসূক্ষ্মকে—সেই অব্যয়কে—অর্থাৎ ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে (যে বিদ্যা সহায়ে) বিবেকীরা সর্বতোভাবে দর্শন করেন (তাহাই পরা বিদ্যা)। ১।১।৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭

[ব্রহ্ম কিরূপে ভূতযোনি তাহাই বলা হইতেছে।]—ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) যথা (যদ্রূপ) [কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া] সৃজতে ([শরীরানতিরিক্ত সূত্র] উৎপাদন

করে) গৃহ্ণতে চ (—গৃহ্ণাতি চ, এবং আত্মসাৎ করে) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) যথা (যদ্রূপ) [তদনতিরিক্ত] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদি) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), সতঃ (সজীব) পুরুষাৎ (পুরুষদেহ হইতে) যথা (যদ্রূপ) [বিজাতীয় অর্থাৎ জড়] কেশ-লোমানি (কেশ ও লোমসমূহ) [নির্গত হয়]—তথা (তদ্রূপ) অক্ষরাৎ (ব্রহ্ম হইতে) ইহ (এই সংসারমণ্ডলে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)। ১।১।৭

মাকড়সা যেরূপ সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যদ্রূপ (তদনতিরিক্ত) ওষধিসমূহ জাত হয়, সজীব পুরুষশরীর হইতে যদ্রূপ (বিজাতীয়) কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর হইতে এই সংসারমণ্ডলে নিখিল বস্তু উৎপন্ন হয়। ১।১।৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[সৃষ্টির ক্রম বলা হইতেছে]—ব্রহ্ম (অক্ষর) তপসা (উৎপাদনোপযোগী জ্ঞানের দ্বারা) চীয়তে ([অঙ্কুরোৎপাদক বীজের ন্যায়] স্ফীত হন ; 'বহু হইব' এইরূপ ঈক্ষণবিশিষ্ট হন [ছাঃ ৬।২।৩]), ততঃ (তাঁহা হইতে) অন্নম্ (সর্বজীবের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত প্রকৃতি) অভিজায়তে (অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়)। অন্নাৎ (মায়াতত্ত্ব হইতে) প্রাণঃ (হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টিজগতের সমষ্টিরূপ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট জগদাত্মা) [জাত হন ; তাঁহা হইতে] মনঃ (সমষ্টি অন্তঃকরণ), [মন হইতে] সত্যম্ (আকাশাদি পঞ্চভূত), [তাহা হইতে অণ্ডোৎপত্তি-ক্রমে] লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ), [তাহাতে মনুষ্যাদি সৃষ্টিক্রমে কর্ম], কর্মসু (কর্ম মধ্যে) অমৃতম্ চ (কর্মফলও) [উৎপন্ন হয়]। ১।১।৮

সৃষ্টি-বিষয়ক জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম স্ফীত হন, তাঁহা হইতে অব্যাকৃত প্রকৃতি জাত হয়, প্রকৃতি হইতে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ

হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ক্রমে লোকসমূহ, (তাহাতে কর্ম) ও কর্মসকল হইতে কর্মফল[২] উৎপন্ন হয়। ১।১।৮

১। ব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়। জাত শব্দের মুখ্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি অনাদি। মূলে মায়াকে অন্ন শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ সর্বজীব উহাকে ভোগ্যরূপে দর্শন করে।

২। মূলে 'অমৃত' আছে; কারণ জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত নষ্ট হয় না।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) সর্বজ্ঞঃ (মায়োপাধি সহায়ে সমষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্), সর্ববিৎ (অবিদ্যোপাধি সহায়ে ব্যষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্), যস্য (যাঁহার) জ্ঞানময়ম্ তপঃ ([সত্ত্বপ্রধানা মায়ার জ্ঞানাখ্য বিকারে উপস্থিত হওয়া রূপ] সর্বজ্ঞত্বই তপস্যা), তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই হিরণ্যগর্ভ) নাম (নাম), রূপম্ (রূপ), অন্নম্ চ (ও ব্রীহিযবাদি অন্ন) জায়তে (জাত হয়)। ১।১।৯

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্[১] এবং সর্বজ্ঞত্বই যাঁহার তপস্যা, সেই ব্রহ্ম হইতে এই হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ, ও অন্ন জাত হয়। ১।১।৯

১। মুঃ ২।২।৭; সমষ্টির উপাধি মায়া ও ব্যষ্টির উপাধি অবিদ্যা সম্বন্ধে ভূমিকা ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১

কবয়ঃ (বসিষ্ঠ প্রভৃতি মেধাবীরা) মন্ত্রেষু (ঋগ্বেদাদিতে প্রকটিত) যানি (যে সকল) কর্মাণি (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম) অপশ্যন্ (দেখিয়াছেন) তৎ এতৎ ([অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত] সেই ইহাই) সত্যম্ (নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থের হেতু); তানি (সেই কর্মসমূহ) ত্রেতায়াম্ (ঋক্, যজুঃ ও সামসমূহে ; কিম্বা ত্রেতাযুগে) বহুধা সন্ততানি (বহু প্রকারে প্রবৃত্ত আছে, প্রায়শঃ আচরিত হয়) ; [তোমরা] সত্যকামাঃ (যথাভূত কর্মফল কামনা করিয়া) তানি (সেই কর্মসমূহ) নিয়তম্ (নিত্য) আচরথ (আচরণ কর) ; বঃ (তোমাদের) সুকৃতস্য (স্বয়ংকৃত কর্মের) লোকে (ফল লাভার্থ) এষঃ (ইহাই) পন্থাঃ (উপায়)। ১।২।১

বসিষ্ঠাদি মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদিতে যে সকল কর্ম (বিহিত) দেখিয়াছেন—অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই কর্মই সত্য অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থের সাধন। সেই কর্মসমূহ ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, ও সামবেদে বহুপ্রকারে বিহিত আছে। তোমরা যথাভূত কর্ম-ফলকামী হইয়া নিত্য ঐ সমুদয়ের আচরণ কর। তোমাদের স্বকৃত কর্মের ফললাভার্থ ইহাই উপায়[1]। ১।২।১

১। এই খণ্ডে বলা হইবে যে, সংসার অনাদি ও দুঃখময়; কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারক ও ক্রিয়াফল রূপে ইহা বিভক্ত এবং ইহা অপরা বিদ্যার বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে,

এইরূপে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করিলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। এই বিদ্যা হইতে কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২

[অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান (প্রঃ ৪।৩)]—সমিদ্ধে হব্যবাহনে (সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে) যদা হি (যখনই) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা) লেলায়তে (লেলিহান হয়) তদা (তখন) আজ্যভাগৌ (—আজ্যভাগয়োঃ, আজ্যভাগদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যে, আবাপস্থানে) আহুতীঃ (আহুতিসমূহ) প্রতিপাদয়েৎ (দেবতার উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিবে) [পরশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য]। ১।২।২

সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে যখনই শিখাসমূহ লেলিহান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতিসমূহ অর্পণ করিবে। ১।২।২

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

[উক্ত অগ্নিহোত্রের সম্যক্ সম্পাদন দুষ্কর; তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—যস্য (যে অগ্নিহোত্রীর) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্রযাগ) অদর্শম্ (দর্শযাগ-রহিত), অপৌর্ণমাসম্ (পূর্ণমাসযাগ-রহিত), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্য-কর্ম-রহিত), অনাগ্রয়ণম্ (শরদাদিতে নবান্নদ্বারা করণীয় ক্রিয়া-রহিত) অতিথিবর্জিতম্ চ (এবং প্রত্যহ অতিথি-পূজা-শূন্য), অহুতম্ (যথাসময়ে আহুতি-প্রদান-রহিত) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-কর্ম-শূন্য) অবিধিনা হুতম্ (অশাস্ত্রীয়রূপে আহুত) [হয়], [সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম] তস্য (সেই

যজমানের) আসপ্তমান্ লোকান্ (ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তলোক, অথবা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, যজমান, পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র) হিনস্তি (বিনষ্ট করে)। ১।২।৩

যাঁহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ[১] বিরহিত, চাতুর্মাস্য কর্ম[২] শূন্য, আগ্রয়ণ কর্ম[৩] বর্জিত, অতিথিসেবা শূন্য, যথাকালে আহুতি বর্জিত, বৈশ্বদেব কর্ম[৪] শূন্য, অবিধিপূর্বক হুত—সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সেই যজমানের সপ্তলোক বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১।২।৩

১। অমাবস্যায় কৃত ইষ্টিযাগের নাম দর্শ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাস। উভয় যাগ যাবজ্জীবন করাই বিধেয়—ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর করিতে হয়। দর্শপূর্ণমাস যাগে আহবনীয়াগ্নির দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে "অগ্নয়ে স্বাহা" ও "সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বয় সহকারে দুইটি আহুতি দিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য যাগ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই আবাপস্থল। পূর্বমন্ত্রে আহুতীঃ পদে বহুবচন আছে। অগ্নিহোত্রে প্রত্যহ দুইটি আহুতিই প্রসিদ্ধ, যথা প্রাতঃকালে "সূর্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" এবং সায়ংকালে "অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা"—তথাপি প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আহুতিসংখ্যাও বহু। দর্শপূর্ণমাসাদি অগ্নিহোত্রের অঙ্গ স্বরূপ, অগ্নি অগ্নিহোত্রীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। শতপথ ব্রাঃ প্রথম কাণ্ড।

২। বৎসরকে তিনটি চতুর্মাসে বিভক্ত করিয়া প্রতিবিভাগের প্রারম্ভে পূর্ণিমায় (ফাল্গুন বা চৈত্রে, আষাঢ়ে বা শ্রাবণে, ও কার্তিক বা অগ্রহায়ণে যথাক্রমে) কৃত যাগ; যথা—বৈশ্বদেবম্; বরুণপ্রঘাসাঃ, সাকমেধাঃ। সাকমেধের অব্যবহিত পরে যে দিন ইচ্ছা শুনাসীরীয় যাগ করা হয়। শঃ ব্রাঃ ২।৩।৫

৩। বর্ষায় শ্যামাকাগ্রয়ণ, শরতে ব্রীহ্যাগ্রয়ণ, বসন্তে যবাগ্রয়ণ (শঃ ২।৩।৪)।

৪। দক্ষকন্যা বিশ্বার সন্তান—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা, ও আদ্রবাকে 'বিশ্বদেবাঃ' বলা হয়। ইঁহাদের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধাদি কর্ম—বৈশ্বদেব কর্ম।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪

কালী, করালী চ, মনোজবা চ, সুলোহিতা, যা চ (এবং যিনি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, দেবী (জ্যোতির্ময়ী) বিশ্বরুচী চ—[অগ্নির] (এই) সপ্ত (সাতটি) লেলায়মানাঃ জিহ্বাঃ। ১।২।৪

অগ্নির এই সাতটি লেলায়মান জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও দেবী বিশ্বরুচী। ১।২।৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫

ভ্রাজমানেষু (দেদীপ্যমান) এতেষু (এই অগ্নিজিহ্বাসমূহে) যঃ (যে অগ্নিহোত্রী) চরতে (কর্মানুষ্ঠান করেন), এতাঃ (এই) আহুতয়ঃ চ (আহুতিসমূহও) সূর্যস্য রশ্ময়ঃ (সূর্যরশ্মি হইয়া এবং সূর্যকিরণ অবলম্বনে), যথাকালম্ হি (যথাকালেই) তম্ (সেই যজমানকে) আদদায়ন্ (= আদদানাঃ, গ্রহণপূর্বক) [সেখানে] নয়ন্তি (লইয়া যায়) যত্র (যে স্বর্গে) দেবানাম্ (দেবগণের) একঃ পতিঃ (সর্বাগ্রণী অধিপতি ইন্দ্র কিংবা প্রজাপতি) অধিবাসঃ (অধিষ্ঠিত আছেন [অধিবসতীতি অধিবাসঃ])। ১।২।৫

দেদীপ্যমান উক্ত অগ্নিজিহ্বাসমূহে যে অগ্নিহোত্রী কর্মানুষ্ঠান করেন, এই আহুতিসমূহ তাঁহাকে যথাকালে গ্রহণ করিয়া সূর্যরশ্মিদ্বারে

অবশ্যই সেখানে লইয়া যায় যেখানে দেবগণের সর্বাগ্রণী অধিপতি বাস করেন। ১।২।৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬

এহি এহি ইতি (এস এস এইরূপে আহ্বান করিতে করিতে) [এবং] এষঃ (ইহাই) বঃ (তোমাদের) পুণ্যঃ (শুভ অদৃষ্ট), সুকৃতঃ (স্বরচিত মার্গ), [ও] ব্রহ্মলোকঃ (কর্মফল-স্বরূপ মার্গ বা হিরণ্যগর্ভ লোক) [এইরূপ] প্রিয়াম্ (অভীষ্ট) বাচম্ (স্তুতিবাক্য) অভিবদন্ত্যঃ (উচ্চারণ করিতে করিতে) [এবং] অর্চয়ন্ত্যঃ (পূজা করিতে করিতে) সুবর্চসঃ (দীপ্তিমান্) আহুতয়ঃ (আহুতি সকল) তম্ যজমানম্ (সেই যজমানকে) সূর্যস্য (সূর্যের) রশ্মিভিঃ (কিরণ-পথে) বহন্তি (লইয়া যায়)। ১।২।৬

"এস এস" এইরূপ আহ্বান করিতে করিতে এবং "ইহাই তোমাদের শুভ অদৃষ্ট, ইহাই স্বকর্মরচিত মার্গ, ও ইহাই কর্মের ফল-স্বরূপ স্বর্গ" এইরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ও পূজা করিতে করিতে (উক্ত) দীপ্তিমান্ আহুতি সকল সূর্যরশ্মি অবলম্বনে সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে। ১।২।৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭

[অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম অসার এবং দুঃখের মূল বলিয়া ৭ম হইতে ১০ম মন্ত্রে ইহাদের নিন্দা হইতেছে]—যেষু (যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া) অবরম্ (নিকৃষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত) কর্ম (কর্ম) উক্তম্ (শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে) [সেই] যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞসম্পাদক) অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান, ও পত্নী) প্লবাঃ (বিনাশী) হি (কারণ) এতে (ইহারা) অদৃঢ়াঃ (অস্থির, অনিত্য)। [অতএব] এতৎ (এই কর্মকে) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োলাভের উপায়) [মনে করিয়া] যে (যে সকল) মূঢ়াঃ (অবিবেকীরা) অভিনন্দন্তি (সমাদর করে) তে (তাহারা) পুনঃ এব অপি (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর পুনর্বার) জরা-মৃত্যুম্ (জরামৃত্যুরূপ সংসার-দশা) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। ১।২।৭

যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানরহিত কর্ম বিহিত হইয়াছে, যজ্ঞ-নির্বাহক সেই ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান, ও যজমানপত্নী এই অষ্টাদশ জনই বিনাশী, কারণ তাঁহারা অনিত্য। অতএব এই কর্মকে যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া সমাদর করে তাহারা (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর) পুনর্বার জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১।২।৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানের) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিগণ)—স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (ধীমান্), [এবং] পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ (সর্ব বিষয় জানিয়াছি—এইরূপে আপনাদিগকে বড় মনে করিয়া) [ও] জঙ্ঘন্যমানাঃ ([বহু অনর্থে] বারবার পীড়িত হইতে হইতে) অন্ধেন এব

(অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ যথা (অন্ধদের ন্যায়) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করিয়া থাকে)। ১।২।৮

অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত মূঢ় ব্যক্তিরা "আমরাই ধীমান্ ও আমরা সর্ববিষয় জানিয়াছি" এইরূপে আপনাদিগকে সম্মানার্হ মনে করিয়া অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১।২।৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানে) বহুধা (বহু প্রকারে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) বালাঃ (বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা) বয়ম্ (আমরা) কৃতার্থাঃ (কৃতার্থ) ইতি (এইরূপ) অভিমন্যন্তি (=অভিমন্যন্তে, অভিমান করে)। যৎ (যেহেতু) রাগাৎ (কর্মফলে আসক্তি বশতঃ) কর্মিণঃ (কর্মিগণ) ন প্রবেদয়ন্তি (প্রকৃত তত্ত্ব জানে না) তেন (সেই হেতু) ক্ষীণলোকাঃ (কর্মফল-ভোগাবসানে) আতুরাঃ (দুঃখার্ত হইয়া) চ্যবন্তে (স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়)। ১।২।৯

অজ্ঞানমধ্যে বহুপ্রকারে অবস্থিত বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা "আমরাই কৃতার্থ" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু কর্মিগণ আসক্তি বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, সেই জন্যই তাহারা কর্মফলভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়। ১।২।৯

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

প্রমূঢ়াঃ (সংসারে প্রমত্ততা-হেতু মূর্খ ব্যক্তিরা) ইষ্টা-পূর্তম্ (ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত যাগাদি, ও পূর্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা রূপ স্মার্ত কর্মকে [প্রঃ ১।৯]) বরিষ্ঠম্ (প্রধান) মন্যমানাঃ (মনে করিয়া) অন্যৎ (অপর, আত্মজ্ঞানাখ্য) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ-সাধন) ন বেদয়ন্তে (জানে না)। তে (তাহারা) নাকস্য (স্বর্গের) সুকৃতে (ভোগায়তন) পৃষ্ঠে (উপরিভাগে) অনুভূত্বা (=অনুভূয়, [কর্মফল] অনুভব করিয়া) ইমম্ লোকম্ (এই মনুষ্যলোকে) বা (অথবা) হীনতরম্ (তির্যঙ্নরকাদি লোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করে)। ১।২।১০

সংসারপ্রমত্ত মূর্খগণ ইষ্টাপূর্তকে প্রধান মনে করিয়া অপর কোনও শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না। তাহারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করিয়া এই মনুষ্যলোক বা হীনতরলোকে প্রবেশ করে। ১।২।১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১

শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়) বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানী গৃহস্থগণ) [এবং] যে (যাঁহারা, যে সকল বানপ্রস্থ ও কুটীচরাদি সন্ন্যাসী) ভৈক্ষচর্যাম্ (ভিক্ষাবৃত্তি) চরন্তঃ (অবলম্বনপূর্বক) অরণ্যে হি (অরণ্যেই [অবস্থান করিয়া]) তপঃ-শ্রদ্ধে (তপঃ অর্থাৎ স্বাশ্রমবিহিত

কর্ম এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা) উপবসন্তি (সেবা [illegible] অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা) বিরজাঃ (রজঃশূন্য অর্থাৎ ক্ষীণ-পাপপুণ্য হইয়া) যত্র (যে সত্যলোকাদিতে) সঃ হি (সেই প্রসিদ্ধ) অমৃতঃ (অমর) অব্যয়-আত্মা (যাবৎ-সংসারস্থায়ী অব্যয়স্বভাব) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) [অবস্থিত আছেন, সেখানে] সূর্যদ্বারেণ (উত্তরায়ণ মার্গে) প্রয়ান্তি (প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন)। ১।২।১১

সংযতেন্দ্রিয় (সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক) জ্ঞানবান্ গৃহিগণ এবং যে সকল বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী[1] ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অরণ্যেই অবস্থান পূর্বক স্বাশ্রমবিহিত কর্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া উত্তরায়ণ মার্গে সেই লোকেই গমন করেন, যে স্থানে উক্ত অমর অব্যয়স্বভাব হিরণ্যগর্ভ অবস্থিত আছেন। ১।২।১১

১। ইঁহারা কুটীচকাদি সন্ন্যাসী ; বিবিদিষু বা বিদ্বৎসন্ন্যাসী নহেন। দ্রঃ ৫।১০।১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১২

[বৈরাগ্যবানেরই পরা বিদ্যায় অধিকার, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে] —অকৃতঃ (নিত্য বস্তু) কৃতেন (কর্মদ্বারা) ন অস্তি (হয় না) [এইরূপে] কর্মচিতান্ (কর্মদ্বারা নিষ্পাদিত) লোকান্ (কর্মফলসমূহকে) পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) নির্বেদম্ (বৈরাগ্য) আয়াৎ (প্রাপ্ত করিবেন)। তৎ (সেই নিত্যপদ) বিজ্ঞানার্থম্ (জানিবার জন্য) সঃ (সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ) সমিৎ-পাণিঃ (সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) শ্রোত্রিয়ম্ (বেদজ্ঞান-সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (ব্রহ্মৈকপরায়ণ) গুরুম্ এব (গুরুর সকাশেই) অভিগচ্ছেৎ (যাইবেন)। ১।২।১২

"নিত্যবস্তু (মোক্ষ) কর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না"—এইরূপে কর্মলব্ধ ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন[১]। সেই নিত্যপদ জানিবার জন্য তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সকাশেই[২] গমন করিবেন। ১।২।১২

১। এই অর্থ নারায়ণের দীপিকানুযায়ী। আচার্যের মতে অর্থ এই—কর্মলব্ধ ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ—"এই সংসারে অকৃত অর্থাৎ নিত্যপদার্থ নাই, সুতরাং কর্মে কোন্ প্রয়োজন ?"—এই প্রকার বৈরাগ্য করিবেন।

২। মূলের 'এব' (=ই) শব্দে বুঝাইতেছে যে, গুরুসমীপে অবশ্যই যাইতে হইবে। পরেই বলা হইবে যে, গুরুও সুশিষ্যকে অবশ্যই উপদেশ দিবেন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

সঃ (সেই) বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) সম্যক্ (যথাশাস্ত্র) উপসন্নায় (সমীপাগত) প্রশান্ত-চিত্তায় (সংযতান্তঃকরণ) শমান্বিতায় (সংযতেন্দ্রিয়) তস্মৈ (সেই শিষ্যকে) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) তত্ত্বতঃ (যথাযথরূপে) প্রোবাচ (=প্রব্রূয়াৎ, [অবশ্যই] বলিবেন) যেন (=যয়া বিদ্যয়া, যে বিদ্যার দ্বারা) সত্যম্ (পরমার্থ বস্তু, স্বরূপ) অক্ষরম্ (ক্ষরণ, ক্ষয়, ও ক্ষত হীন) পুরুষম্ (পুরুষকে, সর্বব্যাপীকে অন্তর্যামীকে) বেদ (জানা যায়)। ১।২।১৩

যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা, ও সংযতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মবিদ্যাটি যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন, যে বিদ্যাসহায়ে পরমার্থস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। ১।২।১৩

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্।—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ১

[অধুনা পরা বিদ্যার বিষয়ের বিস্তার আরম্ভ হইতেছে]—তৎ এতৎ (পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই অক্ষরই) সত্যম্ (পারমার্থিক সত্য [আপেক্ষিক বা ব্যাবহারিক নহে])। যথা (যদ্রূপ) সুদীপ্তাৎ (সম্যক্ প্রজ্বলিত) পাবকাৎ (অনল হইতে) সরূপাঃ (অগ্নির সজাতীয়) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণাসমূহ) সহস্রশঃ (হাজারে হাজারে) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা (তদ্রূপ) সোম্য (হে সোম্য), অক্ষরাৎ (অক্ষর হইতে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) ভাবাঃ (জীবসমূহ) প্রজায়ন্তে [ঘটাকাশবৎ] উদ্ভূত হয়) চ (ও) তত্র এব (তাঁহাতেই) অপিযন্তি (বিলীন হয়)। ২।১।১

(পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত) সেই এই অক্ষরই পারমার্থিক সত্য। যদ্রূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অনল হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তদ্রূপ, হে সোম্য, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। ২।১।১

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২

হি (যেহেতু) অমূর্তঃ (সর্বপ্রকার মূর্তি শূন্য) [এবং] দিব্যঃ (জ্যোতির্ময়, স্বয়ংজ্যোতিঃ, চৈতন্য) পুরুষঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষ) স-বাহ্য-অভ্যন্তরঃ (অন্তরে ও

বাহিরে, দেহের ও তদতিরিক্ত সমস্তের [গীতা ১৩।১৫] অধিষ্ঠানরূপে, বর্তমান) হি (সেই জন্যই) অজঃ (জন্মরহিত); অপ্রাণঃ (প্রাণশূন্য, ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট সচল বায়ু বিহীন) [এবং] অমনাঃ (মনশূন্য, জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট মন বিহীন) হি (বলিয়াই) শুভ্রঃ (শুদ্ধ), হি (অতএব) পরতঃ অক্ষরাৎ ([স্বীয় বিকার প্রপঞ্চ অপেক্ষা যে অক্ষর] শ্রেষ্ঠ, কারণস্বরূপ, সূক্ষ্ম বা ব্যাপী, নামরূপের বীজস্বরূপ সেই অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে) পরঃ ([নিরুপাধিক রূপে] শ্রেষ্ঠ) । ২।১।২

যেহেতু সর্ব-মূর্তি-বিবর্জিত জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বর্তমান, সেই জন্যই তিনি জন্মরহিত; প্রাণশূন্য ও মনোহীন বলিয়া তিনি শুদ্ধ এবং সেই জন্যই তিনি (স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে) শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ[১] । ২।১।২

১। গীতা ১৫।১৬-১৮ ; কঃ ১।৩।১০-১১। প্রাণ ও মন নিষিদ্ধ হওয়ার সকল কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়সমূহও নিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

এতস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) [মায়ারূপ উপাধি বশতঃ] প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (উদ্ভূত হয়) চ (এবং) মনঃ (মন), সর্বেন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়বর্গ), খম্ (আকাশ), বায়ুঃ (বায়ু), জ্যোতিঃ (অগ্নি), আপঃ (জল), বিশ্বস্য (সকলের) ধারিণী (আধারভূতা) পৃথিবী (পৃথিবী) [জাত হয়] । ২।১।৩

এই পুরুষ হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়[১] । ২।১।৩

১। ২।১।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছিল যে, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম প্রাণাদিমান্ ছিলেন না ; সৃষ্টির পরেও তিনি প্রাণাদিমান্ নহেন, তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইল। স্বপ্নদৃষ্ট সন্তানাদির দ্বারা যেরূপ কেহ পুত্রাদিমান্ হয় না সেইরূপ মিথ্যা প্রাণাদিও ব্রহ্মে নাই। প্রাণাদি মিথ্যা, কারণ উহারা বিকারী। ছাঃ ৬।১।৪

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪

অস্য (= যস্য, যাঁহার, [হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তিরূপে জাত] যে বিরাট্ পুরুষের) মূর্ধা (মস্তক) অগ্নিঃ (দ্যুলোক), চক্ষুষী (চক্ষুদ্বয়) চন্দ্রসূর্যৌ (চন্দ্র ও সূর্য), শ্রোত্রে (কর্ণদ্বয়) দিশঃ (দিক্‌সমূহ), চ (এবং) বাক্ (বাক্য) বিবৃতাঃ (প্রকটিত) বেদাঃ (বেদসমূহ), প্রাণঃ (প্রাণ) বায়ুঃ (বায়ু), হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণ) বিশ্বম্ (নিখিল জগৎ), [যাঁহার] পদ্ভ্যাম্ (পাদদ্বয় হইতে) পৃথিবী (পৃথিবী [জাত হয়]) এষঃ হি (এই) সর্বভূত-অন্তঃ-আত্মা (স্থূল পঞ্চ মহাভূতের আত্মা) [উক্ত অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত হন]। ২।১।৪

যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য, কর্ণ দিক্‌সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ[১], এবং যাঁহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা। ২।১।৪

১। সমস্ত জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণেরই বিকার, কারণ তাঁহার সুষুপ্তিতে উহা তাঁহার মনে লীন হয় এবং জাগরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মন হইতে নির্গত হয়।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫

তস্মাৎ (সেই পরম পুরুষ হইতে) [সেই] অগ্নিঃ (দ্যুলোক) [জাত হয়] সূর্যঃ (সূর্য) যস্য (যাহার) সমিধঃ (সমিৎস্থানীয়), সোমাৎ (দ্যুলোকসম্ভূত চন্দ্র

হইতে) পর্জন্যঃ (মেঘ) [তাহা হইতে] পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) [জাত হয়], পুমান্ (পুরুষ) যোষিতায়াম্ (স্ত্রীতে) রেতঃ ([ভুক্ত ওষধি হইতে জাত] শুক্র) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে), [এইরূপে] পুরুষাৎ (পরম পুরুষ হইতে) বহ্বীঃ (=বহ্ব্যঃ, অনেক) প্রজাঃ (জীবসমূহ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হয়) । ২।১।৫

পরম পুরুষ হইতে সেই দ্যুলোক জাত হয় যাহার ইন্ধন সূর্য, (দ্যুলোকসম্ভূত) চন্দ্র হইতে মেঘ, (মেঘ হইতে) পৃথিবীতে (ব্রীহিযবাদি) ওষধিসমূহ জাত হয়। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে। এইরূপে পরম পুরুষ হইতে বহু প্রাণী সমুৎপন্ন হয়[১] । ২।১।৫

১। ছাঃ ৫।৪-৮ এ আছে যে, দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ, ও স্ত্রীতে অগ্নিদৃষ্টি করিতে হয়। পর পর এই অগ্নিগুলিতে হুত হইয়া জীব সংসারে জন্ম লাভ করে। এই পঞ্চাগ্নি-ক্রমে যাহারা জাত হয়, তাহারাও বস্তুতঃ পরম পুরুষ হইতেই জাত হয়—ইহাই মর্মার্থ। বৃঃ ৬।২।৯-১৪

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ ॥ ৬

তস্মাৎ (সেই পুরুষ হইতে) ঋচঃ (নিয়তাক্ষরপাদ ছন্দোবদ্ধ ঋক্-মন্ত্রসমূহ) সাম (গীতিবিশিষ্ট সামমন্ত্রসমূহ) যজূংষি (অনিয়তাক্ষরপাদ বাক্যাত্মক যজুর্মন্ত্রসমূহ) দীক্ষা (মৌঞ্জীধারণ প্রভৃতি নিয়ম) সর্বে (সকল) যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) চ (এবং) ক্রতবঃ (সযূপ [অতএব পশুবধবিশিষ্ট] ক্রতুসমূহ) চ (এবং) দক্ষিণাঃ ([একটি গো হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্ব অর্পণ পর্যন্ত] দক্ষিণাসমূহ) সংবৎসরঃ চ ([যজ্ঞের কাল] সম্বৎসর), যজমানঃ চ (যজমান), লোকাঃ (কর্মফলভুক্

লোক সমূহ) যত্র (যেখানে) সোমঃ (চন্দ্র) পবতে (পবিত্র করেন), যত্র সূর্যঃ (সূর্য [তাপ দেন]) । ২।১।৬

সেই পরম পুরুষ হইতে ঋক্‌মন্ত্র সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্র সমূহ, দীক্ষা, যজ্ঞসমূহ ও ক্রতুসমূহ, এবং দক্ষিণা সকল, সম্বৎসর, ও যজমান জাত হয়; এবং সেই সকল লোক, যাহাতে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যাহাতে সূর্য কিরণ বিতরণ করেন[১]—তাহারাও জাত হয়। ২।১।৬

১। অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ মার্গে যথাক্রমে অবিদ্বান্ ও বিদ্বানের কর্মফলরূপে লভ্য চন্দ্রলোক ও সূর্যলোক।

তস্মাচ্চ বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥ ৭

চ (আরও) তস্মাৎ (সেই পুরুষ হইতে) দেবাঃ (দেবগণ) বহুধা (বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হন), সাধ্যাঃ (সাধ্যনামক দেবগণ) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) পশবঃ (পশুসমূহ) বয়াংসি (পক্ষিসমূহ) প্রাণ-অপানৌ (প্রাণ ও অপান, অর্থাৎ জীবন) ব্রীহি-যবৌ ([হোমার্থ] ব্রীহি ও যব) তপঃ চ (এবং তপস্যা) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধি) সত্যম্ (সত্য) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য) বিধিঃ চ (এবং ইতিকর্তব্যতা-বুদ্ধি) [সমুৎপন্ন হয়]। ২।১।৭

অধিকন্তু তাঁহা হইতে দেবগণ বিভিন্ন গণভেদে সমুৎপন্ন হন; সাধ্যসমূহ, মনুষ্যবৃন্দ, পশুবর্গ, পক্ষিগণ, জীবন, ব্রীহিযব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, এবং ইতিকর্তব্যতাও উদ্ভূত হয়। ২।১।৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮

তস্মাৎ (তাঁহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম, হইতে) সপ্ত প্রাণাঃ (মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, ও জিহ্বা) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়), [তাহাদের আবার যে সব] সপ্ত অর্চিষঃ (স্ববিষয় প্রকাশক সাতটি কিরণ) [সপ্ত] সমিধঃ (সাতটি সমিধ্, অর্থাৎ সাতটি বিষয়), সপ্ত হোমাঃ (সাতটি হোম, অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধে বিজ্ঞান), ইমে (এই সকল) সপ্ত (সাতটি) লোকাঃ (ইন্দ্রিয়ের অবস্থান-ক্ষেত্র)—যেষু (যে ক্ষেত্র সকলে) সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ ([বিধাতা কর্তৃক] প্রতিপ্রাণীতে সাতটি সাতটি করিয়া সংস্থাপিত) গুহাশয়াঃ (শরীরাবস্থায়ী বা নিদ্রাকালে হৃদয়শায়ী) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) চরন্তি (সঞ্চরণ করে) [তাহারাও উৎপন্ন হয়]। ২।১।৮

তাঁহা হইতে (মস্তকস্থ) সাতটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। (তাহাদের) সাতটি দীপ্তি, সাতটি সমিধ্ অর্থাৎ বিষয়, সাতটি হোম অর্থাৎ বিষয়-বিজ্ঞান[1], ও এই যে সাতটি ইন্দ্রিয়গোলক—যাহাতে প্রতি প্রাণী ভেদে এই সাত সাতটি শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয় (বিধাতা কর্তৃক) সংস্থাপিত হইয়া বিচরণ করে—তাহারাও উদ্ভূত হয়[2]। ২।১।৮

১। গীতা ৪।২৪-৩২ ; জীবনের সমস্ত কর্মই হোমরূপে, অর্থাৎ যাহা কিছু করা হয় সবই দেবতার উদ্দেশ্যে—এইরূপে, কল্পিত হইতে পারে। বিষয়ের জ্ঞানও একটি হোম ; উহাতে বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। আত্মবাদী মনে করেন—"এই সব এবং আমি ব্রহ্ম" ; তিনি পরমাত্মার আরাধনা-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করেন।

২। বর্তমান প্রকরণের মর্মার্থ এই :—আত্মযাজী বিদ্বান্‌দিগের (পূর্বটীকা দ্রঃ) সর্বপ্রকার কর্ম ও কর্মফল, এবং অবিদ্বান্‌দিগের সর্বপ্রকার কর্ম, কর্মের সাধন, ও কর্মফল—এই সমস্তই এই সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতে প্রসূত হয়। সুতরাং কারণরূপী তিনিই সত্য, কার্যভূত সমস্তই মিথ্যা।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯

অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সর্বে (সকল) সমুদ্রাঃ (সমুদ্রসমূহ) চ (ও) গিরয়ঃ (পর্বতসমূহ); অস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) সর্বরূপাঃ (বহুরূপ) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়); চ (এবং) অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সর্বাঃ (সকল) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ), রসঃ চ (এবং [সেই] মধুরাদি রস) [উদ্ভূত হয়] যেন (যাহার বলে) ভূতৈঃ (পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া) এষঃ অন্তরাত্মা (এই লিঙ্গদেহ, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর) তিষ্ঠতে হি (=তিষ্ঠতি, অবশ্যই অবস্থান করে)। ২।১।৯

এই পুরুষ হইতে সমুদয় সমুদ্র ও পর্বত সম্ভূত হয়, ইঁহা হইতে বহুরূপ নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, ইঁহা হইতে সমুদয় ওষধি জাত হয়, এবং ইঁহা হইতেই সেই মধুরাদি রস উদ্ভূত হয়, যাহার বলে[1] সূক্ষ্ম শরীর[2] স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে। ২।১।৯

১। অন্ন ত্যাগ করিলে লিঙ্গশরীর স্থূলশরীরে থাকিতে পারে না।

২। সূক্ষ্মশরীরকে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে, কারণ উহা স্থূলদেহ ও আত্মার মধ্যে এবং স্থূলদেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ।

এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

[পূর্বোক্ত সমস্তই পুরুষ হইতে নির্গত, সুতরাং বিকারী বলিয়া মিথ্যা। পুরুষই একমাত্র সত্য। ইহাই বলা হইতেছে]—পুরুষঃ এব (উক্ত পুরুষই) কর্ম (যজ্ঞাদি), তপঃ (জ্ঞান) [এবং কর্ম ও উপাসনার ফলস্বরূপ] ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ)। পর-অমৃতম্ (পরম ও অমৃত) এতৎ (এই সর্বাত্মক) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যঃ (যিনি) গুহায়াম্ (সকল প্রাণীর হৃদয়ে) নিহিতম্ (স্থিত) বেদ (জানেন) [হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন), সঃ (তিনি) ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) অবিদ্যাগ্রন্থিম্ (অবিদ্যাবাসনাকে) বিকিরতি (বিনাশ করেন)। ২।১।১০

উক্ত পুরুষই এই কর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক[১] বিশ্ব[২]। হে সোম্য, এই পরম, অমৃত, ও সর্বস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানেন তিনি জীবিতাবস্থায়ই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন[৩] করেন। ২।১।১০

১। অর্থাৎ 'জড় ও অজড়'—নারায়ণকৃত টীকা।

২। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগৎ নামক কিছুই নাই। এক বিজ্ঞানে কিরূপে সর্ববিজ্ঞান হয় (১।১।৩) তাহা এখানে দেখান হইল। ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেই সমস্ত জ্ঞাত হইল, কারণ বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।

৩। মুঃ ২।২।৮

দ্বিতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১

[অরূপ ব্রহ্ম কি প্রকারে জ্ঞাত হন, তাহা বলা হইতেছে]—[যে ব্রহ্ম] আবিঃ (প্রকাশস্বভাব), সন্নিহিতম্ (সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সম্যক্ নিবিষ্ট) [তিনি] গুহাচরম্ নাম (হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত) [তিনিই] মহৎ পদম্ (মহান্ আশ্রয়, সর্বাস্পদ) [কারণ] অত্র (এই ব্রহ্মে) এজৎ (সচল পক্ষী প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাপানাদিমান্ পশু ও মনুষ্যাদি) নিমিষৎ চ (নিমেষবান্ ও [নিমেষরহিত]) যৎ এতৎ (এই যাহা কিছু সমস্তই) সমর্পিতম্ (প্রবেশিত হইয়া আছে); [হে শিষ্যগণ], এতৎ (এই ব্রহ্ম)—যৎ (যিনি) বরিষ্ঠম্ (বরতম, শ্রেষ্ঠতম), সৎ-অসৎ (স্থূল, সূক্ষ্ম উভয়েরই স্বরূপ) বরেণ্যম্ (বরণীয় [কেঃ ৪।৬]) [এবং] প্রজানাম্ (প্রাণিবর্গের) বিজ্ঞানাৎ পরম্ (লৌকিক জ্ঞানের অগোচর) [তৎ (সেই ব্রহ্মকে)] জানথ (তোমরা আত্মা রূপে জানিও)। ২।২।১

প্রকাশমানরূপে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট[১] ব্রহ্ম হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত; তিনি সর্বাস্পদ—কারণ, সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাপানাদিযুক্ত মনুষ্যাদি, নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এই যাহা কিছু, সমস্তই ইঁহাতে সমর্পিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ, এই যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে বর্তমান,

যিনি সকলের প্রার্থনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বলোকপূজ্য, এবং প্রাণিবর্গের জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে (তোমাদের আত্মভূত বলিয়া) জানিবে[২]। ২।২।১

১। উপাধির ধর্ম (দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান প্রভৃতি) রূপে ব্রহ্মই আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে হৃদয়ে উপলব্ধ হইতেছেন। অর্থাৎ নিখিল উপাধিরূপে ব্রহ্মই বিভাসিত হইতেছেন—এইরূপ ভাবনা করিবে; ইহা ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক। কেন ১।২

২। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ মনন করিবে—"এই যাহা কিছু, সমস্তই উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ন; অতএব উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির ন্যায় উহারা অপরে আশ্রিত। যিনি সকলের আশ্রয়, তিনিই বায়ুরও আধার এবং তিনিই সকলের আত্মা।"

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২

যৎ (যাঁহা) অর্চিমৎ (দীপ্তিমান্), যৎ (যাঁহা) অণুভ্যঃ (সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ হইতে) অণু (সূক্ষ্ম) চ (এবং [যাঁহা স্থূল হইতেও স্থূল]), যস্মিন্ (যাঁহাতে) লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ) লোকিনঃ চ (এবং লোকনিবাসিগণ) নিহিতাঃ (অবস্থিত) তৎ (তিনিই) এতৎ (সর্বাস্পদ) অক্ষরম্ ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম); সঃ (তিনি) প্রাণঃ (প্রাণ) তৎ উ (তিনিই আবার) বাক্-মনঃ (বাগিন্দ্রিয় ও মন, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়)—তৎ এতৎ (সেই ব্রহ্মই) সত্যম্ (সত্য), তৎ (তিনি) অমৃতম্ (অবিনাশী); সোম্য (হে সোম্য), তৎ (তিনিই) বেদ্ধব্যম্ (বিদ্ধ করার যোগ্য, অর্থাৎ মনের দ্বারা ভাবনীয়), বিদ্ধি (ভেদ কর, তাঁহাতে মন সমাহিত কর)। ২

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং যিনি স্থূল হইতেও স্থূল, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ অবস্থিত,

তিনিই সর্বাশ্রয়[1] অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনিই [illegible] বাক্ ও মন[2]। সেই ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই অমৃত। [illegible] সোম্য, তাঁহাকেই ভেদ করিতে হইবে, তাঁহাকেই ভেদ কর। [illegible]

১। "চেতন অধিষ্ঠাতা থাকিলেই রথাদির ন্যায় প্রাণাদির [illegible] হয়। উক্ত চৈতন্যের বিভিন্নতা বিষয়ে প্রমাণ নাই; অতএব চৈতন্যস্বরূপ আমি [illegible] আত্মা?" —এইরূপ বিচার করিবে।

২। প্রাণাদির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রাণাদিদ্বারা আত্মা লক্ষিত হন, [illegible] বুঝিতে হইবে। কেন ১।২

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩

[প্রণব অবলম্বনে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য বিষয়ে চিত্ত সমাহিত ক[illegible] হয়; এই চিন্তার ফলে ক্রমমুক্তি হয়]—[হে] সোম্য, ঔপনিষদম্ (উপনিষদে প্রসিদ্ধ) মহা-অস্ত্রম্ (মহাস্ত্র) ধনুঃ (ধনুঃ, অর্থাৎ প্রণব) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) উপাসা-নিশিতম্ (উপাসনা, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত) শরম্ (বাণ [অর্থাৎ জীবাত্মাকে]) হি সন্ধয়ীত (সন্ধান করিবে); আয়ম্য (ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া [মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া]) তৎ-ভাব-গতেন (সম্যগ্‌নিবিষ্ট, [ব্রহ্মগত]) চেতসা (চিত্তে) [বেদ্ধব্য, জ্ঞাতব্য]) তৎ (সেই) অক্ষরম্ লক্ষ্যম্ এব (অক্ষর রূপ লক্ষ্যকেই) বিদ্ধি (বিদ্ধ কর [অর্থাৎ তাঁহাতে মন সমাহিত কর])। ২।২।৩

হে সোম্য, উপনিষদে প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উহাতে সতত চিন্তা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ সন্ধান[1] করিবে; ধনু আকর্ষণপূর্বক ব্রহ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া লক্ষ্য সেই অক্ষরকেই ভেদ কর। ২।২।৩

১। প্রণব সহায়ে যে উভয়-প্রতিবিম্ব সূচিত হন, তিনিই আত্মা—এইরূপ চিন্তায় যাহা প্রণবে শরসন্ধান। এই চিৎপ্রতিবিম্বের সহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই লক্ষ্যভেদ। এইরূপ চিন্তায় অসমর্থ হইলে ওঁ-কারকেই লক্ষ্য করিবে।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪

প্রণবঃ (ওঙ্কার) ধনুঃ (ধনুঃ), আত্মা হি (জীবাত্মাই) শরঃ (বাণ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তৎ-লক্ষ্যম্ (উক্ত শরের লক্ষ্য) উচ্যতে (কথিত হন); অপ্রমত্তেন (প্রমাদ-হীন হইয়া) বেদ্ধব্যম্ (ভেদ করিতে হইবে), [অতঃপর] শরবৎ (বাণের ন্যায়) তন্ময়ঃ (লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন) ভবেৎ (হইবে)। ২।২।৪

ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। প্রমাদহীন হইয়া ভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন, হইবে। ২।২।৪

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫

যস্মিন্ (যে অক্ষর পুরুষে) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) পৃথিবী (পৃথিবী) অন্তরিক্ষম্ ও (ও অন্তরিক্ষ) চ (এবং) সর্বৈঃ (সকল) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) মনঃ (অন্তঃকরণ) ওতম্ (সমর্পিত) তম্ (সেই) একম্ (অদ্বিতীয়) আত্মানম্ এব (আত্মাকেই) জানথ (অবগত হও) [এবং জানিয়া] অন্যাঃ (অপর [অপরা বিদ্যার বিষয় সম্বন্ধে]) বাচঃ (বাক্যসমূহ) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর)—এষঃ (এই আত্মজ্ঞান) অমৃতস্য (মোক্ষপ্রাপ্তির) সেতুঃ (উপায়) [শ্বে. ৩।১১-১৪]। ২।২।৫

যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, ও অন্তরিক্ষ, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সহ অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে (তোমাদের ও সর্বপ্রাণীর) সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও; এবং অনন্তর অপর সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। ২।২।৫

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬

অরাঃ (চক্রশলাকা) রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) ইব (যদ্রূপ সমর্পিত তদ্রূপ) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) যত্র (যে হৃদয়ে) সংহতাঃ (সম্প্রবিষ্ট) [সেখানে] সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) বহুধা (নানারূপে) জায়মানঃ (ক্রোধহর্ষাদিরূপে প্রতীত হইয়া) অন্তঃ (অন্তর্ভাগে) চরতে (= চরতি, সঞ্চরণ করেন, বর্তমান আছেন); আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) ওম্ ইতি এবম্ ([‘ওঙ্কার আমি’] এইরূপ ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক যথোক্ত কল্পনা সহায়ে) ধ্যায়থ (চিন্তা কর); তমসঃ (অজ্ঞান অন্ধকারের) পরস্তাৎ (অতীত) পারায় (পরপারে গমনের জন্য [পাঠান্তর —পরায়]) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি (মঙ্গল হউক) ২।২।৬

চক্রশলাকা যেরূপ রথচক্রের নাভিতে অবস্থিত থাকে সেইরূপ নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়মধ্যে উক্ত পুরুষ নানারূপে[1] প্রতীত হইয়া বর্তমান আছেন। উক্ত আত্মাকে ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান কর। অজ্ঞানান্ধকারের অতীত পরপারে গমনের জন্য তোমাদের স্বস্তি হউক। ২।২।২৬

১। ইহা লোকবুদ্ধি অনুসারে বলা হইল। লোকে বলে "আমি দেখি, শুনি, ক্রুদ্ধ হই, সুখী হই" ইত্যাদি—যেন একই চৈতন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। বস্তুতঃ উপাধি বশতঃ এইরূপ হয়; কিন্তু আত্মা অবিকারী এবং অদ্বিতীয়।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭

যঃ (যিনি, যে অক্ষর পুরুষ) সর্বজ্ঞঃ (সাধারণরূপে সকল বিষয় জানেন) সর্ববিৎ (বিশেষরূপে সকল বিষয় জানেন) [মুঃ ১।১।৯], ভুবি (জগতে) যস্য (যাঁহার) এষঃ (এই প্রসিদ্ধ) মহিমা (বিভূতি), এষঃ (এই) আত্মা হি (আত্মাই) দিব্যে (জ্যোতির্ময়), ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়পদ্মস্থ) ব্যোম্নি (আকাশে) [বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হইয়া] প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)।

মনোময়ঃ (মন-উপাধিক বলিয়া—মনোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত) প্রাণ-শরীর-নেতা (প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্তা) হৃদয়ম্ (বুদ্ধিকে) সন্নিধায় ([হৃদয়পদ্মাকাশে] স্থাপন পূর্বক) অন্নে (অন্নপুষ্ট শরীরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)। আনন্দরূপম্ (সর্বদুঃখাতীত) অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) যৎ (যে আত্মতত্ত্ব) বিভাতি (বিশেষরূপে [আপনাতেই] প্রকাশ পান) তৎ (সেই আত্মতত্ত্বকে) ধীরাঃ (বিবেকীরা) বিজ্ঞানেন (শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজনিত বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা) পরিপশ্যন্তি (পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন)। ২।২।৭

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্, যাঁহার এই জগদ্ব্যাপী মহিমা[১], সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম-মধ্যস্থ আকাশে অবস্থিত আছেন[২]।

(হৃদয়াকাশে সংস্থাপিত আছেন বলিয়াই) মন-উপাধিক, এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা, ও বুদ্ধিকে হৃদয়পদ্মে স্থাপনকারী আত্মা শরীরে অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হন। আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ

যে আত্মতত্ত্ব নিজ আত্মাতেই বিশেষতঃ স্ফুরিত হন, তাঁহাকে বিবেকীরা বিশিষ্ট জ্ঞান সহায়ে সর্বতোভাবে দর্শন করেন। ২।২।৭

১। বৃঃ ৩।৮।৯ দ্রঃ।

২। অর্থাৎ ব্রহ্মকে সর্বেশ্বর ও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে হৃদয়-পদ্মে ধ্যান করিবে। ইহার ফলে ক্রমমুক্তি হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮

পর-অবরে (কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্যরূপে নিকৃষ্ট) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্ম) দৃষ্টে ([আত্মরূপে] দৃষ্ট হইলে) অস্য (ঐ দ্রষ্টার) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়ের গ্রন্থি, বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা) ভিদ্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) সর্ব-সংশয়াঃ (সকল সংশয়) ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়) কর্মাণি চ (এবং কর্মফলসমূহ) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। ২।২।৮

কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এব কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২।২।৮

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯

হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত) পরে (শ্রেষ্ঠ) কোশে (কোশে, কোশতুল্য হৃদয়পদ্ম-মধ্যে) বিরজম্ (অবিদ্যাদি-দোষ-শূন্য) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) [অবস্থিত], তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) শুভ্রম্ (শুদ্ধ) জ্যোতিষাম্ (তেজোময় অগ্নি প্রভৃতির) জ্যোতিঃ (অবভাসক); আত্মবিদঃ (আত্মজ্ঞানীরা) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন)। ২।২।৯

জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশমধ্যে[1] অবিদ্যাদোষশূন্য নিরবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত; তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থসমূহেরও অবভাসক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানী[2] তাঁহারাই মাত্র তাঁহাকে জানেন। ২।২।৯

১। কোশের বা খাপের মধ্যে যেরূপ অসি থাকে, সেইরূপ হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম উপলব্ধ হন। ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান বলিয়াই উহা শ্রেষ্ঠ।

২। শব্দাদিবিষয়ক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষী বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে জানেন।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১০

[জ্যোতির জ্যোতি কি প্রকার তাহা বলা হইতেছে]—সূর্যঃ (সূর্য) তত্র (সেই ব্রহ্মে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্র ও তারকা) ন ([ব্রহ্মকে প্রকাশ করে] না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুদ্বর্গও) ন ভান্তি (প্রকাশ করে না); অয়ম্ (এই) অগ্নিঃ (অগ্নি) কুতঃ (কিরূপে [প্রকাশ করিবে]) ? সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি (তিনি দেদীপ্যমান বলিয়াই তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয়), ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমুদয়) তস্য (তাঁহার) ভাসা (দীপ্তিদ্বারা) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশশীল হয়)। ২।২।১০

সূর্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র ও তারকাগণও পারে না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না—এই অগ্নি আর কিরূপে করিবে? তিনি দেদীপ্যমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ দীপ্তিমান্ হয়; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়[1]। ২।২।১০

১। প্রকৃত পক্ষে আগুনই পোড়ায়, কাঠ বা মশাল প্রভৃতি পোড়ায় না। অথচ উহারা আগুনের সহিত যুক্ত হইলে আমরা বলি কাঠ বা মশাল পোড়াইতেছে। সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেই সকলে জ্যোতিষ্মান্ হয়।—বৃঃ ৪।৪।১৬

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

পুরস্তাৎ (পুরোভাগে স্থিত) ইদম্ (ইহা ; এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তাহা) অমৃতম্ ব্রহ্ম এব (অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই), পশ্চাৎ (পশ্চাদ্‌ভাগে), দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে), উত্তরেণ চ (এবং উত্তর দিকেও) ব্রহ্ম, অধঃ (নিম্নদিকে) ঊর্ধ্বম্ চ (এবং ঊর্ধ্ব দিকেও) ব্রহ্ম প্রসৃতম্ (ব্যাপ্ত আছেন) ; ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ) ইদম্ বরিষ্ঠম্ (এই প্রত্যক্ষ বরতম) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই)। ২।২।১১

পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্ধ্ব দিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত[1] ; এই জগৎ এই প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই[2]। ২।২।১১

১। নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া নানাবিধ কার্যাকারে অব্রহ্মরূপে অবভাসমান।

২। কঃ ২।৩।১ ; গীতা ১৫।১

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১

সযুজা (=সযুজৌ, সর্বদা সম্মিলিত) সখায়া (=সখায়ৌ, 'আত্মা' এই সমান নামধারী) দ্বা (=দ্বৌ, দুইটি) সুপর্ণা (=সুপর্ণৌ, পক্ষী, [অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা]) সমানম্ (একই) বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে, শরীরকে) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গন করিয়া আছে); তয়োঃ (উহাদের মধ্যে) অন্যঃ (একটি, জীব) স্বাদু ([বিচিত্র] আস্বাদযুক্ত) পিপ্পলং (ফল, কর্মফল) অত্তি (ভোগ করে), অন্যঃ (অপরটি, ঈশ্বর) অনশ্নন্ (ভোগ না করিয়া) অভিচাকশীতি (দর্শন করে)—[কঃ ১।৩।১ ; শ্বেঃ ৪।৬-৭]। ৩।১।১

সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে। ৩।১।১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

পুরুষঃ (ভোক্তা জীব) সমানে (একই) বৃক্ষে (বৃক্ষে, অর্থাৎ দেহে) নিমগ্নঃ (আসক্ত হইয়া) অনীশয়া (দীনভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) মুহ্যমানঃ (দুশ্চিন্তাসহকারে) শোচতি (সন্তাপ করিয়া থাকে) ; যদা (যখন) জুষ্টম্ ([ধার্মিকগণের] সেবিত) অন্যম্ ([শরীর হইতে] বিলক্ষণ) ঈশম্ (ঈশ্বরকে) [এবং] অস্য (ইঁহার) ইতি (এই বিশ্বব্যাপী) মহিমানম্ (বিভূতিকে) পশ্যতি (দর্শন করে) [তখন] বীতশোকঃ (শোকমুক্ত হয়) । ৩।১।২

জীব সেই একই বৃক্ষে আসক্ত হইয়া দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য দুশ্চিন্তাসহকারে সন্তাপ করিয়া থাকে[১] । যখন সে বহুজন-সেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার এইরূপ মহিমাকে (আপনা হইতে অভিন্ন রূপে) দর্শন করে, তখন বীতশোক হয় । ৩।১।২

১ । অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যথাক্রমে দৈন্য ও দুঃখের কারণ ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

যদা (যখন) পশ্যঃ (দ্রষ্টা, অর্থাৎ সাক্ষাৎকামী বিদ্বান্ সাধক) রুক্মবর্ণম্ (সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং-জ্যোতিঃ), কর্তারম্ ([সর্ব জগতের অবিনাশী] কর্তা), ঈশম্ (পরমেশ্বর), পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপ), ব্রহ্মযোনিম্ (জগৎকারণ ব্রহ্মকে) পশ্যতে (=পশ্যতি, দর্শন করে) তদা (তৎকালে) বিদ্বান্ (সেই সাক্ষাৎকারী) পুণ্য-পাপে (পুণ্য ও পাপ) বিধূয় (সমূলে নিরাস করিয়া) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপ, বিগতক্লেশ হইয়া) পরমম্ (নিরতিশয়, অদ্বৈতরূপ) সাম্যম্ (সমতা, অভেদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) । ৩।১।৩

সাক্ষাৎকামী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ, ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ৩।১।৩

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪

যঃ হি (যিনিই) প্রাণঃ (প্রাণের প্রাণ [মুঃ ২।২।২]), এষঃ (সেই ইনিই) সর্বভূতৈঃ (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতরূপে [ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া]) বিভাতি (বিবিধ প্রকারে প্রকাশিত হন); বিজানন্ (ইঁহাকে বাক্যার্থমাত্র হইতে জানিয়া) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) অতিবাদী (অতিবাদী) ন ভবতে (= ন ভবতি, হন না); [এই বিদ্বান্] আত্মক্রীড়ঃ (আপনাতেই ক্রীড়াশীল) আত্মরতিঃ (আপনাতেই প্রীতিযুক্ত) ক্রিয়াবান্ (ধ্যান বৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল)—এষঃ (এইরূপ ব্যক্তিই) ব্রহ্মবিদাম্ (ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠতম)। ৩।১।৪

যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনিই সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হন। ইঁহাকে যে বিদ্বান্ জানেন, তিনি অতিবাদী[১] হন না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি[২] ও ক্রিয়াবান্ হন—ইনিই ব্রহ্মবিদ্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ৩।১।৪

১। যাঁহার নিকট স্ব-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আছে, তিনি উক্ত স্ব-ভিন্ন নামাদিকে অতিক্রম করিয়া বলিতে পারেন। কিন্তু যিনি দর্শন করেন যে, সর্ব বস্তুই আত্মা, অন্য কিছুই নাই—তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন? অতএব তিনি অতিবাদী হন না। ছাঃ ৭।১৬।১এ এই অর্থেই অতিবাদী বলা হইয়াছে।

২। ক্রীড়া বাহ্যবিষয়-সাপেক্ষ; রতি বাহ্য-সাধন-নিরপেক্ষ।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫

[সন্ন্যাসীর সম্যক্ জ্ঞানের সহায়ক সত্যাদি সাধন বিহিত হইতেছে]—যম্ (যাঁহাকে) ক্ষীণদোষাঃ (চিত্তমলশূন্য) যতয়ঃ (যত্নশীল সন্ন্যাসিগণ) পশ্যন্তি (উপলব্ধি করেন) এষঃ (সেই এই) জ্যোতির্ময়ঃ (হিরণ্ময়) শুভ্রঃ (শুদ্ধ) আত্মা হি (আত্মাই) অন্তঃশরীরে (হৃদয়াকাশে) নিত্যম্ (অবিরাম) সত্যেন (অসত্য ত্যাগ দ্বারা), তপসা (ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা দ্বারা), সম্যক্ জ্ঞানেন (যথাযথ আত্মদর্শনের দ্বারা) [এবং] ব্রহ্মচর্যেণ হি (ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য)। ৩।১।৫

যাঁহাকে চিত্তমলশূন্য যতিগণ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল[1] সত্য, অবিরাম একাগ্রতা[2], নিত্য সম্যক্ আত্মদর্শন, ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে হয়[3]। ৩।১।৫

১। মূলের 'নিত্যম্' শব্দটি সত্য, তপস্যা, ও জ্ঞান প্রত্যেকের সহিতই অন্বিত হইবে।

২। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ"—মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। এই তপস্যাই আত্মজ্ঞানের পরম সহায়, চান্দ্রায়ণাদি নামক দৈহিক তপস্যার ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ উপযোগিতা নাই।

৩। যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, তাঁহার পক্ষে সত্যাদি সাধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানের সহিত কোনও সাধনের সমুচ্চয় হইতে পারে না—পূর্ণজ্ঞানী সমস্ত সাধনের অতীত। কেঃ ৪।৭-৮ টীকা।

সত্যমেব জয়তি নানৃতং

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা

যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬

সত্যম্ এব (সত্যই, অর্থাৎ সত্যবাদীই) জয়তি (জয়যুক্ত হয়) ন অনৃতম্ (মিথ্যা, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী, নহে) ; যত্র (যেখানে) সত্যস্য (উত্তম সাধন সত্যের সম্বন্ধী) তৎ (সেই) পরমম্ (সর্বোত্তম) নিধানম ([পুরুষার্থরূপ] নিধি) [আছে, সেখানে] আপ্তকামাঃ (বিগতস্পৃহ) ঋষয়ঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) যেন হি (যে পথেই) আক্রমন্তি (=আক্রমন্তে, গমন করেন) [সেই] দেবযানঃ (উত্তরমার্গ নামক) পন্থাঃ (পথ) সত্যেন (সত্যের দ্বারা) বিততঃ (বিস্তৃত, আস্তীর্ণ) । ৩।১।৬

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে ; সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, সেখানে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান[১] মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে আস্তীর্ণ, অর্থাৎ সতত সত্যাবলম্বনে প্রবৃত্ত। ৩।১।৬

১। এই মার্গে মুখ্যতঃ ব্রহ্মলোকে গতি হইলেও ইহা ক্রমমুক্তিরও মার্গ ; অর্থাৎ এই মার্গে উপাসক ব্রহ্মলোকে গিয়া অবশেষে ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭

[উক্ত সত্যের বিধান কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে]—বৃহৎ (মহান্) চ (এবং) দিব্যম্ (স্বয়ংপ্রকাশ) অচিন্ত্য-রূপম্ (অচিন্ত্য স্বরূপ) চ (এবং) সূক্ষ্মাৎ (সূক্ষ্ম

হইতেও) সূক্ষ্মতরম্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পান), তৎ (উহা) [অজ্ঞানীর নিকট] দূরাৎ (দূর হইতে) সুদূরে (অতি দূরে) চ (অথচ) [জ্ঞানীর নিকট] অন্তিকে (সমীপে) ইহ (এই দেহেই প্রকাশিত), ইহ (এই জগতে) পশ্যৎসু (চেতন জীবগণের মধ্যে) তৎ (উহা) গুহায়াম্ এব (বুদ্ধিতেই) নিহিতম্ (স্থিত)—[ঈঃ ৫]। ৩।১।৭

বৃহৎ এবং দিব্য, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর উক্ত ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতেও সুদূরে অথচ এই দেহেই অতি নিকটে—এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়গুহাতেই—তিনি অবস্থিত। ৩।১।৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ ৮

[পুনর্বার ব্রহ্মোপলব্ধির অসাধারণ সাধন বলা হইতেছে]—[ব্রহ্ম] চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা) ন গৃহ্যতে (গৃহীত হন না), বাচা অপি (বাক্যের দ্বারাও) ন (না), অন্যৈঃ (অপর) দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা), তপসা (তপস্যা দ্বারা) বা (অথবা) কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা) ন (না); [যেহেতু লোক] জ্ঞান-প্রসাদেন (বুদ্ধির স্থিরতা বা নির্মলতা দ্বারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বঃ (শুদ্ধচিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞানযোগ্য হয়), ততঃ তু (সেই জন্যই) ধ্যায়মানঃ (সতত ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি) তম্ (সেই) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব ব্রহ্মকে) পশ্যতে (=পশ্যতি, দর্শন করেন)। ৩।১।৮

ব্রহ্ম চক্ষুদ্বারা, গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যাদ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারাও গৃহীত হন না। বুদ্ধি নির্মল হইলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য হয়, অতএব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন*। ৩।১।৮

১। যদ্দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে জ্ঞান—বুদ্ধি। জ্ঞান-প্রসাদ—চিত্তের নির্মলতা। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে চিত্তশুদ্ধি, অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞান। ধ্যানক্রিয়া সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ নহে।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯

যস্মিন্ (যে চিত্ত) বিশুদ্ধে (নির্মল হইলে) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) বিভবতি (বিশেষরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন) [সেই] চেতসা (চিত্তের দ্বারা)—যস্মিন্ (যে দেহে) প্রাণঃ (প্রাণ) পঞ্চধা (পঞ্চ প্রকারে) সংবিবেশ (প্রবেশ করিয়াছে) [সেই দেহের মধ্যেই]—এষঃ (এই) অণুঃ (সূক্ষ্ম) আত্মা (আত্মা) বেদিতব্যঃ (জ্ঞেয়)—[যে আত্মা দ্বারা] প্রজানাম্ (প্রাণিগণের) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গসহ) সর্বম্ চিত্তম্ (সমুদয় চিত্ত) ওতম্ (ওতপ্রোত)। ৩।১।৯

আত্মার দ্বারা জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই এই আত্মা আপনাকে বিশেষরূপে প্রকটিত করেন। সুতরাং এই যে দেহে প্রাণ পঞ্চ প্রকারে সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে[১]। ৩।১।৯

১। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় বা কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে সর্বত্র অনুস্যূত আছেন; তথাপি চিত্তেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ এবং চিত্তবৃত্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অভিব্যক্তি হয়। এই জন্যই লোকে চিত্তকে চেতন বলিয়া ভ্রম করে। এই চিত্ত নির্মল হইলে যোগিগণ উহাতে ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হন।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥ ১০

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি) যম্ যম্ (যে যে) লোকম্ (লোক) মনসা (মনের দ্বারা) সংবিভাতি (সঙ্কল্প করেন) যান্ চ কামান্ (এবং যে সকল ভোগ) কাময়তে (প্রার্থনা করেন) তম্ তম্ (সেই সেই) লোকম্ (লোক) চ (এবং) তান্ (সেই সকল) কামান্ (ভোগ) জয়তে (প্রাপ্ত হন); তস্মাৎ (সুতরাং) ভূতিকামঃ (বিভূতিকামী ব্যক্তি) আত্মজ্ঞম্ হি (আত্মজ্ঞানীকেই) অর্চয়েৎ (পূজা করিবেন)। ৩।১।১০

নির্মলান্তঃকরণ আত্মবিদ্ পুরুষ যে যে লোক-বিষয়ে মনের দ্বারা সঙ্কল্প করেন এবং তিনি যে সকল ভোগ প্রার্থনা করেন, সেই সকল লোক এবং সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হন[১]। সুতরাং যিনি বিভূতি কামনা করেন তিনি আত্মজ্ঞানীর পূজা করিবেন[২]। ৩।১।১০

১। তৈঃ ৩।৪-৬, ছাঃ ৮।১২।৩

২। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা ও ব্রহ্মজ্ঞের নিকট প্রার্থনা সমান। মুঃ ৩।২।৯

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১

[সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ পূজার্হ, কারণ] সঃ (তিনি) পরমম্ (উৎকৃষ্ট) ধাম (সর্বকামনার আশ্রয়) এতৎ (এই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন)—যত্র (যে ব্রহ্মে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) নিহিতম্ (সমর্পিত রহিয়াছে) [এবং যে ব্রহ্ম] শুভ্রম্ ভাতি ([স্বজ্যোতিতে] বিমলরূপে প্রকাশিত হন)। [সেইজন্য] অকামাঃ (নিষ্কাম, বিভূতিতৃষ্ণা-বর্জিত) যে ধীরাঃ হি (যে সকল ধীমান্) পুরুষম্ (আত্মজ্ঞ পুরুষকে) উপাসতে (সেবা করেন) তে (তাঁহারা) এতৎ (এই) শুক্রম্ (জন্মকারণকে) অতিবর্তন্তি (=অতিবর্তন্তে, অতিক্রম করেন)। ৩।২।১

যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন। বিভূতি-তৃষ্ণা-বর্জিত যে সকল ধীমান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁহারা আর শরীর গ্রহণ করেন না। ৩।২।১

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২

[কামত্যাগ যে মুমুক্ষুর পক্ষে প্রধান সাধন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মন্যমানঃ (তদ্গুণের চিন্তা সহকারে) কাময়তে (কামনা করেন) সঃ (তিনি) কামভিঃ (=কামৈঃ, বিষয়বাসনা সহ) তত্র তত্র (কাম্য সেই সেই বিষয়ের মধ্যে) জায়তে (জন্মলাভ করেন) ; তু (কিন্তু) পর্যাপ্ত-কামস্য (পূর্ণকাম) কৃতাত্মনঃ (লব্ধাত্ম ব্যক্তির) সর্বে (সকল) কামাঃ ([প্রবৃত্তির হেতু] কামসমূহ) ইহ এব (জীবিতাবস্থায়ই) প্রবিলীয়ন্তি (বিলয় প্রাপ্ত হয়)—[বৃঃ ৪।৪।৬-১৪]। ৩।২।২

যিনি বিষয়ের গুণাবলী অনুধ্যানপূর্বক ভোগ্য বিষয়সমূহ কামনা করেন, তিনি কামনা-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই সেই কাম্য বিষয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যাঁহার আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সকল কামনা বিলীন হয়। ৩।২।২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩

[আত্মলাভ-প্রার্থনাই আত্মলাভের সর্বোত্তম উপায়, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অয়ম্ (উক্ত) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা) ন লভ্য (প্রাপ্তব্য নহেন), মেধয়া (গ্রন্থার্থধারণ-শক্তি দ্বারা) ন (নহেন), বহুনা (বহু শ্রুতেন (শ্রবণের দ্বারা) ন (নহেন) ; এষঃ (এই বিদ্বান্, সাধক) যম্ এব (এ পরমাত্মাকেই) বৃণুতে (পাইতে ইচ্ছা করেন) তেন (সেই বরণের দ্বারা) লভ্য (প্রাপ্তব্য) ; তস্য (সেই মুমুক্ষুর) এষঃ (এই) আত্মা স্বাম্ (স্বীয়) তনূম্ ([পাঠান্তর—তনুম্] পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)। ৩।২।৩

বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা উক্ত আত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারাও নহে, বহু শ্রবণের দ্বারাও নহে[১] ; সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের[২] দ্বারাই তিনি লভ্য ; সেই মুমুক্ষুর এই আত্মাই স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন[৩] । ৩।২।৩

১। উপনিষদ্-বিচার-ব্যতিরিক্ত শ্রবণের দ্বারা।

২। "আমি পরমাত্মা"—এইরূপ অভেদানুসন্ধানই বরণ।

৩। কঃ ১।২।২৩ ; কঠোপনিষদের উক্ত মন্ত্রে পরমাত্মার কৃপার প্রতি ও বর্তমান মন্ত্রে সাধনভূত বরণের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়া একই শ্লোকের দুইটি বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪

অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) বলহীনেন (মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির দ্বারা, আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য যাহার নাই তাহার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নহেন), প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ, লৌকিক বস্তুতে আসক্তি) বা (অথবা) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাস-রহিত) তপসঃ অপি চ (জ্ঞান হইতেও) ন ([লভ্য] নহেন) ; তু (কিন্তু) এতৈঃ উপায়ৈঃ (এই সকল সাধন—অর্থাৎ বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস, ও জ্ঞান—সহায়ে) যঃ বিদ্বান্ (যে বিবেকী) যততে (যত্ন করেন) তস্য (তাঁহার) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) ব্রহ্মধাম (সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে) বিশতে (=বিশতি, প্রবেশ করেন) । ৩।২।৪

এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন, প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নহেন[১] ; পরন্তু যে বিবেকী এই সকল

উপায়াবলম্বনে যত্ন করেন, তাঁহারই আত্মা সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ৩।২।৪

১। "ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতিও আত্ম-লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং 'সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন' ইহা কিরূপে হইতে পারে ? সর্বত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস। তাঁহাদেরও মমত্বাভিমান না থাকায় আন্তর সন্ন্যাস অবশ্যই ছিল। বাহ্য চিহ্ন বিবক্ষিত নহে, কারণ স্মৃতিতে আছে,—'ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্'। কিন্তু বিবক্ষিত অর্থ এই যে, কর্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা লভ্য।"—আনন্দগিরি।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ ৫

এনম্ (এই আত্মাকে) সম্প্রাপ্য (সম্যক্ অবগত হইয়া) ঋষয়ঃ (সত্যদর্শিগণ), জ্ঞানতৃপ্তাঃ (জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই তৃপ্ত), কৃতাত্মানঃ (পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত), বীতরাগাঃ (আসক্তিশূন্য), প্রশান্তাঃ (উপরতেন্দ্রিয়)—তে (এবম্ভূত) ধীরাঃ (অত্যন্ত বিবেকী), যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিত-স্বভাব ব্যক্তিগণ) সর্বগম্ (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) প্রাপ্য (আত্মস্বরূপে পাইয়া) [দেহপাতকালেও] সর্বম্ এব (সর্বস্বরূপেই) আবিশন্তি (প্রবেশ করেন)। ৩।২।৫

এই আত্মাকে অবগত হইলে সাক্ষাৎকারিগণ জ্ঞান-ভিন্ন অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হন না। তাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন ; তাঁহারা আসক্তিশূন্য এবং উপরতেন্দ্রিয় হন। এবম্ভূত ধীর ও নিত্য-সমাহিত ব্যক্তিগণ জীবনকালে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া (দেহপাতকালেও) সর্বস্বরূপেই প্রবেশ করেন। ৩।২।৫

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥ ৬

বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিত-অর্থাঃ (বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন), সন্ন্যাস-যোগাৎ (সর্বকর্ম-ত্যাগপূর্বক কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া রূপ যোগাবলম্বনে) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (যাঁহারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন), যতয়ঃ (যাঁহারা যত্নশীল) ব্রহ্মলোকেষু পর-অমৃতাঃ ([জীবদ্দশায়ই] ব্রহ্মরূপ লোকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত, একাত্মভূত হইয়া) তে সর্বে (তাঁহারা সকলে) পর-অন্ত-কালে (উত্তম বা চরম দেহত্যাগকালে) পরিমুচ্যন্তি ([দেশান্তরে না গিয়াও] সর্বত্র [প্রদীপনির্বাণ-বৎ] ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)। ৩।২।৬

বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট সুনিশ্চিত হইয়াছেন, সন্ন্যাস-যোগাবলম্বনে যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারা সকলে (জীবদ্দশায়ই) পরমাত্মার[১] সহিত একীভূত হইয়া চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন[২]। ৬

১। মূলের ব্রহ্মলোকেষু শব্দে বহুবচন; কারণ একই ব্রহ্ম বহুরূপে দৃষ্ট হন।

২। সাধারণ লোকের দেহত্যাগ পর-অন্তকাল নহে, কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মুক্ত পুরুষ অন্যত্র গমন করেন না। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে একীভূত হয়, তিনিও সেইরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হন।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥ ৭

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ ৯

যঃ হ বৈ (যে কেহই) তৎ (সেই) পরমম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) ভবতি (হইয়া থাকেন); অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (অব্রহ্মজ্ঞ) ন ভবতি (হয় না); [তিনি] শোকম্ (মানস সন্তাপ) তরতি (অতিক্রম করেন), পাপ্মানম্ (পাপ) তরতি (অতিক্রম করেন); [তিনি] গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে) বিমুক্তঃ (নির্মুক্ত হইয়া) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হন)—[কঃ ২।৩।১৪]। ৩।২।৯

যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। ইঁহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না। তিনি মানস সন্তাপ অতিক্রম করেন এবং ধর্মাধর্ম অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থি সমূহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অমর হন। ৩।২।৯

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্॥ ১০

তৎ (উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) এতৎ (এই সম্প্রদান-বিধি) ঋচা (মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (বলা হইয়াছে)—[যাঁহারা] ক্রিয়াবন্তঃ (যথাবিধি কর্মপরায়ণ), শ্রোত্রিয়াঃ (বেদপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসক), শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাশীল হইয়া) স্বয়ম্ (স্বয়ং) একর্ষিম্ (একর্ষি নামক অগ্নিকে) জুহ্বতে (=জুহ্বতি, আহুতি

প্রদান করেন), তৈঃ তু (এবং যাঁহাদের দ্বারা) বিধিবৎ (যথাবিধি) শিরোব্রতম্ (মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত) চীর্ণম্ (আচরিত হইয়াছে), তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই নিকট) এতাম্ (এই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) বদেত (বলিবে)। ৩।২।১০

উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপে দান করিতে হইবে, তাহা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যাঁহারা যথাশাস্ত্র কর্মপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ, ও অপরব্রহ্মোপাসক, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে একর্ষি নামক অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান করেন, এবং যাঁহারা মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত[১] যথাবিধি আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। ৩।২।১০

১। আথর্বণদিগেরই জন্য এই ব্রত, অপরদের জন্য নহে।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণ-ব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

তৎ (সেই) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) এতৎ (এই অক্ষর পুরুষকে) পুরা (পূর্বকালে) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা) ঋষিঃ [শৌনকের নিকট] উবাচ (বলিয়াছিলেন)। অচীর্ণব্রতঃ (যে ব্রত আচরণ করে নাই সে) এতৎ (এই গ্রন্থ) ন অধীতে (পাঠ করে না)। পরম-ঋষিভ্যঃ (পরম ঋষিদিগকে) নমঃ (নমস্কার)। পরমঋষিভ্যঃ নমঃ [আদর বুঝাইবার জন্য এবং সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য পুনরুক্তি হইয়াছে]। ৩।২।১১

অঙ্গিরা ঋষি উক্ত এই সত্য অক্ষর পুরুষ উপদেশ করিয়াছিলেন। যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করেন না। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। ৩।২।১১

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি শান্তিপাঠ।

অথর্ববেদীয়

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অথমার্থাদি প্রশ্নোপনিষদে দ্রষ্টব্য।]

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

ইদম্ (এই) সর্বম্ (বাচক ও বাচ্য, অভিধান ও অভিধেয়—সমস্তই) ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (ওম্ এই অক্ষরাত্মক)। তস্য (সেই ওঙ্কারের) উপব্যাখ্যানম্ ([ব্রহ্মের] নিকটবর্তী রূপে বিস্পষ্ট নির্দেশ এই)—ভূতম্ (অতীত), ভবৎ (বর্তমান), ভবিষ্যৎ (ভাবী) ইতি (এই ত্রিকালপরিচ্ছিন্ন) সর্বম্ (সমস্ত) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই) ; যৎ চ (আর যাহা) অন্যৎ (অন্য) ত্রিকালাতীতম্ (ত্রিকালের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য অব্যাকৃতাদি) তৎ অপি (তাহাও) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই)। ১

এই সমস্তই—'ওম্' এই অক্ষরাত্মক[১]। (ব্রহ্মের) সমীপবর্তী রূপে সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট নির্দেশ[২] কথিত হইতেছে—ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান এই সমস্তই ওঙ্কার ; এবং অপর যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কারই। ১

১। "অকারো বৈ সর্বা বাক্" অর্থাৎ সমস্ত শব্দই ওঙ্কারাবয়ব অকারের বিকার ; এবং "সর্বং হি ইদং নামানি" অর্থাৎ অর্থ বা বাচ্য বিষয়মাত্রই শব্দাত্মক—এই শ্রুতিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, শব্দ ও অর্থ উভয়ই ওঙ্কার। ব্রহ্ম অভিধান ও অভিধেয় অবলম্বনেই জ্ঞাত হন ; সুতরাং ব্রহ্মও ওঙ্কার (প্রঃ ৫।২)। কাহাকেও জানিতে হইলে তাহার নামাবলম্বনে জানিতে হয় ; এই নাম ও নামী অভিন্ন। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মকে যখন কার্যবর্গের কারণরূপে চিন্তা করা হয়, তখনই তিনি বাচ্য, অভিধেয়, বা নামী রূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। কিন্তু কার্য-কারণাতীত চিন্মাত্র ব্রহ্ম ওঙ্কারেরও বাচ্য নহেন।

২। ওঙ্কার ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি উপায়, অতএব উহা ব্রহ্মের সমীপবর্তী; অন্যরূপে যে নির্দেশ, তাহাই মুখ্য উপ-ব্যাখ্যান।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২

এতৎ (এই) সর্বম্ হি (সমস্তই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), অয়ম্ (এই) আত্মা (প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্ম; সঃ অয়ম্ (সেই এই) আত্মা (আত্মা) চতুষ্পাৎ (চারিটি অংশবিশিষ্ট)। ২

এই সমস্তই ব্রহ্ম[১]; এই আত্মা ব্রহ্ম[২]; উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাৎ[৩]। ২

১। পূর্বে যে সমস্ত বিষয়কে ওম্ বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্ম। পূর্বে ওঙ্কারকে মুখ্যতঃ বাচকরূপে ধরিয়া বাচ্য অর্থসমূহের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সহিত তাহার ঐক্য দেখান হইয়াছে; অধুনা প্রণবকে প্রধানতঃ বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপে ধরিয়া ঐ ঐক্য দেখান হইল। ইহাতে পুনরুক্তি হয় নাই। কারণ বাচ্য ব্রহ্মের সহিত বাচক ওঙ্কারের ঐক্য না দেখাইয়া কেবল বাচকের সহিত বাচ্যের ঐক্য দেখাইলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ঐ ঐক্য গৌণ মাত্র। এইরূপে বাচ্য ও বাচকের একত্ববোধ হইলে ঐ একই প্রযত্নের ফলে বাচ্য ও বাচক উভয় বিলীন হইয়া উভয়-বিলক্ষণ ব্রহ্ম প্রতিভাত হন। এই জন্যই ৮ম কণ্ডিকায় বলা হইবে "পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ।" ১২শ কণ্ডিকাও দ্রষ্টব্য।

২। পরোক্ষতঃ যে ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ, প্রত্যক্ষতঃ তিনিই আত্মা।

৩। পাদশব্দের অর্থ যৎসাহায্যে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় (পদ্যতে অনেন)—এই অর্থে প্রথম তিন পাদ ব্রহ্মাবগতির উপায়। যাঁহাকে পাওয়া যায় তিনিও পাদশব্দের বাচ্য (পদ্যতে ইতি পাদঃ)—এই অর্থে তুরীয় ব্রহ্মই চতুর্থ পাদ।

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

জাগরিত-স্থানঃ (জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান), বহিষ্প্রজ্ঞঃ (বহির্বিষয়ে যাঁহার অনুভূতি), সপ্তাঙ্গঃ (যাঁহার সাতটি অঙ্গ), একোনবিংশতি-মুখঃ (যাঁহার উনিশটি মুখ অর্থাৎ উপলব্ধি ও কর্মের দ্বার) [সেই] স্থূলভুক্ (স্থূল শব্দাদি বিষয়কে ভোগকারী) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর, অর্থাৎ নিখিল-নরস্বরূপ, সর্বজীবাত্মা বিরাট্) [আত্মার] প্রথমঃ পাদঃ (প্রথম পাদ) । ৩

জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, যাঁহার সাতটি অঙ্গ[1], যাঁহার উনিশটি মুখ[2], যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন[3]—সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ[4] । ৩

১। দ্যুলোক—মস্তক, সূর্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—পাদদ্বয়, ও আহবনীয় অগ্নি—মুখ। ছাঃ। ৫।১৮।২

২। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্ত।

৩। এখানে জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত বিশ্বের (বা ব্যষ্টি প্রাণীর) অবস্থাকে বৈশ্বানর (বা বিরাট্) বলায় বুঝিতে হইবে যে, বস্তুতঃ বিশ্ব ও বৈশ্বানর এক।

৪। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববোধকালে ইহাই প্রথমে লয় হয়, সুতরাং ইহা প্রথম।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

স্বপ্ন-স্থানঃ (স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ ([যিনি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা] অন্তঃস্থ মনের বাসনারূপ প্রজ্ঞা বিশিষ্ট [বৃঃ ৪।৩।৯]) সপ্ত-অঙ্গঃ (যাঁহার সাতটি অঙ্গ) একোন-বিংশতিমুখঃ (যাঁহার উনিশটি মুখ) প্রবিবিক্ত-ভুক্ (যিনি কেবল বাসনারূপ প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন) [সেই] তৈজসঃ (তৈজস, অর্থাৎ বিষয়শূন্য কেবল প্রকাশ-স্বরূপ প্রজ্ঞার যিনি আশ্রয়, তিনি) দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (আত্মার দ্বিতীয় পাদ) । ৪

স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যাঁহার সাতটি অঙ্গ, যাঁহার উনিশটি মুখ, যিনি শুধু বাসনা ভোগ করেন, সেই তৈজসই[১] আত্মার দ্বিতীয় পাদ। ৪

১। এখানেও তৈজস (বা স্বপ্নাবস্থ ব্যষ্টি প্রাণী) ও হিরণ্যগর্ভের ঐক্য আছে।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

সুপ্তঃ (সুষুপ্ত ব্যক্তি) যত্র (যে [দৈনন্দিন নিদ্রা] অবস্থায় বা কালে) কম্ চন (কোনও) কামম্ (কাম্য বস্তু) ন কাময়তে (কামনা করে না), কম্ চন (কোনও) স্বপ্নম্ (স্বপ্ন) ন পশ্যতি (দেখে না), তৎ (তাহাই) সুষুপ্তম্ (সুষুপ্তি)। সুষুপ্ত-স্থানঃ (সুষুপ্তি যাঁহার স্থান), একীভূতঃ (সর্ববিক্ষেপ নাশ হওয়াও একতাপ্রাপ্ত) প্রজ্ঞানঘনঃ এব (কেবল অনুভূতিই যাঁহার স্বরূপ), আনন্দময়ঃ (যিনি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ [কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন]), হি আনন্দভুক্ (যিনি অনায়াসে আনন্দ ভোগ করেন [বৃঃ ৪।৩।৩২]), চেতোমুখঃ (স্বপ্নজাগরণে গমনাগমনের প্রতি চৈতন্যই যাঁহার আলম্বন; অথবা স্বপ্নজাগরণরূপ চিত্তবৃত্তির প্রতি যিনি [illegible] বা কারণ) [সেই সুষুপ্তাভিমানী] প্রাজ্ঞঃ (ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা, বা বিশেষতঃ প্রজ্ঞানস্বরূপই) তৃতীয়ঃ পাদঃ (তৃতীয় পাদ)। ৫

সুপ্তব্যক্তি যে কালে[১] কোনও কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে না এবং কোনও স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি। যিনি সুষুপ্তিতে স্থিত, সর্ববিক্ষেপ-রহিত[২], কেবল অনুভূতিস্বরূপ, আনন্দময়, এবং অসন্দিগ্ধরূপে অনায়াসে আনন্দ-ভোগকারী, ও স্বপ্নাদির দ্বার স্বরূপ[৩], সেই প্রাজ্ঞই[৪] (আত্মার) তৃতীয় পাদ। ৫

১। জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই নিদ্রা; জীব তিন অবস্থাতেই নিদ্রিত। কারণ সর্বত্রই তত্ত্বের অননুভূতি আছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় [illegible]

অধিক দোষ এই যে, উহাতে তত্ত্বের অন্যথাগ্রহণও আছে। এইরূপে চিরমুক্ত জীবেরও প্রাত্যহিক স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে। ঐ: ১।৩।১২

২। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত মনোবিক্ষেপ-রূপ দ্বৈতসমূহ সেখানে কারণের সহিত মিলিত হওয়ায় পৃথক্ রূপে অনুভূত হয় না। এই জন্য সেই অবস্থায় উপহিত আত্মাকে মূলে একীভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত লীন হয় না, কারণ পুনরায় নিদ্রাবসানে দ্বৈত জগতের উৎপত্তি হয়।

৩। সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ উৎপন্ন হয়।

৪। পূর্বের ন্যায় এখানেও প্রাজ্ঞ (=জীব) ও ঈশ্বরের অভেদ বুঝিতে হইবে।

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য —প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬

[আধিদৈবিক অন্তর্যামীর সহিত প্রাজ্ঞের অভেদ প্রদর্শিত হইতেছে]—এষঃ (এই প্রাজ্ঞই) [স্বরূপাবস্থায়—অর্থাৎ উপাধিপ্রাধান্যে নহেন, চৈতন্যপ্রাধান্যে] সর্বেশ্বরঃ (সকলের শাসক), এষঃ (ইনি) সর্বজ্ঞঃ, এষঃ অন্তর্যামী, এষঃ সর্বস্য (সকলের) যোনিঃ (প্রসবিতা, কারণ), হি (অতএব) [ইনিই] ভূতানাম্ (স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতবর্গের) প্রভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও বিলয়ের অধিষ্ঠান [বা উপাদান])। ৬

ইনিই সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উপাদান-কারণ; অতএব ইনিই ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। ৬

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

[যেহেতু নিখিল শব্দ আত্মা হইতেই প্রবৃত্ত হয়, অতএব তিনি সমস্ত কার্যভূত শব্দের অতীত। এই জন্য সমস্ত বিশেষ-প্রতিষেধপূর্বক নির্বিশেষ তুরীয় আত্মার

বিষয় বলা হইতেছে]—অন্তঃ-প্রজ্ঞম্ ন (ইনি অন্তরে অনুভূতি করেন না, অর্থাৎ তৈজস নহেন), বহিঃ-প্রজ্ঞম্ ন (বাহ্য বিষয়ে অনুভূতি করেন না, অর্থাৎ বিশ্ব নহেন) উভয়তঃ-প্রজ্ঞম্ ন (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যাবস্থায় অনুভূতিসম্পন্ন নহেন), ন প্রজ্ঞান-ঘনম্ (প্রাজ্ঞ নহেন), ন প্রজ্ঞম্ (যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা নহেন), ন অপ্রজ্ঞম্ (অচৈতন্য নহেন) । [ইনি] অদৃষ্টম্ (অদৃষ্ট) অব্যবহার্যম্ ("ইহা অমুক" এইরূপ ব্যবহারের অযোগ্য), অগ্রাহ্যম্ (কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য), অলক্ষণম্ (অননুমেয়) অচিন্ত্যম্ (চিন্তার অতীত), অব্যপদেশ্যম্ (শব্দের দ্বারা অনির্দেশ্য), একাত্ম-প্রত্যয়সারম্ (সর্বাবস্থায় একই আত্মা আছেন এইরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা অনুসন্ধেয়, অথবা কেবল "আত্মা" ইত্যাকার প্রতীতির গম্য), প্রপঞ্চোপশমম্ (জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের বিরাম-স্থান), শান্তম্ (অবিক্রিয়) শিবম্ (মঙ্গলময়) অদ্বৈতম্ (ভেদ-বিকল্প-রহিতকে) চতুর্থম্ (তুরীয়) মন্যন্তে (মনে করিয়া থাকেন) ; সঃ (তিনি) আত্মা (আত্মা); সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তাঁহাকেই জানিতে হইবে) । ৭

যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা নহেন, জড় নহেন, যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, যিনি কেবল "আত্মা" এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব, ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ[১] মনে করিয়া থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়[২] । ৭

১। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প, দণ্ড, এবং জলধারা কল্পিত হইলে, সেই তিনে অনুস্যূত রজ্জুকে যে অর্থে চতুর্থ বলা যাইতে পারে সেই অর্থেই অবিদ্যা-কল্পিত পাদত্রয়ে অনুস্যূত পরমাত্মাকে তুরীয় (চতুর্থ) বলা হয়।

২। বিদ্যাবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় বিভাগ নাই। বিদ্যা-উৎপত্তির পূর্বে তাঁহার বিজ্ঞেয়ত্ব ছিল বলিয়া বিদ্যাবস্থায় ভূতপূর্বগতি অনুসারে তাঁহাকে বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। এক্ষ হইতে ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা পর্যন্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অধ্যারোপিত পাদত্রয় বলা হইয়াছে। এখানে পাদত্রয়ের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ করা হইল। (ভূমিকা ১৩পৃঃ)

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্, পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

[ইতঃপূর্বে পাদত্রয়ের অধ্যারোপ ও অপবাদ অবলম্বনে পারমার্থিক তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রণবের ধ্যান বিহিত হইতেছে]—[পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ওঙ্কারকে যখন বাচ্যের প্রাধান্য অবলম্বনে চিন্তা করা হয় তখন উহা চতুষ্পাৎ আত্মা হইতে অভিন্ন] অধি-অক্ষরম্ (অক্ষর বিষয়ে [যখন বাচকের প্রাধান্য অবলম্বনে বর্ণনা করা হয় তখনও] ওঙ্কারঃ (প্রণব) সঃ আত্মা (সেই আত্মা) ; অয়ম্ (এই ওঙ্কার) অধিমাত্রম্ (মাত্রারূপেও বিদ্যমান) ; পাদাঃ ([আত্মার যাহা] পাদ সকল) মাত্রাঃ ([সেই গুলিই ওঙ্কারের] মাত্রা) মাত্রাঃ চ পাদাঃ (এবং প্রণবের মাত্রাগুলিও আত্মার পাদ)—অকারঃ উকারঃ মকারঃ ইতি (ইহারাই মাত্রা)। ৮

(অভিধেয়প্রাধান্যে বর্ণনাকালে যে ওঙ্কার আত্মার সহিত অভিন্ন) অভিধানপ্রাধান্যে[১] বর্ণনাকালেও সেই প্রণব আত্মা হইতে অভিন্ন। এই ওঙ্কার মাত্রারূপেও বর্তমান ; আত্মার পাদসমূহই প্রণবের মাত্রা এবং প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ[২]—অকার, উকার, ও মকার ইহারাই প্রণবের মাত্রা। ৮

১। ২য় কণ্ডিকার ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনা করিতে হইবে।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা—আপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯

আপ্তেঃ (উভয়ই ব্যাপক বলিয়া [মাঃ ১, টীকা]), বা আদিমত্ত্বাৎ (আদ্য বলিয়া) জাগরিত-স্থানঃ (জ অবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, সেই) বৈশ্বানরঃ (বিরাট্ই)

প্রথমা মাত্রা (প্রথম মাত্রা) অকারঃ (অকার) । যঃ হ বৈ (যিনিই) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন) [তিনি] সর্বান্ (সমুদয়) কামান্ (কাম্য বিষয়) আপ্নোতি (লাভ করেন), আদিঃ চ (ও প্রথম) ভবতি (হন) । ৯

বৈশ্বানর ও অকার উভয়ই ব্যাপক অথবা উভয়ই আদি বলিয়া জাগরিত-স্থান বৈশ্বানরই প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার। যে উপাসক এইরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্য বিষয় লাভ করেন এবং সর্বাগ্রণী হইয়া থাকেন। ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং, সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি,য এবং বেদ ॥ ১০

উৎকর্ষাৎ (বিশ্ব অপেক্ষা তৈজসের এবং অকার অপেক্ষা উকারের উৎক আছে বলিয়া) বা (অথবা) উভয়ত্বাৎ (বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের এবং অকার মকারের মধ্যবর্তী বলিয়া) স্বপ্ন-স্থানঃ (স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান সেই) তৈজ (তৈজসই) দ্বিতীয়া মাত্রা (দ্বিতীয় মাত্রা) উকারঃ (উকার) । যঃ (যিনি) এ (এইরূপ) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন) [তিনি] জ্ঞানসন্ততিম্ (বিজ্ঞানপ্রবাহকে উৎকর্ষতি হ বৈ (উৎকৃষ্ট বা বর্ধিত করিয়া থাকেন) সমানঃ চ (এবং শত্রুমিত্রে নিকট তুল্য) ভবতি (হন) । অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (অব্রহ্মজ্ঞ ন ভবতি (হন না) । ১০

তৈজস এবং উকার উভয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া অথবা উভয় মধ্যবর্তী বলিয়া স্বপ্ন-স্থান তৈজসই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহকে বর্ধিত করে তিনি শত্রু ও মিত্রের নিকট তুল্যরূপ হন। ইঁহার কুলে অব্রহ্ম জাত হন না। ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা। মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১১

মিতেঃ ([প্রলয়কালে প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট ও উৎপত্তিকালে তাহা হইতে বাহির হওয়ায় বিশ্ব ও তৈজস তৎকর্তৃক পরিমিত হয়, এবং ওঙ্কারের সমাপ্তিকালে মকারে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরুচ্চারণকালে পুনরায় উৎপন্ন হওয়ায় মকারকর্তৃক অকার ও উকার প্রস্থকর্তৃক শস্যাদির ন্যায়] পরিমিত হয় বলিয়া) বা (অথবা) অপীতেঃ ([সুষুপ্তিকালে বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞে লীন হয় বলিয়া, এবং ওঙ্কার উচ্চারণকালে অকার ও উকার মকারে] লীন হয় বলিয়া) সুষুপ্ত-স্থানঃ (সুষুপ্তি যাহার ভোগ-স্থান সেই) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ) তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ) বেদ (জানেন) [তিনি] ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমস্ত) মিনোতি হ বৈ (পরিমাপ করেন, জগতের যাথাত্ম্য বা অসারতা জানেন), অপীতিঃ চ (জগতের লয়ের আধার, অর্থাৎ কারণস্বরূপও) ভবতি (হইয়া থাকেন)। ১১

প্রাজ্ঞ ও মকার উভয়ই পরিমাপক অথবা বিলয়ের আধার বলিয়া সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার। যে উপাসক এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত জগতের পরিমাপক হন, অর্থাৎ জগতের যাথাত্ম্য জানেন, এবং আশ্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও, হইয়া থাকেন[১]। ১১

১। ৯, ১০, ও ১১ কণ্ডিকাতে যে ফলোক্তি হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানের, অর্থাৎ গ্রন্থের মূল উপাসনার, স্তুতি করা।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ। ১২

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

এবম্ (পাদ ও মাত্রার একত্ব যিনি জানেন তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত) অমাত্রঃ (মাত্রাহীন) ওকারঃ (ওকার) চতুর্থঃ (তুরীয়) অব্যবহার্যঃ (ব্যবহারাতীত) প্রপঞ্চ-উপশমঃ (জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান) শিবঃ (মঙ্গলময়) অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়) আত্মা এব (আত্মাই বটে)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন) [তিনি] আত্মনা (স্বয়ংই) আত্মানম্ (পরমাত্মাতে) সংবিশতি (প্রবেশ করেন)। য এবম্ বেদ [পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ১২

এইরূপে যথোক্ত জ্ঞানবানের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া (অবশেষে) মাত্রাহীন ওকার তুরীয়, ব্যবহারাতীত[১], জগতের নিবৃত্তিস্থল[২], মঙ্গলময় (অর্থাৎ পরমানন্দ), অদ্বিতীয় আত্মরূপেই (পর্যবসিত) হয়[৩]। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ং পরমাত্মায় প্রবেশ করেন[৪]। ১২

১। বাচ্য ও বাচক ক্রমে লীন হওয়ায়, বাক্য ও মনের অতীত।

২। রজ্জু যেরূপ রজ্জু-সর্পের নিবৃত্তিস্থল।

৩। তুরীয়-স্বরূপ ওকারে পাদ ও মাত্রা নাই। সুতরাং যথোক্ত জ্ঞানবানে দ্বারা প্রযুক্ত ওকারের পূর্ব পূর্ব বিভাগ উত্তরোত্তর বিভাগে লীন হইয়া ক্রমে পরমাত্মাতে পর্যবসিত হয়।

৪। আর পুনর্জন্ম হয় না। ওকারাবলম্বনে পরব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য ধ্যা করিলে তাহার ফলে ক্রমমুক্তি হয়।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[অন্বয়ার্থাদির জন্য তৈঃ ১।১, এবং কঃ শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]

প্রথম শীক্ষাবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ১।১

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ॥

[যাহাতে বিদ্যার শ্রবণ, ধারণা, ও প্রদান প্রতিবন্ধকশূন্য হইতে পারে তজ্জন্য মিত্রাদি দেবতার আনুকূল্য প্রার্থনা করা হইতেছে]—মিত্রঃ ([প্রাণ ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী] সূর্য) নঃ (আমাদিগের নিকট) শম্ [ভবতু] (সুখদায়ক হউন), বরুণঃ ([অপান ও রাত্রিতে অভিমানী দেবতা] বরুণ) নঃ শম্। অর্যমা ([চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলে অভিমানী দেবতা] অর্যমা) নঃ শম্ ভবতু। ইন্দ্রঃ ([বলের অভিমানী দেবতা] ইন্দ্র) নঃ শম্। বৃহস্পতিঃ ([বাগিন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অভিমানী এবং দেবগণের পালক] বৃহস্পতি) [নঃ শম্ ভবতু]। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণ-পদ-বিক্ষেপকারী অর্থাৎ জগদ্ব্যাপক [পাদদ্বয়ের অভিমানী]) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) নঃ শম্। ব্রহ্মণে ([পরোক্ষরূপী সূত্রাত্মা] বায়ুদেবকে) নমঃ (নমস্কার); বায়ো (হে [প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক মুখ্যপ্রাণরূপী] বায়ুদেব) তে (তোমাকে), নমঃ (নমস্কার)। ত্বম্ এব (তুমিই) প্রত্যক্ষম্ (সন্নিহিত ও অপরোক্ষ) ব্রহ্ম অসি (হও); ত্বাম্ এব

(তোমাকেই) প্রত্যক্ষম্ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বদিষ্যামি (বলিব); ঋতম্ (শাস্ত্রনির্দিষ্ট ও যুক্তিতে সুনিশ্চিত যথার্থ বস্তু রূপে) বদিষ্যামি, সত্যম্ ([বাক্য ও শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত] সত্য বচন ও সত্য আচরণ রূপে) বদিষ্যামি (বলিব)। তৎ (সেই সর্বাত্মা বায়ুরূপ ব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে, অর্থাৎ শিষ্যকে) অবতু (রক্ষা করুন [বিদ্যাগ্রহণে সামর্থ্য দান করুন]), তৎ বক্তারম্ (আচার্যকে) অবতু [বিদ্যাপ্রদান-জন্য বক্তৃত্বসামর্থ্য দান করুন]। মাম্ অবতু, বক্তারম্ অবতু, (আদরার্থ পুনর্বচন)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (এই শান্তিপাঠে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক বিঘ্নের বিনাশ হউক [ঈঃ শান্তিপাঠ])। ১।১

মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন, বরুণদেব সুখপ্রদ হউন, অর্যমা সুখবিধায়ক হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন, বিস্তীর্ণ-পাদ-ক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদিগের সুখপ্রদায়ক হউন[1]। ব্রহ্মরূপী (পরোক্ষ) বায়ুকে নমস্কার, হে (প্রত্যক্ষ) বায়ু, তোমাকে নমস্কার; তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম[2], তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, তোমাকে ঋতস্বরূপ বলিব, তোমাকে সত্যস্বরূপ বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক। ১।১

১। সায়নাচার্য মিত্র প্রভৃতি পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—মিত্রঃ—ভক্তের প্রতি স্নেহশীল মিত্রদেব, বরুণঃ—ভক্তদিগকে বরণকারী বরুণদেব, অর্যমা—ভক্তের প্রতি গমনশীল অর্যমা।

২। রাজদর্শনাভিলাষী কেহ যেরূপ রাজার দৌবারিককে "তুমি রাজা" এইরূপ বলিতে পারে, তদ্রূপ হৃদয়াকাশে অবস্থিত ব্রহ্মের দর্শনাভিলাষী মুমুক্ষু দৌবারিক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ছাঃ ৩।১৩।৬ ব্রহ্মপাদ-উপাসনা দ্রষ্টব্য। একই বায়ু হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণবায়ু রূপে অবস্থিত আছেন। বৃঃ ৩।৭।২

দ্বিতীয় অনুবাক

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

[ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপনিষদে অর্থের প্রাধান্য এবং শব্দাংশের অপ্রাধান্য থাকিলেও শব্দ যথাযথ উচ্চারিত না হইলে বিপরীত অর্থ প্রতিভাত হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব উপনিষৎ-পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক। এইজন্য শিক্ষা আরম্ভ হইতেছে]—শীক্ষাম্ (= শিক্ষাম্, যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। [শিক্ষণীয় বিষয় এই]—বর্ণঃ (অকারাদি বর্ণ), স্বরঃ (উদাত্তাদি স্বর), মাত্রা (হ্রস্বাদি মাত্রা), বলম্ (শব্দোচ্চারণে প্রযত্ন), সাম (সমতা, অর্থাৎ মধ্যমবৃত্তি [—দ্রুত, বিলম্বিত, অত্যধিক, অতিন্যূন প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক একরূপতা]) অবলম্বনে উচ্চারণ), সন্তানঃ (সংহিতা, অথবা নিয়মিত-ক্রম-বদ্ধ পদ বা বাক্য)। ইতি (এইপ্রকারে) শীক্ষাধ্যায়ঃ (শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়) উক্তঃ (কথিত হইল)। ১।২

শিক্ষা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিব। (শিক্ষণীয় বিষয় এই)—বর্ণ, স্বর[১], মাত্রা[২], শব্দোচ্চারণ-প্রযত্ন, সমরূপে উচ্চারণ, এবং নিয়মিত-ক্রম-বদ্ধ পদ বা বাক্য—এইরূপে শিক্ষণীয় বস্তুবিষয়ক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। ১।২

১। উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত; অর্থাৎ উচ্চস্বর, মৃদুস্বর, ও মধ্যস্বর।

২। হ্রস্বস্বর—একমাত্রা, দীর্ঘস্বর—দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর—ত্রিমাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ—অর্ধ-মাত্রা বিশিষ্ট। চণ্ডী ১।৭৩-৭৪

তৃতীয় অনুবাক

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকম-ধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। ১

নৌ ([শিষ্য ও আচার্য] আমাদের উভয়ের) সহ (তুল্যরূপে) যশঃ [সংহিতাদির উপনিষৎ-জ্ঞান-জনিত] যশ) [হউক]; সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মতেজ) [হউক]। অতঃ ([যেহেতু পরমার্থতত্ত্বের অবধারণ দুরূহ] (অতএব) অথ (অনন্তর) অধিলোকম্ (পৃথিব্যাদি লোক বিষয়ক দর্শন বা উপাসনা), অধিজ্যোতিষম্ (অগ্ন্যাদি জ্যোতি বিষয়ক দর্শন), অধিবিদ্যম্ (বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যাসম্বন্ধ আচার্যাদি বিষয়ক দর্শন), অধিপ্রজম্ (সন্তান, অর্থাৎ সন্তানের সহিত সম্বন্ধ, পিত্রাদি বিষয়ক দর্শন), অধ্যাত্মম্ (শরীরসম্বন্ধী জিহ্বাদি বিষয়ক দর্শন)—[এই] পঞ্চসু অধিকরণেষু (=পঞ্চভিঃ অধিকরণৈঃ, পাঁচ অধিকরণ, অর্থাৎ বিষয়, অবলম্বনে) সংহিতায়াঃ ([সহোচ্চারিত] বর্ণসমূহের সন্নিকর্ষ বিষয়ক) উপনিষদম্ (দর্শন বা উপাসনা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। তাঃ (এই পঞ্চবিষয়ক সম্মিলিত দর্শনকে) মহাসংহিতাঃ ইতি (মহাসংহিতা) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন)। অথ অধিলোকম্ (লোকবিষয়ে) [দর্শন বলা হইতেছে]—পৃথিবী (পৃথিবী [দেবতা]) পূর্বরূপম্ ([সহোচ্চারিত বর্ণদ্বয়ের] পূর্ববর্ণের স্বরূপ), [অর্থাৎ ঐ বর্ণে পৃথিবীদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে]; দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উত্তররূপম্ (পরবর্ণের স্বরূপ), [অর্থাৎ উহাতে স্বর্গলোকাভিমানী দেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে], আকাশঃ (আকাশ) সন্ধিঃ (উভয় বর্ণের মিলনস্থল, মধ্যবর্তী আকাশ), [অর্থাৎ উহাতে আকাশাভিমানিদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে], বায়ুঃ (বায়ু) সন্ধানম্ (সম্বন্ধ, সন্নিকর্ষ),

[অর্থাৎ যাহার সহায়ে উভয় বর্ণ সম্মিলিত হয় তাহাতে বায়ুদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে]—ইতি অধিলোকম্ (এইরূপে লোকবিষয়ক দর্শন বলা হইল)। ১।৩।১

আমাদের উভয়ের, অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্যের, যশ তুল্যরূপে বিস্তারিত হউক, আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমভাবে প্রকাশিত হউক[১]। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ, ও অধ্যাত্ম এই পঞ্চবিষয় অবলম্বনে সংহিতা, অর্থাৎ বর্ণসমূহের সন্নিকর্ষ, বিষয়ক উপাসনা ব্যাখ্যা করিব[২]। (মেধাবিগণ) এই পঞ্চবিষয়ক সম্মিলিত দর্শনকে মহাসংহিতা বলিয়া থাকেন। অনন্তর লোকাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—পৃথিবী (সহোচ্চারিত বর্ণদ্বয়মধ্যে) পূর্ববর্ণের স্বরূপ, স্বর্গলোক পরবর্ণের স্বরূপ, অন্তরিক্ষলোক উভয় বর্ণের মধ্যস্থল, এবং বায়ু উভয় বর্ণের সম্বন্ধ স্বরূপ[৩]—এইরূপে অধিলোক-দর্শন বলা হইল। ১।৩।১

১। 'শং নো' ইত্যাদি মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা সমগ্র উপনিষৎ পাঠের অঙ্গরূপে করা হইয়াছে। 'সহ নৌ' ইত্যাদি প্রার্থনাটি কিন্তু কেবল সংহিতা বিষয়ক উপাসনারই অন্তর্ভুক্ত।

২। শিষ্যের মনে চিরাভ্যস্ত বেদপাঠেরই সংস্কার রহিয়াছে, উপাসনার প্রতি অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে না। অথচ উপনিষদুক্ত বিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে পূর্বে উপাসনাবলম্বনে চিত্তের শুদ্ধি ও একাগ্রতা লাভ আবশ্যক। পাঠজন্য সংস্কারবশতঃ শিষ্যের দৃষ্টি আপাততঃ বর্ণসমূহের উপরই নিবদ্ধ আছে। সুতরাং পরিচিত বর্ণ সহায়ে একটি উপাসনা বিহিত হইতেছে। ইহাতে সিদ্ধিলাভ হইলে মন স্থূল বর্ণসমূহকে ছাড়িয়া ক্রমে অপেক্ষা সূক্ষ্মবিষয়-সমূহের ধারণা করিতে পারিবে। উপ—সমীপে, নিষদ—সমুপস্থিত আছে (পুত্র পশু প্রভৃতি ফল যে বিদ্যাতে)—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে (এখানে) উপনিষৎ—উপাসনা। এখানে পাঁচটি উপাসনা বিহিত হয় নাই, পঞ্চবিষয় অবলম্বনে একটি মাত্র উপাসনাই বর্ণিত হইতেছে। শালগ্রামে যেরূপ বিষ্ণুবুদ্ধি করা হয়, অর্থাৎ

শালগ্রামকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া যেরূপ বিষ্ণুপূজা করা হয়, সেইরূপ এই উপাসনাতেও 'সংহিতা'র বিভিন্ন অবয়বে ক্রমে বিভিন্ন দেবতার চিন্তা করিতে হইবে।

৩। এই উপাসনার মূলে আছে সাদৃশ্য। একদিকে পৃথিবী, অপর দিকে দ্যুলোক বা স্বর্গ, মধ্যে আকাশ; বায়ু বা সূত্রাত্মা এই পৃথিবী ও স্বর্গের মিলনের সহায়ক। সংহিতার পূর্ববর্ণ ও উত্তরবর্ণ এবং তাহাদের মধ্যস্থল ও মিলন—এই কয়টি জিনিষের সহিত পৃথিব্যাদির সাদৃশ্য আছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হউক। "ইষে ত্বা" এই যজুর্বেদীয় মন্ত্রের পাঠকালে 'ইষে'র 'এ'কারের সহিত 'ত্বা' এর 'ত' সম্মিলিত হইবে। এইরূপ সম্মিলন বিষয়ক উপাসনাই এখানে বলা হইতেছে। পূর্বোক্ত 'এ'কারই পূর্ববর্ণ পৃথিবী, 'ত'কার পরবর্ণ দ্যুলোক। 'এ' ও 'ত'এর মধ্যস্থল অন্তরিক্ষ। 'ইষে ত্বা' উচ্চারণকালে 'ইষেৎত্বা' এইরূপ শ্রুত হয়। এই 'ৎ'এর দ্বারাই উভয় বর্ণ মিলিত হইতেছে—সুতরাং উহাই সন্ধান এবং উহাতেই বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, স্থূল পৃথিব্যাদি লোকের দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে না, বর্ণাদি অবলম্বনে পৃথিব্যাদির অভিমানী দেবতার চিন্তাই এখানে বিধেয়। সন্ধিঃ—সন্ধীয়েতে অস্মিন্ ইতি, অর্থাৎ যাহাতে উভয় বর্ণ মিলিত হয়। সন্ধানম্—সন্ধীয়েতে অনেন ইতি, অর্থাৎ যৎসহায়ে উভয়ে মিলিত হয়। অন্যান্য স্থলেও এই টীকাদ্বয় স্মরণীয়। এই উপাসনার একটি বিশেষ ক্রম আছে—তাহাই অধিলোকম্, অধিজ্যোতিষম্ ইত্যাদি ক্রমে বলা হইয়াছে। এই ক্রম অবশ্য অবলম্বনীয়।

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্॥ ২

অথ (অনন্তর) অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে)—অগ্নিঃ পূর্বরূপম্, আদিত্যঃ (সূর্য) উত্তররূপম্, আপঃ (জল, অর্থাৎ জলময় মেঘ) সন্ধিঃ, বৈদ্যুতঃ (—বিদ্যুতঃ, বিদ্যুৎ) সন্ধানম্—ইতি অধিজ্যোতিষম্। ১।৩।২

অনন্তর জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে—অগ্নি পূর্ববর্ণ স্বরূপ, সূর্য পরবর্ণ স্বরূপ, জল মধ্যস্থল, এবং বিদ্যুৎ তাহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিজ্যোতিষ দর্শন বলা হইল। ১।৩।২

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তর-রূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩

অথ অধিবিদ্যম্ (বিদ্যাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—আচার্যঃ (গুরু) পূর্বরূপম্, অন্তেবাসী (শিষ্য) উত্তররূপম্, বিদ্যা (আচার্যকর্তৃক উচ্চার্যমান শব্দরাশি) সন্ধিঃ, প্রবচনম্ (গুরু ও শিষ্যের বেদোচ্চারণ) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্। ১।৩।৩

অনন্তর বিদ্যাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—আচার্য পূর্ববর্ণ স্বরূপ শিষ্য পরবর্ণ স্বরূপ, বিদ্যা মধ্যস্থল স্বরূপ, এবং বেদোচ্চারণ তাঁহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিবিদ্য দর্শন বলা হইল। ১।৩।৩

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪

অথ অধিপ্রজম্ (প্রজাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—মাতা পূর্বরূপম্, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্তান) সন্ধিঃ, প্রজননম্ (সন্তানোৎপত্তি) সন্ধানম্—ইতি অধিপ্রজম্। ১।৩।৪

অনন্তর সন্তানাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—মাতা প্রথমবর্ণ স্বরূপ, পিতা পরবর্ণ স্বরূপ, সন্তান মধ্যস্থল, সন্তানোৎপত্তি উভয়ের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিপ্রজ দর্শন বলা হইল। ১।৩।৪

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্॥ ৫

অথ অধ্যাত্মম্ (শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—অধরা হনুঃ (নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্যন্ত অবয়ব) পূর্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ হইতে নাসিকা-মূল পর্যন্ত অবয়ব) উত্তররূপম্, বাক্ (বর্ণোচ্চারণক্ষম তালু প্রভৃতি) সন্ধিঃ, জিহ্বা সন্ধানম্—ইতি অধ্যাত্মম্। ১।৩।৫

অনন্তর শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—নিম্ন হনু পূর্ববর্ণ স্বরূপ, ঊর্ধ্ব হনু পরবর্ণ স্বরূপ, বর্ণোচ্চারণক্ষম তালু প্রভৃতি মধ্যস্থল, জিহ্বা উভয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ—এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন বলা হইল। ১।৩।৫

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন॥ ৬

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

ইতি ইমাঃ (উক্ত [পঞ্চধা বিভক্ত] এই) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতা) [বলা হইল]। যঃ (যে কেহ) এতাঃ (এই) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতাসমূহ) এবম্ (এই প্রকারে) বেদ (উপাসনা করেন), [তিনি] প্রজয়া (সন্তানের সহিত), পশুভিঃ (পশুবর্গের সহিত), ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজের সহিত) অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয় অন্নের সহিত) সুবর্গ্যেণ লোকেন ([কর্মফলভূত] স্বর্গলোকের সহিত) সন্ধীয়তে (সম্মিলিত হন)। ১।৩।৬

উক্ত পঞ্চধা বিভক্ত মহাসংহিতা বলা হইল। যে কেহ এই সকল যথাব্যাখ্যাত মহাসংহিতা বিষয়ে এই প্রকার উপাসনা করেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভক্ষণীয় অন্ন, ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত[1] হন। ১।৩।৬

১। উক্ত পাঁচটি উপনিষৎ সমুচ্চিতরূপে উপাসিত হইলে ফলকামীর পক্ষে কথিত ফললাভ হয়। আর যিনি ফলকামনা-শূন্য হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে উহা চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায় হয়।

চতুর্থ অনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১।৪।১

[শ্রুত গ্রন্থার্থ বিস্মৃত হন বলিয়া মেধাহীন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ নহেন। অতএব মেধাকামী ব্যক্তির জপের জন্য এবং শ্রীকামী ব্যক্তি হোমের জন্য বর্তমান অনুবাকস্থ মন্ত্র বিহিত হইতেছে। ঐ জপ ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাদিরও প্রয়োজন আছে। ধনাদি ব্যতিরেকে যজ্ঞ অসম্ভব। অতএব শ্রীকামনাও পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক]—যঃ (যে ওঙ্কার) ছন্দসাম্ (বেদসমূহের) ঋষভঃ (প্রধান) বিশ্বরূপঃ (সর্বরূপ, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত) অমৃতাৎ (অমৃত স্বরূপ, নিত্য) ছন্দোভ্যঃ (বেদ হইতে) অধিসম্বভূব (সাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন) [ছাঃ ১।১।৩], সঃ (সেই ওঙ্কার-স্বরূপ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর) [ছাঃ ২।২৩।২-৩] মা (আমাকে) মেধয়া (প্রজ্ঞাদ্বারা) স্পৃণোতু (তৃপ্ত করুন, বলবান্ করুন)। দেব (হে দেব), অমৃতস্য (অমৃতের ব্রহ্মজ্ঞানের) ধারণঃ (ধারয়িতা, আধার) ভূয়াসম্ (যেন হইতে পারি); মে (আমার) শরীরম্ (দেহ) বিচর্ষণম্ (বিচক্ষণ, যোগ্য) [ভূয়াৎ (যেন হয়)]; মে জিহ্বা (জিহ্বা) মধুমত্তমা (অতিশয় মধুরভাষিণী [যেন হয়]); কর্ণাভ্যাম্ (উভয় কর্ণে) ভূরি (বহু) বিশ্রুবম্ (—ব্যশ্রবম্, যেন শুনিতে পাই)। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) কোশঃ অসি (তুমি [অসির কোশসদৃশ] কোশ বা আবরণ স্বরূপ, ব্রহ্মের প্রতীক) মেধয়া (লৌকিক-প্রজ্ঞা দ্বারা) পিহিতঃ (তুমি আচ্ছাদিত)। মে (আমার) শ্রুতম্ (শ্রবণপূর্বক লব্ধ আত্মজ্ঞানাদি) গোপায় (তুমি রক্ষা কর)। ১।৪।১

যে ওঙ্কার সর্ববেদের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত, এবং অমৃতস্বরূপ বেদের সাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরমেশ্বর

আমাকে প্রজ্ঞাদ্বারা তুষ্ট করুন। হে দেব, আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি, আমার শরীর যেন উপযুক্ত হয়, জিহ্বা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। তুমি ব্রহ্মের কোশস্বরূপ, কিন্তু তুমি লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা আবৃত আছ। তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর। ১।৪।১

আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥ ১।৪।২

[ধনদ্বারা কর্ম, কর্মদ্বারা পাপক্ষয়, পাপক্ষয়ে বিদ্যার প্রকাশ হয়; এইজন্য অনন্তর শ্রীকাম ব্যক্তির জন্য হোমমন্ত্র বলা হইতেছে]—আত্মনঃ (শ্রীর সহিত আত্মসাৎকৃত) মম (আমার সম্বন্ধে) সর্বদা বাসাংসি (বহু বস্ত্র), গাবঃ (গাঃ, গরু) চ, অন্নপানে চ (এবং অন্ন ও পানীয় বস্তু) আবহন্তী (আনয়নকারিণী), বিতন্বানা (বিস্তারকারিণী) অচীরম্ (=অচিরম্, অবিলম্বে) [অথবা চীরম্ (=চিরম্, চিরকাল)] কুর্বাণা (সম্পাদয়িত্রী) [যে শ্রী, সেই] লোমশাম্ (লোমবিশিষ্ট-পশু-সমন্বিতা) পশুভিঃ সহ (এবং অন্যান্য পশু-সমাবৃতা) শ্রিয়ম্ (শ্রীকে) ততঃ (প্রজ্ঞাসম্পাদনের পর) মে (আমার জন্য) আবহ (আনয়ন কর), স্বাহা (স্বাহা)—[ইহা যে হোমমন্ত্র, ইহা বুঝাইবার জন্যই "স্বাহা" প্রযুক্ত হইয়াছে]। ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) মা আয়ন্তু (চতুর্দিক হইতে আমাকে প্রাপ্ত হউক, অধ্যয়নার্থ আগমন করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ মা বি-আয়ন্তু (বিবিধরূপে আসুক বা বিদ্যালাভান্তে প্রত্যাবর্তন করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ মা প্র-আয়ন্তু (প্রকৃষ্টরূপে বহুসংখ্যায় ও যথাশায় আগমন

করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ দমায়ন্তু ([আমার সকাশে থাকিয়া] শারীরিক সংযমাদি শিক্ষা করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ শমায়ন্তু (মানসিক সংযমাদি শিক্ষা করুক), স্বাহা। ১।৪।২

হে ওঙ্কার, প্রজ্ঞাসম্পাদনের পর লক্ষ্মীর স্বজন আমার জন্য লোমশ-পশু-সমন্বিতা এবং অপরাপর পশুগণে সমাবৃতা সেই লক্ষ্মীকে তুমি আনয়ন কর, যিনি সর্বদা আমার জন্য বহু বস্ত্র, গো, অন্ন, এবং পানীয় বস্তু আহরণ করিবেন, ঐ সমুদয় বর্ধিত করিবেন, এবং দীর্ঘকাল ঐ সকলের সুব্যবস্থা করিবেন, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে (বিদ্যালাভার্থ) আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট বিবিধরূপে আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ যথাশাস্ত্র আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হউক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হউক, স্বাহা। ১।৪।২

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ১।৪।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

[ব্রহ্মচারীর আগমনের দ্বারা] জনে (লোকসমাজে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (যেন হই), স্বাহা। বস্যসঃ (=বসীয়সঃ, ধনীদের সমাজে) শ্রেয়ান্ (অধিকতর

ধনী) অসানি (যেন হই), স্বাহা। ভগ (হে পূজার্হ, হে ভগবন্), তম্ (উক্ত কোশস্বরূপ) ত্বা (তোমাতে) প্রবিশানি (আমি যেন প্রবেশ করি), স্বাহা। ভগ, সঃ (উক্তরূপ তুমি) মা (আমাতে) প্রবিশ (প্রবেশ কর), স্বাহা। ভগ, তস্মিন্ (উক্ত) সহস্রশাখে (বহুশাখাযুক্ত নদী রূপী) ত্বয়ি (তোমাতে) অহম্ (আমি) নিমৃজে ([পাপকর্মসমূহ] বিশোধিত করিতেছি), স্বাহা। ধাতঃ (হে বিধাতা), আপঃ (জলরাশি) যথা (যেমন) প্রবতা (ক্রমনিম্ন, ঢালু দেশাবলম্বনে) যন্তি (গমন করে), মাসাঃ (মাসসমূহ) যথা (যেরূপ) অহর্জরম্ (সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়) এবম্ (এইরূপে) ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) সর্বতঃ (সর্বদিক হইতে) মাম্ আয়ন্তু (আমার সকাশে আগমন করুক), স্বাহা। প্রতিবেশঃ অসি (তুমি সকলের বিশ্রামাগার স্বরূপ), [অতএব] মা প্রভাহি (আমার নিকট প্রতিভাত হও), মা প্রপদ্যস্ব (আমাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ আমাকে সম্পূর্ণ তদাত্মক, তুমি-ময়, করিয়া লও)। ১।৪।৩

লোকসমাজে আমি যেন যশস্বী হই, স্বাহা। ধনিসমাজে আমি যেন অধিকতর ধনী হই, স্বাহা। হে ভগবন্, কোশস্বরূপ তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি, স্বাহা। হে ভগবন্, উক্তরূপ তুমিও আমাতে প্রবেশ কর, স্বাহা। হে ভগবন্, তুমি বহুভেদবিশিষ্ট, তোমাতে আমি আমার পাপকর্মসমূহ বিশোধিত করিতেছি, স্বাহা। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমনিম্ন দেশ বাহিয়া ধাবিত হয়, এবং মাসসমূহ যেমন সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্বদিক হইতে আমার সকাশে আগমন করুক, স্বাহা। তুমি সকলের বিশ্রামালয় স্বরূপ, অতএব তুমি (শরণাগত) আমার নিকট সর্বতো-ভাবে প্রতিভাত হও, তুমি আমাকে তোমার সহিত এক[১] করিয়া লও। ১।৪।৩

১। ওঙ্কারের অহংগ্রহ উপাসনা, অর্থাৎ ওঙ্কারব্রহ্মের সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবনা রূপ উপাসনা, বলা হইল।

পঞ্চম অনুবাক্

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাম্ চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। ১।৫।১

ভূঃ (সপ্রপঞ্চ ভূর্লোক), ভুবঃ (সপ্রপঞ্চ অন্তরিক্ষলোক), সুবঃ (সপ্রপঞ্চ স্বর্গলোক) ইতি এতাঃ বৈ তিস্রঃ (এই তিনটি প্রসিদ্ধ) ব্যাহৃতয়ঃ (বি-আ-হৃতি—যাহা বিবিধ অভীষ্টবস্তু সর্বতোভাবে প্রদান করে বা বিশেষরূপে অনিষ্ট হরণ করে)। তাসাম্ উ হ স্ম (উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের আবার) চতুর্থীম্ (চতুর্থ) মহঃ ইতি (মহঃ-নামক) এতাম্ (এই ব্যাহৃতিটিকে) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসের পুত্র) প্রবেদয়তে (জানেন)। তৎ (উক্ত মহঃই) ব্রহ্ম (মহৎ, অসীম) [অর্থাৎ অভীষ্টকামী ব্যক্তি মহঃ এই ব্যাহৃতিতে হিরণ্যগর্ভের দৃষ্টি আরোপ করিবেন]। সঃ (উক্ত মহঃ) আত্মা (ব্যাপক, দেহমধ্যভাগ) —[অর্থাৎ মহোব্যাহৃতিকে হিরণ্যগর্ভের মধ্যভাগ মনে করিতে হইবে]। অন্যাঃ দেবতাঃ (অপর দেবগণ) অঙ্গানি (বিভিন্ন অবয়ব)। ভূঃ ইতি বৈ অয়ম্ লোকঃ (এই পৃথিবীলোকই ভূঃ), অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষলোক) ভুবঃ ইতি, অসৌ লোকঃ (ঐ দ্যুলোক) সুবঃ (স্বর্) ইতি। ১।৫।১

ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি[১]। ইহাদের মধ্যে আবার মহঃ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিটিকে (ঋষি) মাহাচমস্য[২] অবগত হইয়াছিলেন। উক্ত মহঃই ব্রহ্ম এবং উহাই আত্মা, অর্থাৎ ব্যাহৃতি-শরীরের মধ্যভাগ; অপর দেবগণ উক্ত মহোব্যাহৃতির অবয়ব[৩]। এই পৃথিবীলোকই ভূঃ, অন্তরিক্ষলোক ভুবঃ, ঐ দ্যুলোক স্বর্। ১।৫।১

১। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—সপ্তলোকের পরিচায়ক বীজরূপী এই কয়টি মন্ত্রকে ব্যাহৃতি বলে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি মহাব্যাহৃতি।

২। ঋষি-স্মরণ উপাসনারই একটি অঙ্গ।

৩। দেবগণ—লোক, দেবু, বেদ, ও প্রাণ। মহঃ এই ব্যাহৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে; কারণ উভয়ের সাদৃশ্য আছে—ব্যাহৃতিটি মহঃ এবং ব্রহ্মও মহৎ-শব্দ-বাচ্য। আত্মা শব্দের যৌগিক অর্থ ব্যাপক, এবং আত্মার দ্বারাই হস্তাদি অঙ্গসমূহ মহীয়ান্ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহঃ ব্যাহৃতিও পূর্বোক্ত ব্যাহৃতিত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া আছে (১।৫।৩, টীকা ২); সুতরাং উহা ব্যাহৃতিশরীর ব্রহ্মের আত্মা বা মধ্যভাগ।

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি ॥ ১।৫।২

আদিত্যঃ (আদিত্য) মহঃ ইতি (মহোব্যাহৃতি)—আদিত্যেন বাব (আদিত্যেরই দ্বারা) সর্বে লোকাঃ (সকল লোক) মহীয়ন্তে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সর্ব-ব্যবহারক্ষম হয়)। অগ্নিঃ বৈ (অগ্নি-দেবতা) ভূঃ ইতি (ভূঃ-ব্যাহৃতি), বায়ুঃ (বায়ু-দেবতা) ভুবঃ ইতি, আদিত্যঃ (আদিত্য-দেবতা) সুবঃ ইতি, চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র-দেবতা) মহঃ ইতি—চন্দ্রমসা বাব (চন্দ্রেরই দ্বারা) সর্বাণি জ্যোতীংষি (সকল জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদি) মহীয়ন্তে (মহিমান্বিত হয়)। ঋচঃ বা (ঋক্ সকলই) ভূঃ ইতি, সামানি (সামসমূহ) ভুবঃ ইতি, যজূংষি (যজুঃসমূহ) সুবঃ ইতি। ১।৫।২

আদিত্যই মহঃ—কেন না (আত্মার দ্বারা অঙ্গসমূহের ন্যায়) আদিত্যেরই দ্বারা সকল লোক বর্ধিত হয়। অগ্নিই ভূঃ, বায়ুই ভুবঃ, আদিত্যই স্বঃ, ও চন্দ্র মহঃ—কেন না চন্দ্রেরই দ্বারা অপর জ্যোতির্ময় বস্তু মহীয়ান্ হয়। ঋক্‌সমূহই ভূঃ, সামসমূহ ভুবঃ, যজুঃসমূহ স্বঃ। ১।৫।২

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ১।৫।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥

ব্রহ্ম (ওঙ্কার) মহঃ ইতি। ব্রহ্মণা বাব (ওঙ্কারেরই দ্বারা) সর্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে (মহীয়ান্ হয়)। প্রাণঃ বৈ ভূঃ ইতি, অপানঃ ভুবঃ ইতি, ব্যানঃ সুবঃ ইতি, অন্নম্ মহঃ ইতি—অন্নেন বাব (অন্নেরই দ্বারা) সর্বে প্রাণাঃ সমস্ত প্রাণ) মহীয়ন্তে (পুষ্টিলাভ করে)। তাঃ এতাঃ বৈ (উক্ত এই সকল) চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ (চারিটি ব্যাহৃতি) চতস্রঃ চতস্রঃ (প্রত্যেকে চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া) চতুর্ধা (চারিপ্রকার হইয়া থাকে)। তাঃ (যথোক্ত ব্যাহৃতিদিগকে) যঃ (যিনি) বেদ (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) ; অস্মৈ (এই উপাসকের নিকট) সর্বে দেবাঃ (দেবগণ) বলিম্ (উপহার) আবহন্তি (আনয়ন করেন)। ১।৫।৩

ওঙ্কারই মহঃ—কারণ ওঙ্কারেরই দ্বারা সকল বেদ মহীয়ান্ হয়। প্রাণই ভূঃ, অপানই ভুবঃ, ব্যান স্বর্, এবং অন্নই মহঃ—কারণ অন্নেরই দ্বারা প্রাণসমূহ পুষ্ট হয়। উক্ত এই চারিটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া (পূর্বোক্তরূপ) চারি প্রকার হয়[১]। উক্ত ব্যাহৃতিদিগকে যিনি উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মকে অবগত[২] হন। উক্ত ব্রহ্মবিদের নিকট সকল দেবতা উপহার আনয়ন করেন। ১।৫।৩

১। পূর্বে চারি ব্যাহৃতির কথা বলিয়া পুনরায় উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য এইটুকু দেখান যে, ব্যাহৃতি-উপাসনা দ্বারা ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষই উপাসিত হন।

ভূঃ—পৃথিবী, অগ্নি, ঋক্, ও প্রাণ ; ভুবঃ—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম, ও অপান ; স্বর্—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ, ও ব্যান ; মহঃ—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম, ও অন্ন। (৪ × ৪ = ১৬) । ছাঃ ৪।৫-৮

২। পূর্বে মহঃ-ব্যাহৃতি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, "উহাই ব্রহ্ম, উহাই আত্মা"। বিদিত বিষয় পুনরায় জ্ঞাত করান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভূর্ভুবঃ-স্ব-আত্মক চতুর্থ ব্যাহৃতিরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্বে সাধারণভাবে হইয়াছে, বিশেষভাবে হয় নাই। পরবর্তী অনুবাকে ঐ উপাসনার বিশেষ গুণ, স্থান ইত্যাদি বলা হইবে।

ষষ্ঠ অনুবাক

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। ১।৬।১

অন্বয়ঃ-হৃদয়ে (হৃদয়পদ্মমধ্যে) যঃ এষঃ (এই যে প্রসিদ্ধ) আকাশঃ (অবকাশ) তস্মিন্ (সেই আকাশে) সঃ অয়ম্ (সেই প্রসিদ্ধ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধব্য) অমৃতঃ (মরণশূন্য) হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়) পুরুষঃ (হৃদয়-পুরশায়ী, অথবা জগৎ-পরিপূরক পুরুষ) [অবস্থিত]। অন্তরেণ তালুকে (তালুদ্বয়ের মধ্যে) যঃ এষঃ (এই যে মাংসখণ্ড) স্তনঃ ইব (স্তনের ন্যায়) অবলম্বতে (লম্বমান আছে) [তাহার মধ্য দিয়া, এবং] যত্র (যেখানে) অসৌ (এই) কেশান্তঃ (কেশসমূহের মূল) বিবর্ততে (বিভক্ত হইয়াছে) [সেই অবকাশে উপস্থিত

হইয়া] [যা (যে সুষুম্না নাড়ী)] শীর্ষকপালে (মস্তকের দুইটি কপালখণ্ডকে) ব্যপোহ্য (বিভক্ত করিয়া) [নির্গত হইয়াছে] সা (সেই নাড়ীই) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রের, অর্থাৎ ব্রহ্মের, স্বরূপ প্রাপ্তির মার্গ) । [এই মার্গে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া] ভূঃ ইতি অগ্নৌ ([মহঃ-ব্রহ্মের অঙ্গভূত] ভূঃ এই ব্যাহৃতিরূপ যে অগ্নি-দেবতা তাঁহাতে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন) [অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপে এই লোক ব্যাপ্ত করেন], ভুবঃ ইতি বায়ৌ (ভুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন) । ১।৬।১

হৃদয়পদ্মের মধ্যে এই যে প্রসিদ্ধ আকাশ, উহাতে সেই বিজ্ঞানময় অমৃতস্বরূপ জ্যোতির্ময় পুরুষ অবস্থিত আছেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে এই যে স্তনের ন্যায় লম্বমান মাংসখণ্ড, উহার মধ্য দিয়া এবং যেখানে কেশমূল বিভক্ত হইয়াছে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যে (সুষুম্না) নাড়ী মস্তকস্থ কপালদ্বয় ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, সেই নাড়ীই ব্রহ্মলাভের পথ। ঐ মার্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপাসক ভূঃ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন; ভুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। ১।৬।১

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥ ১।৬।২

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

সুবঃ ইতি আদিত্যে (সুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে), মহঃ ইতি ব্রহ্মণি (মহঃ এই ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভে) [প্রতিষ্ঠিত হন] । [এই সমূহে আত্মভাব প্রাপ্ত

হইয়া] স্বারাজ্যম্ (স্বাজভূত দেবগণের আধিপত্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। মনসঃ-পতিম্ (মনের পতি [অখিল চিন্তার বিষয়] সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ; বাক্-পতিঃ (বাগিন্দ্রিয়সমূহের পতি), চক্ষুঃ-পতিঃ (চক্ষুসমূহের পতি), শ্রোত্রপতিঃ (কর্ণসমূহের পতি), বিজ্ঞানপতিঃ (বিজ্ঞানসমূহের পতি) [হন]। ততঃ (উহা হইতেও অধিকতর) এতৎ (ইহা) ভবতি (হন)—আকাশ-শরীরম্ (আকাশই যাঁহার শরীর, বা যাঁহার শরীর আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম), সত্য-আত্ম (মূর্ত ও অমূর্তাত্মক সত্যাত্মা), প্রাণারামম্ (প্রাণে যাঁহার আক্রীড়া, অথবা যিনি প্রাণসমূহের আশ্রয়), মন-আনন্দম্ (যাঁহার মন কেবলই সুখ-সম্পাদক) [এইরূপ] শান্তিসমৃদ্ধম্ (শান্ত ও সমৃদ্ধ, অথবা শান্তিদ্বারা সমৃদ্ধ), অমৃতম্ (অমর) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [হইয়া থাকেন]। প্রাচীনযোগ্য (হে প্রাচীনযোগ্য), ইতি (এই প্রকারে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)। ১।৬।২

•

স্বর্‌-রূপী আদিত্যে, মহঃ-রূপী অপর-ব্রহ্মে[১] প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বারাজ্য[২] প্রাপ্ত হন এবং মনসস্পতিকে প্রাপ্ত হন। তিনি বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি, ও বিজ্ঞানপতি হন। তিনি ইহা হইতেও অধিক এইরূপ হন—তিনি আকাশ-শরীর, সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ, ও অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এইরূপে (উক্ত গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের) উপাসনা কর[৩]। ১।৬।২

•

১। চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানোৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন—শঙ্করানন্দ।

২। ইহা নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য নহে। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ঐশ্বর্য তাঁহার হয় না।

৩। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুবাকদ্বয়ের সার মর্ম এই :—ব্যাহৃতি-শরীরের মধ্যভাগ (আত্মা) মহঃ; পাদদ্বয় ভূঃ, বাহুদ্বয় ভুবঃ, মস্তক স্বঃ। ৫ম অনুবাকে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ৬ষ্ঠ অনুবাকে তাহার ফল স্বারাজ্য এবং স্থান হৃদয়াকাশ স্থিরীকৃত হইল। বিষ্ণুপূজার প্রতীক যেমন শালগ্রাম, এই উপাসনার স্থানও সেইরূপ হৃদয়াকাশ। উক্ত উপাসকের উত্তরমার্গে গতি হয়।

সপ্তম অনুবাক

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্।

[পূর্ব অনুবাকে কথিত ব্রহ্মেরই উপাসনা বলা হইতেছে]—পৃথিবী (পৃথিবী), অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক), দিশঃ (পূর্বাদি দিক্‌সমূহ), অবান্তরদিশাঃ (অবান্তর দিক্‌সমূহ)—[এই পাঁচটি লোক-পাঙ্‌ক্ত]। অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ; চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ)—[এই পাঁচটি দেবতা-পাঙ্‌ক্ত]। আপঃ (জল), ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ), বনস্পতয়ঃ (বিনাপুষ্পে ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ), আকাশঃ (আকাশ), আত্মা (বিরাট্ পুরুষ)—[এই পাঁচটি ভূত-পাঙ্‌ক্ত]।—ইতি অধিভূতম্ (এই তিন প্রকার—অধিভূত, অধিদৈবত, অধিলোক—পাঙ্‌ক্ত উপাসনা)। [মূলে শুধু অধিভূত থাকিলেও তিনটিই বুঝিতে হইবে]।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ (এই পাঁচটি লোকপাঙ্‌ক্ত); অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ—(এই পাঁচটি দেবতাপাঙ্‌ক্ত); জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, আকাশ ও বিরাট্ পুরুষ—এই পাঁচটি ভূতপাঙ্‌ক্ত[১]।

১। পঙ্‌ক্তিনামক বৈদিক ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটি অক্ষর থাকে। এই অনুবাকেও পাঁচ পাঁচ পদার্থ একসঙ্গে ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক, ধাতুপঞ্চক—এই ছয় ভাগ করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত এই পাঁচ সংখ্যার সাম্য আছে। এইরূপে পৃথিব্যাদিতে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি বাহ্যপঞ্চক ও তিনটি অধ্যাত্মপঞ্চক। বাহ্যপঞ্চককে অধ্যাত্মপঞ্চকের দৃষ্টি করিলে সর্বাত্মা প্রজাপতির সহিত একত্বলাভ হয়।

অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥ ১।৭

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (শরীরাধিকারে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা বলা হইতেছে)—প্রাণঃ, ব্যানঃ, অপানঃ, উদানঃ, সমানঃ,—[ইহারা প্রাণাদি-বায়ুপাঙ্‌ক্ত]; চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্, মনঃ, বাক্, ত্বক্—[ইহারা ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত]; চর্ম, মাংসম্, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—[ইহারা ধাতুপাঙ্‌ক্ত]। এতৎ (এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা) অধিবিধায় (পরিকল্পনা করিয়া) ঋষিঃ (ঋষি, অথবা বেদ) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)—ইদম্ (এই) সর্বম্ বৈ (সমস্তই) পাঙ্‌ক্তম্ (পাঙ্‌ক্ত, পঞ্চাত্মক); পাঙ্‌ক্তেন এব (আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্তের দ্বারাই) পাঙ্‌ক্তম্ (বাহ্য পাঙ্‌ক্তকে) স্পৃণোতি (পূর্ণ করে, অর্থাৎ একাত্মরূপে লাভ করে), [এইরূপে প্রজাপতিস্বরূপ হয়] ইতি। ১।৭

অনন্তর অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত উপাসনা বলা হইতেছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, ও সমান—(এই প্রাণপঞ্চক); চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্, ও ত্বক্—(এই ইন্দ্রিয়পঞ্চক); চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—(এই ধাতুপঞ্চক)। এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা পরিকল্পনা করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন, "এই সমস্তই পঞ্চাত্মক। আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই বাহ্য পাঙ্‌ক্তের সহিত ঐক্যলাভ হয়।" ১।৭

অষ্টম অনুবাক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি

গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১।৮

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

ওম্ ইতি ([সকল উপাসনার অঙ্গভূত] ওম্ এই শব্দকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) [উপাসনা করিবে ; প্রঃ ৫।২]। [শব্দরূপ ওঙ্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া] ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) ওম্ ইতি (ওঙ্কার) [ছাঃ ২।২৩।৩ ; মাঃ ১, টীকা]। ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ এই পদটি) অনুকৃতিঃ হ স্ম বৈ (অনুকৃতি, সম্মতি-জ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কেহ কিছু বলিলে অপরে "ওম্" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করে)। অপি (আরও) ও শ্রাবয় ইতি (যখন যজুর্বেদী অধ্বর্যু অগ্নীধ্রকে বলেন "ওম্ দেবগণকে শ্রবণ করাও," তখন তাঁহারা) আশ্রাবয়ন্তি (শ্রবণ করাইয়া থাকেন)। ওম্ ইতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক) সামানি (সামসমূহ) গায়ন্তি (গান করেন)। ওম্ শোম্ ইতি ("ওম্ শোম্" ইহা উচ্চারণপূর্বক) শস্ত্রাণি (শস্ত্র, অর্থাৎ গীতিরহিত ঋক্‌সমূহ) শংসন্তি (পাঠ করেন)। [হোতৃগণ স্তোত্রপাঠ কালে "শোংসাবোম্"—"ওঁ আমরা প্রার্থনা করি" এই "আহাব" পাঠ করিয়া অধ্বর্যুর অনুমতি চাহিলে] ওম্ ইতি অধ্বর্যুঃ (যজুর্বেদী ঋত্বিক্) প্রতিগরম্ ("শোংসামো দৈবোম্"—"ইহাতে আমাদের আনন্দ হইবে" ইত্যাকার উৎসাহ-বাণী, [শঙ্করানন্দের মতে, প্রতিগরম্—প্রতিকার্যে]) প্রতিগৃণাতি (হোতার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন)। ওম্ ইতি ব্রহ্মা (সর্ববেদজ্ঞ ও যজ্ঞ-পরিচালক ঋত্বিক্‌বিশেষ) প্রসৌতি (অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন)। [এইরূপে প্রতিবেদে ওম্ ব্যবহৃত হয়]। [যজমান] ওম্ ইতি [অধ্বর্যুকে] অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি (অগ্নিহোত্রহবনীতে [দুগ্ধ ঢালার] অনুমতি প্রদান করেন)। প্রবক্ষ্যন্ (বেদ পাঠ করাইতে, বা ব্রহ্ম প্রতিপাদনে ইচ্ছুক) ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্ম (বেদ বা পরমাত্মা) উপাপ্নবানি ইতি (লাভ করিতে সমর্থ হইব মনে করিয়া) ওম্ ইতি আহ (ওম্ উচ্চারণ করেন)—ব্রহ্ম (বেদ বা ব্রহ্মকে) উপাপ্নোতি এব (অবশ্যই প্রাপ্ত হন)—[ছাঃ ১।১।১-১০]। ১।৮

ওম্ এই শব্দটিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। শব্দরূপ ওঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া এই সমস্তই ওঙ্কারস্বরূপ। 'ওম্' এই শব্দটি সম্মতি-জ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু "ওম্ দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাও" এই কথা বলিলে ঋত্বিক্‌গণ শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওম্ উচ্চারণপূর্বক সামসমূহ গান করিয়া থাকেন। "ওম্ শোম্"—ইহা বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্যু প্রতিগর উচ্চারণ করেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। ওম্ বলিয়া অগ্নিহোত্রের অনুমতি প্রদান করা হয়। বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করিব মনে করিয়া বেদাধ্যাপক বা ব্রহ্মোপদেষ্টা ওম্ উচ্চারণ করেন, এবং তজ্জন্য তিনি অবশ্যই বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করেন। ১।৮

নবম অনুবাক

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রব্রচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১।৯

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥

[উপাসনার দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ হয়, ইহা শুনিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম নিরর্থক। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে]—ঋতম্ চ (শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধির জ্ঞান) স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন ও প্রবচন—অধ্যাপনা, অথবা নিত্যপাঠ রূপ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে)। সত্যম্ চ (যথার্থ কথন ও আচরণ), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপঃ চ (কৃচ্ছ্রাদি), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমঃ চ (বাহ্যকরণোপশম), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমঃ চ (অন্তঃকরণোপশম), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়ঃ চ (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি নামক অগ্নিসমূহ [আধান করিবে]), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রম্ চ (অগ্নিহোত্র-হবন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়ঃ চ (অতিথিসৎকার করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষম্ চ (লৌকিক আচার [পালন করিবে]), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ (সন্তানোৎপাদন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনঃ চ (ঋতুকালে ভার্যা-গমন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিঃ চ (পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। রাথীতরঃ (রথীতর-গোত্রীয়) সত্যবচাঃ (সত্যবচা নামক ঋষির মতে) সত্যম্ ইতি (সত্যই অনুষ্ঠেয়) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টতনয়) তপোনিত্যঃ (তপোনিত্য ঋষি [মনে করেন]) তপঃ ইতি (তপস্যাই অনুষ্ঠেয়)। নাকঃ মৌদ্গল্যঃ (মুদ্গলপুত্র) নাকঃ (নাক নামক ঋষি [মনে করেন]) স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি (স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনাই কেবল অনুষ্ঠেয়); [কারণ] তৎ হি (উহাই) তপঃ (মুখ্য তপস্যা), তৎ হি তপঃ (উহাই তপস্যা)। ১।৯

শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধি জানিবে এবং বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সত্য বলিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। তপস্যা করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। বাহেন্দ্রিয় সংযত করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিসমূহ আধান করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। অতিথিসৎকার করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সন্তানোৎপাদন করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে।

[illegible] সন্তানোৎপাদন করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে[1]। পৌত্রোৎপত্তির জন্য পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত করিবে[2] এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। রথীতরগোত্রীয় সত্যবচার মতে সত্যই অনুষ্ঠেয়। পৌরুশিষ্টিপুত্র তপোনিত্য বলেন—তপস্যাই কর্তব্য। মুদ্গলতনয় নাকের মতে কেবল স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কর্তব্য; কেন না উহাই যথার্থ তপস্যা, উহাই তপস্যা[3]। ১।৯

১। তাৎপর্য এই যে, শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি যেরূপ করা উচিত, স্বাধ্যায় ও প্রবচনও সেইরূপ সর্বদা কর্তব্য।

২। বৃঃ ১।৫।১৭

৩। সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের আদরার্থ পুনরুক্তি হইয়াছে।

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ১।১০

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥

[বিদ্যোৎপত্তির উদ্দেশ্যে জপের জন্য এই মন্ত্র বিহিত হইতেছে]—অহম্ (আমি) বৃক্ষস্য (উচ্ছেদাত্মক সংসারবৃক্ষের) রেরিবা (অন্তর্যামী আত্মা রূপে প্রেরয়িতা)। [আমার] কীর্তিঃ (খ্যাতি) গিরেঃ (পর্বতের) পৃষ্ঠম্ ইব (পৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত)। ঊর্ধ্বপবিত্রঃ ([ঊর্ধ্ব—কারণ, পবিত্র—জ্ঞানপ্রকাশ্য পরম ব্রহ্ম] পরব্রহ্ম যাহার দেহাদিসঙ্ঘাতের কারণ [আমি সেই রূপ])। বাজিনি (অন্নাধার সূর্যে) সু-অমৃতম্ ইব (যেরূপ উত্তম আনন্দামৃত আছে) অস্মি (আমিও সেইরূপ [[illegible]])। [আমি] সবর্চসম্ (দীপ্তিমৎ আত্মতত্ত্বরূপ) দ্রবিণম্ (ধন)।

[অথবা, দ্রবিণম্ (ইব) (ধনের ন্যায়) সবর্চসম্ (দীপ্তিমৎ ব্রহ্মজ্ঞান) আমি প্রাপ্ত হইয়াছি]। সুমেধাঃ (আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন), অমৃত-উক্ষিতঃ (অমৃতে বা সদানন্দরসে সিক্ত) [অথবা—অমৃতঃ অক্ষিতঃ (আমি অমর এবং অক্ষয়)]—ইতি (এই প্রকার) ত্রিশঙ্কোঃ (ত্রিশঙ্কু নামক ঋষির) বেদানুবচনম্ (বেদ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব, প্রাপ্তির অনু—পরে, বচনম্—উক্তি)। ১।১০

"আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার খ্যাতি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত। পরব্রহ্মই আমার কারণ। সূর্যে যেরূপ উত্তম অমৃত আছে, আমিও সেইরূপ আনন্দাত্মা। আমি দীপ্তিমৎ ব্রহ্মস্বরূপ ধন। আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন। আমি অমর ও অক্ষয়।"—ত্রিশঙ্কু নামক ঋষি আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ১।১০

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ ১।১১।১

বেদম্ (বেদ) অনূচ্য (অধ্যাপনা করিয়া) আচার্যঃ (আচার্য) অন্তেবাসিনম্ (শিষ্যকে) অনু-শাস্তি (পরে অর্থ গ্রহণ করাইতেছেন)—সত্যম্ (যথাবগত বিষয়) বদ (বলিও)। ধর্মম্ (অনুষ্ঠেয় কর্ম) চর (আচরণ করিও)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়ন হইতে) মা প্রমদঃ (অনবহিত হইবে না)। আচার্যায় (আচার্যের জন্য) প্রিয়ম্

(অভীষ্ট) ধনম্ (ধন) আহৃত্য (আহরণ করিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া) [আচার্যের আদেশে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্বক] প্রজাতন্তুম্ (সন্তানধারা) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (বিচ্ছিন্ন করিও না)। সত্যাৎ (সত্যনিষ্ঠা হইতে) ন প্রমদিতব্যম্ (ভ্রষ্ট হইও না), ধর্মাৎ (ধর্ম হইতে) ন প্রমদিতব্যম্। কুশলাৎ (আত্মরক্ষা হইতে) ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ (বিভূত্যর্থক মঙ্গলযুক্ত কর্ম বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ (স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। ১।১১।১

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেছেন —"সত্য বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া) সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হইও না। বিভবলাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। ১।১১।১

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥ ১।১১।২

দেব-পিতৃ-কার্যাভ্যাম্ (দেবকার্য ও পিতৃকার্য বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবতা যাহার এইরূপ) ভব (হও)। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবতা যাহার এইরূপ) ভব। আচার্য-দেবঃ ভব। অতিথি-দেবঃ ভব। যানি (যে সকল) কর্মাণি (কর্মসমূহ) অনবদ্যানি (অনিন্দিত) তানি (সেই সকল) সেবিতব্যানি (করা উচিত) ইতরাণি (অন্য কর্মসমূহ) নো (—ন, করণীয় নহে)। অস্মাকম্ (আমাদের) যানি (যে সকল) সুচরিতানি (শাস্ত্রসম্মত আচরণ) তানি (সেই সকল) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) উপাস্যানি (নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়)। ১।১১।২

"দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতৃদেব হও। পিতৃদেব হও। আচার্যদেব হও। অতিথিদেব হও। যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। আমাদের যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়। ১।১১।২

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥ ১।১১।৩

ইতরাণি (অপর আচরণ সকল) নো (অনুষ্ঠেয় নহে)। যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) অস্মৎ-শ্রেয়াংসঃ (আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) তেষাম্ (তাঁহাদের) আসনেন (আসন দান পূর্বক) প্রশ্বসিতব্যম্ (শ্রম অপনোদন করা কর্তব্য)। শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) দেয়ম্ (দান করিবে)—অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্বক) অদেয়ম্ (দেওয়া অনুচিত)। শ্রিয়া (ঐশ্বর্যানুরূপ) দেয়ম্। হ্রিয়া (সলজ্জভাবে, অর্থাৎ বিনয়সহকারে) দেয়ম্। ভিয়া (সভয়ে, শাস্ত্রভয়ে) দেয়ম্। সংবিদা (মিত্রভাবে) দেয়ম্। অথ (আর) যদি (যদি) তে (তোমার) কর্মবিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত কর্মবিষয়ে সংশয়) বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত আচারবিষয়ে সংশয়) স্যাৎ (উপস্থিত হয়)—। ১।১১।৩

"অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর, তুমি তাঁহাদিগকে আসনাদি দিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। সামর্থ্যানুসারে দান করিবে। বিনম্রভাবে দান করিবে। সভয়ে দান করিবে। মিত্রব্যবহার সহকারে দান করিবে। আর যদি কর্ম

[illegible] তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে—১।১১।৩

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ১।১১।৪

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ ॥

তত্র (সেই দেশে বা কালে) যে ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) সম্মর্শিনঃ (বিচারক্ষম) যুক্তাঃ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরায়ণ), আযুক্তাঃ (কর্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত), অলুক্ষাঃ (অরূক্ষ, অনিষ্ঠুর), ধর্মকামাঃ (অকামহত) স্যুঃ (থাকেন) তে (তাঁহারা) তত্র (উক্ত কর্মে বা আচারে) যথা (যে প্রকার) বর্তেরন্ (রত থাকেন) [তুমিও] তত্র (সেই কর্মে বা আচারে) তথা (উক্ত প্রকারে) বর্তেথাঃ (রত থাকিবে)। অথ (আর) অভ্যাখ্যাতেষু (পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের [কাহারও আচরণ সম্বন্ধে কেহ অভিযোগ বা সংশয় উপস্থিত করিলে] যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তাঃ, আযুক্তাঃ, অলুক্ষাঃ, ধর্মকামাঃ স্যুঃ, তে তেষু (উক্ত বিষয়াদিতে) যথা বর্তেরন্, তেষু তথা বর্তেথাঃ। এষঃ (ইহাই) আদেশঃ (বিধি); এষঃ (ইহাই) উপদেশঃ (পুত্রাদির প্রতি উপদেশ); এষা (ইহাই) বেদ-উপনিষৎ (বেদের রহস্য), এতৎ (ইহাই) অনুশাসনম্ (ঈশ্বরাজ্ঞা) [কারণ বেদের শাসন ঈশ্বর হইতে আগত]। এবম্ (এই প্রকারে) উপাসিতব্যম্ (সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে), এবম্ উ চ (এই প্রকারেই) এতৎ উপাস্যম্ (এই সমস্ত অনুষ্ঠেয়)। ১।১১।৪

"ঐ সময়ে বা ঐ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রূরমতি, ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁহারা ঐ কর্ম বা আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও উহাতে তদ্রূপই থাকিবে। আবার পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও আচরণে যদি কেহ সংশয় উপস্থিত করে, তবে ঐ কালে বা স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মনিষ্ঠ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রূরমতি, ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও সেইরূপই থাকিবে। ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। এই প্রকারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে, এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে[১]।" ১।১১।৪

১। শীক্ষাধ্যায়ের মূল বক্তব্য এই—প্রথমে যাহা কর্মের বিরুদ্ধ নয় এমন, সংহিতাদি বিষয়ক উপাসনা বলা হইয়াছে। অনন্তর ব্যাহৃতি অবলম্বনে স্বারাজ্য-লাভজনক সোপাধিক আত্মার উপাসনাও বলা হইয়াছে। ইহাতে সংসারবীজস্বরূপ অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না বলিয়া পরবর্তী বল্লীতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইবে।

এই একাদশ অনুবাকের মর্মার্থ এই—পুরুষের সংস্কারের জন্য শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয়। কারণ সংস্কারদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতএব বিদ্যোৎপত্তির জন্য কর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কর্মের অকরণে যে অনুশাসনাতিক্রমে দোষ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশ অনুবাক

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে

বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মা-বাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥ ১।১২

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ ॥

[অন্বয়ার্থ ও অনুবাদাদির জন্য প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। পার্থক্য এই যে, এই স্থলে ক্রিয়াগুলির অতীতকালে প্রয়োগ হইয়াছে। যথা]—অবাদিষম্ (বলিয়াছি), আবীৎ (রক্ষা করিয়াছেন)। ১।১২

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ১

[ওম্ শন্নঃ ইত্যাদির অন্বয়ার্থাদির জন্য শীক্ষাবল্লী প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। অতীত বিদ্যার গ্রহণ ও প্রদান বিষয়ে কোনও দোষ হইয়া থাকিলে তাহার প্রশমনের জন্য অতীত অধ্যায়ের শেষে এই শান্তি পঠিত হইয়াছে; এবং অজ্ঞান-বিচ্ছেদক আগামী ব্রহ্মাত্ম-বিদ্যার বিঘ্নবিনাশার্থ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ইহা পুনরায় পঠিত হইল। আনন্দাশ্রম সংস্করণে বর্তমান শান্তিটিও শীক্ষাবল্লীর শেষে, অর্থাৎ দুইবার, ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আচার্য শঙ্করের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না।] ২।১।১

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ২

[সহ নাববতু ইত্যাদির অন্বয়ার্থাদি কঠোপনিষদের শান্তিপাঠে দ্রষ্টব্য]

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।

সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।১।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

ব্রহ্মবিৎ (যিনি ব্রহ্মকে, অর্থাৎ সর্ববৃহত্তমকে, জানেন, তিনি) পরম্ (নিরতিশয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষা (এই [ঋক্ মন্ত্র]) অভ্যুক্তা (কথিত হইয়াছে)—সত্যম্ (সত্য; সর্বদা অব্যভিচারী বা একরূপ) জ্ঞানম্ (অববোধস্বরূপ) অনন্তম্ (অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যঃ (যিনি) পরমে ব্যোমন্ (হৃদয়স্থ পরমাকাশে [ছাঃ ৩।১২।৭-৯]) গুহায়াম্ (বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে) নিহিতম্ (স্থিতস্বরূপে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বিপশ্চিতা (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মস্বরূপে) সর্বান্ (নির্বিশেষরূপে সর্বপ্রকার) কামান্ (ভোগ্যবিষয়) সহ (যুগপৎ) অশ্নুতে (উপভোগ করেন) ইতি [মন্ত্রের পরিসমাপ্তিসূচক]। ['ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্'—সমস্ত বল্লীর সূত্র-স্থানীয় এই ব্রাহ্মণবাক্যে সূচিত ও তৎপরবর্তী মন্ত্রে সংক্ষেপে কথিত বিষয়টির বিস্তার করা হইতেছে]—তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ (উক্ত এই) আত্মনঃ (আত্মশব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম হইতে

[ছাঃ ৬।৮।৭]) আকাশঃ সম্ভূতঃ (উৎপন্ন হইল) ; আকাশাৎ (আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে) বায়ুঃ ; বায়োঃ (বায়ু হইতে) অগ্নিঃ ; অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) আপঃ (জল) ; অদ্ভ্যঃ (জল হইতে) পৃথিবী (মৃত্তিকা) ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) ওষধয়ঃ (ওষধি সকল) ; ওষধীভ্যঃ (ওষধি সকল হইতে) অন্নম্ ; অন্নাৎ (অন্ন হইতে) পুরুষঃ (দেহধারী পুরুষ) [উৎপন্ন হইল]। সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ (উক্ত এই পুরুষ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরসের বিকার স্বরূপ)। তস্য (সেই পক্ষিসদৃশ পুরুষের) ইদম্ এব ([স্কন্ধোপরি অবস্থিত] ইহাই) শিরঃ (মস্তক) ; অয়ম্ (ইহা, দক্ষিণ হস্ত) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ডান পাখা) ; অয়ম্ (বাম হস্ত) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পাখা) ; অয়ম্ (দেহস্কন্দ) আত্মা (দেহমধ্যভাগ) ; ইদম্ (নাভির অধোভাগ) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ)। তৎ অপি (উক্ত বিষয়েই) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই শ্লোক আছে)—। ২।১।৩

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—"সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে[1] হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার[2] মধ্যে অবস্থিত বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম রূপে যুগপৎ সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু উপভোগ করেন।" উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধি সকল হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ, অর্থাৎ মানুষ, উৎপন্ন হইল[3]। উক্ত এই পুরুষ অন্নরসের পরিণাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পুরুষের ইহাই মস্তক, এই দক্ষিণ হস্তই দক্ষিণপক্ষ, এই বাম হস্তই বামপক্ষ, এই দেহস্কন্দই দেহমধ্যভাগ, এই নাভির অধোভাগই অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ[4]। উক্ত বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—। ২।১।৩

১। এই বাক্যটি ব্রহ্মের লক্ষণ। সত্য—যাহা যদ্রূপে নিশ্চিত হয়, তদ্রূপ পরিত্যাগ না করা ; জ্ঞান—জ্ঞপ্তি বা অনুভবমাত্র, জ্ঞানের কর্তাদি নহে ;

অনন্ত—দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই তিনটিই ব্রহ্মের বিশেষণ এবং তিনটিই পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মে অন্বিত হইবে। বিশেষণ বিশেষ্যকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করে। সত্য-শব্দ বিকারী বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মকে সকলের অবিকারী কারণ-রূপে নির্দেশ করিতেছে। জ্ঞান-শব্দ কর্তৃত্বাদির ও অনন্ত-শব্দ সসীমত্বের নিষেধ করিতেছে। ব্রহ্ম জ্ঞানবান্ নহেন, জ্ঞানস্বরূপ; সত্তাবান্ নহেন, সত্তাস্বরূপ।

২। জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রূপ পদার্থত্রয় বুদ্ধিতে নিগূঢ় আছে—অতএব উহা গুহা। এই বুদ্ধিতেই ব্রহ্ম সুস্পষ্ট উপলব্ধ হন।

৩। সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও কেবল মানুষই কর্ম ও জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া সে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল। অপর সকলে ভোগযোনি মাত্র।

৪। পুরুষকে পক্ষিরূপে কল্পনা করিয়া বর্তমান ও পরবর্তী ৪টি অনুবাকে অন্নময়াদি কোশের বর্ণনা করা হইতেছে। কোশ—তলোয়ারের খাপ। অন্নময়াদি কোশগুলির মধ্যে পর পর সূক্ষ্মতর কোশগুলি, স্থূলতর কোশের অভ্যন্তরে তলোয়ারের ন্যায় রহিয়াছে। সকলের অভ্যন্তরে আছেন প্রত্যগাত্মা।

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে॥ ইতি।

যাঃ কাঃ চ (নির্বিশেষভাবে যত কিছু) প্রজাঃ (জীবসমূহ) পৃথিবীম্ শ্রিতাঃ (পৃথিবীতে অবস্থিত আছে) [তাহারা সকলেই] অন্নাৎ বৈ (রসরূপে পরিণত অন্ন

হইতেই) প্রজায়ন্তে (জাত হয় [ছাঃ ৬।৫।১]) অথো (অপি চ) অন্নেন এব (অন্নেরই দ্বারা) জীবন্তি (প্রাণ ধারণ করে ও বর্ধিত হয়), অথ (অধিকন্তু) অন্ততঃ (অবশেষে, জীবনশেষে) এনৎ অপিযন্তি (এই অন্নেই লীন হয়) ;—হি (কারণ) অন্নম্ (অন্ন) ভূতানাম্ (প্রাণিবর্গের) জ্যেষ্ঠম্ (অগ্রজ)। তস্মাৎ (এই জন্যই) সর্ব-ঔষধম্ (অন্নকে সকল প্রাণীর ঔষধ, সকল দেহ-যন্ত্রণার নিবারক) উচ্যতে (বলা হয়)। যে (যাঁহারা) অন্নম্ (অন্নকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে ; জীবের উৎপত্তি, জীবন ও মরণের কারণরূপে) উপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাঁহারা) সর্বম্ (সমস্ত) অন্নম্ বৈ (অন্নই) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)। [অন্নাত্মার উপাসনায় কেন সর্বান্নপ্রাপ্তি হয়, বলা হইতেছে]—হি (যেহেতু) অন্নম্ ভূতানাম্ জ্যেষ্ঠম্, তস্মাৎ সর্বৌষধম্ উচ্যতে [সুতরাং সর্বান্নপ্রাপ্তি সম্ভবপর]। অন্নাৎ ভূতানি (ভূত সকল) জায়ন্তে। জাতানি (জাত হইয়া) অন্নেন (অন্নের দ্বারা) বর্ধন্তে (বর্ধিত হয়)। [অন্ন-শব্দের ব্যুৎপত্তি এই]—অদ্যতে (ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত হয়), চ অত্তি ভূতানি (এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে) তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (উহা) অন্নম্ উচ্যতে (অন্ন নামে কথিত হয়)। ইতি [অন্নময় কোশের পরিসমাপ্তিসূচক]।

"যত কিছু জীব আছে, তাহারা সকলে অন্ন হইতে জাত হয়, অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করে, এবং জীবনশেষে এই অন্নেই লীন হয় ;—কারণ অন্নই প্রাণিবর্গের অগ্রে জাত হইয়াছিল। এই কারণেই অন্নকে সকল প্রাণীর সর্বৌষধ বলা হয়। যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম—অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ—স্বরূপে উপাসনা করেন[১] তাঁহারা সমুদয় অন্ন প্রাপ্ত হন। অন্ন ভূতবর্গের অগ্রে জাত বলিয়াই যেহেতু উহাকে সর্বপ্রাণীর ঔষধস্বরূপ বলা হয় (সুতরাং সর্বান্নপ্রাপ্তি হয়)। অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয় এবং জাত হইয়া অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়। উহা ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে বলিয়া উহা অন্ন নামে পরিচিত।"

১। এই স্থলে ও পরবর্তী কটি অনুবাকে যে উপাসনা বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ

উপাসনার জন্য নহে ; কিন্তু শরীরাদি অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি দূরীকরণপূর্বক প্রত্যগাত্মাতে বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য। ফলের উল্লেখও স্তুতির জন্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।২

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে উক্ত এই) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসময় পিণ্ড হইতে) অন্যঃ (অতিরিক্ত) [এবং] অন্তরঃ (তাহার অভ্যন্তরে) প্রাণময়ঃ (প্রাণের, অর্থাৎ বায়ুর, পরিণামভূত) আত্মা (আত্মা, অর্থাৎ আত্মরূপে পরিকল্পিত কোশ, আছে)। তেন (সেই প্রাণময় আত্মাদ্বারা) এষঃ (এই অন্নময় আত্মা) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ)। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই প্রাণময় আত্মাও) পুরুষবিধঃ এব (হস্তপাদাদিযুক্ত পুরুষেরই মত)। তস্য (অন্নরসময়ের) পুরুষবিধতাম্ অনু (পুরুষাকারের অনুযায়ী [ছাঁচে ঢালা প্রতিমার ন্যায়]) অয়ম্ (এই প্রাণময়ও) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার)। তস্য (সেই প্রাণময়ের) প্রাণঃ এব (প্রাণই, মুখনাসিকায় বিচরণশীল বায়ুবৃত্তি বিশেষই) শিরঃ (মস্তক রূপে কল্পিত হয়)। ব্যানঃ (ব্যানবায়ু) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণ পক্ষ); অপানঃ (অপানবায়ু) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পক্ষ); আকাশঃ (সমানাখ্য বায়ু) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); পৃথিবী (পৃথিবী, অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণের ধারয়িত্রী, দেবতা) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ [যদ্দ্বারা উদানবায়ু শরীর ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে]]। তৎ অপি (উক্ত বিষয়েই) এষঃ (এই) শ্লোকঃ ভবতি (শ্লোক আছে)—। ২।২

পূর্বোক্ত এই অন্নরসময় পিণ্ড হইতে পৃথক্, অথচ তাহারই অভ্যন্তরে, বায়ুর পরিণামভূত প্রাণময়কোশ নামক একটি আত্মা[১] আছেন। তদ্দ্বারা অন্নময় কোশ পরিপূর্ণ। সেই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকার। অন্নরসময়ের পুরুষাকারের অনুযায়ী এই প্রাণময়ও পুরুষাকার। সেই প্রাণময়ের প্রাণবায়ুই মস্তক; ব্যানবায়ু দক্ষিণপক্ষ; অপানবায়ু বামপক্ষ; আকাশ, অর্থাৎ সমানবায়ু, আত্মা বা দেহমধ্য-ভাগ; পৃথিবী স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।২

১। পরবর্তী কোশ পূর্ববর্তী কোশের সত্য সত্যই আত্মা নহে। অজ্ঞানীর অনুভূতি অবলম্বনে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মচৈতন্ত দ্বারাই এই সকল কোশ আত্মবান্ হইয়া থাকে। অধ্যস্ত পঞ্চ কোশের নিষেধপূর্বক প্রত্যগাত্মার প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে ॥ ইতি।

দেবাঃ (অগ্ন্যাদি দেবগণ) প্রাণম্ অনু (প্রাণক্রিয়াশক্তিমান্ বায়ুরূপে, প্রাণেরই আত্মভূত হইয়া) প্রাণন্তি (প্রাণক্রিয়াযুক্ত হন) [অথবা—দেবাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাণম্ অনু (মুখ্যপ্রাণের অনুগতরূপে) প্রাণন্তি (স্বকার্য করিয়া থাকে)] চ (এবং) যে (যে সকল) মনুষ্যাঃ (মানুষ) [ও] পশবঃ (পশু) [তাহারাও প্রাণের অধীনেই সক্রিয় হয়]। হি (যেহেতু) প্রাণঃ (প্রাণ) ভূতানাম্ (প্রাণিবর্গের)

আয়ুঃ (জীবন), তস্মাৎ (সেই হেতুবশতঃই) সর্ব-আয়ুষম্ (সকলের আয়ু বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। যে (যাঁহারা) প্রাণম্ (প্রাণকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) সর্বম্ এব আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু, অর্থাৎ শতবর্ষ) যন্তি (প্রাপ্ত হন)। প্রাণঃ হি ইত্যাদি পূর্ববৎ। ইতি।

"মুখ্যপ্রাণের অধীনরূপেই ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে; যত মনুষ্য ও পশু আছে, তাহারাও প্রাণেরই অধীনরূপে ক্রিয়াশীল হয়। কারণ প্রাণই প্রাণিগণের আয়ু। সেই জন্যই প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন। কারণ প্রাণই সর্বভূতের আয়ু বলিয়া তাহাকে সর্বায়ুষ বলা হয়।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

তস্য (সেই) পূর্বস্য (পূর্বোক্ত অন্নরসময়ের) এষঃ এব ([সাক্ষি-প্রত্যক্ষ] ইহাই) শারীরঃ (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা, যঃ (যেটি প্রাণময় কোশ)। [তস্মাৎ হইতে পুরুষবিধঃ পর্যন্ত—পূর্বের ন্যায়]। তস্য (সেই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণময় বা মনোময়ের) যজুঃ এব (যজুর্বেদই) শিরঃ, ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সাম উত্তরঃ পক্ষঃ; আদেশঃ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও

অঙ্গিরা কর্তৃক দৃষ্ট যে সকল মন্ত্র সহায়ে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি করা হয় তাহারা) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা। তৎ অপি এবঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৬

এই যে প্রাণময়, ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই প্রাণময় হইতে অতিরিক্ত অথচ তদভ্যন্তরে মনোময় আত্মা আছেন। সেই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ। উক্ত মনোময়ও পুরুষাকার। উক্ত প্রাণময়ের পুরুষাকৃতির অনুযায়ীই ইঁহার পুরুষাকৃতি। যজুর্মন্ত্র[১] তাঁহার মস্তক, ঋক্ দক্ষিণপক্ষ, সাম উত্তর-পক্ষ, ব্রাহ্মণভাগ দেহমধ্যভাগ, এবং অথর্ববেদ স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছ। ঐ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৩

১। যজুর্মন্ত্র-বিষয়ক মনোবৃত্তি। ঋগাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। তত্তৎ-বিষয়ক বৃত্তিই মনোময়ের অঙ্গ হইতে পারে। যজুর্বেদাদি অঙ্গ হইতে পারে না।

চতুর্থ অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ॥ ইতি।

[যে মনোময় আত্মাকে] অপ্রাপ্য (বিষয় করিতে না পারিয়া) মনসা সহ (মনোবৃত্তির সহিত) বাচঃ (বাক্য সকল) যতঃ (যাঁহা হইতে) নিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [সেই] ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ (ব্রহ্মের আনন্দকে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আনন্দকে) বিদ্বান্ (জানিয়া) কদাচন (কখনও) ন বিভেতি (ভয় প্রাপ্ত হন না) ইতি।

"যে মনোময় আত্মাকে বিষয় করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্য সকল তাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে[১], সেই ব্রহ্মানন্দকে[২] জানিলে কখনও ভয় হয় না[৩]।"

১। মন ও বাক্য আপনি আপনাকে বিষয় করিতে পারে না; কারণ ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

২। মন ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সাধন; এই জন্য মনোময় আত্মাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে।

৩। 'কদাচন' শব্দদ্বারা এখানে কেবল ভয়ের নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পরে ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক উক্ত মন্ত্রে (৭।৯) 'কুতশ্চন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভয়ের নিমিত্তকেও দূর করা হইয়াছে।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৪

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

[তস্য হইতে পুরুষবিধঃ—পূর্বের ন্যায়]। মনোময়াৎ (পূর্বোক্ত বেদাত্মা হইতে) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধি, অর্থাৎ বেদার্থ-বিষয়ক এবং লৌকিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক, নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি সকলের দ্বারা নিষ্পাদিত বিজ্ঞানময় কোশ)। তস্য (উক্ত) (বিজ্ঞানময়ের) শ্রদ্ধা এব (আস্তিক্য-বুদ্ধিই) শিরঃ (মস্তক); ঋতম্ (শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণপক্ষ), সত্যম্ (যথাযথ বাক্য ও আচার) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পক্ষ); যোগঃ (সমাধি) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); মহঃ (প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্থানীয়)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৪

এই যে মনোময় ইনিই পূর্বোক্ত প্রাণময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই মনোময় হইতে অতিরিক্ত অথচ তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন। সেই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ। সেই

বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকার। সেই মনোময়ের পুরুষাকৃতির অনুযায়ীই ইহারও পুরুষাকৃতি। শ্রদ্ধাই তাঁহার মস্তক, শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান দক্ষিণপক্ষ, যথার্থ কথন ও আচরণ বামপক্ষ, সমাধি দেহ-মধ্যভাগ, এবং মহত্তত্ত্বই স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৪

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥ ইতি।

বিজ্ঞানম্ (বুদ্ধি) যজ্ঞম্ (যজ্ঞ) তনুতে (=তনোতি, বিস্তার করে, যজ্ঞের প্রয়োজক হয়) [অর্থাৎ সদ্বুদ্ধি দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ করে]; অপি চ (অধিকন্তু) কর্মাণি (বৈদিক, স্মার্ত, ও লৌকিক কর্ম) তনুতে (বিস্তার করে)। সর্বে দেবাঃ (বাগাদি ও অগ্ন্যাদি সকল দেবতা) জ্যেষ্ঠম্ (অগ্রজ অথবা সর্ববৃত্তির মূলীভূত) বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (বুদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মকে, হিরণ্য-গর্ভকে) উপাসতে (উপাসনা করিয়া থাকেন)। বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে) চেৎ (যদি) বেদ (জানেন), [এবং] তস্মাৎ (সেই বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা হইতে) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (প্রমাদযুক্ত না হন, অন্নময়াদিতে আত্মবুদ্ধি না করেন) [তবে] শরীরে (দেহমধ্যেই) পাপ্মনঃ ([শরীরাভিমান হইতে উৎপন্ন] পাপসমূহকে) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) [বিজ্ঞানময় আত্মা রূপে, হিরণ্যগর্ভরূপে] সর্বান্ (সমুদয়) কামান্ (কাম্য বিষয়) সমশ্নুতে (সম্যক্ উপভোগ করেন) ইতি।

"বিজ্ঞানই যজ্ঞের বিস্তার করে, অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, এবং কর্ম সকলেরও বিস্তার করে। অখিল দেবগণ সর্বাদি জ্যেষ্ঠীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। কেহ যদি বিজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন এবং উক্ত উপাসনা-বিষয়ে যদি অনবহিত না হন, তবে তিনি দেহাভিমানজনিত পাপসমূহকে দেহমধ্যেই ত্যাগ করিয়া (বিজ্ঞানময় আত্মা রূপে) সমুদয় কাম্য বস্তু ভোগ করেন।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

[তস্য হইতে পুরুষবিধঃ পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়]। [আনন্দ, অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্মের ফল; তাহার বিকার আনন্দময়]। তস্য (সেই আনন্দময়ের) প্রিয়ম্ এব (পুত্রাদি ইষ্ট বিষয়ের দর্শনজনিত প্রীতি) শিরঃ; মোদঃ (ইষ্টলাভজনিত হর্ষ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; প্রমোদঃ (ইষ্টলাভজনিত প্রকৃষ্ট হর্ষ) উত্তরঃ পক্ষঃ; আনন্দঃ (সুখ-সামান্য) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); ব্রহ্ম (অদ্বৈত পরম ব্রহ্মই) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা। তৎ অপি ([অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতের অতীত ব্রহ্ম যে সকলের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন] সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৫

এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনোময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত অথচ তাঁহারই অভ্যন্তরে

আনন্দময়[১] আত্মা আছেন। উক্ত আনন্দময়ের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকার। বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতির অনুসারেই ইহার পুরুষাকৃতি। ইষ্টদর্শনজনিত সুখ তাঁহার মস্তক, ইষ্টলাভজনিত সুখ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, ইষ্টলাভজনিত সুখের আতিশয্য তাঁহার উত্তর পক্ষ, সুখসামান্য[২] তাঁহার দেহমধ্যভাগ, অদ্বৈত ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠাবিধায়ক পুচ্ছ[৩]। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৫

১। অন্নময়াদি-শব্দের ন্যায় আনন্দময়-শব্দেও বিকারার্থক ময়ট্-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দ—(এখানে) উপাসনা ও কর্মের ফল। সেই ফলের পরিণতিই আনন্দময়। অতএব আনন্দময় মুখ্য আত্মা নহেন। ব্র: সু: ১।১।১২

২। প্রিয় মোদ প্রভৃতিতে অনুস্যূত সর্বসাধারণ সুখ।

৩। পঞ্চকোশের প্রকরণে ইহাই দেখান হইল যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা, ব্যাপক, কারণ, এবং অধিষ্ঠান। প্রাণময়, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, কোশ ব্যতিরেকে স্থূলদেহের কার্য অসম্ভব। মনোময় কোশ বা অনিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রাণ চালিত হয়। ঐ মনও আবার নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানশক্তি-রূপ বুদ্ধির অধীন বুদ্ধি আবার সুখপরতন্ত্র।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ ইতি।

[কেহ] চেৎ (যদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অসৎ (অবিদ্যমান) ইতি (এইরূপ) বেদ (জানে) [তবে] সঃ (সে) অসন্ এব (অসত্তুল্য, অর্থাৎ পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্যই) ভবতি (হয়)। [কেহ] চেৎ (যদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্তি

(বিজ্ঞান আত্মন) ইতি (ইহা) বেদ (জানেন) [তবে] ততঃ (সেই অস্তিত্ব জ্ঞান-হেতু) এনম্ (ইঁহাকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] সন্তম্ (সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত একীভূত, বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) ইতি।

"ব্রহ্মকে যে অসৎ বলিয়া মনে করে, সে অসৎসমই হইয়া থাকে; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎস্বরূপে জানেন, তবে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়াই উল্লেখ করেন।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। অথাতো-ঽনুপ্রশ্নাঃ—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩ ? আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা৩ উ ?

তস্য পূর্বস্য (পূর্বোক্ত সেই বিজ্ঞানময়ের) এষঃ এব ([সাক্ষি-প্রত্যক্ষ] ইহাই) শারীরঃ আত্মা (দেহাধিষ্ঠিত আত্মা) যঃ (যিনি আনন্দময়)। অতঃ ([যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত এবং সর্বসাধারণ, অতএব তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় হইতে পারে] সুতরাং) অথ (ইহার পরে) অনুপ্রশ্নাঃ (গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া শিষ্যকর্তৃক প্রশ্ন করা হইতেছে)—কঃ চন (কোনও) অবিদ্বান্ (অজ্ঞানী) প্রেত্য (দেহত্যাগান্তে) অমুম্ লোকম্ (পরমাত্মার সকাশে) উত গচ্ছতি (গমন করে কি)? আহো (অথবা) কঃ চিৎ (কোনও) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) প্রেত্য (দেহান্তে) অমুম্ লোকম্ (পরমাত্মাকে) উ সমশ্নুতে (লাভ করে কি)? [৩ প্লুতির সূচক]।

এই আনন্দময়ই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। ব্রহ্মসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়[1], অনন্তর গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন করা হইতেছে—অজ্ঞানী কি দেহাবসানে পরমাত্মাকে লাভ করেন[2], কিংবা করেন না[3]? অথবা বিদ্বান্‌ই কি দেহান্তে পরমাত্মাকে লাভ করেন, কিংবা করেন না[4]?

১। ব্রহ্ম নির্বিশেষ ; সুতরাং আছেন কি না, তাহা ঠিক করা কঠিন। অধিকন্তু তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বব্যবহারের বিষয় হওয়া উচিত, অথচ তাহা উপলব্ধ হয় না। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

২। ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলের পক্ষে সমান ; সুতরাং অবিদ্বান্ও তাঁহাকে পাইতে পারে, এই মনে করিয়া এই প্রশ্ন।

৩। মূলে এই অংশ নাই, কিন্তু 'অনুপ্রশ্নাঃ' শব্দে বহুবচন থাকায় গৃহীত হইল। অথবা প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্নগুলি অন্যরূপেও উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়াই বহুবচন :—পূর্বশ্লোকে সৎ ও অসতের কথা বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম সৎ না অসৎ?"—ইহাই প্রথম প্রশ্ন। "বিদ্বানের ন্যায় অবিদ্বান্ও কি তাঁহাকে পান?"—ইহা ২য় প্রশ্ন। অথবা "পান না?"—ইহা ৩য় প্রশ্ন।

৪। ব্রহ্ম পক্ষপাতশূন্য। সুতরাং অবিদ্বান্ তাঁহাকে না পাইলে বিদ্বানেরও পাওয়া অনুচিত—এই মনে করিয়া এই প্রশ্নত্রয়।

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।

সঃ (সেই পরমাত্মা) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—বহু (অনেক প্রকার) স্যাম্ (হইব), প্রজায়েয় (উৎপন্ন হইব) ইতি (এই কথা)। সঃ (তিনি) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞান, অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের রচনা-বিষয়ে আলোচনা, করিলেন)। সঃ (তিনি) তপঃ তপ্ত্বা (সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করিয়া) ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমুদয়)—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়)—অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন)। তৎ (সেই সমস্ত) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) তৎ এব (সেই সকলের মধ্যে) অনুপ্রাবিশৎ (অনুপ্রবেশ করিলেন)।

সেই পরমাত্মা এই কামনা, অর্থাৎ চিন্তা, করিলেন, "আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।" তিনি সৃষ্টিবিজ্ঞান-বিষয়ে আলোচনা

করিলেন। তিনি জ্ঞানালোচনা করিয়া এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন। উহা সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাতে প্রবেশ করিলেন।

তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৬

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

সত্যম্ ([পারমার্থিক] সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎ (সেই কার্যমধ্যে) অনুপ্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) সৎ চ (মূর্ত, অর্থাৎ স্থূল বা প্রত্যক্ষ) ত্যৎ চ (এবং অমূর্ত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অপ্রত্যক্ষ), নিরুক্তম্ চ অনিরুক্তম্ চ (দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন) নিলয়নম্ চ অনিলয়নম্ চ (আশ্রয়স্বরূপ এবং অনাশ্রয়স্বরূপ), বিজ্ঞানং (চেতন) চ (এবং) অবিজ্ঞানং চ (অচেতন), সত্যম্ চ অনৃতম্ চ ([জাগতিক বা ব্যাবহারিক] সত্য ও মিথ্যা) অভবৎ (হইলেন)—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই) অভবৎ। তৎ (সেই জন্য; ব্রহ্মই সৎ ও ত্যদাদি রূপে একীভূত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মভিন্ন জগতের সত্তা নাই বলিয়া) [ব্রহ্মকে] সত্যম্ ইতি (সত্যস্বরূপে) আচক্ষতে ([ব্রহ্মবিদ্‌গণ] বলেন)। তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৬

সেই কার্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম মূর্ত ও অমূর্ত, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়স্বরূপ ও অনাশ্রয়স্বরূপ, চেতন ও জড়, এবং সত্য ও মিথ্যা—এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই হইলেন। সেই জন্যই ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সত্য বলিয়া থাকেন। এই বিষয়েই একটি শ্লোক আছে—। ২।৬

সপ্তম অনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে॥ ইতি।

ইদম্ (এই নামরূপাকারে ব্যাকৃত, অর্থাৎ অভিব্যক্ত, জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ বৈ (অবিকৃত ব্রহ্মরূপেই) আসীৎ (ছিল); ততঃ বৈ (সেই অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্ম হইতেই) সৎ (নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ) অজায়ত (উৎপন্ন হইল)। তৎ (সেই অসৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম) স্বয়ম্ (নিজেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অকুরুত ([এইরূপ] করিয়াছিলেন); তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (সেই ব্রহ্মই) সুকৃতম্ (স্বয়ংকর্তা) উচ্যতে (কথিত হন)। [অথবা—ব্রহ্মই যেহেতু সকলের কারণ অতএব তিনিই সুকৃতম্ (পুণ্যস্বরূপ)] ইতি।

"এই অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্মই ছিল। সেই অসৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ং-কর্তা বলা হয়[১]।"

১। চেতন কারণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি অসম্ভব এবং পুণ্যফলদাতা ব্যতীত পুণ্যফল অসম্ভব; অতএব স্থির হইল যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা

হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৭

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

যৎ বৈ (যাহাই) তৎ সুকৃতম্ (সেই স্বয়ংকর্তা ব্রহ্ম) সঃ বৈ (তিনিই) রসঃ (রসস্বরূপ, অর্থাৎ আনন্দপ্রদ বস্তু স্বরূপ)। অয়ম্ (এই জীব) রসম্ হি এব (রসকেই) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) আনন্দী (সুখী) ভবতি (হয়)। [ব্রহ্ম আছেন, কেন না] যৎ (যদি) আকাশে (পরমব্যোমরূপ হৃদয়গুহাতে) এষঃ (এই নিত্যোপলব্ধ) আনন্দঃ (আনন্দ) ন স্যাৎ (না থাকেন) [তবে] কঃ হি এব ([এই লোকে] কেই বা) অন্যাৎ *(অপানব্যাপার করিবে), কঃ প্রাণ্যাৎ (কে প্রাণক্রিয়া করিবে)? [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) এষঃ এব (এই পরমাত্মাই) আনন্দয়াতি (=আনন্দয়তি, আনন্দিত করিয়া থাকেন)। [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) যদা এব (যখনই) এষঃ (এই সাধক) এতস্মিন্ (এই) অদৃশ্যে (দর্শনাতীত, অর্থাৎ দ্রষ্টব্য এবং বিকারী বস্তু হইতে ভিন্ন), অনাত্ম্যে (অশরীর), অনিরুক্তে (অনির্বাচ্য), অনিলয়নে (নিরাধার) [ব্রহ্মে] অভয়ম্ (নির্ভীকরূপে, অথবা অভয়াম্—অভয়া) প্রতিষ্ঠাম্ (স্থিতি, অর্থাৎ আত্মভাব) বিন্দতে (লাভ করে) অথ (সেই সময়ে) সঃ (সেই সাধক) অভয়ম্ গতঃ (অভয়প্রাপ্ত, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত) ভবতি (হয়)। [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) যদা এব (যখনই) এষঃ (এই অবিদ্বান্) এতস্মিন্ (এই ব্রহ্মে) উৎ অরম্ (অল্পমাত্রও) অন্তরম্ (ছিদ্র, ভেদদর্শন) কুরুতে (করে) অথ (তখন সেই ভেদদর্শনহেতু) তস্য (তাহার) ভয়ম্ (ভয়) ভবতি (হয়)। তু (কিন্তু) অমন্বানস্য (অবিবেকী, অদ্বৈতজ্ঞানহীন) বিদুষঃ (প্রাকৃত জ্ঞানীর পক্ষে) তৎ এব (সেই ব্রহ্মই) ভয়ম্ (ভয়কারণ হন)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৭

তিনিই স্বয়ং-কর্তা তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। হৃদয়গুহাতে যদি এই অপরোক্ষ আনন্দ

না থাকিতেন, তবে কেই বা অপানক্রিয়া করিত, আর কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত[২] ? (ব্রহ্ম আছেন), কারণ যখনই সাধক এই দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে নির্ভীকরূপে স্থিতি লাভ করে তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়। (ব্রহ্ম আছেন), কারণ যখনই অবিদ্বান্ ব্যক্তি এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে তখনই তাহার ভয় হয়। এই অভয় ব্রহ্মই কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানহীন ভেদজ্ঞানীর পক্ষে ভয়ের কারণ হন[৩]। এই বিষয়েই একটি শ্লোক আছে—। ২।৭

১। জীবের আনন্দ আছে ; অতএব আনন্দকারণ ব্রহ্ম আছেন।

২। সংহত শরীরেন্দ্রিয় পরার্থেই চেষ্টা করে। অতএব ব্রহ্ম আছেন।

৩। বিদ্বানের পক্ষে যিনি অভয়ের কারণ এবং অবিদ্বানের পক্ষে ভয়ের কারণ, তিনি অবশ্যই আছেন। যদিও ব্রহ্ম একমাত্র শ্রুতি হইতেই অবগম্য, তথাপি শ্রুতির পরিপোষক যুক্তিও আছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য পর পর কয়েকটি অনুমান দেখান হইল।

অষ্টম অনুবাক

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ইতি।

অস্মাৎ (এই ব্রহ্ম হইতে) ভীষা (ভয় উৎপন্ন হওয়ায়) বাতঃ (বায়ু) পবতে (প্রবাহিত হন) ; ভীষা সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) ; অস্মাৎ ভীষা (ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়াই) অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ (অগ্নি এবং ইন্দ্র), পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (পঞ্চম স্থানীয় যম) ধাবতি (ধাবিত হন, স্বকার্যে প্রবৃত্ত হন)। ইতি।

ঐ ব্রহ্মেরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন; ভয়ে সূর্য উদিত হন; ইঁহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় যম স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন১।"

১। মরণশীল সকল জীবের অন্তরেই ভয় আছে; এবং সকলেই অভয়ের ভিখারী; অতএব সকল ভয়ের নিদান ভয়াতীত ব্রহ্ম আছেন। কঃ ২।৩।৩

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ।—২।৮।১

আনন্দস্য (ব্রহ্মানন্দের) সা এষা (এই সুবিদিত) মীমাংসা (বিচার, স্বরূপনির্ণয়) ভবতি (হইতেছে)—যুবা স্যাৎ (বয়সে কেহ যদি যুবা হয়), সাধুযুবা ([সে যদি] সচ্চরিত্র যুবা বা অকামহত হয়), অধ্যায়কঃ (শ্রোত্রিয়, অধীতবেদ), আশিষ্ঠঃ (সর্বোত্তম শাসক, সম্রাট্), দৃঢ়িষ্ঠঃ (দৃঢ়তম কায়াদি যুক্ত), বলিষ্ঠঃ (বলবত্তম) [হয়, আর যদি] বিত্তস্য (= বিত্তেন, উপভোগ্য বস্তু সকলের দ্বারা) পূর্ণা (পরিপূর্ণ) ইয়ম্ (এই) সর্বা (সমগ্র) পৃথিবী (ক্ষিতিমণ্ডল) তস্য (তাহার) স্যাৎ (হয়)—[তবে তাহার যে আনন্দ] সঃ (উক্ত আনন্দ) একঃ (একটি) মানুষঃ আনন্দঃ (মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য প্রকৃষ্ট বা সর্বোত্তম আনন্দ)। তে যে (সেই যে) শতম্ (শতগুণিত) মানুষাঃ আনন্দাঃ—। ২।৮।১

উক্ত ব্রহ্মানন্দের এই সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা২ হইতেছে—কেহ যদি বয়সে যুবা হয় এবং শুধু যুবা নয়, সে যদি সাধু যুবা, অধীতবেদ, সর্বোত্তম শাসক, সুদৃঢ় শরীরযুক্ত, ও বলবত্তম হয়, এবং যদি বিত্তে পরিপূর্ণ সমগ্র ধরণীই তাহার হয়, তবে তাহার যে আনন্দ উহাই

মানুষের পক্ষে প্রকৃষ্টতম আনন্দ। মানুষেরই সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে—। ২।৮।১

১। ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দের সদৃশ অথবা নির্বিষয় আনন্দ—ইহাই বিচার্য।

স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ।—২।৮।২

সঃ (উহা, শতগুণ মানুষ-আনন্দ) মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ (যে সকল মানুষ কর্ম ও উপাসনা সহায়ে গন্ধর্ব হইয়াছেন তাঁহাদের) একঃ আনন্দঃ; অকামহতস্য ([মানবীয় বিষয়-ভোগের] বাসনা-রহিত) শ্রোত্রিয়স্য চ (বেদজ্ঞেরও) [উহা একটি আনন্দ]। দেবগন্ধর্বাণাম্ (যাঁহারা জাতিতেই গন্ধর্ব তাঁহাদের)। চিরলোকলোকানাম্ (চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত) পিতৃণাম্ (পিতৃগণের)। আজানজানাং দেবানাম্ (স্মার্তকর্মের উৎকর্ষহেতু যাঁহারা দেবরূপে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের) [অপরাংশ পূর্বের ন্যায়]। ২।৮।২

—মনুষ্যগন্ধর্বদিগের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। মনুষ্যগন্ধর্বদিগের উক্ত আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবগন্ধর্বদিগের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। দেবগন্ধর্বগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে চিরলোকবাসী পিতৃগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। চিরলোকবাসী পিতৃগণের

সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে আজানজ দেবগণের একটি আনন্দ হয়— ২।৮।২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ।—২।৮।৩

কর্মদেবানাম্ দেবানাম্ (কর্মদেব দেবগণের) [অর্থাৎ] যে (যাঁহারা) কর্মণা (বৈদিক কর্মদ্বারা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্ব প্রাপ্ত হন)। দেবানাম্ (যজ্ঞাহুতি-ভোজী তেত্রিশ জন দেবতার)। ইন্দ্রঃ (দেবরাজ)। ২।৮।৩

—অকামহত শ্রোত্রিয়েরও[১] অনুরূপ আনন্দ হয়। আজানজ দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইলে কর্মদেব দেবগণের, অর্থাৎ যাঁহারা বৈদিক কর্মমাত্রের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের, এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। কর্মদেব দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে ইন্দ্রের একটি আনন্দ হয়— ২।৮।৩

১। পুনঃ পুনঃ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিভিন্ন যোনিতে ভোগবাসনা যত হ্রাস হইবে, আনন্দ ততই বর্ধিত হইবে। এমন কি, যত প্রকার আনন্দ আছে তাহা অকামহত ব্যক্তি শুধু বাসনাত্যাগের দ্বারা পাইতে পারেন—তাঁহার পক্ষে অন্য লোকে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন যোনির

তিনিই যথাযথ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই আবার অকামহত হইলে নিরতিশয় সুখের অধিকারী হন। যিনি বেদের শাখাবিশেষ অধ্যয়নের সহিত কিংবা ষড়ঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্মে নিরত আছেন, সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয়।"

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য। চাকামহতস্য। ২।৮।৪

বৃহস্পতেঃ (দেবগুরু বৃহস্পতির)। প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাটের)। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার, সমষ্টিব্যষ্টিরূপ সংসার-মণ্ডল-ব্যাপী হিরণ্যগর্ভের)। ২।৮।৪

—অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তদনুরূপ। ইন্দ্রের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে বৃহস্পতি ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। বৃহস্পতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে প্রজাপতি ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। প্রজাপতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের, এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়[1]। ২।৮।৪

১। হিরণ্যগর্ভ ও তদুপাসকের আনন্দই সংসারমণ্ডলে সর্বোৎকৃষ্ট। উহাও বিষয়-বিষয়ি-বিভাগ শূন্য পরমানন্দে একীভূত হয়। ইহাই আনন্দের মীমাংসা। বৃঃ ৪।৩।৩২-৩৩

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৮।৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ॥

[পূর্বোক্ত মীমাংসার ফলের উপসংহার হইতেছে]—সঃ (পূর্বোক্ত অনুপ্রবিষ্ট) যঃ চ অয়ম্ (এই যিনি প্রত্যক্‌রূপে) পুরুষে (পঞ্চকোশাত্মক পুরুষের হৃদয়গুহার মধ্যে), যঃ চ অসৌ (আর ঐ যিনি অকামহত শ্রোত্রিয়ের প্রত্যক্ষ পরমানন্দ) আদিত্যে (সূর্যমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত), সঃ (তিনি) একঃ (অভিন্ন) [তৈঃ ২।১।৩]। যঃ (যে কেহ) এবংবিৎ (এইপ্রকার সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন) সঃ (তিনি) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগরাজ্য, হইতে) প্রেত্য (প্রত্যাবৃত্ত, নিরপেক্ষ হইয়া) এতম্ (এই) অন্নময়ম্ (অন্নময়) আত্মানম্ (আত্মাকে) উপসংক্রামতি (সমীপস্থরূপে সম্যক্ অবগত হন, দৃশ্যমান বিষয়-সমূহকে অন্নময় দেহপিণ্ড হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না এবং সকল ভূতকে অন্নময় আত্মা রূপে দর্শন করেন) [তদনন্তর ক্রমে] এতম্ প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (সমস্ত প্রাণকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন)—[ইত্যাদি সর্বত্র একরূপ]। তৎ অপি (ঐ বিষয়ে ; নির্বিকল্প আত্মাকে জানিলে যে অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৮।৫

(সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট) পূর্বোক্ত যিনি পুরুষের হৃদয়গুহায় (প্রত্যক্‌রূপে) অবস্থিত এবং সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে (অকামহত শ্রোত্রিয়ের প্রত্যক্ষরূপে) অবস্থিত—তিনি উভয় স্থলেই অভিন্ন[১]। যে কেহ এবম্প্রকার ব্রহ্মকে জানেন তিনি এই ভোগবাসনাময় জগৎ

হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, (তদনন্তর ক্রমে) এই প্রাণময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন, এই মনোময় আত্মাকে সম্যক্ অগবত হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন, এই আনন্দময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৮।৫

১। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে অভিন্ন।

নবম অনুবাক

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ইতি।

যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে) অপ্রাপ্য (তাঁহাকে না পাইয়া, অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া) বাচঃ (দ্রব্যাদি-বিষয়ক নামসমূহ) মনসা সহ (মনের, অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞানের, সহ) নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [সেই] ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মসম্বন্ধী, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) আনন্দম্ (আনন্দকে) বিদ্বান্ (যিনি জানেন তিনি) কুতঃ চন (কোনও কিছু হইতে) ন বিভেতি (ভীত হন না)। ইতি।

"যে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া বিষয়বিজ্ঞান-সহ নাম সকল তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন।"

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ২।৯

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ॥

কিম্ (কেন) অহম্ (আমি) সাধু (বিহিত, উত্তম, কর্ম) ন অকরবম্ (করি নাই) কিম্ অহম্ পাপম্ (প্রতিষিদ্ধ, কুকর্ম) অকরবম্ (করিয়াছিলাম) —ইতি (এইরূপ অনুতাপ) এতম্ হ বাব (কেবল এই প্রকার জ্ঞানীকে) ন তপতি (উদ্বিগ্ন করে না) [কেন না] যঃ (যিনি) এবম্ বিদ্বান্ (এই প্রকার জ্ঞানবান্) সঃ (তিনি) এতে (এই পাপপুণ্য) [জ্ঞানী] আত্মানম্ (আপনাকে, ব্রহ্মানন্দকে) স্পৃণুতে (প্রীত করেন, বলবান্ করেন) [পাপপুণ্যকে আত্মার সহিত অভিন্ন জানিয়া সর্বাবস্থায় আনন্দ উপভোগ করেন]; হি (কারণ) যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন) এবঃ এব (তিনিই) এতে উভে (এই উভয়াত্মক, পাপপুণ্যের স্বরূপভূত) আত্মানম্ স্পৃণুতে। ইতি উপনিষৎ (ইহাই পরমরহস্য ব্রহ্মবিদ্যা)। ২।৯

"আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, কেন অসৎকর্ম করিয়াছিলাম"—এইরূপ অনুতাপ কেবল এবম্প্রকার জ্ঞানীকেই উদ্বিগ্ন করে না। যিনি এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই পাপপুণ্যের স্বরূপভূত আত্মাকে আনন্দিত করেন; কারণ যিনি এইরূপ জ্ঞানবান্ তিনিই উক্ত পুণ্য ও পাপ উভয় হইতে অভিন্ন আত্মাকে আনন্দিত করেন[১]। ইহাই পরমরহস্য ব্রহ্মবিদ্যা। ২।৯

১। তাঁহার দৃষ্টিতে আত্মা হইতে পৃথক্ কোনও বস্তুর সত্তা নাই; বৃঃ ৪।৪।২২-২৩। উভে এতে আত্মানম্—উভয়ই স্বরূপতঃ আত্মা; উভয়ই মিথ্যা, আত্মাই সত্য। পুণ্য ও পাপ আছে এবং প্রকাশ পায়; এই সত্তা ও প্রকাশই তাহাদের স্বরূপ। তদতিরিক্ত যাহা লোকদৃষ্টিতে অর্থানর্থের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা মিথ্যা। অবিদ্যাদশায় যে আত্মা পাপপুণ্যরূপে অনুভূত হন, তিনিই বিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মানন্দরূপে উপলব্ধ হন।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

তৃতীয় ভৃগুবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ॥

[অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার সাধন তপস্যা এবং অন্নাদি-বিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে]—ভৃগুঃ বৈ (ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ) বারুণিঃ (বরুণপুত্র)—ভগব (হে ভগবন্), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অধীহি (—অধ্যাপয়; অধ্যাপন করুন, ব্যাখ্যা করুন)—ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) পিতরম্ (পিতা) বরুণম্ উপসসার (বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন)। [পিতা] তস্মৈ (পুত্রের প্রতি) এতৎ (এই কথা) প্রোবাচ (উপদেশ করিলেন)—অন্নম্ (অন্নময় শরীর), প্রাণম্ (প্রাণ), চক্ষুঃ (নয়ন), শ্রোত্রম্ (কর্ণ), মনঃ (অন্তঃকরণ), বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়) ইতি (এই সকল [ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারসমূহ বলিলেন])। তম্ (সেই ভৃগুকে) উবাচ হ (আরও বলিলেন)—যতঃ বৈ (যাঁহা হইতেই) ইমানি (এই সমুদয়) ভূতানি (তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত

সর্বভূত) জায়ন্তে (জাত হয়), জাতানি (জাত হইয়া) যেন (যাঁহার দ্বারা) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে, বর্ধিত হয়) যৎ প্রয়ন্তি ([বিনাশ-কালে] যাঁহাতে গমন করে) অভিসংবিশন্তি (প্রবেশ করে, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়), তৎ (তাঁহাকেই) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হও), তৎ (তিনি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [ইহা ব্রহ্মের লক্ষণ]—ইতি। সঃ (তিনি, ভৃগু) তপঃ অতপ্যত ([তপস্যাই শ্রেষ্ঠসাধন জানিয়া] তপস্যানুষ্ঠান করিলেন)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তপশ্চর্যা করিয়া)—। ৩।১

"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ করুন" এই কথা বলিয়া ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণপুত্র পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"শরীর, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্—ইহারাই (ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার)[১]।" (অনন্তর) আরও বলিলেন—"যাঁহা হইতে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে যাঁহাতে গমন করে ও যাঁহাতে বিলীন হয়[২], তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও; তিনিই ব্রহ্ম।" ভৃগু তপস্যানুষ্ঠান[৩] করিলেন এবং তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।১

১। ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধির জন্য তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই—এই মহাবাক্যের অর্থের অনুধাবন করিতে হয়। ত্বম্ পদার্থের বিবেকের, অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথগ্রূপে উপলব্ধি করিবার, উপায়ভূত শরীরাদিকেই এখানে দ্বার বলা হইল। সাক্ষিচৈতন্য ব্যতিরেকে শরীরাদির চেষ্টা অসম্ভব, অতএব শরীরাদির অধিষ্ঠাতা চৈতন্য উহাদিগ হইতে পৃথক্—এইরূপে সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের বিবেক করিতে হয়।

২। তৎ-পদার্থের লক্ষণ বলা হইল। ব্রঃ সূঃ ১।১।২

৩। তপস্যা—তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত উভয় পদের লক্ষ্য অর্থের বিচারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে॥

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌্বা।—॥ ৩।২

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

—অন্নম্ (স্থূলদেহের কারণ বিরাট্-নামক ভূতপঞ্চক) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (ইহা) ব্যজানাৎ (বিদিত হইলেন—[প্রঃ ১।৫]) ; হি (কারণ) অন্নাৎ এব খলু (অন্ন হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন (অন্নের দ্বারা) জীবন্তি ; অন্নম্ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (অন্নব্রহ্মকে) বিজ্ঞায় (বিশেষরূপে জানিয়া) পুনঃ এব (পুনর্বার)—[বাকী অংশ পূর্বের ন্যায়]।—তপসা (তপস্যাদ্বারা) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হও) [প্রঃ ১।২], তপঃ ব্রহ্ম (তপস্যাই ব্রহ্ম) ইতি—[বাকী অংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।২

—অন্নই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ ইহা প্রসিদ্ধ যে, অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয়, জন্মিয়া অন্নের দ্বারাই জীবন ধারণ করে, এবং বিনাশ কালে অন্নাভিমুখে প্রতিগমন করে ও অন্নে বিলীন হয়। উহা জানিয়া তিনি পুনর্বার পিতা বরুণের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ করুন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে

ইচ্ছা কর, তপস্তাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্তানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।২

১। ভৃগু দেখিলেন যে, অন্নের উৎপত্তি-বিনাশাদি আছে, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

প্রাণঃ (প্রাণ, বিরাটের কারণ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (ইহা) ব্যজানাৎ (জানিলেন)—[প্রঃ ৩।১২]।—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়] ৩।৩

—প্রাণই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ, প্রাণ হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া প্রাণের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং অবশেষে প্রাণাভিমুখে গমন করিয়া প্রাণে লীন হয়। উহা জানিয়া তিনি পুনর্বার পিতা বরুণের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ দিন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্তা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্তাই ব্রহ্ম।" ভৃগু তপস্তানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৩

১। ভৃগু দেখিলেন, ক্রিয়াত্মক পরিণামী প্রাণ জড় ও অবিকারী ব্রহ্ম নহেন।

চতুর্থ অনুবাক

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।৪

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

মনঃ (মন, সঙ্কল্পশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম)—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।৪

মনই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ মন হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া মনেরই দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে মনেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও মনেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনর্বার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যাসহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৪

১। মন অনিশ্চয়াত্মক, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে।

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।—॥ ৩।৫

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানই, অধ্যবসায়-শক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।৫

—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ বিজ্ঞান হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া বিজ্ঞানেরই দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে বিজ্ঞানেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও বিজ্ঞানেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনর্বার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন, "তপস্যাসহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যানুষ্ঠান করিলেন[২]। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৫

১। সুখদুঃখের অনুভূতিও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অতএব উহা পূর্ণানন্দ নহে।

২। জিজ্ঞাসুর পক্ষে ভৃগুর ন্যায় তপস্যা করা উচিত; উহা ব্রহ্মলাভের উপায়—ইহাই প্রকরণের মর্মার্থ।

ষষ্ঠ অনুবাক

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩।৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

আনন্দঃ (যিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন [২।১।৩]) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। সা এষা ("এই সেই) ভার্গবী (ভৃগুকর্তৃক সুবিদিত) বারুণী (বরুণকর্তৃক প্রোক্ত) বিদ্যা (বিদ্যা) [অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া] পরমে ব্যোমন্ (হৃদয়াকাশগুহায় অবস্থিত পরমানন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (পরিসমাপ্ত)। যঃ (যে কেহ) এবম্ বেদ ([তপস্যা সহায়ে অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্যন্ত ক্রমে অনুপ্রবেশ করিয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে] এইরূপে জানেন) সঃ (তিনি) প্রতিতিষ্ঠতি (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন), অন্নবান্ (প্রভূত অন্নশালী) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা, দীপ্তাগ্নি) ভবতি (হন); প্রজয়া (পুত্রাদিযুক্ত হইয়া) পশুভিঃ (গবাশ্বাদিমান্ হইয়া) ব্রহ্মবর্চসেন (শমদমাদিপ্রযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া) মহান্ ভবতি (মহান্ হন), কীর্ত্যা মহান্ (কীর্তিতেও মহান্ হন) ৩।৬

—আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। ভৃগুকর্তৃক জ্ঞাত ও বরুণকর্তৃক প্রোক্ত উক্ত এই বিদ্যা অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াকাশে অবস্থিত পরমানন্দে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কেহ এই প্রকারে জানেন, তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রভূত অন্নশালী হন, ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন এবং খ্যাতিতেও মহান্ হন'। ৩।৬

১। লোকদৃষ্টিতে এই সকল কর্ম উল্লিখিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে বাস্তবতা নাই। মরীচিকা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবার পরও যেমন উপলব্ধ হয়, মিথ্যা জগৎও তেমনি জীবন্মুক্তের নিকট (বাধিতের পুনরাবৃত্তি রূপ দ্বৈতাভাসরূপে) প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু তিনি ঐ সকলে লিপ্ত হন না।

সপ্তম অনুবাক

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩।৭

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্ ([ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারকৃত অন্নের স্তুতির জন্য] উক্ত ব্রহ্মবিদের এই ব্রত বা অবশ্যপালনীয় নিয়ম) [কথিত হইতেছে]—অন্নম্ (অন্ন) [অপকৃষ্ট হইলেও তাহাকে তিনি] ন নিন্দ্যাৎ (নিন্দা করিবেন না)। প্রাণঃ বৈ ([শরীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া] প্রাণই) অন্নম্; শরীরম্ অন্নাদম্ (অন্নের অত্তা বা ভোক্তা); [আবার শরীর অন্ন, এবং প্রাণ অন্নাদ—কারণ প্রাণ আছে বলিয়াই শরীর আছে]—শরীরে (শরীরমধ্যে) প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত) [এবং] প্রাণে (প্রাণাবলম্বনে) শরীরম্ প্রতিষ্ঠিতম্। তৎ (সুতরাং) এতৎ (এইরূপে) অন্নে ([শরীর ও প্রাণ রূপ] অন্নে) [যথাক্রমে] অন্নম্ ([প্রাণ ও শরীর রূপ] অন্ন) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে)। যঃ (যে কেহ) এতৎ (শরীর ও প্রাণ এই উভয়াত্মক) অন্নম্

(অন্নকে) অন্নে (শরীর ও প্রাণ এই উভয়াত্মক অন্নে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) প্রতিতিষ্ঠতি (অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতি লাভ করেন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩।৭

উক্ত ব্রহ্মবিদের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে নিন্দা করিবেন না। প্রাণই অন্ন এবং শরীর অন্নাদ, কারণ শরীরমধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত[১]। (আবার শরীরই অন্ন এবং প্রাণ অন্নাদ, কারণ) প্রাণাবলম্বনেই শরীর স্থিতি লাভ করে[২]। সুতরাং এই (অন্যোন্যসাপেক্ষ শরীর ও প্রাণ রূপ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন[৩], তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৭

১। যে যাহার অন্তর্ভুক্ত সে তাহার অন্ন; যথা প্রাণ শরীরের অন্ন।

২। যদবলম্বনে অপরে স্থিতি লাভ করে সে অন্নাদ; যথা প্রাণ শরীররূপ অন্নের অন্নাদ, কারণ প্রাণ না থাকিলে শরীর বিনষ্ট হয়।

৩। অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রাণাদির উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের একটি সাধন—ইহাই প্রকরণের মর্মার্থ।

অষ্টম অনুবাক

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে

প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩।৮

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্ (উক্ত ব্রহ্মবিদের এই ব্রত)—অন্নম্ ([দীয়মান] অন্নকে) ন পরিচক্ষীত (তিনি পরিহাস, উপেক্ষা করিবেন না)। আপঃ বৈ (জলই) অন্নম্ (অন্ন), জ্যোতিঃ (তেজ) অন্নাদম্ (অন্নভক্ষক, শোষক) [কারণ] জ্যোতিষি আপঃ ([আকাশব্যাপী] তেজের মধ্যে [মেঘরূপ] জল) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিত আছে); [এবং তেজ অন্ন, ও জল তাহার ভক্ষক; কারণ] অপ্সু ([শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস এই চতুর্গুণযুক্ত] জলমধ্যে) জ্যোতিঃ ([শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট] তেজ) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে)। তৎ (সুতরাং) এতৎ অন্নম্ (জল ও তেজ এই পরস্পরসাপেক্ষ অন্নকে) অন্নে (তেজ ও জলে) প্রতিষ্ঠিতম্ (স্থিত বলিয়া) সঃ-ইত্যাদি—পূর্ববৎ। ৩।৮

উক্ত উপাসকের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে উপেক্ষা করিবেন না। জলই অন্ন, এবং তেজ অন্নভোক্তা; কারণ তেজসমূহ মধ্যেই জল অবস্থিত থাকে। (আবার তেজই অন্ন, অবং জল অন্নভোক্তা; কারণ) জলমধ্যেই তেজ অবস্থিত। সুতরাং এই (অন্যোন্যসাপেক্ষ জল ও তেজ রূপ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৮

নবম অনুবাক

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। ৩৷৯

ইতি ভৃগুবল্ল্যাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্ (জল ও তেজকে যিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার ব্রত এই)—অন্নম্ (অন্নকে) বহু (প্রচুর) কুর্বীত (তিনি করিবেন)। পৃথিবী বৈ (পৃথিবীই) অন্নম্, আকাশঃ অন্নাদঃ, [কারণ] আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। [এবং পৃথিবীই অন্নভোক্তা এবং আকাশ অন্ন, কারণ] পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩৷৯

উক্ত উপাসকের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে বর্ধিত করিবেন। পৃথিবীই অন্ন এবং আকাশই অন্নাদ; কারণ পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত। (আবার আকাশই অন্ন, এবং পৃথিবী অন্নাদ; কারণ) পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই (পৃথিবী ও আকাশ রূপ অন্যোন্যসাপেক্ষ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন[১]; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩৷৯

১। "প্রাণঃ বা অন্নম্ শরীরমন্নাদঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত সমুদয় কার্য-বস্তু অন্ন ও অন্নাদ রূপে বিভক্ত হইল। ইহারা সকলেই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও বিনাশী। কিন্তু ব্রহ্ম সংসারাতীত।

দশম অনুবাক

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্‌ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। ৩।১০।১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥

তৎ-ব্রতম্ (উক্ত পৃথিবী ও আকাশের উপাসকের এই ব্রত যে) [তিনি] বসতৌ (বাসের জন্য আগত) কম্ চ ন (কাহাকেও) ন প্রত্যাচক্ষীত (প্রত্যাখ্যান করিবেন না)। [বাসস্থান দিলে ভোজনও দিতে হয়] তস্মাৎ (সুতরাং) যয়া কয়া চ (যে কোনও) [শাস্ত্রীয়] বিধয়া (প্রকারে) বহু (প্রচুর) অন্নম্ (অন্ন) প্রাপ্নুয়াৎ (তিনি সংগ্রহ করিবেন)। [ঐরূপ উপাসক অভ্যাগতের উদ্দেশ্যে] "অস্মৈ (ইঁহার জন্য) অন্নম্ (অন্ন) অরাধি (রন্ধন করা হইয়াছে)" ইতি (এই কথা) আচক্ষতে (বলেন)। এতৎ বৈ (এই যে) মুখতঃ (প্রথম বয়সে বা মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সহকারে) অন্নম্ (অন্ন) রাদ্ধম্ (রন্ধন হইয়াছে, সিদ্ধ করিয়া দান করা হইতেছে) [তাহার ফলে] অস্মৈ (এই অন্নদাতার জন্য) মুখতঃ (মুখ্য প্রকারে বা প্রথম বয়সেই) অন্নম্ (অন্ন) রাধ্যতে (সমুপস্থিত হয়)। এতৎ বৈ (এই যে) মধ্যতঃ (মধ্যম বয়সে বা

মধ্যম শ্রদ্ধা সহকারে) অন্নম্ রাদ্ধম্ (অন্ন রন্ধন করিয়া দান করা হইতেছে) [তাহার ফলে] অস্মৈ (এই অন্নদাতার জন্য) মধ্যতঃ অন্নম্ রাধ্যতে (মধ্যম প্রকারে বা মধ্যম বয়সে অন্ন সমুপস্থিত হয়)। এতৎ বৈ অন্ততঃ অন্নম্ রাদ্ধম্ (এই যে শেষ বয়সে বা অনাদরপূর্বক অন্ন রন্ধন করিয়া প্রদত্ত হইতেছে) অস্মৈ অন্ততঃ অন্নম্ রাধ্যতে (তাহার ফলে ইঁহার জন্য অপকৃষ্ট প্রকারে বা শেষ বয়সে অন্ন-সমাগম হয়)। ৩।১০।১

উক্ত উপাসকের এই ব্রত যে, তিনি বাসের জন্য সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেন না। সুতরাং যে কোনও প্রকারে তিনি বহু অন্ন সংগ্রহ করিবেন। অভ্যাগত সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিবেন—"ইঁহার জন্য অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে।" অন্নদাতা এই যে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে ইঁহার জন্য মুখ্য প্রকারে অন্নসমাগম হয়। এই যে তিনি মধ্যমবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে মধ্যম প্রকারে ইঁহার জন্য অন্নসমাগম হয়। এই যে তিনি অধমবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে অধম প্রকারে ইঁহার নিকট অন্নসমাগম হয়—। ৩।১০।১

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ—তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। ৩।১০।২

—যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ অন্ন ও অন্নদানের মাহাত্ম্য জানেন) [তিনি পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন]। [এখন ব্রহ্মোপাসনার প্রকারবিশেষ বলা হইতেছে] —ক্ষেমঃ ইতি (প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে) বাচি (বাক্যে), যোগ-ক্ষেমঃ ইতি (যোগ, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম, অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ, রূপে)

প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানে), কর্ম ইতি (কর্মরূপে) হস্তয়োঃ (হস্তদ্বয়ে), গতিঃ ইতি (গতিরূপে) পাদয়োঃ (পাদদ্বয়ে) বিমুক্তিঃ ইতি (পরিত্যাগরূপে) পায়ৌ (পায়ুতে) [প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে]—ইতি (এই সমুদয়) মানুষীঃ (মনুষ্যসম্পর্কিত) সমাজ্ঞাঃ (উপাসনা)। অথ (অনন্তর) দৈবীঃ (দেবতা সম্পর্কীয় উপাসনাসমূহ) [বলা হইতেছে]—তৃপ্তিঃ ইতি (তৃপ্তিরূপে) বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) বলম্ ইতি (বলরূপে) বিদ্যুতি (বিদ্যুতে)—৩।১০।২

—যিনি এই প্রকার জানেন (তাঁহার ঐ ফল হয়)। (ব্রহ্মকে) ক্ষেমরূপে বাক্যে, যোগক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপানে[১], কর্মরূপে হস্তদ্বয়ে, গতিরূপে পাদদ্বয়ে, পরিত্যাগরূপে পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে। এই সমস্তই মানুষসম্পর্কিত উপাসনা। অনন্তর দৈবী উপাসনা সমূহ বলা হইতেছে—তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে[২], বলরূপে বিদ্যুতে,—৩।১০।২

১। যাঁহার প্রাণাপান আছে তিনিই যোগক্ষেমবান্ হইতে পারেন বলিয়া মনে হইতে পারে যে, প্রাণাপানই যোগক্ষেমের কারণ। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণাপানে অবস্থিত। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

২। বৃষ্টি হইতে অন্নাদির উৎপত্তিক্রমে মানুষের যে তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তিরূপে ব্রহ্মই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। গীতা ৩।৮-১৫

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতি-রমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যু-পাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৩।১০।৩

যশঃ ইতি ([পশুসম্পদ্-জন্য] যশোরূপে) পশুষু (পশু-মধ্যে); জ্যোতিঃ ইতি (জ্যোতিঃ-রূপে) নক্ষত্রেষু (তারকাগণ-মধ্যে); প্রজাতিঃ অমৃতম্ (সন্তানোৎপত্তি রূপ অমৃতত্ব, অর্থাৎ পুত্রকর্তৃক পিতৃঋণের পরিশোধ হওয়ার আপেক্ষিক অমরত্ব)

[ও] আনন্দঃ ইতি (সুখরূপে) উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) ; সর্বম্ ইতি (সর্বরূপে) [সর্বাধার] আকাশে [ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে]। [সেই আকাশ ব্রহ্মই ; অতএব] তৎ (আকাশরূপ ব্রহ্মকে) প্রতিষ্ঠা ইতি (সর্বাধার-রূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। [ঐ উপাসনার ফলে উপাসক] প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) ভবতি (হন)। তৎ (উক্ত আকাশ-ব্রহ্মকে) মহঃ ইতি (মহত্ত্বগুণসম্পন্ন-রূপে) উপাসীত, মহান্ ভবতি। তৎ মনঃ ইতি (মনোরূপে) উপাসীত, মানবান্ (মননশীল) ভবতি। ৩।১০।৩

—যশোরূপে পশুগণমধ্যে, জ্যোতিঃরূপে তারকারাজির মধ্যে, সন্তানোৎপত্তি-ক্রমে পিতৃঋণের পরিশোধ-জনিত অমৃতত্ব ও সুখ রূপে জননেন্দ্রিয়ে, এবং সর্বস্বরূপে আকাশে (ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে)। (এবং যেহেতু আকাশ বস্তুতঃ ব্রহ্মই, অতএব) আকাশরূপী ব্রহ্মকে সর্বাধাররূপে উপাসনা করিলে তিনি (অর্থাৎ সাধক) সর্বাধার হন। তাঁহাকে মহত্ত্বগুণসম্পন্ন রূপে উপাসনা করিলে তিনি মহান্ হন। তাঁহাকে মনোরূপে উপাসনা করিলে মননশীল হন। ৩।১০।৩

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ৩।১০।৪

তৎ (তাঁহাকে) নমঃ ইতি (নম্রতা-গুণ-বিশিষ্ট রূপে) উপাসীত—অস্মৈ (উক্ত উপাসকের প্রতি) কামাঃ (ভোগ্যবিষয় সকল) নম্যন্তে (অবনত, অধীন হয়)। তৎ ব্রহ্ম ইতি (প্রধানতম, সর্বাধীশ, রূপে) উপাসীত, ব্রহ্মবান্ (স্বয়ংপ্রভু, স্থূল-ভোগসাধন-সম্পন্ন বিরাট্-সদৃশ) ভবতি। তৎ (আকাশ-ব্রহ্মকে)

ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) পরিমরঃ ইতি (সংহারক্রিয়ার দ্বাররূপে) উপাসীত। এনম্ দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (এই উপাসকের দ্বেষকারী শত্রুরা) পরিম্রিয়ন্তে (প্রাণত্যাগ করে), যে (যাহারা) অপ্রিয়াঃ (বিদ্বেষযুক্ত না হইয়াও উপাসকের অপ্রিয়) ভ্রাতৃব্যাঃ (শত্রু) [তাহারাও] পরি [ম্রিয়ন্তে] [তৈঃ ৩।৬ টীকা]। যঃ চ অয়ম্ (এই যিনি) পুরুষে (পুরুষমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট) সঃ (তিনি), যঃ চ অসৌ (এবং ঐ যিনি) আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) সঃ একঃ (অভিন্ন) [২।৮।৫]। ৩।১০।৪

তাঁহাকে নম্রতাগুণ-বিশিষ্ট রূপে উপাসনা করিলে সমুদয় ভোগ্য বস্তু ঐ উপাসকের অধীন হয়। তাঁহাকে প্রধানতম রূপে উপাসনা করিলে উপাসক প্রধানতম হন। তাঁহাকে ব্রহ্মের সংহারক্রিয়ার দ্বার[১] রূপে উপাসনা করিলে উপাসকের বিদ্বেষকারী ও বিদ্বেষহীন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। যে পরমাত্মা এই পুরুষমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং যিনি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত, তিনি উভয়ত্র অভিন্ন। ৩।১০।৪

১। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমা, আদিত্য, ও অগ্নি—এই পঞ্চদেবতা বায়ুতে লীন হন—ছাঃ ৪।৩।১-২। সুতরাং বায়ুই ব্রহ্মের সংহার-ক্রিয়ার দ্বার বা "পরিমর"। বায়ু আবার আকাশসম্ভূত বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন, অতএব আকাশও "পরিমর"।

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। ৩।১০।৫

সঃ ইত্যাদি, ২।৮।৫ এর ন্যায়। উপসংক্রম্য (আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া)। [৩।১০।৩এ বলা হইয়াছে, "তিনি সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ভোগ করেন। ঐ ভোগ কি প্রকার, তাহা বলা হইতেছে]—কামান্নী (যথেচ্ছ অন্নশালী) কামরূপী (যথেচ্ছ

রূপশালী) [হইয়া] [দ্রঃ ৮।৭।১, শ্ব ৮।১২।৩] ইমান্ (এই পৃথিব্যাদি) লোকান্ (লোকসমূহকে) অনুসঞ্চরন্ (পর্যটনপূর্বক, আত্মরূপে অনুভব করিয়া [গীতা ২।৭৫]) এতৎ (এই) সাম (সাম, সমতা-স্বরূপ ব্রহ্মকে) গায়ন্ (গান করিয়া, তাঁহার বিজ্ঞানজন্য কৃতার্থতা খ্যাপন করিয়া) আস্তে (অবস্থান করেন)—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু (অহো, অহো, অহো ; আশ্চর্য-সূচক স্তুতি)—৩।১০।৫

যিনি এই প্রকার জ্ঞানবান্, তিনি এই লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই অন্নময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, তৎপরে প্রাণময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, পরে এই মনোময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, পরে বিজ্ঞানময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, এবং অবশেষে এই আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন। পরিশেষে যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিব্যাদি লোকে পর্যটন করিতে করিতে এই ব্রহ্মসাম্য গান করিয়া থাকেন—"অহো, অহো, অহো—। ৩।১০।৫

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না৩ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা৩বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা৩দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা৩ম্। স্থবর্ন জ্যোতীঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৩।১০।৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ ॥

—অহম্ (আমি) অন্নম্ (অন্ন), অহম্ অন্নাদঃ। অহম্ শ্লোককৃৎ (অন্ন ও অন্নাদের সম্মেলনের চেতনাবান্ কর্তা) ; [বিস্ময় বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক কথা তিনবার বলা হইয়াছে]। অহম্ অস্মি (হই) প্রথমজাঃ (= প্রথমজঃ,

প্রথমোৎপন্ন—ঋতস্য (মূর্তামূর্ত জগতের) [এবং] দেবেভ্যঃ (দেবগণ হইতে) পূর্বম্ (পূর্ববর্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বের, মুক্তির) নাভায়ি (—নাভিঃ, মধ্যদেশ, প্রতিষ্ঠা)। [অন্নার্থীকে] যঃ (যিনি) মা (অন্নস্বরূপ আমাকে) দদাতি (দান করেন) সঃ (তিনি) ইৎ এব (এই প্রকারেই) মা (আমাকে) আবাঃ (—অবতি, রক্ষা করেন)। অন্নম্ অদন্তম্ (যিনি অন্ন দান না করেন তাঁহাকে) অহম্ অন্নম্ (অন্নরূপী আমিই) অদ্মি (ভক্ষণ করি)। অহম্ বিশ্বম্ (সমস্ত) ভুবনম্ (জগৎকে) অভ্যভবাম্ (—অভিভবামি, পরমেশ্বররূপে উপসংহার করি)। [আমার] জ্যোতীঃ (—জ্যোতিঃ) সুবঃ ন (আদিত্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান)। —ইতি উপনিষৎ (ইহাই পূর্বোক্ত বল্লীদ্বয়ে উক্ত পরমাত্মজ্ঞান)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি পূর্বোক্ত প্রকার সাধন-সম্পন্ন হইয়া এই প্রকার জানেন) [তাঁহার মুক্তি-লাভ হয়]। ৩।১০।৬

"—আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমি অন্ন ও অন্নভোক্তার মিলন-ঘটক, আমি মিলন-ঘটক, আমি মিলন-ঘটক। আমি প্রথমজ—আমি মূর্তামূর্ত জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী। আমাতে অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত। যিনি অন্নার্থীর নিকট অন্নরূপী আমায় দান করেন, তিনি এই প্রকারেই আমায় রক্ষা করেন। যিনি অন্ন দান না করেন, তাঁহাকে অন্নরূপী আমিই ভক্ষণ করি। আমি পরমেশ্বর রূপে সমস্ত জগৎকে শাসন করি। আমার জ্যোতিঃসমূহ আদিত্যেরই ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান।"—ইহাই পরমাত্মজ্ঞান। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার এই ফল হয়। ৩।১০।৬

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ; আবিরাবীর্ম এধি ; বেদস্য ম আণীস্থঃ ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি ; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি ; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু ; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্ ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয় ও অনুবাদাদি এই উপনিষদের শেষে দ্রষ্টব্য]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥ ১

অগ্রে বৈ (জগৎসৃষ্টির পূর্বে) ইদম্ (নামরূপ ও কর্ম ভেদে বিভিন্ন এই জগৎ) একঃ আত্মা এব (অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপই) আসীৎ (ছিল)। অন্যৎ (অন্য) কিন্ চন (কিছুই) ন মিষৎ (নিমেষাদি ক্রিয়াশীল ছিল না)। সঃ (সেই আত্মা) ঈক্ষত (দর্শন করিলেন, আলোচনা করিলেন)—লোকান্ নু (প্রাণিবর্গের কর্মফলভুক্ত লোকসমূহ) সৃজৈ (আমি সৃষ্টি করিব)—ইতি। ১।১।১

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না।[১] সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন—"আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।" ১।১।১

১। এই বাক্যটি আত্মতত্ত্বের সূত্রস্থানীয়। অনন্তর অধ্যারোপ ও অপবাদ অবলম্বনে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দূরীকৃত করিয়া আত্মার অখণ্ডৈকরসত্ব প্রতিপাদিত হইবে। ১।৩।১৩এর ১ম পংক্তি পর্যন্ত অধ্যারোপ, পরে অপবাদ (ভূমিকা দ্রঃ)।

স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২

সঃ (সেই ঈশ্বর) ইমান্ (এই সকল) লোকান্ (লোকসমূহ) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। অম্ভঃ (অম্ভোলোক, মেঘাধার লোক), মরীচীঃ (মরীচিলোকসমূহ),

মরম্ (মরলোক) আপঃ (আপলোক) [সৃজন করিলেন]। অদঃ (উহাই [দ্যুলোক, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য]) অম্ভঃ (অম্ভোলোক) [যাহা] পরেণ দিবম্ (দ্যুলোকের উর্ধ্বে অবস্থিত); দ্যৌঃ (দ্যুলোক) [তাহার] প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। [দ্যুলোকের নিম্নবর্তী ও মরীচি বা সূর্যকিরণের সহিত সম্বন্ধ] অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষই) মরীচয়ঃ (মরীচিলোকসমূহ)। পৃথিবী (পৃথিবীই) মরঃ (মর্ত্যলোক)। যাঃ (যে সকল লোক) অধস্তাৎ (পৃথিবীর নিম্নে) তাঃ (তাহারাই) আপঃ ([নিম্নলোক-বাসীদের দ্বারা প্রাপ্তব্য] আপলোক)। ১।১।২

(অতঃপর) তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন—অম্ভোলোক, মরীচিলোকসমূহ, মরলোক, ও আপলোক। দ্যুলোকের উর্ধ্বে যাহা অবস্থিত তাহাই অম্ভোলোক[১]—দ্যুলোক তাহার আশ্রয়। অন্তরিক্ষই মরীচিলোকসমূহ[২]। পৃথিবীই মরলোক। যে সকল লোক পৃথিবীর অধোভাগে তাহারাই আপলোক। ১।১।২

১। অম্ভোলোক—স্বর্গের উচ্চবর্তী মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, এবং স্বর্গ লোক। এই সমস্ত লোকই পাঞ্চভৌতিক হইলেও তদন্তর্বর্তী বৃষ্টির জন্যই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য উহারা অম্ভঃ (=জল) শব্দের বাচ্য (—বিদ্যারণ্য)।

২। সূর্যকিরণ বহু এবং অন্তরিক্ষও বহু প্রদেশে বিভক্ত, এই জন্য বহুবচন।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা, লোকপালান্ নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্ছয়ৎ ॥ ৩

[লোকসৃষ্টির পর] সঃ (সেই ঈশ্বর) ঈক্ষত (ঈক্ষণ করিলেন)—ইমে নু লোকাঃ (এই সকল লোক তো হইল) লোকপালান্ নু সৃজৈ (এখন লোকপাল সমূহকে সৃজন করি)—ইতি (ইহা)। সঃ (তিনি) অদ্ভ্যঃ এব (অপ, অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভূত, হইতেই) পুরুষম্ (পুরুষাকার পিণ্ডকে) সমুদ্ধৃত্য (গ্রহণ করিয়া) অমূর্ছয়ৎ (অবয়বাদি-যুক্ত করিলেন ; বিরাটের সৃষ্টি করিলেন), [লোকসৃষ্টি ইহারই অন্তর্গত]। ১।১।৩

সেই ঈশ্বর ঈক্ষণ করিলেন, "এই সকল লোক তো সৃষ্ট হইল, এখন লোকপালসমূহকে সৃষ্টি করি।" তিনি পঞ্চভূত হইতেই পুরুষাকার পিণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে অবয়ব সংযুক্ত করিলেন। ১।১।৩

তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্। মুখাদ্বাক্, বাচোঽগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্ বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। ত্বঙ্ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

তম্ (সেই পুরুষাকার পিণ্ডের উদ্দেশ্যে) অভ্যতপৎ (তপস্যা, অর্থাৎ সঙ্কল্প, করিলেন)। অভিতপ্তস্য (ঈশ্বরসঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পিত [মুঃ ১।১।৮-৯]) তস্য (তাঁহার, সেই বিরাট্ পুরুষের) মুখম্ নিরভিদ্যত (মুখবিবর উৎপন্ন হইল) যথা অণ্ডম্ (পক্ষীর অণ্ড যেরূপ ভিন্ন হয় সেইরূপ)। মুখাৎ (মুখ হইতে, মুখাবলম্বনে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), বাচঃ (বাগিন্দ্রিয় হইতে, বাগিন্দ্রিয়াবলম্বনে) অগ্নিঃ (বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপাল অগ্নি) [অভিব্যক্ত হইলেন]। নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নাসিকাদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্ (নির্ভিন্ন হইল), নাসিকাভ্যাম্ (নাসিকাদ্বয় অবলম্বনে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রাণাৎ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবলম্বনে) বায়ুঃ (অধিষ্ঠাতা লোকপাল বায়ু) [উৎপন্ন হইলেন]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাম্ (অক্ষিদ্বয়

অবলম্বনে) চক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষু অবলম্বনে আদিত্য)। কর্ণৌ (কর্ণবিবরদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাম্ (কর্ণদ্বয়াবলম্বনে) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়), শ্রোত্রাৎ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে) দিশঃ (দিগ্দেবতাসমূহ)। ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ত্বক্) নিরভিদ্যত, ত্বচঃ (ত্বক্ অবলম্বনে) লোমানি (লোমসহচরিত স্পর্শেন্দ্রিয়), লোমভ্যঃ (স্পর্শেন্দ্রিয়াবলম্বনে) ওষধিবনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা লোকপাল বায়ু)। হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণাধিষ্ঠান হৃদয়কমল) নিরভিদ্যত, হৃদয়াৎ (হৃদয়পদ্ম অবলম্বনে) মনঃ (অন্তঃকরণ) মনসঃ (অন্তঃকরণাবলম্বনে) চন্দ্রমাঃ (লোকপাল চন্দ্র)। নাভিঃ (সর্ব প্রাণের আশ্রয়ভূমি) নিরভিদ্যত, নাভ্যাঃ (নাভি অবলম্বনে) অপানঃ (অপান, অর্থাৎ অপানসংযুক্ত পায়ু-ইন্দ্রিয়), অপানাৎ (পায়ু-ইন্দ্রিয়, মলনির্গমনের ইন্দ্রিয়, অবলম্বনে) মৃত্যুঃ (মৃত্যু-দেবতা)। শিশ্নম্ (জননেন্দ্রিয়স্থান) নিরভিদ্যত, শিশ্নাৎ (শিশ্ন অবলম্বনে) রেতঃ (রেতঃসমন্বিত জননেন্দ্রিয়), রেতসঃ (জননেন্দ্রিয়াবলম্বনে) আপঃ (জলের দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূতে উপহিত প্রজাপতি) [হইলেন]। ১।১।৪

সেই ঈশ্বর পিণ্ডাকার পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সঙ্কল্পের ফলে পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডের মুখ নির্ভিন্ন হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন। নাসিকাদ্বয় প্রকটিত হইল; নাসিকাদ্বয়ের পর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইলেন[১]। অক্ষিগোলকদ্বয় অভিব্যক্ত হইল; অক্ষিদ্বয়ের পর দর্শনেন্দ্রিয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা সূর্য প্রকাশিত হইলেন। কর্ণদ্বয় অভিব্যক্ত হইল; কর্ণবিবরদ্বয়ের পর শ্রবণেন্দ্রিয়, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর দিগ্দেবতাসমূহ প্রকটিত হইলেন। ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল; ত্বকের পর লোমসমূহ, অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়, এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের পর ওষধি ও বনস্পতি সকল, অর্থাৎ বায়ুদেবতা, প্রকাশিত হইলেন। হৃদয়কমল অভিব্যক্ত হইল; হৃদয়-

কমলের পর অন্তঃকরণ, এবং অন্তঃকরণের পর চন্দ্র প্রকটিত হইলেন। নাভি অভিব্যক্ত হইল; নাভির পর অপান, অর্থাৎ পায়ু, ও পায়ুর পর মৃত্যু আবির্ভূত হইলেন। জননেন্দ্রিয়স্থান প্রকটিত হইল; জননেন্দ্রিয়-স্থানের পর শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয়, ও তাহার দেবতা প্রজাপতি অভিব্যক্ত হইলেন। ১।১।৪

১। অর্থাৎ ক্রমে ইন্দ্রিয়গোলক, ইন্দ্রিয়, ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবির্ভূত হইলেন। প্রতিস্থলেই ইহা বুঝিতে হইবে। বিরাটের অবয়ব সমূহ হইতে লোকপাল সমূহ উৎপন্ন হইলেন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি॥ ১

তাঃ এতাঃ দেবতাঃ (এই পূর্বোক্ত দেবতাগণ লোকপালরূপে) সৃষ্টাঃ (সৃষ্ট হইয়া) অস্মিন্ মহতি অর্ণবে (এই মহা সংসার-সাগরে) প্রাপতন্ (নিপতিত হইলেন)। তম্ (সেই দেবতাদের উৎপত্তির বীজভূত প্রথমোৎপন্ন পিণ্ডস্বরূপকে) [পরমেশ্বর] অশনায়া-পিপাসাভ্যাম্ (ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত) [পাঠান্তর-অশনা] অন্ববার্জৎ (সংযোজিত করিলেন)। তাঃ (সেই ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত দেবগণ) এনম্ (এই স্রষ্টা পিতামহকে) অব্রুবন্ (বলিলেন)—নঃ (আমাদের জন্য) আয়তনম্ (অধিষ্ঠান)

প্রজানীহি (বিধান করুন), যস্মিন্ (যে আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিত থাকিয়া) অন্নম্ (অন্ন) অদাম (ভক্ষণ করিব)—ইতি। ১।২।১

সেই পূর্বোক্ত দেবগণ সৃষ্ট হইয়া মহা সংসারসাগরে নিপতিত হইলেন। ঈশ্বর সেই পিণ্ডাকার পুরুষকে ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত করিলেন। (ইহার ফলে তাঁহার কার্যভূত) সেই দেবগণ (ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া) ঈশ্বরকে এইরূপ বলিলেন—"আমাদের জন্য এইরূপ অধিষ্ঠানের বিধান করুন যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি।" ১।২।১

তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

[দেবসৃষ্টির পর তাঁহাদের ভোগায়তন ব্যষ্টিদেহের সৃষ্টি ও তাহাতে দেবতার প্রবেশ বলা হইতেছে]—[এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর] তাভ্যঃ (সেই দেবগণের জন্য) গাম্ (গবাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড) আনয়ৎ (আনয়ন করিলেন)। তাঃ (তাঁহারা) অব্রুবন্—নঃ (আমাদের পক্ষে) অয়ম্ বৈ (ইহা তো) ন অলম্ (যথেষ্ট নহে) [অর্থাৎ এই গবাকৃতি-পিণ্ডে অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা প্রচুর অন্ন ভোগ করিতে পারিব না]—ইতি। তাভ্যঃ অশ্বম্ (অশ্ব) আনয়ৎ। তাঃ (তাঁহারা) অব্রুবন্ (বলিলেন)—নঃ অয়ম্ বৈ ন অলম্ ইতি। ১।২।২

(পরমেশ্বর) তাঁহাদের জন্য গবাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড আনিলেন। দেবগণ এই কথা বলিলেন, "আমাদের পক্ষে ইহা তো যথেষ্ট নহে।" (অতঃপর তিনি) তাঁহাদের জন্য অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" ১।২।২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥ ৩

তাভ্যঃ পুরুষম্ (বিরাটের অনুরূপ পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড) আনয়ৎ। তাঃ অব্রুবন্—সুকৃতম্ বত (এই অধিষ্ঠানটি সুন্দর সৃষ্ট হইয়াছে) ইতি। পুরুষঃ বাব (পুরুষই যথার্থ) সুকৃতম্ (স্বয়ং পরমেশ্বরের কৃত, অথবা সর্ব পুণ্যকর্ম সাধনের নিদান)। তাঃ (উক্ত দেবগণকে) অব্রবীৎ (ঈশ্বর বলিলেন)—যথায়তনম্ (যথোপযুক্ত, খাভিমত অধিষ্ঠানে) প্রবিশত (প্রবেশ কর)—ইতি। ১৷২৷৩

ঈশ্বর তাঁহাদের জন্য পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড আনয়ন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, "ইহা বস্তুতঃই উত্তমরূপে নির্মিত হইয়াছে।" পুরুষ যথার্থই সর্বপুণ্যকর্মের নিদান[১]। ঈশ্বর দেবগণকে বলিলেন, "যথোপযুক্ত অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।" ১৷২৷৩

১। অন্য সকল দেহ ভোগায়তন, অর্থাৎ পাপপুণ্যের ফল ভোগেরই উপায়; কিন্তু মানবদেহে পুণ্যাদি কর্মফল অর্জিত হয়।

অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্, ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪

অগ্নিঃ (বাগভিমানী অগ্নিদেব) বাক্ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয় হইয়া) মুখম্ (মুখবিবরে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)। বায়ুঃ প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভূত্বা নাসিকে,

(নাসিকাদ্বয়ে) প্রাবিশৎ। আদিত্যঃ (সূর্য) চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (অক্ষিগোলকদ্বয়ে) প্রাবিশৎ। দিশঃ (দিক্‌সমূহ) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) ভূত্বা কর্ণৌ (কর্ণবিবরে) প্রাবিশন্। ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতি সকল) লোমানি (লোমসমন্বিত স্পর্শেন্দ্রিয়) ভূত্বা ত্বচম্ (ত্বকের মধ্যে) প্রাবিশন্। চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) মনঃ (অন্তঃকরণ) ভূত্বা হৃদয়ম্ (হৃদয়পদ্মে) প্রাবিশৎ। মৃত্যুঃ (যম) অপানঃ (পায়ু-ইন্দ্রিয়) ভূত্বা নাভিম্ (নাভিমূলে) প্রাবিশৎ। আপঃ (প্রজাপতি) রেতঃ (রেতসহগামী জননেন্দ্রিয়) ভূত্বা শিশ্নম্ (জননেন্দ্রিয়-স্থানে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন)। ১।২।৪

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। সূর্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপে অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেন। ওষধি ও বনস্পতি সকল স্পর্শেন্দ্রিয় হইয়া ত্বক্‌মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র অন্তঃকরণ হইয়া হৃদয়পদ্মে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু অপানরূপে নাভিমূলে প্রবেশ করিলেন। প্রজাপতি জননেন্দ্রিয়রূপে জননেন্দ্রিয়স্থানে প্রবেশ করিলেন[১]। ১।২।৪

১। এই সব স্থলে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা উভয়ের প্রবেশ বুঝিতে হইবে।

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম্—আবাভ্যামভি প্রজানীহীতি। স তে অব্রবীৎ—এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) তম্ (উক্ত ঈশ্বরকে) অব্রূতাম্ (বলিল)—আবাভ্যাম্ (আমাদের জন্য) অভিপ্রজানীহি (অধিষ্ঠান বিধান করুন) ইতি। সঃ

(তিনি) তে (তাহাদের উভয়কে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—বাম্ (তোমাদের দুই-জনকে) এতাসু (এই সকল) দেবতাসু এব (অগ্ন্যাদি দেবগণের মধ্যেই) আভজামি (বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিব), এতাসু ভাগিন্যৌ (ভাগযুক্ত) করোমি (করিব) ইতি। তস্মাৎ (সুতরাং) যস্যৈ কস্যৈ চ (যে কোনও) দেবতায়ৈ (দেবতার উদ্দেশ্যে) হবিঃ (আহুতিদ্রব্য) গৃহ্যতে (গৃহীত হয়) অস্যাম্ এব (সেই দেবতার মধ্যেই) অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) ভাগিন্যৌ (ভাগযুক্ত) ভবতঃ (হইয়া থাকে)। ১।২।৫

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ঈশ্বরকে বলিল—"আমাদের জন্য অধিষ্ঠান বিধান করুন।" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"এই সকল দেবগণের মধ্যেই তোমাদের জীবিকা বিভাগ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিব; ইহাদের মধ্যেই তোমাদিগকে ভাগযুক্ত করিব।" এই কারণে যে কোনও দেবতার জন্যই হবিঃ গৃহীত হউক না কেন, সেই দেবতার ভাগেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ভাগ পাইয়া থাকে[১]। ১।২।৫

১। যদিও ভোক্তা জীবই সংসারে প্রবেশ করে, তথাপি তাহার প্রবেশ ও ভোগাদি স্বরূপতঃ মিথ্যা। ইহা বুঝাইবার জন্য ইন্দ্রিয় ও দেবগণ সম্বন্ধেই ক্ষুৎ-পিপাসাদি রূপ সংসার বর্ণিত হইল; জীবের সম্বন্ধে উহা বলা হইল না।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১

সঃ ঈক্ষত—ইমে নু [ঐঃ ১।১।৩] লোকাঃ চ (লোকসকল) লোকপালাঃ চ (এবং লোকপাল সকল) [সৃষ্ট হইল] ; এভ্যঃ (ইহাদের জন্য) অন্নম্ (অন্ন) সৃজৈ (সৃষ্টি করি)—ইতি ১।৩।১

ঈশ্বর পর্যালোচনা করিলেন—"এই লোকসমূহ এবং লোকপাল সমূহ তো সৃষ্ট হইল ; এখন ইহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করি।" ১।৩।১

সোঽপোঽভ্যতপৎ ; তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২

সঃ (তিনি) অপঃ (জলসমূহকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতকে, উদ্দেশ করিয়া) অভ্যতপৎ ([প্রাণিগণের অন্ন সৃষ্ট হউক, এই রূপ] সঙ্কল্প করিলেন) ; অভিতপ্তাভ্যঃ (সঙ্কল্পিত) তাভ্যঃ (সেই জলরাশি হইতে) মূর্তিঃ (ঘনাকার রূপ) অজায়ত (জাত হইল)। যা বৈ সা (সেই যে) মূর্তিঃ (পিণ্ডশরীর সংরক্ষণে সমর্থ চরাচর) অজায়ত, তৎ বৈ (উহাই) অন্নম্ (অন্ন)। ১।৩।২

তিনি পঞ্চভূতকে উদ্দেশ করিয়া সঙ্কল্প করিলেন ; সঙ্কল্পিত সেই পঞ্চভূত হইতে কঠিন আকার জাত হইল। সেই যে ঘনীভূত আকার উহাই অন্ন। ১।৩।২

তদেতদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩

অভিসৃষ্টম্ ([লোক ও লোকপালদিগের] উদ্দেশ্যে সৃষ্ট) তৎ (উক্ত) এতৎ (এই অন্ন) পরাঙ্ অত্যজিঘাংসৎ (পশ্চান্মুখী হইয়া খাদক লোকবর্গ ও লোকপালবর্গ হইতে দূরে যাইতে চেষ্টিত হইল) [অর্থাৎ বাহিরেই থাকিয়া গেল]। তৎ (উক্ত অন্নকে) [অপর খাদক না থাকায় লোক-লোকপালসমষ্টি-রূপী আদি ভোক্তা] বাচা (বাক্য সহায়ে, নামোচ্চারণ করিয়া) অজিঘৃক্ষৎ (গ্রহণ করিতে চাহিলেন); তৎ বাচা গ্রহীতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন অশক্নোৎ (পারিলেন না); সঃ (সেই আদি-ভোক্তা) যৎ হ (যদি) এনৎ (এই অন্নকে) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহণ করিতেন) [তবে পরবর্তী জীবও] অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য এব হ (অন্নসম্বন্ধে কথা বলিয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্ত হইত) ১।৩।৩

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট উক্ত অন্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে পশ্চান্মুখে পলাইতে লাগিল। (ভোক্তৃসঙ্ঘাতরূপী) আদি-ভোক্তা উক্ত অন্নকে বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি বাক্যদ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী জীবও অন্নের আলোচনা করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৩

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪

প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা)। অভিপ্রাণ্য (আঘ্রাণ করিয়া)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১।৩।৪

তিনি সেই অন্নকে ঘ্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ঘ্রাণের দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি ঘ্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী অপরেও অন্নকে আঘ্রাণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৪

তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫

চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা)। দৃষ্ট্বা (দেখিয়া)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১।৩।৫

তিনি উহাকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু চক্ষুদ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নকে কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৫

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬

শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া)। ১।৩।৬

তিনি উহাকে কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু কর্ণের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি কর্ণের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নশব্দে কেবল শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৬

তত্ত্বচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাঽগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

ত্বচা (স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। স্পৃষ্ট্বা (স্পর্শ করিয়া)। ১।৩।৭

তিনি উহাকে স্পর্শের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু স্পর্শের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি স্পর্শের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নকে স্পর্শমাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৭

তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোম্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনম্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

মনসা (মনের দ্বারা)। ধ্যাত্বা (চিন্তা করিয়া)। ১।৩।৮

তিনি উহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু মনের দ্বারা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি ইহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নের চিন্তামাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৮

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। সঃ যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

শিশ্নেন (জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া)। ১।৩।৯

তিনি শিশ্নের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু শিশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি শিশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে অপরেও অন্নকে (অর্থাৎ অন্নরস শুক্রকে) ত্যাগ মাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৯

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ। অন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

অপানেন (অপানবায়ু সহায়ে) তৎ অজিঘৃক্ষৎ; তৎ (উক্ত অন্নকে) আবয়ৎ (গ্রহণ করিলেন)। এষঃ (এই) যৎ (=যঃ, যে) বায়ুঃ (অপানবায়ু) সঃ (উহাই) অন্নস্য (অন্নের) গ্রহঃ (গ্রাহক)। এষঃ যৎ বায়ুঃ (বায়ু) অন্নায়ুঃ বৈ (অন্নই তাহার জীবন)। ১।৩।১০

তিনি অপানবায়ু[১] দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; এবং উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন। এই যে অপানবায়ু, উহাই অন্নের গ্রাহক। এই যে প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু, উহা অন্নরসসহায়েই শরীরে অবস্থান করে। ১।৩।১০

১। অপান—যে বায়ু-সহায়ে অন্নকে গলাধঃকরণ করা হয়। এই প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অপানবৃত্তি-যুক্ত প্রাণরূপ উপাধি-সহায়েই জীব অন্নভোক্তা হন। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি ব্রহ্ম ও অভোক্তা।

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতম্, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদ্যপানেনাভ্যপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ অথ কোঽহমিতি ॥ ১১

সঃ (পরমেশ্বর) ঈক্ষত (আলোচনা করিলেন)—ইদম্ (এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত) মৎ-ঋতে (আমা ভিন্ন) কথম্ নু (কি প্রকারে) স্যাৎ (থাকিতে পারে) ইতি। সঃ ঈক্ষত কতরেণ (পদ ও মস্তক এই দুইটির মধ্যে কোন্ পথে) [এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিতে] প্রপদ্যৈ (=প্রপদ্যে, প্রবেশ করি) ইতি। সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অভিব্যাহৃতম্ ([আমি ভোক্তা না হইলে নিরর্থক] বাগ্ব্যবহার

হয়), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্ (নিরর্থক আঘ্রাণ হয়), যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্ (নিরর্থক দর্শন হয়), যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্ (অনর্থক স্পর্শ হয়), যদি মনসা ধ্যাতম্ (নিরর্থক চিন্তা হয়), যদি অপানেন অভ্যপানিতম্ (নিরর্থক অধোনয়ন করা হয়), যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ (নিরর্থক শুক্রত্যাগ হয়) অথ (তাহা হইলে) কঃ অহম্ (আমার স্বামিত্ব আবার কিরূপ, অর্থাৎ আমার স্বরূপ কিরূপে প্রকটিত হইবে)? ইতি। ১।৩।১১

পরমেশ্বর চিন্তা করিলেন—"এই দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত আমা ভিন্ন কিরূপে থাকিতে পারে?" তিনি এই কথা আলোচনা করিলেন—"কোন্ পথে ইহাতে প্রবেশ করি?" তিনি আরও আলোচনা করিলেন—"যদি বাগিন্দ্রিয়ের বাক্যব্যবহার, ঘ্রাণের আঘ্রাণ, চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, ত্বকের স্পর্শ, মনের চিন্তা, অপানের অধোনয়ন, শিশ্নের বিসৃষ্টি বিনা প্রয়োজনেই হয়[১], তবে আমি কিরূপ তাহা কে জানিবে?" ১।৩।১১

১। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি সংহত। পরস্পর-অসম্বদ্ধ বস্তু পরার্থেই সংহত হইয়া থাকে; যথা গৃহাদি সংহত বস্তু গৃহস্বামীরই ভোগের জন্য বিদ্যমান থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের কার্য যদি কোনও স্বামীর, অর্থাৎ ভোক্তার, উদ্দেশে না হয় তবে উহা নিরর্থক বলিতে হইবে, এবং মানুষ ঐ সকল কার্যাবলম্বনে ভোগকারীর আত্মস্বরূপ ভগবানের অনুভূতি লাভ করিবে না। অতএব ঈশ্বর ঈক্ষণ করিলেন—"আমি যদি এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে প্রবেশ করিয়া উপলব্ধির বিষয়ীভূত হই, তবেই সকল অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিরূপে জ্ঞাত হইতে পারিব।" ঐঃ ৩।১।২ ও তৈঃ ২।৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ; তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥ ১২

* সঃ (পরমেশ্বর) এতম্ এব (এই মস্তকস্থ) সীমানম্ (কেশবিভাগের শেষ সীমাকে) বিদার্য (বিদারণ করিয়া) এতয়া (এই ব্রহ্মরন্ধ্র রূপ) দ্বারা দ্বারে)

প্রাপন্তত (প্রবেশ করিলেন)। সা এষা (সেই এই) দ্বাঃ (দ্বারটি) বিদৃতিঃ নাম (বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ), তৎ (সেই জন্য) এতৎ (এই দ্বারটি) নান্দনম্ (= নন্দনম্, ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির, ক্রমমুক্তির, হেতু)। তস্য (প্রবিষ্ট সেই পরমাত্মার) ত্রয়ঃ (তিনটি) আবসথাঃ (বাসস্থান; অর্থাৎ জাগরিত-কালে ইন্দ্রিয়স্থান দক্ষিণ চক্ষু, স্বপ্নসময়ে অভ্যন্তরস্থ মন, এবং সুষুপ্তি-কালে হৃদয়াকাশ। অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ, এবং নিজের শরীর), ত্রয়ঃ (তিনটি) স্বপ্নাঃ (স্বপ্ন [= জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি]) [মাঃ ৫ টীকা]—অয়ম্ (এই দক্ষিণ চক্ষু) আবসথঃ (বাসস্থান), অয়ম্ (এই মন) আবসথঃ, অয়ম্ (এই হৃদয়াকাশ) আবসথঃ ; ইতি। ১।৩।১২

তিনি এই মস্তকস্থ সীমাকে বিদীর্ণ করিয়া এই ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারেই প্রবেশ করিলেন। সেই এই দ্বারটি বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই জন্যই এই দ্বারটি ব্রহ্মানন্দ-লাভের উপায়। সেই জীবভূত আত্মার তিনটি বাসস্থান এবং তিনটি স্বপ্ন—এই দক্ষিণ চক্ষু একটি আবাস, এই মন একটি আবাস, এবং এই হৃদয়াকাশ একটি আবাস। ১।৩।১২

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি।
স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩ ॥ ১৩

সঃ (তিনি) জাতঃ (দেহে) জীবাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভূতানি (আকাশাদি ভূতবর্গ) অভিব্যৈখ্যৎ (ব্যাকৃত করিলেন ; অর্থাৎ আমি মানুষ, আমি কাণা, আমি সুখী ইত্যাদিরূপে শরীরাদির সহিত অভেদ অনুভব করিলেন এবং বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলেন) ; ইতি (কেন না) [অবিদ্যাবশতঃ] ইহ (এই শরীরে) অন্যম্ (শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত [আত্মা বলিয়া] কিছু) বাবদিষৎ কিম্ (বলিয়াছিলেন কিংবা জানিয়াছিলেন কি ? অর্থাৎ বলেন নাই এবং জানেনও নাই)। [গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া] সঃ (সেই জীব) এতম্ ([সৃষ্ট্যাদির কর্তৃরূপে বর্ণিত] এই) পুরুষম্ এব ([সুষুম্না নাড়ী অবলম্বনে প্রবিষ্ট ও হৃদয়পুরশায়ী] পরমাত্মাকে) ততমম্ (= তত-তমম্, ব্যাপ্ততম, পরিপূর্ণ) ব্রহ্ম (বৃহত্তমরূপে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন)— ইদম্ (এই অপরোক্ষকে) অদর্শম্ (দেখিলাম) ইতি ৩ [অহো অর্থে প্লুতি]। ১।৩।১৩

তিনি জীব হইয়া "আমি মানুষ, আমি কাণা, আমি সুখী"—ইত্যাদি রূপে আকাশাদি ভূতবর্গকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে জানিলেন এবং বাক্যে উহাদিগকেই ব্যক্ত করিলেন। (অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়ায়) তিনি এই শরীরে শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মার কথা কি বলিতে বা জানিতে পারেন[১] ? সেই জীব (পরে এইরূপে) হৃদয়পুরশায়ী পুরুষকেই সর্বব্যাপী ও বৃহত্তমরূপে জ্ঞাত হইলেন—"অহো আমি আমার আত্মস্বরূপকেই দেখিলাম।" ১।৩।১৩

১। এই স্থলে অধ্যারোপ শেষ হইয়া অপবাদ আরম্ভ হইল। ১।১।১ টীকা।

তস্মাদিদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তস্মাৎ (সেই হেতু, [যেহেতু 'ইদম্'=এই—ইত্যাকার প্রত্যক্ষভাবেই পরমাত্মাকে দেখিয়াছিলেন, অতএব]) ইদন্দ্রঃ নাম ('ইদন্দ্র' নামে খ্যাত—ইদম্ পশ্যতি=অপরোক্ষভাবে দেখেন, এই অর্থে [পরমাত্মা] ইদন্দ্র), [বৃঃ ৪।২।২]। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নামঃ ('ইদন্দ্রই' তাঁহার প্রকৃত নাম)। ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ('ইদন্দ্র' হইলেও) তম্ (তাঁহাকে) পরোক্ষেণ (পরোক্ষভাবে) ইন্দ্রঃ ইতি ('ইন্দ্র' এই নামে) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন); হি (কারণ) দেবাঃ (দেবগণ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (যেন পরোক্ষ নামে সন্তুষ্ট)। [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক]। ১।৩।১৪

সেই জন্যই পরমাত্মার নাম 'ইদন্দ্র'। 'ইদন্দ্র'ই তাঁহার প্রকৃত নাম, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করেন। কারণ দেবগণ যেন পরোক্ষপ্রিয়। ১।৩।১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি। তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

[মনে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জীবের বিভিন্ন সংসারাবস্থা বর্ণিত হইতেছে]— [কর্মবশে] অয়ম্ (এই সংসারী জীব) আদিতঃ (প্রথমতঃ) পুরুষে হ বৈ (পুরুষ-দেহেই) যৎ এতৎ রেতঃ (এই যে শুক্র, সেই শুক্রাত্মক) গর্ভঃ (গর্ভরূপী) ভবতি (হয়)। সর্বেভ্যঃ (সকল) অঙ্গেভ্যঃ (অবয়ব হইতে) সম্ভূতম্ (পরিনিষ্পন্ন) তেজঃ (তেজস্বরূপ, সারস্বরূপ) আত্মানম্ (আত্মভূত) তৎ (উক্ত) এতৎ (এই শুক্রকে) আত্মনি এব (নিজ শরীরেই) বিভর্তি (ধারণ করে)। যদা (যখন) তৎ (উক্ত রেতঃ) স্ত্রিয়াম্ (স্ত্রীতে) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে) অথ (তখন) এনৎ (এই শুক্রকে) জনয়তি (গর্ভরূপে উৎপাদন করে)। অস্য (ঐ জীবের) তৎ (ঐ রেতোরূপে নির্গমন) প্রথমম্ (প্রথম) জন্ম (অবস্থাভিব্যক্তি)। ২।১।১

পুরুষদেহে এই যে শুক্র, (সংসারী জীব) প্রথমতঃ তদাকারেই গর্ভরূপী হয়। সকল অবয়ব হইতে পরিনিষ্পন্ন, সারস্বরূপ এবং আত্মভূত উক্ত শুক্রকে পুরুষ নিজ শরীরেই ধারণ করে। সে যখন উক্ত রেতঃ স্ত্রীতে সিঞ্চন করে, তখন ঐ রেতঃকে গর্ভরূপে জন্ম দেয়। ঐ জীবের উহাই, অর্থাৎ ঐ রেতোরূপে নির্গমনই, প্রথম জন্ম। ২।১।১

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি। সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি॥ ২

তৎ (উক্ত নিষিক্ত রেতঃ) স্ত্রিয়া (স্ত্রীর সহিত) আত্মভূয়ম্ (আত্মানতিরিক্ত ভাব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)—যথা (যদ্রূপ) স্বম্ (স্ত্রীর নিজের) অঙ্গম্ (হস্তাদি অঙ্গ) তথা (তদ্রূপ)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এনাম্ (এই গর্ভবতী মাতাকে) [উক্ত গর্ভ] ন হিনস্তি ([স্ফোটকাদির ন্যায়] ব্যথিত করে না)। সা (সেই অন্তর্বত্নী) অত্র (এই উদরে) গতম্ (প্রবিষ্ট) অস্য (ঐ পুরুষের) এতম্ (এই) আত্মানম্ (রেতোরূপী আত্মাকে) ভাবয়তি (পোষণ করে, পরিপালন করে)। [পুরুষের পক্ষেও] সা (সেই) ভাবয়িত্রী (পালনকারিণী) ভাবয়িতব্যা (প্রতিপালনীয়া) ভবতি (হয়)। ২।১।২

সেই সিঞ্চিত রেতঃ স্ত্রীর সহিত তাহার নিজেরই অবয়বের ন্যায় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই অন্তর্বত্নীকে উক্ত গর্ভ পীড়া দেয় না। সেই স্ত্রী নিজের উদরে প্রবিষ্ট (পতির সেই) রেতোরূপী আত্মাকে পরিপোষণ করে। সেই জন্য ঐ পোষণকারিণী পত্নীও (পতিকর্তৃক) প্রতিপালনীয়া। ২।১।২

তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়তি, এষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাঃ। তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম॥ ৩

* তম্ (সেই) গর্ভম্ (গর্ভকে) অগ্রে (জন্মের পূর্বে) স্ত্রী (স্ত্রী) বিভর্তি (পোষণ করে)। সঃ (সেই পিতা) অগ্রে এব (পূর্বেই, জাতমাত্রই) জন্মনঃ

অধি (জন্মের পরেই) কুমারম্ (সন্তানকে) ভাবয়তি (পালন করে)। সঃ (সেই পিতা) কুমারম্ (সন্তানকে) জন্মনঃ অধি (জন্মের পরে) অগ্রে (জাতমাত্রই) যৎ (যে) ভাবয়তি (জাতকর্মাদি দ্বারা পরিপালন করে), তৎ (তদ্দ্বারা) এষাম্ (এই) লোকানাম্ (লোকসমূহের) সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদের জন্য) আত্মানম্ এব (আপনাকেই) ভাবয়তি (পালন করে)। হি (কারণ) এবম্ (এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই) ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) সন্ততাঃ (প্রবাহাকারে চলিতেছে)। তৎ (উহা, মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই) অস্য (ঐ জীবের) দ্বিতীয়ম্ জন্ম (দ্বিতীয় জন্ম)। ২।১।৩

সেই জায়মান গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পরিপুষ্ট করে। জন্মের পরে জাতমাত্রই পিতা সন্তানকে (জাতকর্মাদি দ্বারা) পালন করে। পিতা যে সন্তানকে জন্মের পর জাতমাত্রই পালন করে, তদ্দ্বারা সে এই সকল লোকের অবিচ্ছেদের জন্য (বস্তুতঃ) আপনাকেই পালন করে ; কারণ এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই এই সকল লোক প্রবাহাকারে চলিতেছে। ঐ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই তাহার দ্বিতীয় জন্ম। ২।১।৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

অস্য (সেই পিতার) অয়ম্ (এই) সঃ আত্মা (পুত্ররূপ আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ (শাস্ত্রবিহিত পুণ্য) কর্মভ্যঃ (কর্মনিষ্পাদনার্থ) প্রতিধীয়তে (প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়) [বৃঃ ১।৫।১৭]। অথ (অনন্তর, পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে) অস্য (পুত্রের) ইতরঃ (অপর) অয়ম্ আত্মা (পিতারূপ আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া) বয়োগতঃ (জরাজীর্ণ হইয়া) প্রৈতি (পরলোকে গমন করে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (এই শরীর হইতে) প্রয়ন্ এব (গমন করিয়াই) [মরণকালে

মানসদেহ ও মরণান্তে দেহান্তর, গ্রহণপূর্বক , বৃঃ ৪।৪।৩] পুনঃ (পুনরায়) জায়তে (জন্মলাভ করে)। অস্য (উহার) তৎ (মৃত্যুর পর ঐ পুনর্জন্মই) তৃতীয়ম্ জন্ম (তৃতীয় জন্ম)। ২।১।৪

পিতার পুত্ররূপী আত্মাটি পুণ্য কর্ম আচরণের জন্য প্রতিনিধি রূপে স্থাপিত হয়। পুত্রের এই পিতারূপ আত্মাটি পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে বার্ধক্যকালে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে, গমন করে। এই দেহ হইতে গমন করিয়াই সে পুনর্জন্ম লাভ করে। ঐ পুনর্জন্মই ইহার তৃতীয় জন্ম[১]। ২।১।৪

১। পিতা ও পুত্রের একাত্মভাবশতঃ পিতার জন্মে পুত্রের জন্ম বলা হইল।

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদ-
　　মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
　শতং মা পুর আয়সীররক্ষ-
　　ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥ ইতি
গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

তৎ ([মানুষ যে জন্মমৃত্যুরূপ অপারসাগরে পতিত হইয়াছে এবং জ্ঞান-লাভ হইলেই মাত্র মুক্ত হয়] এই বিষয়টি) ঋষিণা (ঋষিকর্তৃক) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)—অহম্ গর্ভে নু সন্ (গর্ভে অবস্থান-কালেই) এষাম্ (এই সকল) দেবানাম্ (বাক্, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার) বিশ্বা (নিখিল) জনিমানি (=জন্মানি, জন্মসমূহ) অনু-অবেদম্ (সম্যক্ অবগত হইয়াছি)। শতম্ (শতসংখ্যক, অনেক) আয়সীঃ (=আয়স্যঃ, লৌহময়) পুরঃ (পুরসমূহ, শরীর সকল) মা (আমাকে) অধঃ (অধোলোক সকলে) অরক্ষন্ (অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল)। [অনন্তর] শ্যেনঃ (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়) জবসা (বেগে, আত্মজ্ঞানকৃত সামর্থ্য দ্বারা) নিরদীয়ম্ (নির্গত হইয়াছি)—এবম্ (এইরূপে) ইতি এতৎ (এই কথা) বামদেবঃ (বামদেব) গর্ভে এব শয়ানঃ (গর্ভে শয়িতাবস্থায়ই) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ২।১।৫

অধি (জন্মের পরেই) কুমারম্ (সন্তানকে) ভাবয়তি (পালন করে)। সঃ (সেই পিতা) কুমারম্ (সন্তানকে) জন্মনঃ অধি (জন্মের পরে) অগ্রে (জাতমাত্রই) যৎ (যে) ভাবয়তি (জাতকর্মাদি দ্বারা পরিপালন করে), তৎ (তদ্দ্বারা) এষাম্ (এই) লোকানাম্ (লোকসমূহের) সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদের জন্য) আত্মানম্ এব (আপনাকেই) ভাবয়তি (পালন করে)। হি (কারণ) এবম্ (এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই) ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) সন্ততাঃ (প্রবাহাকারে চলিতেছে)। তৎ (উহা, মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই) অস্য (ঐ জীবের) দ্বিতীয়ম্ জন্ম (দ্বিতীয় জন্ম)। ২।১।৩

সেই জায়মান গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পরিপুষ্ট করে। জন্মের পরে জাতমাত্রই পিতা সন্তানকে (জাতকর্মাদি দ্বারা) পালন করে। পিতা যে সন্তানকে জন্মের পর জাতমাত্রই পালন করে, তদ্দ্বারা সে এই সকল লোকের অবিচ্ছেদের জন্য (বস্তুতঃ) আপনাকেই পালন করে ; কারণ এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই এই সকল লোক প্রবাহাকারে চলিতেছে। ঐ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই তাহার দ্বিতীয় জন্ম। ২।১।৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

অস্য (সেই পিতার) অয়ম্ (এই) সঃ আত্মা (পুত্ররূপ আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ (শাস্ত্রবিহিত পুণ্য) কর্মভ্যঃ (কর্মনিষ্পাদনার্থ) প্রতিধীয়তে (প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়) [বৃঃ ১।৫।১৭]। অথ (অনন্তর, পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে) অস্য (পুত্রের) ইতরঃ (অপর) অয়ম্ আত্মা (পিতারূপ আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া) বয়োগতঃ (জরাজীর্ণ হইয়া) প্রৈতি (পরলোকে গমন করে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (এই শরীর হইতে) প্রয়ন্ এব (গমন করিয়াই) [মরণকালে

জ্ঞানলাভের ও মরণান্তে দেহান্তর গ্রহণপূর্বক, ঋ ৪।৪।৭] পুনঃ (পুনর্বার) জায়তে (জন্মলাভ করে)। অস্য (উহার) তৎ (মৃত্যুর পর ঐ পুনর্জন্মই) তৃতীয়ম্ জন্ম (তৃতীয় জন্ম)। ২।১।৪

পিতার পুত্ররূপী আত্মাটি পুণ্য কর্ম আচরণের জন্য প্রতিনিধি রূপে স্থাপিত হয়। পুত্রের এই পিতারূপ আত্মাটি পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে বার্ধক্যকালে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করে। এই দেহ হইতে গমন করিয়াই সে পুনর্জন্ম লাভ করে। ঐ পুনর্জন্মই ইহার তৃতীয় জন্ম[1]। ২।১।৪

১। পিতা ও পুত্রের একাত্মতাবশতঃ পিতার জন্মে পুত্রের জন্ম বলা হইল।

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদ-

মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

শতং মা পুর আয়সীররক্ষ-

ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্‌ ॥ ইতি

গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

তৎ ([মানুষ যে জন্মমৃত্যুরূপ অপারসাগরে পতিত হইয়াছে এবং জ্ঞান-লাভ হইলেই মাত্র মুক্ত হয়] এই বিষয়টি) ঋষিণা (ঋষিকর্তৃক) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)—অহম্ গর্ভে নু সন্ (গর্ভে অবস্থান-কালেই) এষাম্ (এই সকল) দেবানাম্ (বাক্, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার) বিশ্বা (নিখিল) জনিমানি (—জন্মানি, জন্মসমূহ) অনু-অবেদম্ (সম্যক্ অবগত হইয়াছি)। শতম্ (শতসংখ্যক, অনেক) আয়সীঃ (—আয়স্যঃ, লৌহময়) পুরঃ (পুরসমূহ, শরীর সকল) মা (আমাকে) অধঃ (অধোলোক সকলে) অরক্ষন্ (অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল)। [অনন্তর] শ্যেনঃ (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়) জবসা (বেগে, আত্মজ্ঞানকৃত সামর্থ্য দ্বারা) নিরদীয়ম্ (নির্গত হইয়াছি)—এবম্ (এইরূপে) ইতি এতৎ (এই কথা) বামদেবঃ (বামদেব) গর্ভে এব শয়ানঃ (গর্ভে শয়িতাবস্থায়ই) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ২।১।৫

ঋষিকর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—"আমি গর্ভে অবস্থান-কালেই এই সকল (অগ্ন্যাদি) দেবতার অসংখ্য জন্মের বিষয় অবগত হইয়াছি। বহু লৌহময় অভেদ্য পুর আমাকে অধোলোকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্যেনপক্ষীর (জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হওয়ার) ন্যায় আমি বেগে (উক্ত বন্ধন হইতে) নির্গত হইয়াছি।"—বামদেব গর্ভে অবস্থান-কালেই এই কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন। ২।১।৫

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞানযুক্ত) সঃ (তিনি, বামদেব) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (এই শরীর বিনষ্ট হওয়ার পরে) ঊর্ধ্বঃ (পরমাত্মস্বরূপ হইয়া) উৎক্রম্য (সংসাররূপ অধোভাব হইতে ব্যুত্থিত হইয়া) [স্বস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে] সর্বান্ (সমস্ত) কামান্ (ভোগ্য বস্তু) আপ্ত্বা ([আপ্তকামতাবশতঃ জীবনকালেই] প্রাপ্ত হইয়া) [তৈঃ ৩।৬ টীকা] অমুষ্মিন্ (যথোক্ত সেই) স্বর্গে লোকে (স্বর্গধামে) অমৃতঃ (অমর) সমভবৎ (হইয়াছিলেন)। সমভবৎ [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ২।১।৬

এই প্রকারে আত্মজ্ঞানযুক্ত সেই বামদেব এই শরীরবন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরে পরমাত্মস্বরূপ হইয়া এবং পূর্ণকাম হইয়া সংসাররূপ হীনভাব অতিক্রমপূর্বক স্বর্গধামে[১] অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ২।১।৬

১। সুখস্বরূপ ব্রহ্মে। কেঃ ৪।৯, ঐঃ ৩।১।৪

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ? ১

[ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন]—[যে আত্মাকে] বয়ম্ (আমরা) অয়ম্ আত্মা ইতি ('এই আত্মা' এইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে) উপাস্মহে—(উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত) [তিনি] কঃ (কে) ? [শ্রুত্যুক্ত দুইটি আত্মার, অর্থাৎ অপরব্রহ্মস্বরূপ প্রাণ ও পরমাত্মার, মধ্যে] সঃ (সেই) আত্মা (আত্মা) কতরঃ (কোন্‌টি)—[চক্ষুরূপে পরিণত] যেন বা (যাহার দ্বারা, যে অন্তঃস্থ করণের সহায়ে) [লোকে] রূপম্ (রূপ) পশ্যতি (দর্শন করে), [কর্ণরূপী] যেন বা শব্দম্ (শব্দ) শৃণোতি (শ্রবণ করে), [নাসিকারূপী] যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, [বাক্‌-রূপী] যেন বা বাচম্ (বাক্য) ব্যাকরোতি (ব্যক্ত করে), [জিহ্বারূপী] যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ (স্বাদু ও অস্বাদু) বিজানাতি (জানে) ? [কঃ ২।১।৩ দ্রঃ] ৩।১।১

(বামদেবদৃষ্ট) যাঁহাকে আমরা 'ইনিই আত্মা' এইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি কে ? যদ্দ্বারা লোকে রূপ দর্শন করে, যদ্দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, যদ্দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, যদ্দ্বারা নামাদি প্রকাশ করে, যদ্দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু আস্বাদন করে —(যিনি সেই সেই বিভিন্ন উপলব্ধির কর্তা স্বরূপ) তিনি (শ্রুত্যুক্ত) দুইটি আত্মার মধ্যে কোন্‌টি[১] ? ৩।১।১

১। শ্রুতিতে দুইজন ব্রহ্মের প্রবেশ উল্লিখিত আছে—তন্মধ্যে অপরব্রহ্মরূপী প্রাণ পাদাগ্রভাগদ্বয় অবলম্বনে এবং (ঐঃ ১।৩।১২ অনুযায়ী) অপর একজন মস্তক

অবলম্বনে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কে উপাস্য? এই বিচারের ফলে স্থির হইবে যে, অপরব্রহ্ম করণরূপে বিদ্যমান বলিয়া উপাস্য নহেন; পরব্রহ্মই প্রকৃত ভোক্তা ও উপাস্য। অন্তঃকরণ বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন উপলব্ধির সহায় হয়। এই বিভিন্ন উপলব্ধির অধিকরণ অভিন্ন না হইলে উহারা একই ব্যক্তির উপলব্ধি বলিয়া অনুভূত হইত না। অন্তঃকরণ নিজে কর্তা নহে; কারণ উহার সহায়ে উপলব্ধি হয়। আবার প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিমাত্র (প্রঃ ২।৬)। সুতরাং ইহা স্থির হইল যে, অন্তঃকরণাত্মক প্রাণ বা অপরব্রহ্ম উপাস্য নহেন। পরন্তু যে উপলব্ধার অনুভূতির জন্য মনের বিবিধ পরিণাম হয়, তিনিই উপাস্য।

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ—সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি—সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

[ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত এই করণটি কি? উত্তরে বলা হইতেছে]—যৎ (যাহা) [ঋক্-ব্রাহ্মণারণ্যকোক্ত] হৃদয়ম্ মনঃ চ (হৃদয় ও মন শব্দের বাচ্য) [তাহাই] এতৎ (এই করণ), [এবং] এতৎ (এই অন্তঃকরণই) [নিম্নোক্ত বিবিধভাবে বিভক্ত]—সংজ্ঞানম্ (সংজ্ঞপ্তি, চেতনা) আজ্ঞানম্ (আজ্ঞা, প্রভুত্ব), বিজ্ঞানম্ (নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান), প্রজ্ঞানম্ (গ্রন্থার্থে বুদ্ধির উন্মেষ, প্রতিভা), মেধা, (গ্রন্থার্থধারণ-সামর্থ্য), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি), ধৃতিঃ (ধৈর্য, শরীরাদির অবসাদ-নিবারক বৃত্তি) মতিঃ (মনন, কর্তব্যচিন্তা) মনীষা (মনন-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য) জূতিঃ (রোগাদিজনিত মানস দুঃখ), স্মৃতিঃ (স্মরণ), সঙ্কল্পঃ (সামান্যাকারে প্রতিভাত রূপাদির শ্বেতপীতাদি বিশেষরূপে কল্পনা), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়), অসুঃ (জীবনক্রিয়া-সম্পাদক প্রাণাদি-বৃত্তি), কামঃ (বিষয়তৃষ্ণা), বশঃ (মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা)—ইতি এতানি (এই সকল) সর্বাণি এব (সমুদয়ই) প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মার) নামধেয়ানি (ঔপাধিক নামবিশেষমাত্র) ভবন্তি (হয়)। [বৃঃ ১।৪।৭]। ৩।১।২

হৃদয় ও মন শব্দের বাচ্য এই অন্তঃকরণ চক্ষুরাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। চেতনভাব, প্রভুত্বভাব, কলাবিজ্ঞান, প্রতিভা, ধারণাশক্তি, বিষয়োপলব্ধি, ধৈর্য, চিন্তা, চিন্তাবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, রোগাদি-জনিত দুঃখ, স্মৃতি, শুক্ল-কৃষ্ণাদিরূপে রূপাদির কল্পনা, অধ্যবসায়, প্রাণাদিবৃত্তি, বিষয়তৃষ্ণা, মনোজ্ঞবস্তুর স্পর্শ-কামনা—ইত্যাদি সমস্তই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মার ঔপাধিক নামমাত্র[১]। ৩।১।২

১। প্রজ্ঞপ্তিস্বরূপ আত্মা ইহাদের সাক্ষী ও অবিষয়; এইগুলি তাঁহার উপলব্ধির দ্বার।

এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্;—সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩

এষঃ (এই প্রজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা) ব্রহ্মা (অপরব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ), এষঃ ইন্দ্রঃ (দেবরাজ), এষঃ প্রজাপতিঃ (আদিপুরুষ, বিরাট্), এতে সর্বে (এই সমুদয়) দেবাঃ (অগ্ন্যাদি দেবগণ), চ (এবং) ইমানি (এই সকল) পঞ্চ মহাভূতানি (পাঁচ মহাভূত)—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ (জল), জ্যোতীংষি (তেজ) ইতি এতানি (এই সকল)—চ (এবং) ইমানি (এই সকল) ক্ষুদ্র-মিশ্রাণি ইব (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিত সর্পাদি জীব) [যাহারা] বীজানি (অপর জীবের জনক), ইতরাণি চ ইতরাণি চ (এবং স্থাবর ও জঙ্গম অপর সমুদয়)—অণ্ডজানি (বিহঙ্গাদি),

জারজানি (জরায়ুজ মনুষ্যাদি), স্বেদজানি (মশকাদি) উদ্ভিজ্জানি (বৃক্ষাদি)—অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) গাবঃ (গো-সমূহ) পুরুষাঃ (মানুষ সকল) হস্তিনঃ (হস্তী সকল)—যৎ কিম্ চ ইদম্ (এবং আর যাহা কিছু) প্রাণি (প্রাণিবর্গ)—জঙ্গমম্ চ পতত্রি চ (যাহারা পায়ে চলে এবং আকাশে উড়ে) যৎ চ স্থাবরম্ (এবং যাহা অচল)—তৎ সর্বম্ (তৎসমুদয়ই) প্রজ্ঞা-নেত্রম্ (প্রজ্ঞারূপ নেত্র, অর্থাৎ নায়কের, দ্বারা পরিচালিত; প্রজ্ঞাই তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পাদন করেন), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্ (উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কালে তাহারা প্রজ্ঞানে আশ্রিত), প্রজ্ঞানেত্রঃ লোকঃ (সমস্ত লোকের প্রবৃত্তি প্রজ্ঞানেরই অধীন), প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা (প্রজ্ঞাই জগতের আশ্রয়); [অতএব] প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম)। ৩।১।৩

এই প্রজ্ঞানাত্মাই হিরণ্যগর্ভ; ইনি দেবরাজ; ইনি বিরাট্; ইনিই এই সকল দেবতা; ইনিই এই সকল পঞ্চ মহাভূত—অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ; এবং অপর জীবগণের উৎপাদক ক্ষুদ্র প্রাণিগণের সহিত সর্পাদিজীবও ইনি; অপিচ সচল ও অচল সমস্তই—অর্থাৎ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ জীব; এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য, ও হস্তী সমূহ এবং অপর যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে, অথবা যাহারা অচল—(এই সমস্তই ইনি)। প্রজ্ঞানই তৎ-সমুদয়কে সত্তাযুক্ত করেন, প্রজ্ঞানেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক, এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয়;—(অতএব) প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম[১]। ৩।১।৩

১। যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখানে শেষ হইল এবং আত্মতত্ত্ব নির্ধারিত হইল। সর্বোপাধিবর্জিত প্রজ্ঞানই উপাধিভেদে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, অন্তর্যামী, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, ও দেবতাদি হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বিবিধরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন।

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[পূর্বোক্ত বিচার-দ্বারা নির্ধারিত] এতেন ([সর্বভূতস্থ] এই) প্রজ্ঞেন আত্মনা (প্রজ্ঞ-আত্মা রূপে, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভেদ অনুভব করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) উৎক্রম্য (ঊর্ধ্বে গমন করিয়া, অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া) সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা ([জীবনকালেই] পূর্ণকাম হইয়া) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াতীত ঐ) স্বর্গে লোকে (পরমানন্দরূপ ধামে, ব্রহ্মে) সঃ (উক্ত বামদেব অথবা অন্য যে কোনও বিদ্বান্) অমৃতঃ (অমর) সমভবৎ (হইয়াছিলেন)। সমভবৎ [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। [বিচারাবসানে ইহা শ্রুতির নিজের বচন]। ৩।১।৪

এই সর্বভূতস্থ প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপে এই লোক হইতে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া এবং পূর্ণকাম হইয়া (বামদেব বা অন্য কোনও) বিদ্বান্ ইন্দ্রিয়াতীত পরমানন্দধামে অমর হইয়াছিলেন। ৩।১।৪

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ; আবিরাবীর্ম এধি ; বেদস্য ম আণীস্থঃ ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি ; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি ; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু ; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মে (আমার) বাক্ (বাক্য) মনসি (মনে) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হউক) [মনে যাহা বিবক্ষিত, বাক্যে তাহাই উচ্চারিত হউক], মে মনঃ (মন) বাচি (বাক্যে) প্রতিষ্ঠিতম্ [ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শব্দরাশিই মনের বিবক্ষিত হউক]। আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম), মে (আমার সকাশে) আবীঃ এধি (প্রকটিত হও); [হে বাক্য ও মন], মে বেদস্য (বেদার্থের) আণীস্থঃ (আনয়নে সমর্থ হও); মে শ্রুতম্ (শ্রুত বেদার্থ) [আমাকে] মা প্রহাসীঃ (পরিত্যাগ না করুক); অনেন (এই) অধীতেন (অধীত শাস্ত্রের দ্বারা) অহোরাত্রান্ (দিবা ও রাত্রিকে) সংদধামি (সংযোজিত করিব); ঋতম্ (মানসিক সত্য) বদিষ্যামি (বলিব), সত্যম্ (বাচনিক সত্য) বদিষ্যামি [মনে পরমার্থ বস্তু বিচার করিয়া বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিব]; [ব্রহ্মবিদ্যার সাধনকালে] তৎ ([বক্ষ্যমাণ] ব্রহ্মতত্ত্ব) মাম্ ([শিষ্য] আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন), তৎ বক্তারম্ (আচার্যকে) অবতু; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হউন। (হে বাক্য ও মন তোমরা) আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। অধ্যয়নাবলম্বনে আমি দিবারাত্রকে সংযোজিত করিব। আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন; আমায় রক্ষা করুন; আচার্যকে রক্ষা করুন। ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্নের[১] বিনাশ হউক।

১। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ—প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্রপ্রাণিগণকৃত হিংসাদি।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদির জন্য ঈশোপনিষৎ ও কঠোপনিষদের শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মালোচনায় তৎপর ঋষিগণ) বদন্তি (পরস্পর বলিতেছেন)—ব্রহ্মবিদঃ (হে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ), ব্রহ্ম কিম্ কারণম্ (ব্রহ্মই কি জগৎকারণ? কিংবা কালাদি জগৎকারণ)? [অথবা—কারণম্ ব্রহ্ম কিম্—জগৎকারণ ব্রহ্ম কিং-স্বরূপ? কিংবা—ব্রহ্ম কিম্ কারণম্—ব্রহ্ম কীদৃশ কারণ?—উপাদান-কারণ বা নিমিত্ত-কারণ?] কুতঃ (কোথা হইতে) জাতাঃ স্ম (আমরা জাত হইয়াছি)? কেন (কাঁহার দ্বারা আমরা) [স্থিতিকালে] জীবাম (জীবন ধারণ করি)? চ (এবং) [প্রলয়কালে] ক্ব (কোথায়) সম্প্রতিষ্ঠাঃ (অবস্থিতি [হয়])? [তৈঃ ৩।১]। কেন (কাঁহার দ্বারা) অধিষ্ঠিতাঃ (পরিচালিত হইয়া) সুখ-ইতরেষু (সুখ ও দুঃখের ভোগবিষয়ে) ব্যবস্থাম্ (যথোচিত নিয়ম) বর্তামহে (অনুসরণ করিয়া থাকি)? ১।১

ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছেন—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, ব্রহ্ম কি জগৎকারণ[১]? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাঁহার দ্বারা জীবিত আছি, এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? কাঁহার পরিচালনাধীনে আমাদের সুখ-দুঃখ-ভোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে? ১।১

১। শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে জগৎকারণ হইতে হইলে কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। কে এই সহায়ক?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২

কালঃ (সর্বভূতের পরিণামসম্পাদক কাল), স্বভাবঃ (পদার্থের নিজ শক্তি) নিয়তিঃ (কর্মফল), যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), ভূতানি (পঞ্চভূত), [অথবা] পুরুষঃ (বিজ্ঞানাত্মা বা বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা) ইতি যোনিঃ (পূর্বোক্তরূপ জগৎকারণ কি না ইহা) চিন্ত্যা (নিরূপণ করা উচিত)। এষাম্ (ইহাদের) সংযোগঃ তু (সংহতিও) ন (কারণ নহে)—আত্মভাবাৎ (কেন না ইহাদের সংহতির কারণ-স্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব রহিয়াছে) [কঃ ২।২।৩-৫ টীকা]। সুখদুঃখহেতোঃ (জীবের সুখ ও দুঃখের কারণীভূত পাপপুণ্য রহিয়াছে বলিয়া) অনীশঃ (অস্বতন্ত্র) আত্মা অপি (জীবাত্মাও) [কারণ নহেন]। [অথবা—(জীবাত্মাও) সুখদুঃখহেতোঃ (নিজের সুখদুঃখের কারণীভূত জগতের) অনীশঃ (কারণ হইতে পারেন না)]। ১।২

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত, অথবা বিজ্ঞানাত্মা জগৎ-কারণ হইতে পারে কি না, ইহা চিন্তনীয়। ইহারা সংহত হইয়াও[১] কারণ হইতে পারে না, কেন না সংহতির কারণ আত্মা রহিয়াছেন। জীবাত্মাও কারণ নহেন, কেন না তিনি পাপপুণ্যের অধীন। ১।২

১। প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উহারা পৃথক্ ভাবেও কারণ হইতে পারে না।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) কাল-আত্ম-যুক্তানি (কাল ও জীবের সহিত) তানি (পূর্বোক্ত) নিখিলানি (সমুদয়) কারণানি (কারণকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালিত করেন) [তাঁহাকে অন্যরূপে পাওয়া অসম্ভব জানিয়া] ধ্যান-যোগ-অনুগতাঃ (চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগের সহায়ে ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) [তাঁহাতেই] স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ (সত্ত্বাদিগুণবতী, ত্রিগুণাত্মিকা) দেব-আত্ম-শক্তিম্ (প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার আত্মভূত, অভিন্নরূপে অধ্যস্ত, ও অস্বতন্ত্র শক্তিকে) তে (তাঁহারা) [ব্রহ্মের সহায় রূপে] অপশ্যন্ (দর্শন করিয়াছিলেন)। ১।৩

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্বোক্ত নিখিল কারণ সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্বাত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ সমাধি-সহায়ে পরমাত্মার জগৎ-কারণত্বের সহায়রূপে দর্শন করিয়াছিলেন[১]। ১।৩

১। ইহা ব্রহ্মসূত্রের টীকা রত্নপ্রভার অনুযায়ী অনুবাদ। শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, মায়াশক্তি-সহায়েই ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত-বিবর্ত-উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। শ্বেঃ ৪।১০, ৪।১৪, ও ৫।১ দ্রষ্টব্য। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। তাহার তিনটি গুণ আছে—এইরূপ ধারণা ভুল ; শ্বেঃ ৫।৫ টীকা। এই মায়াই সৃষ্টির পরিণামী কারণ।

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ৪

* [যে পরমাত্মা পূর্বোক্ত, কারণ-সমূহের অধিষ্ঠান, তাঁহারই সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মচক্র বর্ণিত হইতেছে]—এক-নেমিম্ (এক, অর্থাৎ মায়াশক্তি যাঁহার নেমি বা

রথচক্রের প্রান্তভাগ), ত্রিবৃতম্ (যিনি সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের দ্বারা আবৃত), ষোড়শ-অন্তম্ (ষোড়শ কলা [প্রঃ ৬।৪] যাঁহার বিস্তারের পর্যাপ্তি বা সীমা স্বরূপ), শত-অর্ধ-অরম্ (পঞ্চ বিপর্যয়, অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি, নব প্রকার তুষ্টি, এবং অষ্টসিদ্ধি—এই পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয় যাঁহার পঞ্চাশটি রথচক্রশলাকা), বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ (দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দশটি বিষয় রূপ প্রত্যর—অর্থাৎ অরসমূহের দৃঢ়ত্ব-সম্পাদক কীলক-যুক্ত) ষড়্ভিঃ অষ্টকৈঃ (ছয়টি অষ্টকের সহিত সংযুক্ত) বিশ্বরূপ-এক-পাশম্ (যিনি নানারূপ, অর্থাৎ পুত্র, পশু ইত্যাদি বিভিন্ন-বিষয়ক, একটি কামের দ্বারা আবদ্ধ), ত্রিমার্গভেদম্ (ধর্ম, অধর্ম, ও জ্ঞান যাঁহার বিচরণ-ক্ষেত্র, অর্থাৎ রথচালনভূমি) দ্বি-নিমিত্ত-এক-মোহম্ (পুণ্য ও পাপবশতঃই যাঁহার মোহ, অর্থাৎ দেহাদি অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি), তম্ (তাঁহাকে, নিখিল কারণের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচক্রকে) [দর্শন করিলেন]। ১।৪

মায়াশক্তি যে পরমাত্মরূপ রথচক্রের প্রান্তভাগ, যিনি তিন গুণের দ্বারা আবৃত, ষোড়শ পদার্থ যাঁহার বিস্তার স্বরূপ, যাঁহার পঞ্চাশটি চক্রশলাকা এবং বিশটি চক্রশলাকার খিল, যিনি ছয়টি অষ্টকের[১] সহিত সংযুক্ত, যিনি নানাবিষয়ক একটি কামপাশের দ্বারা আবদ্ধ, ধর্ম অধর্ম ও জ্ঞান যাঁহার বিচরণক্ষেত্র এবং পুণ্য ও পাপ বশতঃ যিনি মোহগ্রস্ত, সেই ব্রহ্মচক্রকে (ব্রহ্মবাদিগণ দর্শন করিয়াছিলেন)। ১।৪

১। (১) প্রকৃত্যষ্টক—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। (২) ধাতু-অষ্টক—ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র। (৩) ঐশ্বর্যাষ্টক—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব। (৪) ভাবাষ্টক—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য। (৫) দেবতাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ। (৬) গুণাষ্টক—দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, অস্পৃহা।

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ ৫

[পূর্বমন্ত্রে বর্ণিত চক্ররূপী অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মকে ইদানীং নদীরূপে বর্ণনা করা হইতেছে]—পঞ্চ-স্রোতঃ-অম্বুম্ (যে নদীর [পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ] পাঁচটি স্রোত), পঞ্চ-যোনি-উগ্র-বক্রাম্ (কারণভূত পঞ্চভূতের দ্বারা যিনি ভীষণ ও বক্র), পঞ্চ-প্রাণ-ঊর্মিম্ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যাঁহার তরঙ্গ), পঞ্চ-বুদ্ধি-আদি-মূলাম্ (চক্ষুরাদিদ্বারা লব্ধ পঞ্চ জ্ঞানের আদি, অর্থাৎ কারণস্বরূপ, মন যাঁহার মূল) পঞ্চ-আবর্তাম্ (শব্দাদি পঞ্চ-বিষয় যাঁহার আবর্ত), পঞ্চ-দুঃখ-ওঘ-বেগাম্ (গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি, ও মরণ রূপ পাঁচটি দুঃখই যাঁহার স্রোতোবেগ), পঞ্চ-পর্বাম্ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ যাঁহার পঞ্চ সোপান) [সেই] পঞ্চাশৎ-ভেদাম্ (পঞ্চাশটি ভেদ-বিশিষ্টা) [চিদ্-রূপিণী নদীকে] অধীমঃ (আমরা স্মরণ করি, জানি) ।৫

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে (চিদ্রূপিণী) নদীর পাঁচটি স্রোত, পঞ্চভূতের দ্বারা যিনি দুস্তর ও অসরল, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যাঁহার তরঙ্গ, চক্ষুরাদিসম্ভূত পঞ্চ জ্ঞানের কারণ মন যাঁহার মূল, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় যাঁহার আবর্ত, পঞ্চ দুঃখ যাঁহার স্রোতোবেগ, এবং পঞ্চ ক্লেশ যাঁহার সোপান, সেই পঞ্চাশ প্রকার ভেদযুক্ত নদীকে আমরা স্মরণ করি। ১।৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬

[সংসার ও মুক্তির কারণ বলা হইতেছে]—হংসঃ (সংসারপথে ও মোক্ষপথে গমনকারী জীব) আত্মানম্ (জীবাত্মাকে) প্রেরিতারম্ চ (এবং সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) পৃথক্ (ভিন্ন) মত্বা (মনে করিয়া) সর্ব-আজীবে ([স্বরূপ-সহায়ে সত্তা ও স্ফূর্তি সম্পাদন পূর্বক] সর্বপ্রাণীর জীবনের হেতুভূত) [এবং] সর্ব-সংস্থে (প্রলয়ে সকলের আধার স্বরূপ) অস্মিন্ (এই) বৃহন্তে (বৃহৎ) ব্রহ্মচক্রে (মায়া-বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ চক্রে) ভ্রাম্যতে ([দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া শরীর হইতে শরীরান্তরে] ভ্রমণ করে)। তেন জুষ্টঃ (বিদ্যাসহায়ে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে সেবিত হইয়া, অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া) [মুঃ ৩।১।২] ততঃ (সেই ঈশ্বরসেবার ফলে) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব, অর্থাৎ মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়)। ১।৬

জীব আপনাকে ও সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভিন্ন মনে করিয়া সর্বপ্রাণীর জীবনকারণ ও লয়স্থান এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রামিত হইয়া যাতায়াত করে। সেই জীব (বিদ্যাসহায়ে) আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে সেবা করিলে, সেই সেবার ফলে অমর হয়। ১।৬

উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭

এতৎ (পূর্বোক্ত এই) পরমম্ (উৎকৃষ্ট, সংসারধর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট) ব্রহ্ম তু (ব্রহ্মই) উৎ-গীতম্ (প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধৃত হইয়া, অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত হইয়া, বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন) [কেঃ ১।৪]; [সুতরাং ব্রহ্মবিদের পক্ষে মুক্তিকালে প্রপঞ্চও ব্রহ্ম উভয়েরই সমকালে প্রাপ্তি ঘটিয়া ফলতঃ মোক্ষাভাব হওয়ায় ভয় নাই]। [যদপি ব্রহ্ম সংসারের দ্বারা অস্পৃষ্ট তথাপি] তস্মিন্ (তাঁহাতে) ত্রয়ম্ (ভোক্তা ভোগ্য ও নিয়ন্তা স্বরূপ পরমেশ্বর) [প্রতিষ্ঠিত]; [উক্ত ব্রহ্মই] সুপ্রতিষ্ঠা (সর্ববস্তুর

অচল আশ্রয়) অক্ষয়ম্ চ (এবং স্বয়ং অবিকারী)। অত্র (এই প্রপঞ্চে) আন্তরম্ (সর্বান্তর ব্রহ্মকে) বিদিত্বা (জানিয়া) [বৃঃ ৩।৪।১] ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) তৎপরাঃ (সমাধিনিষ্ঠ হইয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) লীনাঃ (লীন হন) [এবং] যোনিমুক্তাঃ (জন্ম-জরাদি হইতে মুক্ত হন)। ১।৭

উক্ত পরম ব্রহ্ম বেদান্তে প্রপঞ্চাতীতরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। ভোক্তা, ভোগ্য, ও ঈশ্বর তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সকলের অচল প্রতিষ্ঠা এবং তিনি স্বয়ং অবিকারী। এই প্রপঞ্চে সর্বান্তর ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ সমাধি অবলম্বনে ব্রহ্মেই লীন হন এবং পুনর্জন্মাদি হইতে মুক্ত হন। ১।৭

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮

সংযুক্তম্ (পরস্পর সংযুক্তভাবে অবস্থিত) ক্ষরম্ (বিনাশী [জগতের ব্যক্তাবস্থা]) অক্ষরম্ চ ([জগতের অব্যক্তাবস্থা, যাহা অবিদ্যাবস্থায়] অবিনাশী), চ ব্যক্ত-অব্যক্তম্ —(কার্যকারণাত্মক) এতৎ (এই) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) ঈশঃ (ঈশ্বর) ভরতে (ধারণ করেন বা পোষণ করেন) [গীতা ১৫।১৬-১৭], চ আত্মা (সেই পরমাত্মা) অনীশঃ (অনীশ্বর জীবরূপে) ভোক্তৃ-ভাবাৎ (ভোক্তৃত্ব অবলম্বন হেতু) বধ্যতে (সংসারে আবদ্ধ হন); দেবম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ (অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম প্রভৃতি বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (বিমুক্ত হন)। ১।৮

পরস্পর সংযুক্তভাবে অবস্থিত এই বিনাশী ও অবিনাশী কার্য ও কারণাত্মক বিশ্বকে পরমেশ্বর ধারণ করিয়া আছেন; সেই পরমাত্মাই অনীশ্বর (জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া সংসারে আবদ্ধ

হন এবং তিনিই পরমেশ্বরকে জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। ১।৮

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯

[সেই পরমেশ্বরই, পরমাত্মাই] জ্ঞ-অজ্ঞৌ (সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ), ঈশনীশৌ (=ঈশ-অনীশৌ, সকলের প্রভু ও প্রভুত্বহীন) দ্বৌ অজৌ (জন্মরহিত এই উভয় [হইয়াছেন]); [ইহাতে প্রপঞ্চ অসিদ্ধ হয় না]—হি (কেন না) একা (একমাত্র) অজা (জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি) ভোক্তৃ-ভোগ্য-অর্থ-যুক্তা (নিজের পরিণামভূত ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্যপদার্থ নিষ্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছেন)। হি (যেহেতু) আত্মা (পরমাত্মা) অনন্তঃ চ (অনন্তই), বিশ্বরূপঃ (তিনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত) [অতএব তিনি] অকর্তা (কর্তৃত্বহীন)। যদা (যখন) ত্রয়ম্ (ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্য এই তিনটি) এতৎ ব্রহ্মম্ (=এতৎ ব্রহ্ম, "এই ব্রহ্মই ; অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব নাই" এইরূপে) বিন্দতে ([সাধক] জানেন) [তখন পাশমুক্ত হন—১।৮]। ১।৯

সেই পরমেশ্বরই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং সকলের প্রভু ও অপ্রভু—এই উভয় রূপ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের রূপ, ধারণ করিয়াছেন। (কিন্তু ইহাতে জগৎ অসিদ্ধ হয় না), কেন না যিনি অনাদি প্রকৃতি তিনিই ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্যবস্তু সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। যেহেতু পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ অতএব তিনি কর্তৃত্বহীন। সাধক যখন এই তিনটিকে, অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা, ও ভোগকে, এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপে জানেন (তখন তিনি পাশমুক্ত হন)। ১।৯

২। মায়া আছে বলিয়াই অখণ্ড ব্রহ্ম মিথ্যা জগদ্রূপে বিবর্তিত হন।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০

প্রধানম্ (প্রকৃতি) [বিদ্যাবস্থায়] ক্ষরম্ (বিনাশী), হরঃ (অবিদ্যাদিহারী রমেশ্বর) অমৃত-অক্ষরম্ (মরণাতীত ও অবিনাশী)। একঃ দেবঃ (সেই অদ্বিতীয় রমাত্মা) ক্ষর-আত্মানৌ (প্রধান ও পুরুষকে) ঈশতে (নিয়মিত করেন)। স্য (সেই পরমাত্মার) ভূয়ঃ চ (পুনঃ পুনঃ) অভিধ্যানাৎ (একাগ্রচিত্তে ধ্যানের লে) [অর্থাৎ] যোজনাৎ (পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বরূপ সংযোগ ইলে) [এবং] তত্ত্বভাবাৎ ("আমি ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্ববোধ হইলে) অন্তে প্রারব্ধনাশের পরে বা জ্ঞানোদয়কালে) বিশ্ব-মায়া-নিবৃত্তিঃ (সুখদুঃখমোহাত্মক ংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়)। ১।১০

প্রধান বিনাশী, এবং অবিদ্যাদিহারী পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রধান ও পুরুষকে নিয়মিত করেন। পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিলে, অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ হইলে, এবং "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্ববোধ উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়। ১।১০

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১

দেবম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব-পাশ-অপহানিঃ (অবিদ্যাদি সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয়); ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ ক্ষীণ হইলে) জন্ম-মৃত্যু-প্রহাণিঃ (জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণ বিনষ্ট হয়)—[কঃ ২।৩।১৪-১৫]। তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানাৎ (একাগ্রচিত্তে আত্মরূপে ধ্যানের ফলে) দেহ-ভেদে (দেহপাতের পর) তৃতীয়ম্ ([এই মন্ত্রোক্ত হানিদ্বয়ের, অর্থাৎ পাশাপহানি ও জন্মমৃত্যু প্রহাণির পরবর্তী] তৃতীয়) বিশ্ব-ঐশ্বর্যম্ (অণিমাদি সমুদয় ঐশ্বর্য) [লাভ হয়], [অনন্তর] কেবলঃ (সমস্ত ঐশ্বর্যের অতীত হইয়া) আপ্তকামঃ (পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান বা ক্রমমুক্তি হয়)। ১।১১

পরমেশ্বরকে জানিলে সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয় এবং অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সেই পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে আত্মস্বরূপে ধ্যান করিলে অণিমাদি সর্ব ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং অবশেষে ঐশ্বর্যাতীত হইয়া পূর্ণানন্দে অবস্থিতি হয়। ১।১১

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২

ভোক্তা (= ভোক্তারম্, জীবকে) ভোগ্যম্ (জীবভিন্ন সর্বপদার্থকে) প্রেরিতারম্ চ (এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে)—প্রোক্তম্ (ব্রহ্মজ্ঞগণের দ্বারা কথিত) ত্রিবিধম্ (তিন প্রকার) এতৎ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) ব্রহ্মম্ (= ব্রহ্ম) মত্বা (জানিয়া) এতৎ (এই ব্রহ্মই) নিত্যম্ এব (সর্বদাই) আত্মসংস্থম্ (সাধকের নিজ আত্মস্বরূপে) জ্ঞেয়ম্ (বেদিতব্য)। হি (কারণ) অতঃপরম্ (এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর) বেদিতব্যম্ কিম্ চিৎ ন (আর কিছুই নাই) [প্রঃ ৬।৭]। ১।১২

ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ, এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর—জ্ঞানিগণের দ্বারা প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জানিয়া সাধক উক্ত ব্রহ্মকে সর্বদা নিজের আত্মস্বরূপে জানিবেন ; কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। ১।১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩

যোনিগতস্য (স্বীয় উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠে অবস্থিত) বহ্নেঃ (অগ্নির) মূর্তিঃ (স্বরূপ) যথা (যেমন) ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না) চ (অথচ) লিঙ্গনাশঃ (উক্ত বহ্নির সূক্ষ্মাবস্থার বিনাশ) ন এব (অবশ্যই হয় না)—সঃ এব (সেই অগ্নিই) ভূয়ঃ (পুনরায়) ইন্ধন-যোনি-গৃহ্যঃ (ঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠরূপ স্বীয় কারণ হইতে গৃহীত হয়) তৎ-বা উভয়ম্ (তেমনি সেই উভয়ের, অর্থাৎ অগ্নির স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থার ন্যায়) দেহে ([অধরারণিস্থানীয়] এই শরীরে) প্রণবেন বৈ ([উত্তরারণিস্থানীয়] ওঙ্কারেরই দ্বারা) [বহ্নিস্থানীয় আত্মা অনুভবযোগ্য]। ১।১৩

কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ যেমন দৃষ্ট হয় না, অথচ তাহার সূক্ষ্মাবস্থা বিনষ্ট হয় না, কেন না সেই অগ্নিই আবার ঘর্ষণের দ্বারা স্বীয় কারণ কাষ্ঠ হইতে গৃহীত হইতে পারে—তেমনি অগ্নির সেই উভয়াবস্থারই ন্যায় আত্মাও এই দেহে প্রণবের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারেন। ১।১৩

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৪

স্বদেহম্ (নিজের শরীরকে) অরণিম্ (অধরারণি, অর্থাৎ নিম্নের কাষ্ঠখণ্ড-স্থানীয়) চ (এবং) প্রণবম্ (ওঙ্কারকে) উত্তরারণিম্ (উপরের কাষ্ঠখণ্ড-স্থানীয়) কৃত্বা (করিয়া) ধ্যান-নির্মথন-অভ্যাসাৎ (পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ ঘর্ষণের দ্বারা) নিগূঢ়বৎ (লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায়) দেবম্ (স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে) পশ্যেৎ (দর্শন করিবে)—[মুঃ ২।২।৩-৪]। ১।১৪

নিজ শরীরকে অধরারণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি কল্পনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মথনের দ্বারা (অগ্নির ন্যায়) লুক্কায়িত জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। ১৪

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরমিতি ॥ ১৬

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যঃ (যিনি) সত্যেন (সত্যের সহায়ে) [এবং] তপসা (একাগ্রতা সহায়ে) ক্ষীরে (দুগ্ধমধ্যে) সর্পিঃ ইব (ঘৃতের ন্যায় [সারস্বরূপে এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে]) অর্পিতম্ (অবস্থিত) সর্বব্যাপিনম্ (সর্বব্যাপী) এনম্ আত্মানম্ (এই আত্মাকে) আত্ম-বিদ্যা-তপঃ-মূলম্ (আত্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা লভ্য) উপনিষৎ-পরম্ (পরম শ্রেয়ঃ মোক্ষ যাঁহাতে নিহিত) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপে) অনুপশ্যতি (শ্রবণাদির পরে সাক্ষাৎ করেন) [তাহার দ্বারাই] তিলেষু তৈলম্ ([নিষ্পীড়নের দ্বারা]

তিলরাশির মধ্যগত তৈল), দধিনি সর্পিঃ ([মথনের দ্বারা] দধিমধ্যগত ঘৃত), [খননের দ্বারা] স্রোতঃসু (ভূগর্ভস্থ স্রোতস্বিনীর) আপঃ (জল), চ [ঘর্ষণের দ্বারা] অরণীষু (কাষ্ঠরাশির মধ্যগত) অগ্নিঃ ইব (যেমন) [গৃহীত হয়] এবম্ (এইরূপেই) আত্মনি (নিজ আত্মার মধ্যে) অসৌ আত্মা (ঐ পরমাত্মা) গৃহ্যতে (গৃহীত হন) তৎ ব্রহ্ম উপনিষৎ পরম্ ইতি [অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ১।১৫-১৬

যিনি শ্রবণাদির পর সত্য[১] ও তপস্যা[২] সহায়ে, দুগ্ধে অনুস্যূত ঘৃতের ন্যায় সর্বব্যাপী এই আত্মাকে, আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা লভ্য এবং মুক্তির আশ্রয়ীভূত সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহারই দ্বারা ঐ পরমাত্মা তিলমধ্যগত তৈল, দধিমধ্যগত ঘৃত, ভূগর্ভস্থ জল, এবং কাষ্ঠমধ্যগত অগ্নির ন্যায় আপনার আত্মারই মধ্যে গৃহীত হন। ১।১৫-১৬

১। "সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্"—সত্য = প্রাণিগণের হিতকর কথা।

২। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। উহা সর্বধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়। তৈঃ ৩।১ টীকা, মুঃ ৩।১।৫ ও টীকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥ ১

[প্রণব অবলম্বনে সাধনীয় ধ্যানের সহায়ক যোগ বলার পূর্বে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে]—তত্ত্বায় (তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের জন্য) সবিতা (সূর্য) প্রথমম্ (যোগারম্ভে) মনঃ (আমাদের মনকে) [এবং] ধিয়ঃ (অপর করণসমূহকে) যুঞ্জানঃ (পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করিয়া) অগ্নেঃ ([ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা] অগ্ন্যাদি দেবগণের) জ্যোতিঃ (বস্তু-প্রকাশনের সামর্থ্য) নিচায্য (লক্ষ্য করিয়া) [তাহাদিগকে] পৃথিব্যাঃ অধি (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিণামভূত এই শরীরে) আভরত (আহরণ করিলেন, অর্থাৎ আহরণ করুন)। ২।১

তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশের জন্য সূর্যদেব যোগারম্ভে আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের প্রকাশশক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ পার্থিব বস্তু এই শরীরে ধারণ করুন[১]। ২।১

১। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ; তাহারা আত্মাভিমুখী হউক এবং বহির্বিষয় প্রকাশ না করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য একাগ্র হউক।

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২

বয়ম্ (আমরা) সবিতুঃ দেবস্য (সূর্যদেবের) সবে (অনুগ্রহলাভার্থে) যুক্তেন (পরমাত্মায় সংযোজিত) মনসা (মনের দ্বারা) শক্ত্যা (যথাশক্তি) স্বর্গেয়ায় (স্বর্গপ্রাপ্তির, অর্থাৎ সুখস্বরূপ পরমাত্মলাভের, হেতুভূত ধ্যানকর্মে) [প্রযত্ন করিতেছি]। ২।২

আমরা সূর্যদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরমাত্মায় সংযোজিত অন্তঃকরণ অবলম্বনে পরমানন্দ-লাভের হেতুভূত ধ্যানে যথাশক্তি যত্নবান্ হইতেছি। ২।২

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ৩

সুবঃ (স্বর্গ, অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে) যতঃ (গমনকারী) [এবং] ধিয়া (সম্যগ্-দর্শনের দ্বারা) দিবম্ (প্রকাশস্বরূপ, চৈতন্যৈকরস) বৃহৎ (মহৎ) জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ) করিষ্যতঃ (প্রকাশকারী) দেবান্ (ইন্দ্রিয়সমূহকে) মনসা (মনের সহিত) যুক্ত্বায় (=যোজয়িত্বা, পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া) সবিতা (সূর্যদেব) তান্ (.তাহাদিগকে) প্রসুবাতি (অনুগ্রহ করুন, বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন)। ২।৩

সুখস্বরূপ ব্রহ্মের অভিমুখে গমনকারী এবং সম্যগ্দর্শন সহায়ে চৈতন্যৈকরস ব্রহ্মজ্যোতিঃকে প্রকাশকারী ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের সহিত পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া সবিতা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ২।৩

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ৪

বিপ্রাঃ (যে সকল বিপ্র) মনঃ (মনকে) যুঞ্জতে (পরমাত্মায় যুক্ত করেন) উত ধিয়ঃ (এবং অপর করণ সকলকে) যুঞ্জতে (পরমাত্মায় যুক্ত করেন) [তাঁহাদের দ্বারা সেই] বিপ্রস্য (ব্যাপক) বৃহতঃ (মহান্) বিপশ্চিতঃ (সর্বজ্ঞ) সবিতুঃ দেবস্য (সূর্যদেবের) ইৎ (এই প্রকারে) মহী (মহতী) পরিষ্টুতিঃ (বিশেষ স্তুতি) [কর্তব্য],

[কারণ সবিতাই] হোত্রাঃ (হোতৃসাধ্য কর্মসমূহ) বিদধে ([illegible] করেন), [তিনি] বয়ুনাবিৎ (প্রজ্ঞাবিৎ, সর্বসাক্ষী) [এবং] একঃ (অদ্বিতীয়)। ২।৪

যে সকল বিপ্র মন এবং অপর করণসমূহকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন তাঁহাদের দ্বারা সেই ব্যাপক মহান্ এবং সর্বজ্ঞ সবিতৃদেবের এই প্রকার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক, কারণ তিনিই সমুদয় যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক, সর্বসাক্ষী, এবং অদ্বিতীয়। ২।৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-
বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ ৫

[হে ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবগণ] বাম্ (আপনাদের প্রকাশ্য অথবা আপনাদের কারণভূত) পূর্ব্যম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) নমোভিঃ (নমস্কারাদি, অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি, দ্বারা) যুজে (আমি সমাধির বিষয়ীভূত করিতেছি)। সূরেঃ (সবিতাদেবের) পথি এব (সন্মার্গে বর্তমান) [আমার], [অথবা—পথি এব (সন্মার্গে বর্তমান) সূরেঃ (এই প্রকার যোগবিদ্ বা সমাধিমান্ আমার)] শ্লোকঃ (স্তুতি) বি-এতু (বিবিধরূপে বিস্তৃত হউক)। অমৃতস্য (হিরণ্যগর্ভের) বিশ্বে পুত্রাঃ (সন্তানগণ) যে (যাঁহারা) দিব্যানি ধামানি (স্বর্গীয় অমরাবতী প্রভৃতি স্থান সকল) আতস্থুঃ (অধিকার করিয়া আছেন) [তাঁহারা এই স্তুতি] শৃণ্বন্তু (শ্রবণ করুন)। ২।৫

(হে ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবগণ), আমি চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা আপনাদের প্রকাশ্য সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত হইতেছি। সবিতা-দেবেরই সন্মার্গে স্থিত আমার এই স্তুতি বিস্তৃতি লাভ করুক এবং হিরণ্যগর্ভের যে সকল সন্তান দিব্যধামে অবস্থিত আছেন, তাঁহারা ইহা শ্রবণ করুন। ২।৫

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬

[যিনি সবিতার অনুমতি ভিন্ন কর্মে লিপ্ত হন তাঁহার] মনঃ (মন) তত্র (সেই যজ্ঞাদিতে) সঞ্জায়তে (আসক্ত হয়) যত্র (যাহাতে) অগ্নিঃ ([আধানের পূর্বে] অগ্নি) অভিমথ্যতে (মথিত হয়), যত্র (যজ্ঞাঙ্গ যে প্রবর্গ্যকর্মের পূর্বে) বায়ুঃ (প্রাণ) অধিরুধ্যতে (অবরোধিত, সংস্থাপিত, হন), যত্র সোমঃ (সোমরস) অতিরিচ্যতে (দশাপবিত্র নামক সোমপাত্রকে পূর্ণ করিয়াও অতিরিক্ত হয়)। অথবা —যত্র (যে হৃদয়ে) অগ্নিঃ (অবিদ্যাদির দাহক পরমাত্মা) অভিমথ্যতে (১।১৪ শ্লোকোক্ত প্রকারে মথিত হন), যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে (প্রাণায়াম কালে বায়ু নিরুদ্ধ হয়) যত্র সোমঃ (অন্তঃকরণাধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব) অতিরিচ্যতে (অধিক প্রকাশ পান) তত্র (সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে) মনঃ (অদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারা বৃত্তি) সঞ্জায়তে (সমুৎপন্ন হয়)। [প্রথমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পরে প্রাণায়ামাদি, তৎপরে মহাবাক্যের অর্থবোধ, এবং সর্বশেষে কৃতকৃত্যতা হয়]। ২।৬

(সবিতার অনুমতি ব্যতীত কর্মে লিপ্ত হইলে) মন সেই সব যজ্ঞেই আসক্ত হইয়া থাকে, যাহাতে অগ্নি-মন্থন করা হয়, এবং যাহাতে প্রবর্গ্যের[১] পূর্বে প্রাণ সংস্থাপিত হন, এবং যাহাতে অতিরিক্ত রূপে সোমরস নিষ্কাসিত হয়। (অর্থাৎ তিনি ভোগেই মত্ত থাকেন)। ২।৬

১। সোমযাগারম্ভে এই প্রবর্গ্য-কর্মটি করিতে হয়। ইহাতে 'রৌহিণ' নামক পুরোডাশ আহুতি দিয়া 'ঘর্ম বা মহাবীর' নামক উক্ত পাত্রে অথবা উত্তপ্ত ঘৃতমধ্যে টাটকা দুধ ঢালিতে হয়, এবং তৎসহায়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে একটি ও অগ্নির উদ্দেশে একটি আহুতি দিতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৫) আছে যে, মহাবীরকে উত্তপ্ত করার কালে হোতা যে সকল মন্ত্র পাঠ করেন তন্মধ্যে 'অভিত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ' এই মন্ত্র সবিতার; সবিতাই প্রাণ। এই মন্ত্রদ্বারা এই

যজ্ঞে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।" গোদোহন, ছাগদোহন ও দুগ্ধ গরম করার কালে যে "অভিষ্টবমন্ত্র" পঠিত হয়, তদ্দ্বারাও প্রাণকেই স্থাপন করা হয়।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥ ৭

প্রসবেন (শস্যসম্পদ্ উৎপাদনকারী) সবিত্রা (সবিতার অনুজ্ঞা পাইয়া) পূর্ব্যম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) জুষেত (সেবা করিবে)। তত্র (সেই ব্রহ্মে) যোনিম্ (সমাধিরূপ নিষ্ঠা) কৃণবসে (কর)—হি (কারণ এইরূপ করিলেই) তে (তোমার) পূর্তম্ (কূপ ও আরামাদি নির্মাণ রূপ পূর্তকর্ম ও যাগাদি [প্রঃ ১।৯]) ন অক্ষিপৎ (তোমায় ক্ষেপণ, অর্থাৎ বন্ধন, করিবে না)—[গীতা ২।২৭-২৮]। ২।৭

(অতএব) সবিতার অনুজ্ঞা লইয়া সনাতন ব্রহ্মের সেবা করিবে। সেই ব্রহ্মে সমাধি লাভ কর; কারণ এইরূপ করিলেই পূর্তকর্মাদি তোমায় (সংসারে) আবদ্ধ করিতে পারিবে না। ২।৭

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮

ত্রিঃ-উন্নতম্ (যে শরীরে মস্তক গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত, অর্থাৎ কুঞ্চিত নহে, সেই) শরীরম্ (শরীরকে) সমম্ (সমভাবে) স্থাপ্য (স্থাপনপূর্বক) [যোঃ সূঃ ২।৪৬, গীতা ৬।১৩-১৫] ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) মনসা (মনের সাহায্যে) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবেশ্য (সম্যক্ নিয়মিত করিয়া) ব্রহ্ম-উড়ুপেন (ভেলাস্থানীয় প্রণবের সাহায্যে) [যোঃ সূঃ ১।২৭] বিদ্বান্ (যোগতত্ত্ববিদ্) সর্বাণি (সমুদয়) ভয়াবহানি

(ভয়াবহ, নিম্নযোনিপ্রাপক) স্রোতাংসি (সংসারপ্রবাহ) প্রতরেত (অতিক্রম করিবেন)। ২।৮

যোগতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা, ও বক্ষ সমুন্নত করিয়া শরীরকে সরলভাবে স্থাপনপূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সংনিয়মিত করিবেন এবং প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে সমুদয় ভয়াবহ সংসারস্রোত অতিক্রম করিবেন। ২।৮

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯

সংযুক্ত-চেষ্টঃ (শাস্ত্রবিহিত প্রকারে নিয়মিত আহারাদিযুক্ত হইয়া) [গীতা ৬।১৭] বিদ্বান্ (যোগমার্গাভিজ্ঞ যোগী) ইহ (এই যোগমার্গে) প্রাণান্ (পঞ্চ প্রাণবায়ুকে) প্রপীড্য (প্রপীড়িত করিয়া, অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক অবলম্বনে প্রাণায়াম করিয়া), প্রাণে ক্ষীণে (প্রাণ ক্ষীণ হইলে, অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে উপরত হইয়া প্রাণবায়ু দণ্ডের ন্যায় স্থির হইলে) নাসিকয়া (নাসিকাপুটের মধ্য দিয়া) উচ্ছ্বসীত (শ্বাস ত্যাগ, অর্থাৎ রেচক, করিবেন) [যোঃ সূঃ ২।৪৯-৫১]। দুষ্ট-অশ্বযুক্তম্ (অশিক্ষিত অশ্বের সহিত সংযুক্ত) বাহম্ ইব (রথনিয়ন্তার ন্যায়) এনম্ (এই) মনঃ (মনকে) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্তভাবে) ধারয়েত (ধ্যেয়বস্তুতে একাগ্র করিবে) [কঃ ১।৩।৬ ; যোঃ সূঃ ২।৫২-৫৫ ও ৩।১২]। ২।৯

শাস্ত্রবিহিত প্রকারে নিয়মিত চেষ্টাদিযুক্ত হইয়া যোগাভিজ্ঞ যোগী এই যোগমার্গে পঞ্চ প্রাণকে সংযত করিবেন। প্রাণ সকল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে উপরত হইয়া স্থির হইলে, নাসিকামধ্য দিয়া শ্বাস ত্যাগ

করিবেন। পরে দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় সারথির ন্যায় এই মনকে অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করিবেন। ২।৯

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥ ১০

সমে (সমতল, যাহা বন্ধুর নহে) শুচৌ (শুদ্ধ) শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে (প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, ও বালুকা রহিত) [ও] শব্দ-জল-আশ্রয়-আদিভিঃ [বিবর্জিতে (কোলাহল, সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, ও মণ্ডপ প্রভৃতি বিহীন), মনঃ-অনুকূলে (মনের প্রসন্নতা সম্পাদক) ন তু চক্ষুঃপীড়নে (অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে) [এইরূপ] গুহা-নিবাত-আশ্রয়ণে (প্রবল বায়ুপ্রবাহ শূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয়ে) প্রযোজয়েৎ ([চিত্তকে পরমাত্মায়] সমাহিত করিবে)—[গীতা ৬।১০--১২]। ২।১০

যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যাহাতে প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি, অথবা বালুকা নাই, যে স্থল কোলাহলশূন্য, এবং যাহা সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় অথবা মণ্ডপের সমীপবর্তী নহে, যাহা মনের প্রসন্নতা-সম্পাদক অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এইরূপ প্রবলবায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সমাহিত করিবে। ২।১০

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১

[সম্প্রতি যোগসিদ্ধির চিহ্নসমূহ বলা হইতেছে]—যোগে (যোগাভ্যাসকালে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মবিষয়ে) অভিব্যক্তিকরাণি (অভিব্যক্তিসূচক) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাম্ (তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু, ও অগ্নির রূপের সদৃশ) খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশী-নাম্ (জোনাকী পোকা, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, ও চন্দ্রের রূপের সদৃশ) এতানি (এই) রূপাণি (রূপসমূহ, চিহ্নসমূহ) পুরঃসরাণি (অগ্রগামী হইয়া থাকে) ২।১১

যোগাভ্যাসকালে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিসূচক তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, ও চন্দ্রের রূপের ন্যায় রূপসমূহ অগ্রগামী হইয়া থাকে[১]। ২।১১

১। প্রথমে তুষারপ্রভার ন্যায়, পরে ধূমপ্রভার ন্যায়, তৎপরে সূর্যপ্রভার ন্যায় চিত্তবৃত্তি হয়, পরে বাহ্যবায়ুর ন্যায় প্রবলভাবে সংক্ষুভিত হয়, এবং তাহার পরে অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ হয়। কখনও খদ্যোত-খচিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় মনে হয়, কখনও বা উহা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও উহা স্ফটিকের ন্যায়, এবং কখনও চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়। এই সকল ক্রমে প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, যোগসিদ্ধি হইতেছে।

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২

পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খে (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ) সমুত্থিতে (অভিব্যক্ত হইলে)—[অর্থাৎ] পঞ্চ-আত্মকে (পঞ্চভূতের গন্ধাদিরূপ) যোগ-গুণে (যোগশাস্ত্রোক্ত গুণ) প্রবৃত্তে (যোগীর নিকট প্রকাশিত হইলে), তস্য (সেই) যোগ-অগ্নিময়ম্ (যোগরূপ অগ্নিদ্বারা সংশোধিত) শরীরম্ (শরীর) প্রাপ্তস্য (প্রাপ্ত যোগীর) ন রোগঃ (রোগ থাকে না), ন জরা (জরা থাকে না), ন মৃত্যুঃ (এবং মৃত্যুও থাকে না) [যোঃ সূঃ ৩।৪৫]। ২।১২

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে,' অর্থাৎ, যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ যোগীর নিকট প্রকটিত হইলে', সেই যোগীর দেহ যোগাগ্নিদ্বারা বিশোধিত হয় এবং ঐ বিমল শরীর প্রাপ্ত যোগীর রোগ জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়। ১২

১। যোগীর প্রবৃত্তি পাঁচ প্রকার হয়—নির্বিষয়া, স্পর্শবতী, জ্যোতিষ্মতী, তরলাকারা, ও স্থূলাকারা। যোগের উন্নতি অনুযায়ী চিত্তবৃত্তি সূক্ষ্মতর হয়।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩

লঘুত্বম্ (শরীরের লঘুতা), আরোগ্যম্ (শরীর ও মনের রোগহীনতা), অলোলুপত্বম্ (বিষয়ে লোভরাহিত্য), বর্ণপ্রসাদঃ (দেহের উজ্জ্বল কান্তি) স্বরসৌষ্ঠবম্ চ (এবং স্বরের মাধুর্য), শুভঃ গন্ধঃ (দেহের মধুর গন্ধ), অল্পম্ মূত্র-পুরীষম্ (মল ও মূত্রের অল্পতা) [এই সকলকে] প্রথমাম্ (পূর্বভাবী) যোগপ্রবৃত্তিম্ (যোগসিদ্ধির অভিমুখী চিহ্ন) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) [যোঃ সূঃ ৩।৪৬-৫১]। ২।১৩

শরীরের লঘুতা, শরীর ও মনের রোগহীনতা, লোভহীনতা, উজ্জ্বল কান্তি, স্বরমাধুর্য, মধুর গন্ধ, মলমূত্রের স্বল্পতা—এই সকলকে যোগিগণ যোগসিদ্ধির পূর্বভাবী চিহ্ন বলিয়া থাকেন। ২।১৩

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

মৃদয়া (মৃত্তিকা দ্বারা) বিম্বম্ (যে সুবর্ণাদিপিণ্ড) [পূর্বে] উপলিপ্তম্ (মলিনীকৃত হইয়াছে) তৎ (তাহাই) সুধান্তম্ (= সুধৌতম্, অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া) যথা (যদ্রূপ) তেজোময়ম্ (সমুজ্জ্বলরূপে) ভ্রাজতে এব (অবশ্যই দীপ্তি পায়) [ঠিক সেইরূপ] তৎ-বা আত্মতত্ত্বম্ (সেই আত্মতত্ত্বকে) প্রসমীক্ষ্য (সাক্ষাৎ করিয়া) দেহী (যোগী) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন), কৃতার্থঃ (কৃত-কৃত্য) [এবং] বীতশোকঃ (সকল দুঃখ হইতে মুক্ত) ভবতে (= ভবতি, হন) [যোঃ সূঃ ৪।২৯-৩৩]। ২।১৪

যে সুবর্ণাদি পিণ্ড পূর্বে মৃত্তিকাদ্বারা মলিনীকৃত হইয়াছে তাহাই অগ্ন্যাদির দ্বারা বিশোধিত হইলে যেমন উজ্জ্বল রূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনি সেই আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে যোগী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, কৃতকৃতার্থ, ও সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হন। ২।১৪

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

যদা (যে অবস্থায়) যুক্তঃ (যোগরত যোগী) ইহ (এই হৃদয়গুহাতে) দীপ-উপমেন (দীপস্থানীয়, প্রকাশস্বরূপ, সাক্ষিস্বরূপ) আত্মতত্ত্বেন (নিজ আত্মা রূপে, নিজ আত্মা হইতে অভিন্নরূপে) [ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া] ব্রহ্মতত্ত্বম্ তু (ব্রহ্মতত্ত্বকেই) প্রপশ্যেৎ (দর্শন করেন) [সেই অবস্থায়] অজম্ (জন্মরহিত) ধ্রুবম্ (অপ্রচ্যুত-স্বভাব, সর্বদা একরূপ) সর্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধম্ (অবিদ্যা ও তৎকার্যসমূহের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট) দেবম্ (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ (অবিদ্যাদি সমুদয় বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন)। ২।১৫

যে অবস্থায় যোগযুক্ত যোগী দীপস্থানীয় স্বীয় আত্মরূপে ব্রহ্মতত্ত্বকে এই হৃদয়গুহাতে সাক্ষাৎ করেন, তদবস্থায়ই তিনি জন্মরহিত, সর্বদা একস্বরূপ, এবং অবিদ্যাদির সহিত সম্বন্ধশূন্য পরমাত্মাকে জানিয়া মুক্ত হন। ২।১৫

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥ ১৬

সর্বাঃ (সমুদয়) প্রদিশঃ অনু (পূর্বাদি ও ঈশানাদি দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত) এষঃ হ দেবঃ (এই প্রকাশরূপী পরমাত্মাই) পূর্বঃ হ (সকলের অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত হন), সঃ উ (তিনিই) গর্ভে অন্তঃ (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিরাট্‌রূপে প্রকাশ পান); সঃ এব (তিনিই আবার) জাতঃ (শিশুরূপে জাত হইয়াছেন); সঃ (তিনিই) জনিষ্যমাণঃ (জাত হইবেন); [তিনিই] জনান্ (সর্বজীবের) প্রত্যঙ্ (অভ্যন্তরে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [এবং এইজন্যই] সর্বতঃ-মুখঃ (সকল প্রাণীর মুখ তাঁহারই মুখ)। ২।১৬

সর্বদিক্‌ব্যাপী (চৈতন্যরূপী) এই পরমাত্মাই সকলের পূর্বে (হিরণ্যগর্ভরূপে) জাত হন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে (বিরাট্‌রূপে) অবস্থান করেন; তিনিই আবার (মনুষ্যাদির) শিশুরূপে জাত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তিনিই সর্ব জীবের অন্তর্যামী হইয়া সর্বতোমুখ হইয়াছেন। ২।১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ১৭

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

যঃ (যে) দেবঃ (স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মা) অগ্নৌ (অগ্নিতে অবস্থিত), যঃ (যিনি) অপ্সু (জলে প্রতিষ্ঠিত), যঃ ওষধীষু (যিনি শালীধান্যাদি ওষধিতে অবস্থিত), যঃ বনস্পতিষু (যিনি অশ্বত্থাদি বৃক্ষে অধিষ্ঠিত) যঃ (যিনি) বিশ্বম্ (নিখিল) ভুবনম্ (জগতে) আবিবেশ (প্রবেশ করিয়াছেন) তস্মৈ (সেই) দেবায় (স্বয়ম্প্রকাশকে) নমঃ নমঃ (বারংবার নমস্কার)। ২।১৭

যে স্বয়ম্প্রকাশ দেব অগ্নিতে অবস্থিত, যিনি জলে অধিষ্ঠিত, যিনি ওষধিসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনস্পতিসমূহে বিরাজিত, যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট, সেই স্বয়ম্প্রকাশকে বারংবার নমস্কার। ২।১৭

তৃতীয় অধ্যায়

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়)—জালবান্ (মায়াবী) [গীতা ৭।১৪, শ্বেঃ ৪।১০] ঈশনীভিঃ (স্বীয় শক্তিসমূহের প্রভাবে) ঈশতে (শাসন করেন),—যঃ (যিনি) একঃ এব (অদ্বিতীয় হইয়াও) উদ্ভবে (ঐশ্বর্যলাভকালে) সম্ভবে চ (এবং উৎপত্তিকালে) সর্বান্ (সমুদয়) লোকান্ (লোক সমূহকে) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিপ্রভাবে) ঈশতে (শাসন করেন)—এতৎ (এই তত্ত্ব) যে (যাঁহারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ৩।১

যে অদ্বিতীয় মায়াবী স্বশক্তি সমূহের সহায়ে শাসন করেন—যিনি এক হইয়াও সমুদয় লোককে (তাহাদের) ঐশ্বর্যলাভকালে ও উৎপত্তি কালে স্বশক্তিপ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন—(তাঁহার) এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমর হন। ৩।১

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২

[তিনি মায়াবী]—হি (কারণ) রুদ্রঃ (সর্বসংহারী পরমেশ্বর) একঃ (একই), [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] দ্বিতীয়ায় (দ্বিতীয় কাহারও আকাজ্ক্ষায়) ন তস্থুঃ (অবস্থান

করেন নাই)—[অর্থাৎ অদ্বিতীয় রুদ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও দর্শন করেন নাই]—যঃ (যে রুদ্র) ইমান্ লোকান্ (এই সমুদয় লোককে) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিপ্রভাবে) ঈশতে (নিয়মিত করেন), [যিনি] জনান্ প্রত্যঙ্ (প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী রূপে) তিষ্ঠতি (অবস্থিত আছেন), [যিনি] বিশ্বা ভুবনানি (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সংসৃজ্য (সৃজন করিয়া) গোপাঃ (গোপ্তা, পালক, হন) [এবং তৎপরে] অন্তকালে (প্রলয়কালে) সঙ্কুকোপ (কোপ, অর্থাৎ সংহার, করেন)। [পাঠান্তর—সংচুকোচ = প্রলয়ে আপনাতে সঙ্কুচিত করেন]। ৩।২

(রুদ্রই পরম মায়াবী; কারণ) তিনি অদ্বিতীয়—ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় কাহারও আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন না। সেই রুদ্রই এই সমুদয় লোককে স্বীয় শক্তি সহায়ে নিয়মিত করেন। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন। তিনিই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার পালক হন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন। ২

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩

বিশ্বতঃ-চক্ষুঃ (যত চক্ষু আছে, তাহা তাঁহারই) উত (এবং) বিশ্বতঃ-মুখঃ, বিশ্বতঃ-বাহুঃ, উত বিশ্বতঃ-পাৎ (যত মুখ, বাহু, ও পাদ আছে, তাহা তাঁহার)। (তিনি) বাহুভ্যাম্ (বাহুদ্বয়ের সহিত) সংধমতি (মনুষ্যাদিকে সংযুক্ত করেন), পতত্রৈঃ (পতন হইতে যাহা ত্রাণ করে সেই পক্ষ ও চরণের সহিত পক্ষী ও মনুষ্যাদিকে) সং [ধমতি] (সংযুক্ত করেন)। দ্যাবাভূমী (দ্যুলোক ও ভূলোক, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড) জনয়ন্ (সৃষ্টি করিয়া) দেবঃ একঃ (তিনি তাঁহার অদ্বিতীয় প্রকাশকরূপে বিরাজিত)। ৩।৩

যত চক্ষু, যত মুখ, যত বাহু, যত চরণ আছে, তাহা তাঁহারই। তিনিই মনুষ্যাদিকে বাহুসংযুক্ত করেন এবং মনুষ্য ও বিহগাদিকে চরণ ও পক্ষ সংযুক্ত করেন। দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার অদ্বিতীয় প্রকাশকরূপে বিরাজিত। ৩।৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪

দেবানাম্ (দেবগণের) প্রভবঃ চ (উৎপত্তির হেতু) উদ্ভবঃ চ (এবং বিভূতি-লাভেরও কারণ) বিশ্ব-অধিপঃ (বিশ্বের পালয়িতা) মহা-ঋষিঃ (সর্বজ্ঞ) যঃ (যে) রুদ্রঃ (রুদ্র) পূর্বম্ (সৃষ্টির আদিতে) হিরণ্যগর্ভম্) ([হিতকর ও রমণীয়, অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল, জ্ঞানই গর্ভ বা সার যাঁহার, সেই] হিরণ্যগর্ভকে) জনয়ামাস (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) সঃ (সেই রুদ্র) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (মঙ্গলময়) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুনক্তু (সংযুক্ত করুন)। ৩।৪

দেবগণের উৎপত্তিস্থল ও ঐশ্বর্যবিধাতা এবং বিশ্বপালক যে সর্বজ্ঞ রুদ্র জগৎসৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। ৩।৪

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫

[হে] রুদ্র (রুদ্র) গিরিশন্ত (গিরিতে, অর্থাৎ দেহে, অবস্থানপূর্বক শং বা সুখ বিধানকারী), তে (তোমার) যা (যাহা) শিবা (মঙ্গলময়, অবিদ্যাতীত শুদ্ধ)

অঘোরা (আনন্দময়) অপাপকাশিনী (পুণ্যাভিব্যঞ্জক) তনূঃ (=তনুঃ, শরীর) তয়া (সেই) শন্তময়া (পূর্ণানন্দময়) তন্বা (=তনু, শরীরের দ্বারা) নঃ (আমাদিগকে) অভিচাকশীহি (নিরীক্ষণ কর, মঙ্গলযুক্ত কর)। ৩।৫

হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত, তোমার যাহা শুভ আনন্দপ্রদ ও পুণ্যাভিব্যঞ্জক তনু, সেই সুখতম তনুদ্বারা আমাদের মঙ্গল কর। ৩।৫

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬

[হে] গিরিশন্ত (গিরিশন্ত), গিরিত্র (দেহে অবস্থানপূর্বক অভয়ের ত্রাতা), [তুমি] অস্তবে (নিক্ষেপ করিবার জন্য) যাম্ (যে) ইষুম্ (বাণ) হস্তে বিভর্ষি (ধারণ করিয়াছ) তাম্ (সেই বাণকে) শিবাম্ (মঙ্গলময়) কুরু (কর)। পুরুষম্ (আমাদের কোনও লোককে) জগৎ (এবং বিশ্বকে) মা হিংসীঃ (হিংসা করিও না) [অথবা—জগদ্রূপী (শ্বেঃ ৩।১৪) ঈশ্বরকে আমাদের নিকট আবৃত করিও না]। ৩।৬

হে গিরিশন্ত, হে গিরিত্র, তুমি নিক্ষেপ করিবার জন্য যে বাণ হস্তে লইয়াছ, তাহাকে মঙ্গলময় কর। আমাদের পরিবারকে এবং এই জগৎকে হিংসা করিও না। ৩।৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭

ততঃ (আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ হইতে, অথবা জগদ্রূপী বিরাট্ হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ব্যাপক), ব্রহ্মপরম্ (হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ)

বৃহন্তম্ (মহৎ, ব্যাপী), যথা-নিকায়ম্ (বিভিন্ন শরীরানুসারে) সর্বভূতেষু (সর্ব-ভূতের অন্তরে) গূঢ়ম্ (প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত), বিশ্বস্য (জগতের) একম্ (অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারম্ (পরিবেষ্টক) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) ঈশম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [জীবগণ] অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হইয়া থাকে)। ৩।৭

জগদাত্মক বিরাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, বৃহৎ, সর্বভূতের বিভিন্ন শরীরে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত, এবং জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইলে জীবগণ অমর হইয়া থাকে। ৩।৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

আদিত্য-বর্ণম্ (সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ), তমসঃ (অজ্ঞানান্ধকারের) পরস্তাৎ (পরবর্তী, অতীত) এতম্ (এই) মহান্তম্ (সর্বব্যাপী) পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপকে) অহম্ (আমি) বেদ (জানি)। তম্ (তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অতি-এতি (অতিক্রম করে) [কারণ] অয়নায় (পরমার্থলাভের জন্য) অন্যঃ (এতদ্ভিন্ন অপর) পন্থাঃ (উপায়) ন বিদ্যতে (নাই)। ৩।৮

স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিলেই (লোকে) মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে; কারণ পরমার্থলাভের আর কোন উপায় নাই। ৩।৮

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌ ॥ ৯

যস্মাৎ (যে পুরুষ হইতে) পরম্‌ (উৎকৃষ্ট) অপরম্‌ (অন্য বা অপকৃষ্ট) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন অস্তি (নাই), যস্মাৎ অণীয়ঃ (অণুতর) ন (নাই), জ্যায়ঃ (মহত্তর) কঃ চিৎ (কেহই) ন অস্তি (নাই), বৃক্ষঃ ইব (বৃক্ষের ন্যায়) স্তব্ধঃ (নিশ্চলরূপে) একঃ (যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা) দিবি (প্রকাশাত্মক নিজ মহিমায়) তিষ্ঠতি (বিরাজিত আছেন) তেন (সেই) পুরুষেণ (পুরুষের দ্বারা) ইদম্‌ (এই) সর্বম্‌ (সমস্ত জগৎ) পূর্ণম্‌ (পরিব্যাপ্ত)। ৩।৯

যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কেহই নাই, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে নিজ প্রকাশাত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষেরই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। ৩।৯

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্‌।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০

ততঃ (ইদংপদবাচ্য জগৎ হইতে) যৎ (যে ব্রহ্ম) উত্তরতরম্‌ (অধিকতর উত্তরবর্তী) [অর্থাৎ যিনি জগতের কারণ হইতেও ঊর্ধ্বে বা কার্যকারণবিনির্মুক্ত], তৎ (তিনি) অরূপম্‌ (রূপহীন) অনাময়ম্‌ (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়শূন্য)—যে (যাঁহারা) এতৎ (ইহা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন); অথ (পক্ষান্তরে) ইতরে (অপরেরা, অজ্ঞানীরা) দুঃখম্‌ এব (দুঃখকেই) অপিযন্তি (প্রাপ্ত হন)। ৩।১০

এই জগতের কারণ হইতেও যিনি ঊর্ধ্বে, তিনি অরূপ এবং নিরাময়। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমর হন; আর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা দুঃখেই অভিভূত হইয়া থাকেন। ৩।১০

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ ১১

সর্ব-আনন-শিরঃ-গ্রীব (সর্বপ্রাণীর মুখ, মস্তক, ও গ্রীবা তাঁহারই), সর্ব-ভূত-গুহা-শয়ঃ (তিনি সর্বজীবের বুদ্ধিতে অবস্থিত), সর্বব্যাপী (তিনি সর্বব্যাপী), সঃ (তিনি) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্যশালী)—তস্মাৎ (সেই জন্য) সর্বগতঃ ([তিনি] সর্বত্র বিদ্যমান) [এবং] শিবঃ (মঙ্গলরূপী)। ৩।১১

যেহেতু সকল মুখ মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই এবং তিনিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত সর্বব্যাপী ও ষড়ৈশ্বর্যশালী, অতএব তিনিই সর্বত্র বিদ্যমান ও মঙ্গলস্বরূপ। ৩।১১

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ ১২

এষঃ (ইনি) মহান্ (মহান্), প্রভুঃ বৈ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্যে অবশ্যই সমর্থ), পুরুষঃ (হৃদয়শায়ী), ইমাম্ সুনির্মলাম্ (এই বিশুদ্ধ পরমপদ) প্রাপ্তিম্ (লাভের প্রতি), সত্ত্বস্য (অন্তঃকরণের) প্রবর্তকঃ (প্রেরয়িতা), ঈশানঃ (ঈশ্বর), জ্যোতিঃ (বিজ্ঞানস্বরূপ), অব্যয়ঃ (অবিনাশী)। ৩।১২

ইনি অবশ্যই মহান্, সামর্থ্যশালী, হৃদয়শায়ী, পরমপদপ্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা, সর্বাধীশ, বিজ্ঞানপ্রকাশ-স্বরূপ, এবং অবিনাশী। ৩।১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীশো মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩

[যিনি] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়পদ্মাকাশে উপলব্ধ) পুরুষঃ (জগৎ-পূরণকারী বা পরিপূর্ণস্বরূপ) অন্তঃ-আত্মা (সকলের অভ্যন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত), সদা (সর্বদা) জনানাম্ (প্রাণিগণের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত) মনীশঃ (সেই জ্ঞানাধীশ) মনসা (মননের দ্বারা ; অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত-মধ্যে যে অংশ দৃশ্য তাহা আত্মা নহে, কিন্তু যে অংশ দ্রষ্টা তিনিই আত্মা—এইরূপ বিচারের দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (সমর্থিত, প্রকাশিত) [হইয়া] হৃদা (আমি ব্রহ্ম—এইরূপ বিষয়-শূন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জক, তদ্দ্বারা) [জ্ঞাত হন]। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই তত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)—[কঃ ২।৩।৯ ও ২।৩।১৭]। ৩।১৩

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অথচ পরিপূর্ণস্বরূপ এবং যিনি অন্তরাত্মা রূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই জ্ঞানাধীশ মননের দ্বারা সমর্থিত হইয়া পরে অখণ্ডাকারা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত হন[১]। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমর হন। ৩।১৩

১। প্রথমে বিচার-সহায়ে সংশয়াদি বিদূরিত হইয়া উপনিষদ্বেদ্য আত্মা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয় ; এবং তৎপরে শুদ্ধবুদ্ধিতে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হইয়া অবিদ্যাদি বিনষ্ট হয়।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪

পুরুষঃ (পুরুষ) সহস্র-শীর্ষা (অসংখ্য-মস্তক-বিশিষ্ট), সহস্র-অক্ষঃ (অসংখ্য-চক্ষুশালী), সহস্রপাৎ (অসংখ্য-চরণযুক্ত) ; সঃ (তিনি) ভূমিম্ (ভূলোককে

বিশ্বতঃ (সর্বতোভাবে) বৃত্বা (পরিব্যাপ্ত করিয়া) দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ (জগৎকে অতিক্রম করিয়া অসীমস্বরূপে, অথবা জগৎকে অতিক্রম করিয়া নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়পদ্মমধ্যে, প্রতিষ্ঠিত আছেন—[ছাঃ ৩।১২।৬ ; গীতা ১০।৪২]) । ৩।১৪

সেই পূর্ণস্বরূপের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ; তিনি ভুবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াও নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছেন। অথবা—জগৎকে অতিক্রম করিয়া অসীমস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। ৩।১৪

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫

ইদম্ (বর্তমান যাহা কিছু) যৎ ভূতম্ (যাহা অতীত) যৎ চ (এবং যাহা) ভব্যম্ (ভাবী)—সর্বম্ (তৎসমস্ত) পুরুষঃ এব (পুরুষই) [মুঃ ২।১।১০]। উত (অধিকন্তু) [তিনি] অমৃতত্বস্য (অমরত্বের, মুক্তির) ঈশানঃ (বিধাতা), যৎ (যাহা) অন্নেন (অন্নদ্বারা) অতিরোহতি (জীবিত থাকে) [তাহারও বিধাতা]। ৩।১৫

যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত, এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তৎসমস্তই পুরুষ। তিনি মুক্তির বিধাতা ; এবং যাহা কিছু অন্নাবলম্বনে জীবন ধারণ করে, তাহারও বিধাতা। ৩।১৫

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬

তৎ (সেই ব্রহ্ম) সর্বতঃ পাণি-পাদম্ (সর্বত্র করচরণবান্, সর্ব প্রাণীর হস্তপদ তাঁহারই) সর্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখম্ (সর্ব প্রাণীর চক্ষু, মস্তক ও মুখ তাঁহারই) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব প্রাণীর কর্ণ তাঁহারই), লোকে (প্রাণিদেহে প্রত্যগ্‌রূপে বিদ্যমান

থাকিয়া) সর্বম্ আবৃত্য (সমস্ত ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (তিনি বিদ্যমান) [শ্বে ৩।৩, ৩।১১ ; গীতা ১৩।১৩] । ৩।১৬

সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ সেই ব্রহ্মেরই ; সর্ব জীবের চক্ষু, মস্তক, ও মুখ তাঁহারই ; এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁহারই ; তিনি প্রাণি-দেহে প্রত্যগাত্মা রূপে অবস্থানপূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। ৩।১৬

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭

[সেই ব্রহ্ম] সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসম্ ([উপাধিবশতঃ] সমুদয় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট-রূপে আভাসিত বা প্রতিভাত হন), [কিন্তু] সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রহিত) [গীতা ১৩।১৪] ; (তিনি) সর্বস্য (সকলেরই) প্রভুম্ ঈশানম্ (সামর্থ্যশালী নিয়ন্তা), সর্বস্য শরণম্ (আশ্রয়) [এবং] বৃহৎ (পরম কারণ) । [গীতা ৯।১৮] [পাঠান্তর—শরণং সুহৃৎ] । ৩।১৭

তিনি নিখিল ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট-রূপে প্রতিভাত হন, অথচ তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-শূন্য। তিনি সকলেরই শক্তিশালী নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয়, এবং পরম কারণ। ৩।১৭

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮

স্থাবরস্য (স্থিতিশীল বৃক্ষাদির) চরস্য চ (এবং জঙ্গম মনুষ্যাদির)—সর্বস্য (সকল) লোকস্য (লোকের) বশী (প্রভু, নিয়ন্তা) হংসঃ ([অবিদ্যাদিকে] হননকারী পরমাত্মা) দেহী (জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া) নবদ্বারে (নয়টি দ্বারযুক্ত) পুরে (দেহপুরে) বহিঃ (বহির্বিষয়গ্রহণার্থ) লেলায়তে (সচেষ্ট হন) । ৩।১৮

স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগতের নিয়ন্তা সেই পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নব-দ্বারযুক্ত[1] দেহপুরে অবস্থানপূর্বক বহির্বিষয়-গ্রহণে সচেষ্ট হন। ৩।১৮

১। দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্য।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯

[এই প্রকারে সর্বাত্মক ব্রহ্ম-প্রতিপাদনপূর্বক সম্প্রতি নির্গুণ পরব্রহ্ম-প্রতিপাদনের জন্য বলা হইতেছে]—সঃ (পরমাত্মা) অ-পাণি-পাদঃ (হস্তপদশূন্য হইয়াও) জবনঃ (দ্রুতগামী) গ্রহীতা (সর্বগ্রাহী); অচক্ষুঃ (চক্ষুহীন হইয়াও) পশ্যতি (দর্শন করেন); অকর্ণঃ (কর্ণবিহীন হইয়াও) শৃণোতি (শ্রবণ করেন); সঃ (তিনি [মনোহীন হইলেও] বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য [সমুদয়]) বেত্তি (জানেন), চ (অথচ) তস্য (তাঁহার) বেত্তা (জ্ঞাতা) ন অস্তি (নাই)। তম্ (তাঁহাকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] অগ্র্যম্ (সর্বাগ্রণী, অর্থাৎ সকলের কারণ), পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপ) [এবং] মহান্তম্ (মহান্) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ৩।১৯

তাঁহার হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন, এবং মন না থাকিলেও সর্ববস্তু জানেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্বাগ্রণী, পরিপূর্ণ, এবং মহান্ বলিয়া থাকেন। ৩।১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০

অণোঃ (অণু, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহতঃ (বৃহৎ হইতে) মহীয়ান্ (বৃহত্তর) আত্মা (আত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সকল প্রাণীর) গুহায়াম্ (হৃদয়ে) নিহিতঃ (আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন)। ধাতুঃ প্রসাদাৎ (পরমেশ্বরের অনুগ্রহে) অক্রতুম্ (বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা-রহিত) তম্ (সেই হৃদয়নিহিত আত্মাকে) মহিমানম্ (কর্মনিমিত্ত ক্ষয়বৃদ্ধি-হীন) ঈশম্ (পরমেশ্বর-স্বরূপে) পশ্যতি ([বিদ্বান্ ব্যক্তি] দর্শন করেন) [এবং] বীতশোকঃ (সর্বদুঃখের অতীত হন)। [পাঠান্তর—ধাতুপ্রসাদাৎ—চিত্তশুদ্ধিদ্বারা]—[কঃ ১।২।২০]। ৩।২০

অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। হৃদয়ে নিহিত ও বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষাশূন্য সেই আত্মাকে যিনি ঈশ্বরানুগ্রহে ক্ষয়বৃদ্ধিহীন পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন, তিনি ঐ দর্শনের ফলে সর্বদুঃখের অতীত হন। ৩।২০

বেদাহমেতমজরং পুরাণং

সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য

ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) যস্য (যে ব্রহ্মের) জন্মনিরোধম্ (উৎপত্তির অভাব) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন) [এবং যাঁহাকে তাঁহারা] নিত্যম্ হি (নিত্যস্বরূপেই) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন)—অজরম্ (জরাহীন, বিপরিণামবর্জিত), পুরাণম্ (পুরাতন, সর্বদা একরূপ), সর্ব-আত্মানম্ (সকলের আত্মভূত), বিভুত্বাৎ (ব্যাপকত্ব-নিবন্ধন) সর্বগতম্ (সর্বত্র অবস্থিত) এতম্ (এই পরমাত্মাকে) অহম্ (আমি) বেদ (জানি)। ৩।২১

ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহার উৎপত্তির অভাব বলিয়া থাকেন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া থাকেন, উক্ত এই অজর, পুরাতন, সকলের আত্মভূত, এবং ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্বত্র অবস্থিত ব্রহ্মকে আমি জানি। ৩।২১

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্-

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১

যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয়) অবর্ণঃ (জাত্যাদিরহিত, নির্বিশেষ) নিহিত-অর্থ (নিগূঢ়, অর্থাৎ অজ্ঞাত, প্রয়োজনে) বহুধা-শক্তিযোগাৎ (নানা বিচিত্র শক্তির সহায়ে) অনেকান্ (অনেক প্রকার) বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদি জাতি, অথবা যাহারা বর্ণিত হয় সেই পদার্থসমূহকে) আদৌ (সৃষ্টিকালে) দধাতি (বিধান করেন) চ বিশ্বম্ (জগৎ) অন্তে (লয় কালে) [যাঁহাতে] বি-এতি (বিলীন হয়), চ [স্থিতিকালেও যাঁহাতে অবস্থান করে] সঃ (তিনিই) দেবঃ (স্বয়ংজ্যোতিঃ); সঃ নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (শুভ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুনক্তু (সংযুক্ত করুন)। ৪।১

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাতপ্রয়োজনে নানা শক্তি-সহায়ে সৃষ্টির প্রাক্কালে অনেক প্রকার পদার্থ বিধান করেন, লয়-কালে যাঁহাতে বিশ্ব বিলীন হয়, এবং স্থিতিকালে যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করুন। ৪।১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২

তৎ এব (সেই আত্মতত্ত্বই) অগ্নিঃ (অগ্নি), তৎ (তাহাই) আদিত্যঃ (সূর্য), তৎ বায়ুঃ (বায়ু), তৎ উ চন্দ্রমাঃ (এবং চন্দ্র), তৎ এব শুক্রম্ (শুভ্র, দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি), তৎ ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), তৎ আপঃ (জল), তৎ প্রজাপতিঃ (বিরাট্)। ৪।২

সেই পরমাত্মাই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট্। ৪।২

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩

ত্বম্ (তুমি) স্ত্রী (নারী), ত্বম্ পুমান্ (তুমি নর) অসি (হও), ত্বম্ (তুমি) কুমারঃ (কুমার) উত বা (অপিচ) কুমারী (কুমারী), ত্বম্ (তুমি) জীর্ণঃ (জরা হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ড সহায়ে) বঞ্চসি (স্খলিতপদে চল), ত্বম্ (তুমি) [সহায়ে] জাতঃ (জাত হইয়া) বিশ্বতঃ-মুখঃ (নানারূপ) ভবসি (হও)। ৪।৩

তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডসহায়ে স্খলিতপদে চল, এবং তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ কর। ৪।৩

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪

[ত্বম্ (তুমিই)] নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমর), হরিতঃ লোহিতাক্ষঃ (হরিদ্বর্ণ এবং রক্তচক্ষুবিশিষ্ট শুকাদি পাখী), তড়িৎ-গর্ভঃ (বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ), ঋতবঃ (ঋতু-

সমূহ), সমুদ্রাঃ (সাগরসমূহ), অনাদিমৎ (আদিশূন্য); ত্বম্ (তুমি) বিভুত্বেন (সর্বব্যাপকরূপে) বর্তসে (বর্তমান আছ)—যতঃ (যে তোমা হইতেই) বিশ্বা (—বিশ্বানি, সমুদয়) ভুবনানি (ভুবনসমূহ) জাতানি (উৎপন্ন হইয়াছে)। ৪।৪

তুমি নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিদ্বর্ণ ও রক্তচক্ষু শুকাদি পক্ষী, তুমি বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ, তুমিই ঋতুসমূহ, তুমিই সাগরসমূহ, তুমি আদিবিহীন, তুমিই সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান আছ—সেই তোমা হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ৪।৪

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫

সরূপাঃ (আপনার অনুরূপ; অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল, ও কৃষ্ণ) বহ্বীঃ (অনেক) প্রজাঃ (সন্তান, অর্থাৎ কার্যসমূহ) সৃজমানাম্ (উৎপাদনকারিণী) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্ (রক্ত, শ্বেত, ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্টা) একাম্ (একমাত্র) অজাম্ (ছাগীকে) একঃ হি (কোনও) অজঃ (ছাগ) জুষমাণঃ (সেবা-পরায়ণ হইয়া) অনুশেতে (ভোগ করে), অন্যঃ (অপর কোনও ছাগ) ভুক্ত-ভোগাম্ (যাহাকে ভোগ করা সমাপ্ত হইয়াছে এইরূপ) এনাম্ (এই অজাকে) জহাতি (ত্যাগ করে)। ৪।৫

আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোনও অজ তাহাকে ভোগ করে; অপর কোনও অজ ভোগসমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে[১]। ৪।৫

১। কার্যত্রয়ের গুণানুসারে কারণস্বরূপা প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণা বলা হইয়াছে।

ঐ প্রকৃতি তেজ, জল ও অন্ন বহুলা। ঐ তিন বস্তুর বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। তেজ, জল, ও অন্নের বর্ণনার জন্য ছা: ৬।৪।১ দ্রষ্টব্য। রূপকচ্ছলে এস্থানে প্রকৃতি ও জীবের বন্ধন কথিত হইল। অজা—জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি (শ্বে: ১।৯)। অজঃ—জন্মরহিত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। অজঃ—মুক্ত জীব। প্রকৃতি এক, [জীবও] এক। তাৎপর্য এই যে, কোনও জীব ভোগপরায়ণ হইয়া বদ্ধ হয়, [আবার] সেই ভোগবিমুখ হইয়া মুক্ত হয়।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ৬

[মু: ৩।১।১, ২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। ৪।৬

সর্বদা সংযুক্ত ও তুল্য নাম বিশিষ্ট দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তাহাদের মধ্যে একটি বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। ৪।৬

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭

মুহ্যমানঃ (মোহগ্রস্ত হইয়া, দুঃখার্ত হইয়া) অনীশয়া (দীনভাবে) শোচতি (শোক করে)। [অপরাংশ মু: ৩।১।২, ২৩৬-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]। ৪।৭

একই দেহবৃক্ষে জীব নিমগ্ন বা আসক্তভাবে প্রাপ্ত হইয়া মোহহেতু দীনভাবে শোক করিয়া থাকে। সে যে সময়ে বহু যোগমার্গে সেবিত ও সংসারাতীত পরমাত্মাকে (আত্মরূপে) দর্শন করে এবং তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাকে (পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আপনারই মহিমা রূপে) জানে, তখন সে সংসার অতিক্রম করে। ৪।৭

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

যস্মিন্ (যে) পরমে (অব্যাকৃতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ব্যোমন্ (=ব্যোম্নি, আকাশরূপ) অক্ষরে (ব্রহ্মে) ঋচঃ (ঋগাদি বেদসমূহ) [এবং] বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (দেবগণ) অধিনিষেদুঃ (আশ্রিত আছেন) তম্ (সেই অক্ষরকে) যঃ (যে) ন বেদ (জানে না) [সে] ঋচা (বেদের দ্বারা) কিম্ (কি) করিষ্যতি (করিবে)? যে ইৎ (যাঁহারা এইরূপে) তৎ (তাঁহাকে) বিদুঃ (জানেন) তে ইমে (সেই ইঁহারাই) সমাসতে (কৃতার্থ হইয়া থাকেন)। ৪।৮

যে পরমাকাশরূপ[১] অক্ষর ব্রহ্মে ঋগাদি বেদ এবং সকল দেবতা আশ্রিত আছেন[২], সেই অক্ষরকে যে জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করিবে? পরন্তু যাঁহারা তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ, অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ, হইয়া থাকেন। ৪।৮

১। আকাশশব্দ অব্যাকৃতের বাচক—বৃঃ ৩।৮।৪; ঐ আকাশশব্দ আবার ব্রহ্মার্থেও প্রসিদ্ধ—ছাঃ ৮।১৪।১ ও ৪।১০।৪; এই জন্যই পরম এই বিশেষণবিশিষ্ট ব্যোমশব্দ অব্যাকৃতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

২। অর্থাৎ ব্রহ্ম অভিধান ও অভিধেয় উভয়েরই অধিষ্ঠান।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৯

ছন্দাংসি (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ), যজ্ঞাঃ (যূপসম্বন্ধ-শূন্য যজ্ঞসমূহ), ক্রতবঃ (জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতুসমূহ), ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদি ব্রতসমূহ), ভূতম্ (অতীত) ভব্যম্ (ভবিষ্যৎ), যৎ চ (এবং [বর্তমান] অপর যাহা কিছু) বেদাঃ (বেদসমূহ) বদন্তি (প্রতিপাদন করিয়া থাকে) [তৎসমস্তই] অস্মাৎ (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)। এতৎ (এই) বিশ্বম্ (জগৎকে) মায়ী (কূটস্থ ব্রহ্ম স্বশক্তি অবলম্বনে) সৃজতে (সৃজন করেন) চ (এবং) তস্মিন্ (সেই সৃষ্ট জগতে) মায়য়া (অবিদ্যার বশে) অন্যঃ (ব্রহ্মভিন্ন জীবরূপে) সন্নিরুদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়াছেন)। ৪।৯

বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ, এবং (বর্তমান) অপর যাহা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে[১] তৎসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যাদ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন। ৪।৯

১। অর্থাৎ ঐ সব বিষয়ে বেদই প্রমাণ। যজ্ঞ ও ক্রতুর পার্থক্য নারায়ণের মতে এইরূপ—যজ্ঞ—যাহা সোমবিহীন, ক্রতু—যাহা সোমযুক্ত।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১০

প্রকৃতিম্ (পূর্বে ১।৩ ও ১।৯-১০ মন্ত্রে যাহাকে জগৎপ্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহাকে) মায়াম্ তু (মায়া বলিয়াই), [এবং] মহা-ঈশ্বরম্ (যাঁহাকে পরমেশ্বর

বলা হইয়াছে তাঁহাকে) মায়িনম্ তু (মায়ার [সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক] অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ বলিয়াই) বিদ্যাৎ (জানিবে)। তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অবয়ব-ভূতৈঃ তু (অধ্যাস-হেতু অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারাই) ইদম্ (এই) সর্বম্ (অখিল) জগৎ (বিশ্ব) ব্যাপ্তম্ (পরিপূর্ণ)—[গীতা ১৩।১৯-২১]। ৪।১০

প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। ৪।১০

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১

যঃ (যে মায়াসম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) যোনিম্ যোনিম্ (মূলা প্রকৃতি ও [সূক্ষ্ম আকাশাদি-রূপ] অবান্তর প্রকৃতিসমূহের প্রত্যেকটিতে) অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন), চ যস্মিন্ (যাঁহাতে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) সম্-এতি (লয়প্রাপ্ত হয়), চ বি-এতি (সৃষ্টিকালে বিবিধ-রূপে যাঁহা হইতে জাত হয়) তম্ (সেই) বরদম্ (মোক্ষপ্রদ) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) ঈশানম্ (নিয়ন্তা) দেবম্ (দেবকে) নিচায্য (নিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎ করিয়া) ইমাম্ শান্তিম্ (সুষুপ্তিকালে সর্বজন-প্রসিদ্ধ এই দ্বৈতাভাবরূপ শান্তি) অতি-অন্তম্ (আত্যন্তিক ভাবে, পুনর্জন্মরহিত-রূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)। ৪।১১

অদ্বিতীয় যিনি প্রতি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে এই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহা হইতে বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়, সেই মোক্ষপ্রদ স্তবনীয় ও ঈশান স্বপ্রকাশস্বরূপকে নিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎ করিলে এই সুপ্রসিদ্ধ শান্তির আত্যন্তিক প্রাপ্তি হয়। ৪।১১

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২

[অন্বয়ার্থ ৩।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য]—জায়মানম্ (জায়মান) হিরণ্যগর্ভম্ (হিরণ্য-গর্ভকে) পশ্যত (দর্শন করিয়াছিলেন)—[শ্বেঃ ৬।১৮]। ৪।১২

দেবগণের উৎপত্তিস্থল এবং ঐশ্বর্যবিধাতা যে বিশ্বপালক ও সর্বজ্ঞ রুদ্র হিরণ্যগর্ভেরও জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। ৪।১২

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩

যঃ (যে পরমেশ্বর) দেবানাম্ (ব্রহ্মাদি দেবগণের) অধিপঃ (অধিপতি, স্বামী), যস্মিন্ (যাঁহাতে) লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ) অধিশ্রিতাঃ (উপরে আশ্রিত, অর্থাৎ অধ্যস্ত), যঃ (যিনি) অস্য (এই) দ্বিপদঃ (দ্বিপদ মনুষ্যাদি) [এবং] চতুষ্পদঃ (চতুষ্পদ পশ্বাদির) ঈশে (=ঈষ্টে, শাসন করেন) [সেই] কস্মৈ (=কায়; ক= সুখ, আনন্দস্বরূপ [ঋগ্বেদ ১০।১২১]) [এবং] দেবায় (প্রকাশস্বরূপকে) হবিষা (চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা) বিধেম (পরিচর্যা করি)। ৪।১৩

যিনি দেবগণের অধিপতি, যাঁহার উপরে ভূরাদি লোকসমূহ আশ্রিত, যিনি এই দ্বিপদ এবং চতুষ্পদগণের শাসনকর্তা, সেই আনন্দ-ঘন এবং প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা পরিচর্যা করি। ৪।১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪

সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সূক্ষ্মতম), কলিলস্য (গহন সংসারের) মধ্যে (অন্তরে) [সাক্ষিরূপে অবস্থিত], বিশ্বস্য (জগতের) স্রষ্টারম্ (স্রষ্টা), অনেক-রূপম্ (বিচিত্ররূপে প্রতিভাত), বিশ্বস্য (জগতের) একম্ (অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারম্ (অন্তর্বহিঃপরিব্যাপক) শিবম্ (মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি [৩।৭ শ্লোকের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]। ৪।১৪

সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, সংসারগহনমধ্যে সাক্ষিরূপে অবস্থিত, জগৎস্রষ্টা, বিচিত্ররূপে প্রতিভাত, এবং বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক মঙ্গলময়কে জানিলে আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয়। ৪।১৪

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫

সঃ এব (পরমেশ্বরই) কালে (যথাকালে, জীবগণের অতীত কল্পসমূহে সঞ্চিত কর্ম ফলপ্রদানে উন্মুখ হইলে) ভুবনস্য (জগতের) গোপ্তা (রক্ষক) বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বপ্রভু) [হইয়া] সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ঃ (সাক্ষিমাত্র রূপে অবস্থিত থাকেন)। যস্মিন্ (যে পরমেশ্বরে) ব্রহ্মর্ষয়ঃ (সনকাদি ঋষিগণ) চ (এবং) দেবতাঃ (ব্রহ্মাদি দেবগণ) যুক্তাঃ (ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন) তম্ (তাঁহাকে) জ্ঞাত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুপাশান্ (মৃত্যুর, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার ও রূপরসাদি বিষয়ের, পাশকে, কাম ও কর্ম সকলকে) ছিনত্তি (ছিন্ন করেন, নাশ করেন)। ৪।১৫

তিনিই যথাকালে, অর্থাৎ কল্পারম্ভসময়ে, জগদ্রক্ষক বিশ্বপ্রভু হইয়া সকল প্রাণীর মধ্যে সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন ; যে পরমেশ্বরে (সনকাদি) ঋষিগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ একীভূত হইয়াছেন তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পাশ, অর্থাৎ অবিদ্যাদি বন্ধন, ছিন্ন হয়। ৪।১৫

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬

ঘৃতাৎ পরম্ (ঘৃতের উপরিভাগের) মণ্ডম্ ইব (সরের মত যে সারভাগ থাকে, তাহার ন্যায় ; অর্থাৎ ঘৃতের সারভাগ যেরূপ আনন্দপ্রদ সেইরূপ নিরতিশয় আনন্দপ্রদ) অতিসূক্ষ্মম্ ([এবং ঘৃতসারেরই ন্যায়] অতিসূক্ষ্ম) সর্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ম্ (সাক্ষিরূপে নিগূঢ়) শিবম্ (মঙ্গলময়কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া)—বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়)। ৪।১৬

ঘৃতের উপরিভাগের সরের ন্যায় আনন্দপ্রদ ও অতিসূক্ষ্ম এবং সর্বভূতের অন্তর্যামিরূপে নিগূঢ় মঙ্গলময়কে জানিলে—জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিলে—সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। ৪।১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭

দেবঃ, বিশ্বকর্মা ([মহত্তত্ত্বাদিক্রমে] নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা) মহাত্মা (সর্বব্যাপী) এষঃ (ইনিই) সদা জনানাম্ (জীবগণের) হৃদয়ে (হৃদাকাশে) সন্নিবিষ্টঃ (গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন) [এবং] হৃদা ([হৃঞ্, হরণে] অবিদ্যাদি-হরণকারী "নেতি, নেতি" ইত্যাদি নিষেধমূলক উপদেশ সহায়ে), মনীষা (বিবেকবুদ্ধি সহায়ে) [ও] মনসা (বিচারলভ্য একত্বজ্ঞানের দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (অভিব্যক্ত হন)। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর, মুক্ত) ভবন্তি (হন)—[কঃ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৩।১৩]। ৪।১৭

প্রকাশময়, বিশ্বস্রষ্টা, ও সর্বব্যাপী ইনিই সর্বদা জীবগণের হৃদয়াকাশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন এবং অবিদ্যানাশক (নিষেধমূলক) উপদেশ সহায়ে, বিবেকবুদ্ধি সহায়ে, ও বিচারসাধ্য একত্ব জ্ঞানের দ্বারা (হৃদয়ে) অভিব্যক্ত হন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হন। ৪।১৭

> যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
> র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
> তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
> প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮

যদা (যে অবস্থায়) অতমঃ (অবিদ্যা ও তৎকার্য থাকে না) তৎ (=তদা, সেই অবস্থায়) ন দিবা (দিন থাকে না [আত্মাতে দিবসের অধ্যারোপ হয় না]), ন রাত্রিঃ, ন সন্ (সত্তা থাকে না) চ ন অসন্ (অভাবও থাকে না),—কেবলঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি বিকল্পশূন্য) শিবঃ এব (শুদ্ধস্বভাব রূপেই) [তিনি অবস্থান করেন]। তৎ (উক্ত) অক্ষরম্ (ক্ষয়হীন নিত্যব্রহ্মই) তৎ ("তত্ত্বমসি" বাক্যস্থ "তৎ"পদের লক্ষ্য) [এবং] সবিতুঃ (আদিত্য-মণ্ডলাভিমানী দেবতার) বরেণ্যম্ (বরণীয়), পুরাণী (ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) প্রজ্ঞা (তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে জাত বুদ্ধি)

তস্মাৎ চ (তাঁহা হইতেই) [আসিয়া] প্রসৃতা (বিবেকী পুরুষে পরিব্যাপ্ত, প্রকটিত হইয়াছে)—[ঋগ্বেদ ১০।১২৯]। ৪।১৮

যে অবস্থায় অবিদ্যাদি থাকে না, তখন দিবারাত্রের অধ্যারোপ থাকে না, সত্তা ও অসত্তারও অধ্যারোপ থাকে না—তখন তিনি নির্বিকল্প ও শুদ্ধস্বরূপেই অবস্থান করেন। উক্ত অক্ষরই "তৎ" পদের লক্ষ্য এবং তিনিই সবিতারও বরণীয়। পুরাণী প্রজ্ঞা তাঁহা হইতেই বিবেকী পুরুষদিগের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। ৪।১৮

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯

এনম্ (এই কূটস্থ ব্রহ্মকে) ন ঊর্ধ্বম্ (না ঊর্ধ্ব দিকে) ন তির্যঞ্চম্ (না পার্শ্বে) ন মধ্যে (না মধ্যে) পরিজগ্রভৎ (কেহ গ্রহণ করিতে পারে)। যস্য (যে পরমেশ্বরের) নাম (নাম) মহৎ (লোকাতীত, সর্বত্র ব্যাপ্ত) যশঃ (কীর্তি) তস্য (তাঁহার) প্রতিমা (উপমা) ন অস্তি (নাই)। ৪।১৯

এই কূটস্থ ব্রহ্মকে কেহ ঊর্ধ্ব দিকে, পার্শ্বে, অথবা মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। সর্বত্রব্যাপ্ত-কীর্তিই যাঁহার নাম, তাঁহার কোনও উপমা থাকিতে পারে না। ৪।১৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০

অস্য (এই পরমেশ্বরের) রূপম্ (স্বরূপ) সন্দৃশে (চক্ষুরাদিদ্বারা গ্রহণযোগ্য প্রদেশে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না) ; এনম্ (ইঁহাকে) কঃ চন (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) ন পশ্যতি (দর্শন করে না) ; হৃদা (শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা) মনসা (বিচার-লভ্য একত্ব জ্ঞানের দ্বারা) হৃদিস্থম্ (হৃদয়গুহায় অবস্থিত) এনম্ (এই ব্রহ্মকে) যে এবম্ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি—[৪ ১ দ্রষ্টব্য] । ৪।২০

এই পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের গোচর হয় না ; ইঁহাকে কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করে না ; শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে এবং বিচারসাধ্য একত্বজ্ঞান সহায়ে হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই ব্রহ্মকে যাঁহারা এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হন । ৪।২০

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে ।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১

অজাতঃ ইতি এবম্ (যেহেতু তুমি অজাত, অর্থাৎ জন্মজরাদি-বিকার-রহিত, অতএব) ভীরুঃ ([জন্মাদি ভয়ে] ভীত) কঃ চিৎ (বিরল কেহ বা) প্রপদ্যতে (তোমার শরণ গ্রহণ করে) । রুদ্র (হে রুদ্র), তে (তোমার) যৎ (যাহা) দক্ষিণম্ (অনুকূল, উৎসাহজনক, অথবা দক্ষিণপার্শ্বস্থ) মুখম্ (মুখ) তেন (তদ্দ্বারা) মাম্ (আমাকে) নিত্যম্ (সর্বদা) পাহি (রক্ষা কর) । ৪।২১

তুমি জন্মাদিহীন বলিয়াই জন্মাদিভয়ে ভীত কোনও ভাগ্যবান্ তোমার শরণ গ্রহণ করে । হে রুদ্র, তোমার যাহা দক্ষিণ মুখ তদ্দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর । ৪।২১

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ২২

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

রুদ্র (হে রুদ্র), ভামিতঃ (তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া) নঃ (আমাদের) তোকে (পুত্রে), তনয়ে (পৌত্রে) মা রীরিষঃ (বিনাশ বা মরণ বিধান করিও না); নঃ আয়ুষি মা (আমাদের জীবনেও না), নঃ গোষু মা (আমাদের গোসমূহেও না), নঃ অশ্বেষু মা (আমাদের অশ্বসমূহেও না), নঃ (আমাদের) বীরান্ (বিক্রমশীল ভৃত্যদিগকে) মা অবধীঃ (বধ করিও না)—[কেন না] হবিষ্মন্তঃ (আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া) সদমিৎ (সর্বদাই) ত্বা (তোমাকে) হবামহে (আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া থাকি)। ৪।২২

হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে বিনাশ করিও না, আমাদের জীবন নাশ করিও না, আমাদের গোদিগকে ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিও না, এবং আমাদের বিক্রমশীল ভৃত্যদিগকে বধ করিও না—কারণ আমরা হব্য দ্রব্য লইয়া সর্বদাই তোমায় আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া থাকি। ৪।২২

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১

ক্ষরম্ তু (ক্ষরণের, অর্থাৎ সাংসারগতির, কারণ যাহা তাহাই) অবিদ্যা (অবিদ্যা), তু (পক্ষান্তরে) অমৃতম্ হি (যাহা অমরণের, অর্থাৎ মুক্তির, কারণ তাহাই) বিদ্যা (বিদ্যা) [মুঃ ১।১।৪]—[এই] বিদ্যা-অবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা) দ্বে (দুইটি) যত্র (যে) ব্রহ্মপরে (হিরণ্যগর্ভের অতীত, অথবা পরব্রহ্মরূপ) অনন্তে (দেশ, কাল, ও পদার্থের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) অক্ষরে তু (অক্ষরে) গূঢ়ে (অনভিব্যক্ত-রূপে) নিহিতে (স্থাপিত আছে), [এবং] যঃ (যিনিই) বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যাকে) ঈশতে (নিয়মিত করেন) সঃ (তিনি) তু (কিন্তু) [উভয়ের সাক্ষী বলিয়া] অন্যঃ (বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন)। ৫।১

যাহা সংসারগতির কারণ তাহাই অবিদ্যা এবং যাহা অমরত্বের কারণ তাহাই বিদ্যা; বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি পরব্রহ্মরূপ যে অনন্ত অক্ষরে অনভিব্যক্তাকারে স্থাপিত আছে, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা যাঁহার দ্বারা নিয়মিত হয়, তিনি কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। ৫।১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) যোনিম্ যোনিম্ (অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব অধিষ্ঠানসমূহকে) অধিতিষ্ঠতি ([অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত থাকিয়া] নিয়মিত করেন) [বৃঃ ৩।৭।৩-৩৩], বিশ্বানি (সমুদয়) রূপাণি (লোহিতাদি রূপকে বা সমুদয় শরীরকে) চ সর্বাঃ যোনীঃ (উৎপত্তিস্থান সকলকে [৪।১১]) [অধিতিষ্ঠতি (নিয়মিত করেন)], যঃ (যিনি) অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) প্রসূতম্ ([আপনার দ্বারা] উৎপাদিত) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) ঋষিম্ (সর্বজ্ঞ) কপিলম্ (সুবর্ণের ন্যায় কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে) জ্ঞানৈঃ (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্যের দ্বারা) বিভর্তি (=বভার, পূর্ণ করিয়াছিলেন), চ (এবং) জায়মানম্ (উৎপত্তি-কালেও) [তাঁহাকে] পশ্যেৎ (=অপশ্যৎ, দেখিয়াছিলেন) [তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন]। ৫।২

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা প্রতি-অধিষ্ঠানকে নিয়মিত করেন, যিনি সমুদয় রূপ ও উৎপত্তিস্থানসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং যিনি সৃষ্টির অগ্রে জাত সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভকে[১] জ্ঞানাদির দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং উৎপত্তিকালেও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, (তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন)। ৫।২

১। মূলের কপিল সাংখ্যকার কপিল নহেন। ৬।১৮ ও ৪।১২ দ্রষ্টব্য। পুরাণেও সাংখ্যকার কপিল হইতে ভিন্ন অপর কপিলের উল্লেখ আছে।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ৩॥

[পুরুষরূপ মৎস্যকে বন্ধনের উপযোগী] এক-একম্ (প্রত্যেক) জালম্ (কারণ-সমষ্টি ও কার্য-সমষ্টি রূপ জালকে) বহুধা (নানা ইন্দ্রিয় ও দেহ রূপে) বিকুর্বন্ (বিকৃত করিয়া, পরিণত করিয়া)—[অর্থাৎ কর্মফলানুযায়ী বিভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি

সৃষ্টি করিয়া]—এবঃ দেবঃ (এই স্বপ্রকাশ দেব) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই মায়াত্মক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর উৎপত্তিস্থলে) [ইহাদিগকে] সংহরতি (উপসংহার করেন)। মহাত্মা (সর্বব্যাপী) ঈশঃ (পরমেশ্বর) ভূয়ঃ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি কার্য-করণ সৃষ্টির পরে) তথা (পূর্বকল্পানুযায়ী) পতয়ঃ (=পতীন্ : সেই সব [উপাধিভূত] দেহেন্দ্রিয়াদির [উপহিত] স্বামীদিগকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে মশকাদি পর্যন্ত সকলকে) সৃষ্ট্বা (সৃজন করিয়া) সর্ব-আধিপত্যম্ (সকলের উপর প্রভুত্ব) কুরুতে (করেন)—[ঐঃ ১।৩]। ৫।৩

করণসমষ্টি[1] ও কার্যসমষ্টি[2] রূপ প্রত্যেকটি জালকে প্রাণীর কর্মানুসারে বিচিত্ররূপে পরিণত করিয়া এই দেব তাহাদিগকে এই মায়াক্ষেত্রে উপসংহার করেন। এবং (ব্যষ্টি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত ও সমষ্টি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত সৃষ্টির) পরে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর পূর্বকল্পানুযায়ী সেই সকল সঙ্ঘাতের স্বামীদিগকে সৃজন করিয়া নিজে সকলের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ৫।৩

১। অন্তঃকরণসমষ্টি, প্রাণসমষ্টি, ইন্দ্রিয়সমষ্টি ইত্যাদি।   ২। দেহসমষ্টি।

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪

যৎ উ (যে প্রকার) অনড্বান্ (আদিত্য) ঊর্ধ্বম্ (উপর) অধঃ (নিম্ন) চ (এবং) তির্যক্ (পার্শ্ববর্তী) সর্বাঃ দিশঃ (দিক্সমূহকে) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) ভ্রাজতে (দেদীপ্যমান হন) এবম্ (এই প্রকারে) সঃ (সেই) দেবঃ (স্বপ্রকাশ), ভগবান্ (ঐশ্বর্যশালী), বরেণ্যঃ (বরণীয়) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মাও) যোনি-স্বভাবান্ (জগৎকারণ ব্রহ্মের স্বাত্মভূত পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থকে, অথবা স্বভাবতঃ কারণশক্তিযুক্ত পৃথিব্যাদিকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালিত করেন)। ৫।৪

আদিত্য যেরূপ উর্ধ্ব অধঃ ও পার্শ্ববর্তী দিকসমূহকে প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ সেই স্বপ্রকাশ, ঐশ্বর্যশালী, বরণীয়, ও অদ্বিতীয় পরমাত্মাও আপনারই আত্মভূত ও কারণশক্তিযুক্ত মায়িক পদার্থসমূহকে পরিচালিত করেন। ৫।৪

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥ ৫

চ (অধিকন্তু) যৎ [= যঃ, যে) বিশ্বযোনিঃ (জগৎকারণ) স্বভাবম্ ([অগ্নি প্রভৃতির উষ্ণতা প্রভৃতি] স্বভাব) পচতি (নিষ্পাদিত করেন), চ যঃ (যিনি) সর্বান্ (সমুদয়) পাচ্যান্ (পরিণামযোগ্য পদার্থকে) পরিণাময়েৎ (পরিণত করেন, রূপান্তরিত করেন, অথবা ফলোন্মুখ করেন), যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) এতৎ সর্বম্ বিশ্বম্ (এই সমগ্র বিশ্বকে) অধিতিষ্ঠতি (নিয়ন্ত্রিত করেন) চ (এবং) সর্বান্ গুণান্ (সত্ত্বাদি গুণসমুদয়কে) বিনিযোজয়েৎ (কার্যে প্রযুক্ত করেন)—। ৫।৫

আবার, যে জগৎকারণ (অগ্ন্যাদির উষ্ণতা প্রভৃতি) স্বভাব নিষ্পাদিত করেন[১], যিনি সমুদয় পরিণামী পদার্থের রূপান্তর করেন, এবং যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন ও সত্ত্বাদি গুণ সমূহকে[২] স্বকার্যে নিযুক্ত করেন—। ৫।৫

১। অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'স্বভাব' জগৎকারণ নহে। শ্বেঃ ১।২

২। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, উহাতে গুণগুণী বিভাগ নাই, মায়ার কার্যেই ঐরূপ বিভাগ সম্ভব। গুণ—(১) যদ্দ্বারা রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করা যায়—গীতা ১৪।৬-৮; সত্ত্বাদি গুণ জীবকে বন্ধন করে। অথবা—(২) অপ্রধান; উহারা নিজের সত্তা

ও স্ফূর্তির জন্য ব্রহ্মের অধীন। এই গুণগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না। ইহাদের সাম্যাবস্থা প্রলয় এবং বিক্ষোভিতাবস্থা সৃষ্টি।—গীতা ১৪।৫-২০

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ ৬

তৎ (পূর্ব-শ্লোকোক্ত সেই আত্মতত্ত্ব) বেদ-গুহ্য-উপনিষৎসু (বেদসমূহের গুহ্যাংশ, অর্থাৎ গুরূপদেশ ভিন্ন অলভ্য, আত্মবিদ্যাত্মক উপনিষৎসমূহে) গূঢ়ম্ (প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে) ; ব্রহ্ম-যোনিম্ (বেদরূপ প্রমাণসাহায্যে লভ্য [ব্রঃ সূঃ ১।১।৩], অথবা ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের কারণ, কিংবা বেদের কারণ) তৎ (সেই আত্মস্বরূপকে) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) বেদতে (=বেত্তি, জানেন) ; যে (যে সকল) পূর্বদেবাঃ (প্রাচীন দেবগণ) চ (এবং) ঋষয়ঃ (বামদেবাদি ঋষিগণ) তৎ (তাঁহাকে) বিদুঃ (জানিয়াছিলেন) তে (তাঁহারা) তন্ময়াঃ (ব্রহ্মময় হইয়া) অমৃতাঃ বৈ (অমরই) বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। ৫।৬

সেই আত্মতত্ত্ব বেদের গুহ্যভাগ উপনিষৎসমূহে নিহিত আছে। বেদপ্রমাণ-সাহায্যে লভ্য সেই আত্মতত্ত্বটি হিরণ্যগর্ভ অবগত আছেন। যে সকল প্রাচীন দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন। ৫।৬

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ ৭

[পূর্বে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ 'তৎ' অর্থাৎ সেই (= ব্রহ্ম) পদের অর্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, এখন 'ত্বম্' অর্থাৎ তুমি (= জীব) পদের অর্থ বলা হইতেছে]—যঃ (যে জীব) গুণ-অন্বয়ঃ (কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কাররূপ গুণসমূহের সহিত অন্বিত হইয়া) ফল-কর্ম-কর্তা (ফল-কামনায় কর্ম করিয়া থাকে) সঃ চ এব (সেই জীবই) কৃতস্য তস্য (কৃত সেই কর্মফলের) উপভোক্তা (উপভোগকারী হয়) । বিশ্বরূপঃ (বিবিধ দেহেন্দ্রিয়ের-সংযোগে বিবিধাকার), ত্রিগুণঃ (সত্ত্বাদি ত্রিগুণবিশিষ্ট) ত্রিবর্ত্মা (ত্রিমার্গে, অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞানমার্গে ; কিংবা উত্তরমার্গ, দক্ষিণমার্গ, ও কীটাদি শরীরপ্রাপ্তিরূপ মার্গে গমনকারী) প্রাণ-অধিপঃ (পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর) সঃ (সেই জীব) স্বকর্মভিঃ (নিজ কর্মফলানুসারে) সঞ্চরতি (পরিভ্রমণ করে) । ৫।৭

কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কারবিশিষ্ট যিনি ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিয়া থাকেন, সেই জীবই স্বকৃত কর্মের ফল উপভোগ করেন। বিবিধদেহধারী, সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত, ত্রিমার্গে গমনকারী, ও পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর সেই জীব নিজ কর্মফলানুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৫।৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮

যঃ (যে জীব) রবিতুল্য-রূপঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ) [এবং] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদয়ে অবস্থানহেতু অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া প্রতিভাত) সঙ্কল্প-অহঙ্কার-সমন্বিতঃ (সঙ্কল্প ও অহঙ্কার যুক্ত) [সেই জীবই] বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) [ইচ্ছাদি] গুণেন চ (গুণের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ বশতঃ) আত্মগুণেন (যাহা জীবের স্বীয় আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয় তদ্দ্বারা) [ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯] আরাগ্র-মাত্রঃ (গো-তাড়নার্থ

ব্যবহৃত লৌহশলাকার অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ বিশিষ্ট), অপরঃ অপি (এবং অপকৃষ্ট বলিয়াও) দৃষ্টঃ এব হি (অবশ্যই অনুভূত হন)। ৫।৮

যে জীব জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি হৃদয়গুহায় অবস্থানহেতু অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া প্রতিভাত, এবং যিনি সঙ্কল্প ও অহঙ্কার বিশিষ্ট, তাঁহারই উপর বুদ্ধির গুণসমূহ অধ্যস্ত হওয়ায় ঐ গুণগুলি আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং তজ্জন্য ঐ জীব গোতাড়ন-শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট এবং অপকৃষ্ট বলিয়াও অনুভূত হন[১]। ৫।৮

১। অন্তঃকরণে উপহিত বা অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। তিনি ঐরূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায় উপাধির ধর্ম সকল চৈতন্য-নিষ্ঠ বলিয়া ভ্রম হয়।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯

[জীবের উপাধিবশতঃ অণুত্ব এবং স্বরূপতঃ বিভুত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]— বাল-অগ্র-শতভাগস্য (একটি কেশাগ্রকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রতিখণ্ডকে) শতধা কল্পিতস্য চ (শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, [তাহার যে]) ভাগঃ (একটি অংশ [হয়]) সঃ জীবঃ (জীব সেই পরিমাণ বলিয়া) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে); সঃ চ (সেই জীবই আবার) আনন্ত্যায় (অনন্ত পদের বাচ্য হইবার) কল্পতে (যোগ্য হয়)। ৫।৯

একটি কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতিভাগকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যে এক একটি ভাগ হয়, জীব তাহারই ন্যায় অণুপরিমাণবিশিষ্ট[১]—তিনিই আবার স্বরূপতঃ অনন্ত। ৫।৯

১। জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জীবকেও ঐরূপ সূক্ষ্ম বলা হইতেছে। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০

এষঃ (এই জীব) ন এব স্ত্রী (অবশ্যই নারী নহেন), পুমান্ (পুরুষ) ন (নহেন) চ (এবং) অয়ম্ নপুংসকঃ (ইনি নপুংসক) ন এব (অবশ্যই নহেন); যৎ যৎ (যে যে) শরীরম্ (দেহ) আদত্তে (গ্রহণ করেন) তেন তেন (সেই সেই শরীরের দ্বারা) সঃ (তিনি) রক্ষ্যতে (সংরক্ষিত হন, অর্থাৎ তত্তদাকারে অভিমান করিয়া থাকেন [পাঠান্তর—যুজ্যতে—যুক্ত হন])। ৫।১০

এই জীব অবশ্যই নারী নহেন বা নর নহেন এবং নপুংসকও নহেন। তিনি যে যে শরীর গ্রহণ করেন তত্তৎশরীরে আত্মাভিমান-হেতু তাহাতেই অবস্থান করেন। ৫।১০

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১

[যেরূপ] গ্রাস-অম্বু-বৃষ্ট্যা (অন্ন ও পানীয়ের সম্যক্ সেচনে, অর্থাৎ ভোজন ও পানের দ্বারা) আত্ম-বিবৃদ্ধি-জন্ম (স্থূল শরীরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে) [সেইরূপ] সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ চ (প্রথমে মানসিক সঙ্কল্প, তৎপর বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ, তৎপর ঐ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত, এবং অবশেষে বিষয়ের প্রতি মোহের দ্বারাও) দেহী (জীব) অনুক্রমেণ (কর্মফলের পরিপাকানুসারে) স্থানেষু ([হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্যন্ত] যোনিসমূহে) কর্মানুগানি রূপাণি ([বিভিন্ন] কর্মের অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষাদি দেহ) অভিসম্প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। ৫।১১

ভোজন ও পানের দ্বারা যেরূপ শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপই সঙ্কল্প, বিষয়সংযোগ, তৎপ্রতি লোভদৃষ্টি, ও তজ্জনিত মোহ বশতঃ জীব

জীব পাপপুণ্যের পরিপাকানুযায়ী দেবাদি লোকসমূহে কর্মানুরূপ দেহ লাভ করিয়া থাকেন। ৫।১১

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২

দেহী (জীব) স্বগুণৈঃ (আপনাতে অধ্যস্ত অবিদ্যার গুণের দ্বারা, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সহায়ে), ক্রিয়া-গুণৈঃ (বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা), আত্মগুণৈঃ চ (এবং আত্মার অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের গুণের দ্বারা, অর্থাৎ বিহিত ও নিষিদ্ধ উপাসনা দ্বারা) স্থূলানি (হস্তী প্রভৃতি স্থূল) চ (এবং) সূক্ষ্মাণি (মশকাদি ক্ষুদ্র) বহূনি (অনেক) রূপাণি (শরীর, আকৃতি) বৃণোতি এব (অবশ্যই ভজনা করেন, গ্রহণ করেন)। তেষাম্ (কার্যকরণসমষ্টির) [তাহাদের স্বামী জীবগণের সহিত] সংযোগ-হেতুঃ (সংযোগের কারণ) অপরঃ অপি (অন্য, অর্থাৎ পূর্বপ্রজ্ঞাও) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হয়)। ৫।১২

আপনাতে অধ্যস্ত (অবিদ্যার সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ) গুণ অবলম্বনে, বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠান জনিত ধর্ম ও অধর্মের ফলে, এবং লিঙ্গশরীরের গুণে, অর্থাৎ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনার ফলে, জীব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অনেক শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হন। কার্যকরণসমষ্টির সহিত জীবের সংযোগের কারণরূপে পূর্বপ্রজ্ঞাকেও[১] পাওয়া যায়। ৫।১২

১। বৃঃ ৪।৪।২—পূর্বপ্রজ্ঞা = পূর্বানুভূত বিষয়ে প্রজ্ঞা, অর্থাৎ অতীত কর্মফল অনুভবের বাসনা; ইহার অপর নাম সংস্কার। কঃ ২।২।৭

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩

কলিলস্য মধ্যে অনাদি (আদিহীন), অনন্তম্ (অন্তহীন), বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্, বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বব্যাপী) একম্ দেবম্ (অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে। [৪।১৪, ৪।১৬ দ্রষ্টব্য]। ৫।১৩

গহন-সংসার-মধ্যে আদ্যন্তহীন, জগৎস্রষ্টা, বহুরূপ, বিশ্বব্যাপী ও অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিলে (পূর্বোক্ত জীব) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৫।১৩

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাবগ্রাহ্যম্ (বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা উপলব্ধ্য); অনীড়াখ্যম্ (অশরীরী নামে খ্যাত), ভাব-অভাব-করম্ (ভাব ও অভাবের হেতুভূত), শিবম্ (শুদ্ধ-স্বভাব), কলা-সর্গ-করম্ (প্রাণাদি ষোড়শকলার [প্রঃ ৬।৪] সৃষ্টিকর্তা) দেবম্ (দেবকে) যে (যাঁহারা) বিদুঃ (আত্মরূপে জানেন) তে (তাঁহারা) তনুম্ (শরীর, শরীরাভিমান, পুনর্জন্ম) জহুঃ (ত্যাগ করেন)। ৫।১৪

বিশুদ্ধান্তঃকরণে উপলব্ধব্য, অশরীরী নামে খ্যাত, ভাবাভাবকর[১], মঙ্গলস্বরূপ, ও প্রাণাদি ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেবকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ৫।১৪

১। ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়; যথা:—ভাব—সৃষ্টি, অভাব—লয়,—তাহাদের কারণ; অথবা ভাব—অবিদ্যা, তাহার অভাব বা বিনাশের কারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি

কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে

যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১

একে (কোনও কোনও) কবয়ঃ (বিদ্বানেরা) স্বভাবম্ (পদার্থের নিজস্ব শক্তিকে) [জগৎকারণ] বদন্তি (বলিয়া থাকেন), তথা (সেইরূপ) অন্যে (অপর) পরিমুহ্যমানাঃ (অবিবেকীরা) কালম্ (কালকে) [অর্থাৎ ১।২ মন্ত্রোক্ত বিভিন্ন বস্তুকে কারণ বলেন]। লোকে (জগতে) এষঃ (ইহা) দেবস্য তু (স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই) মহিমা (মাহাত্ম্য) যেন (যদ্দ্বারা) ইদম্ (এই) ব্রহ্মচক্রম্ (জগৎ-চক্র) [১।৪] ভ্রাম্যতে (আবর্তিত হইতেছে)। ৬।১

কোন কোনও বিদ্বান্ বস্তুস্বভাবকেই জগৎকারণ বলেন; সেইরূপ অপর অবিবেকীরা কালকে কারণ বলেন। প্রকৃতপক্ষে সংসারমণ্ডলে ইহা স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই মহিমা যে, তদ্দ্বারা এই ব্রহ্ম-চক্র আবর্তিত হইতেছে। ৬।১

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।

তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ২

[পূর্বমন্ত্রোক্ত পরমেশ্বরের মহিমা প্রপঞ্চিত হইতেছে]—যেন (যে পরমেশ্বরের দ্বারা) ইদম্ (এই দৃশ্যমান) সর্বম্ (সমস্ত) নিত্যম্ হি (সর্বদাই) আবৃতম্

(ব্যাপ্ত) যঃ (যিনি) জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), কালকারঃ (কালের কর্তা), গুণী (নিষ্পাপত্বাদি বিশিষ্ট) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) তেন (তাঁহার দ্বারা) ঈশিতম্ (প্রেরিত, পরিচালিত) কর্ম হ (প্রসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম) পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খানি (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ুঃ ও আকাশ রূপে ; অর্থাৎ জগদ্রূপে) বিবর্ততে (বিবর্তিত হয়)—[তৎ (সেই সমস্ত)] চিন্ত্যম্ (বুদ্ধিমান্‌দিগের চিন্তনীয়) । ৬।২

যে পরমেশ্বরের দ্বারা এই জগৎ সর্বদাই পরিব্যাপ্ত, যিনি জ্ঞাতা, কালের স্রষ্টা, নিষ্পাপত্বাদি গুণ বিশিষ্ট, ও সর্ববিদ্, তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া শুভাশুভ কর্ম—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ রূপে—বিবর্তিত[১] হয়,—এই সকল তত্ত্ব জ্ঞানীদিগের চিন্তনীয়। ৬।২

১। কার্য দুইপ্রকার—পরিণাম ও বিবর্ত। পূর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কার্যরূপ ধারণ করাকে পরিণাম বলে ; যথা—ঘট মৃত্তিকার পরিণাম। পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া কার্যরূপে প্রতিভাত হওয়াকে বিবর্ত বলে ; যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, কিন্তু পরিণাম নহে।

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩

তৎ-কর্ম (তাঁহার কর্ম, ঈশ্বরারাধনা-বুদ্ধিতে কৃত কর্ম [যোঃ সূঃ ১।২৩-২৬]) কৃত্বা (করিয়া) [তদ্দ্বারা নির্মলান্তঃকরণ হইয়া] ভূয়ঃ (পুনর্বার) বিনিবর্ত্য (সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া [যোঃ সূঃ ১।১৫-১৬]) একেন (একটির দ্বারা, অর্থাৎ গুরূপসদনের দ্বারা), দ্বাভ্যাম্ (দুইটির দ্বারা, অর্থাৎ গুরুভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের দ্বারা), ত্রিভিঃ (তিনটির দ্বারা ; অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে) বা (এবং) অষ্টভিঃ (আটটির দ্বারা ; অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বনে) [যোঃ সূঃ ২।২৯-৩২] আত্মগুণৈঃ (দয়া,

দাক্ষিণ্য, শৌচ, মাঙ্গল্য, অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনায়াস ও অনসূয়া সহায়ে) চ (এবং) সূক্ষ্মৈঃ (জ্ঞানলাভার্থ বহু জন্মে সঞ্চিত পুণ্যসংস্কারের দ্বারা) কালেন চ (এই জন্মে বা জন্মান্তরে) তত্ত্বেন (পরমেশ্বরতত্ত্বের সহিত) তত্ত্বস্য (আত্মতত্ত্বের) যোগম্ (সংযোগ, ঐক্য) সমেত্য এব (সম্পাদন করিয়া) [যোগী মুক্ত হন—৬।৪]—[যোঃ সূঃ ১।৩ ও ৪।৩৩]। ৬।৩

তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে, কর্ম করিয়া পুনর্বার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, একটি, দুইটি, তিনটি, ও আটটি অবলম্বনে, এবং আত্মগুণ ও বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যসংস্কার সহায়ে, এই জন্মে বা জন্মান্তরে পরমেশ্বরতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের ঐক্যরূপ সংযোগ সম্পাদন করিয়া (যোগী মুক্তি লাভ করেন)। ৬।৩

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥ ৪

[তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই মন্ত্রে বিশদীকৃত হইতেছে]—যঃ (যিনি) গুণ-অন্বিতানি ([কর্মদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা হইতেছে এবম্প্রকার বুদ্ধিরূপ] যোগ-যুক্ত) কর্মাণি (কর্মসমূহ) আরভ্য (অনুষ্ঠানপূর্বক) [শুদ্ধচিত্ত হইয়া ; গীতা ৯।২৮] সর্বান্ (সকল) ভাবান্ চ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি পদার্থবর্গকে) বিনিযোজয়েৎ (পরমাত্ম-স্বরূপে লয় করেন) [এবং আপনাকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত হন], [সেই সর্ব পদার্থের উপসংহারকারী] তত্ত্বতঃ (স্বরূপাবস্থান-বশতঃ) অন্যঃ (সর্বসংসারাতীত হন) ; তেষাম্ (ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত, ব্যষ্টি ও সমষ্টির) অভাবে (লয় করা হইলে) কৃতকর্ম-নাশঃ (প্রারব্ধ ভিন্ন পূর্বকৃত সমুদয় কর্ম বিনষ্ট হয়, তিনি জীবন্মুক্ত হন) —কর্মক্ষয়ে (প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হইলে) সঃ (তিনি) যাতি (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)। ৬।৪

যিনি পরমেশ্বরের আরাধনাবুদ্ধিতে কর্মসমূহ অনুষ্ঠানপূর্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থসমূহকে (সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে) লয় করেন, তিনি স্বরূপে অবস্থান করিয়া সর্বসংসারাতীত হন ; প্রকৃতি ও তৎসম্ভূত পদার্থের লয়-সম্পাদন-বশতঃ তাঁহার প্রারব্ধভিন্ন সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের[১] ক্ষয় হইলে তিনি বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন। ৬।৪

১। পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জিত যে সকল কর্মের ফলে বর্তমান দেহ হইয়াছে।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্ ॥ ৫

সঃ (সেই পরমেশ্বর) আদিঃ (সকলের কারণ), সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ (দেহধারণের কারণ পুণ্য ও পাপেরও হেতু), ত্রিকালাৎ (অতীত, অনাগত, ও বর্তমানকাল হইতেও) পরঃ (অতীত) অপি (এবং) অকলঃ (প্রাণাদি কলা হইতে মুক্ত, কলা-শূন্যরূপে [৫।১৪]) দৃষ্টঃ (জ্ঞানিগণ কর্তৃক অনুভূত হন)। তম্ (সেই) বিশ্বরূপম্ (অখিলরূপধারী), ভব-ভূতম্ (সকলের উৎপত্তিস্থান ও সত্যস্বরূপ) ঈড্যম্ (পূজনীয়) দেবম্ (দেবকে) পূর্বম্ (জ্ঞানোদয়ের পূর্বে) স্বচিত্তস্থম্ (আপনার চিত্তে অবস্থিতরূপে) উপাস্য (উপাসনা করিয়া)—। ৬।৫

সেই পরমেশ্বর সকলের আদি, দেহ-সংযোগের কারণ, পাপপুণ্যের হেতুভূত, কলাহীন, এবং ত্রিকালাতীত রূপে অনুভূত হন। সেই অখিলরূপধারী, সর্বকারণ, সত্যস্বরূপ, ও পূজনীয় দেবকে জ্ঞানোদয়ের পূর্বে নিজের চিত্তে অবস্থিতরূপে উপাসনা করিয়া[১]—। ৬।৫

১। "বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন" (৬।৪)—এই শব্দগুলি এখানে ও ৬।৬ মন্ত্রে যোগ

করিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে এই মন্ত্র পরবর্তী ৭ম মন্ত্রের "বিদাম দেবম্" ইত্যাদির সহিত অন্বিত হইবে।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬

যস্মাৎ (যে পরমেশ্বর হইতে) অয়ম্ (এই) প্রপঞ্চঃ (জগৎ) পরিবর্ততে (আবর্তিত হয়) সঃ (তিনি) বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ (সংসারবৃক্ষের ও কালের বিভিন্ন রূপ হইতে) পরঃ (ঊর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ) [গীতা ১৫।১] অন্যঃ (বিলক্ষণ)। ধর্মাবহম্ (ধর্মের আকর), পাপনুদম্ (পাপনাশক), ভগেশম্ (ঐশ্বর্যাধিপতি), আত্মস্থম্ (বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত), অমৃতম্ (অমর), বিশ্বধাম (বিশ্বাধারকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া)—। ৬।৬

যাঁহা হইতে এই জগৎ আবর্তিত হইতেছে, তিনি সংসারবৃক্ষ ও কালের বিভিন্ন পরিণামের ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত। ধর্মের আকর, পাপবিনাশক, ষড়ৈশ্বর্যাধিপতি, বুদ্ধিস্থ, অমর, ও বিশ্বাধারকে জানিয়া—৬।৬

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭

তম্ (সেই) ঈশ্বরাণাম্ (যম প্রভৃতি লোকপালদিগের) পরমম্ (নিয়ন্তৃণ) মহেশ্বরম্ (মহাধিপতিকে), তম্ (সেই) দেবতানাম্ (ইন্দ্রাদি দেবগণের) পরমম্

দৈবতম্ (পরম দেবতাকে), পতীনাম্ (প্রজাপতিদিগের) পতিম্ (নিয়ন্তাকে) চ (এবং) পরস্তাৎ (স্বীয় বিকার ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর বা অব্যাকৃত হইতেও) পরমম্ (শ্রেষ্ঠ) ভুবনেশম্ (জগৎপতিকে), ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবম্ (দেবকে) বিদাম (আমরা জানি)। ৬৷৭

লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর, দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের অধিপতি, শ্রেষ্ঠ অক্ষর[১] হইতেও উত্তম জগৎপতি, এবং স্তবনীয় সেই স্বয়ংজ্যোতিকে আমরা জানি। ৬৷৭

১। গীতা ১৫।১৬ ও ১৫।১৮ দ্রষ্টব্য। ভগবানের যে মায়াশক্তি স্ববিকার-সমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই অক্ষর। নিখিল সংসারী জীবের কামকর্মাদি সংস্কার উহাতেই আশ্রিত। ব্রহ্মজ্ঞানভিন্ন এই সংসারবীজের নাশ হয় না বলিয়া উহা অক্ষর, অনন্ত, বা অবিনাশী। ইহা জগতের উপাদান হইলেও পরতন্ত্র, অতএব শক্তিপদবাচ্য। বিকারসমূহ ক্ষরপদবাচ্য।

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮

তস্য (সেই পরমেশ্বরের) কার্য্যম্ (শরীর) করণম্ চ (এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ন বিদ্যতে (নাই) [৩৷১৯]; তৎসমঃ চ (তাঁহার সমান) অভ্যধিকঃ চ (অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন না); অস্য (ইঁহার) বিবিধা এব (বিচিত্র-কার্য-কারিণী) পরা (মায়ার বিকার হইতে উৎকৃষ্ট) শক্তিঃ (মায়া-শক্তি) শ্রূয়তে (শ্রুত হয়) [অর্থাৎ উহা ঐতিহ্যরূপে সিদ্ধ, প্রমাণ-সিদ্ধ নহে] চ (এবং) [ইঁহার] জ্ঞান-বল-ক্রিয়া (জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা) স্বাভাবিকী (অনাদি মায়া স্বরূপ)। ৬৷৮

সেই পরমেশ্বরের শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ দৃষ্ট হন না। ইঁহার পরাশক্তি[১], অর্থাৎ মায়া, বিচিত্র-কার্য-কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ বলদ্বারা যে সৃষ্টি-ক্রিয়া করেন[২] তাহাও স্বাভাবিক[৩] অর্থাৎ মায়িক। ৬।৮

১। সৎ বা অসৎ রূপে কিংবা সদসৎ রূপে অনির্বচনীয়া।

২। 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া' এই অংশের অর্থ নারায়ণের মতে এই—জ্ঞান ও বলের সহিত যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। শঙ্করানন্দের মতে ইহার অর্থ—জ্ঞান (অর্থাৎ বস্তু-প্রকাশিকা অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি) বল (অর্থাৎ উৎসাহ) এবং ক্রিয়া (অর্থাৎ ব্যাপার)।

৩। স্বভাব=মায়া—গৌড়পাদকারিকা ১।৯; গীতা ১৩।২৯ ও ৫।১৪-১৫

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৯

লোকে (জগতে) তস্য (তাঁহার) কঃ চিৎ (কোনও) পতিঃ (প্রভু) ন অস্তি (নাই), ঈশিতা চ (নিয়ন্তাও) ন (নাই), তস্য (তাঁহার) লিঙ্গম্ চ (অনুমানের উপায়ভূত হেতুও) ন এব (অবশ্যই নাই) [কঃ ২।৩।৮ টীকা]। সঃ (তিনি) কারণম্ (সকলের কারণ), করণ-অধিপ-অধিপঃ (ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি), অস্য (ইঁহার) কঃ চিৎ (কোনও) জনিতা চ (=জনয়িতা, উৎপাদয়িতা) ন (নাই), অধিপঃ চ (অধ্যক্ষও) ন (নাই)। ৬।৯

জগতে তাঁহার কোনও প্রভু নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। এমন কোনও লিঙ্গ নাই যদবলম্বনে তাঁহার সম্বন্ধে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি। ইঁহার কোনও উৎপাদয়িতা বা অধ্যক্ষ নাই। ৬।৯

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (দেব) তন্তুনাভঃ ইব (মাকড়সার ন্যায়) [মুঃ ১।১।৭] স্বভাবতঃ (মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক) স্বম্ (আপনাকে) প্রধানজৈঃ তন্তুভিঃ (অব্যক্তপ্রকৃতিপ্রসূত তন্তু, অর্থাৎ নাম রূপ ও কর্ম, দ্বারা) আবৃণোৎ (আচ্ছাদিত করিয়াছেন) সঃ (তিনি) নঃ (আমাদিগকে) ব্রহ্ম-অপ্যয়ম্ (ব্রহ্মে বিলয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য) দধাতু (বিধান করুন)। ৬।১০

যে অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক মাকড়সার ন্যায় আপনাকে অব্যক্তপ্রসূত নাম রূপ ও কর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত আমাদের ঐক্য বিধান করুন। ৬।১০

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১

একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত), সর্বব্যাপী, সর্বভূত-অন্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা অর্থাৎ সকলের স্বরূপভূত), কর্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্মের নিয়ামক), সর্বভূত-অধিবাসঃ (সকলের নিবাসস্থান, অধিষ্ঠান), সাক্ষী (সর্বসাক্ষী), চেতা (চেতয়িতা, চৈতন্যাভিব্যক্তির কারণ), কেবলঃ (নিরুপাধিক), নির্গুণঃ চ (এবং সত্ত্বাদিগুণরহিত)। ৬।১১

অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ,

সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক, ও নির্গুণ। ৬।১১

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২

যঃ (যিনি) নিষ্ক্রিয়াণাম্ (নির্ব্যাপার) বহূনাম্ (অনেকের) একঃ বশী (অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র আত্মা, অতএব প্রভু), [যিনি] একম্ বীজম্ (একটি বীজকে) বহুধা (বহুপ্রকার) করোতি (করেন), তম্ (তাঁহাকে) যে (যে সকল) ধীরাঃ (ধীমান্ গণ) আত্মস্থম (বুদ্ধিতে [চৈতন্যাকারে] অভিব্যক্ত আত্মা রূপে) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ করেন) তেষাম্ ([পরমেশ্বরভূত] তাঁহাদের) শাশ্বতম্ (নিত্য, অবিনাশী) সুখম্ (আনন্দ) [হয়], ইতরেষাম্ (অপর অবিবেকীদিগের) ন (নহে) [কঃ ২।২।১২]। ৬।১২

যিনি নিষ্ক্রিয় অনেকের[১] অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র আত্মা, যিনি একটি বীজকে[২] বহু প্রকার[৩] করেন তাঁহাকে যাঁহারা স্ববুদ্ধিস্বরূপে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরদের নহে। ৬।১২

১। অর্থাৎ জড় ও জীবের। চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের ব্যাপার অসম্ভব—উহা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়। চেতন জীবও স্বরূপতঃ ব্যাপারবিহীন।

২। জড়ের বীজ মায়াশক্তি। জীবের বীজ স্বয়ং পরমাত্মা; কারণ তিনিই বিম্ব এবং জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব। গৌড়পাদ-কারিকা ১।৬

৩। মায়া নানা নামরূপ অবলম্বনে বহু প্রকারে পরিণত হয়। নামরূপাত্মক উপাধির ভিন্নতা অনুসারে এক সচ্চিদানন্দও বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিত হন। ছাঃ ৭।২৬।২; কঃ ২।২।৯-১১

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।

তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং।

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩

নিত্যানাম্ (নিত্য জীবগণের মধ্যে) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্বের কারণ), [অথবা—অনিত্যানাম্ নিত্যঃ (পৃথিব্যাদি অনিত্য পদার্থের মধ্যে নিত্য)] চেতনানাম্ চেতনঃ (ব্রহ্মাদি চেতন বিজ্ঞাতৃগণের মধ্যে চেতন, অর্থাৎ চেতয়িতা), যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) বহূনাম্ (বহু জীবের) কামান্ (ভোগসমূহ) [কামী-দিগকে কর্মফলানুরূপ এবং ভক্তদিগকে নিজ কৃপানুরূপ] বিদধাতি (প্রদান করেন) তৎ কারণম্ (সেই সর্বকারণ) সাংখ্য-যোগ-অধিগম্যম্ (জ্ঞান ও যোগের দ্বারা, কিংবা জ্ঞানরূপ যোগের দ্বারা, উপলভ্য) দেবম্ (জ্যোতির্ময়কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়) [কঃ ২।২।১৩]। ৬।১৩

নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য এবং চেতনগণের মধ্যে চেতন যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহুজীবের ভোগবিধান করেন, সেই সর্বকারণ এবং জ্ঞান ও যোগের দ্বারা উপলভ্য জ্যোতির্ময়কে জানিলে সর্বব[illegible] বিনষ্ট হয়। ৬।১৩

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪

[মুঃ ২।২।১০ ও কঃ ২।২।১৫ দ্রষ্টব্য]। ৬।১৪

তাঁহাকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করে না, এই অগ্নির আর কথা

কি? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই অনুযায়ী সকলে দীপ্তিমান্ হয়, তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশমান হয়। ৬।১৪

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫

অস্য (এই) ভুবনস্য (ভুবনের) মধ্যে (মধ্যে) একঃ (অদ্বিতীয়) হংসঃ (অবিদ্যাদি-হননকারী পরমাত্মাই) [বিদ্যমান আছেন]। সঃ এব (তিনিই) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) সলিলে (জলে, পঞ্চভূতের পরিণামভূত জলপ্রধান দেহে) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্‌রূপে নিহিত আছেন)। তম্ (তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অত্যেতি (অতিক্রম করে), অয়নায় (পরমপদ প্রাপ্তির জন্য) অন্যঃ (অপর) পন্থাঃ (পথ, উপায়) ন বিদ্যতে (নাই)। ৬।১৫

এই ভুবনমধ্যে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান আছেন। তিনিই অগ্নিরূপে[১] সলিলে[২] সন্নিবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর অতীত হইতে পারা যায়; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই। ৬।১৫

১। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে, পরমাত্মাও সেইরূপ অবিদ্যাদি নষ্ট করেন।

২। কেননা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে আছে, "জল পঞ্চম আহুতিতে (স্ত্রীদেহে) হুত হইয়া শরীরধারী (জীব) হয়।"—বৃঃ ৬।২।২-১৩; অথবা সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ অন্তঃকরণই সলিল পদের লক্ষ্য। বিশুদ্ধান্তঃকরণে সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যার্থরূপ জ্ঞানফলকে আরূঢ়, পরমাত্মা (অগ্নি) অবিদ্যা ও তৎকার্যের দাহক হন। কঃ ২।১।৮

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬

যঃ (যিনি) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ ([অধিষ্ঠান ও সত্তাসম্পাদক রূপে] অব্যক্ত অর্থাৎ সংসারের বীজাবস্থার এবং [বিশ্বরূপে] জীবের পালক), গুণেশঃ (সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের অধীশ্বর) সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ ([জ্ঞাতরূপে] সংসারমুক্তির কারণ, [ও অজ্ঞাতরূপে] সংসারে অবস্থিতিরূপ বন্ধনের কারণ) সঃ (তিনি) বিশ্বকৃৎ (জগৎকর্তা), বিশ্ববিৎ (সর্বজ্ঞ), আত্মযোনিঃ (আত্মরূপ যোনি, সর্বাত্মা ও সর্ব-কারণ), জ্ঞঃ (চৈতন্যজ্যোতি), কালকারঃ (কালের কর্তা), গুণী (নিষ্পাপত্বাদি-গুণবান্), [এবং] সর্ববিৎ (সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্)। ৬।১৬

যিনি অব্যক্তের ও জীবের পালক, যিনি সত্ত্বাদি গুণের অধীশ্বর, এবং যিনি সংসারমুক্তির কারণ ও সংসারে স্থিতিরূপ বন্ধনেরও কারণ, তিনিই জগৎস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মা, সর্বকারণ, চৈতন্যস্বরূপ, কালকর্তা, গুণী, ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্। ৬।১৬

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭

যঃ (যিনি) নিত্যম্ এব (সকল সময়েই) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) ঈশে (—ঈষ্টে, শাসন করেন), সঃ (তিনি) হি (অবশ্যই) তৎ-ময়ঃ (বন্ধ-মোক্ষহেতুরূপ) [স্বার্থে ময়ট্] ; অমৃতঃ (অমর), ঈশ-সংস্থঃ (স্বীয় ঈশ্বরত্বে, অর্থাৎ ঐশ্বর্যে, সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত), জ্ঞঃ (চৈতন্যস্বরূপ), সর্বগঃ (সর্বত্রগামী), অস্য (এই) ভুবনস্য

(ভুবনের) গোপ্তা (পালক)। ঈশনায় (জগৎশাসনার্থ) অন্যঃ (অপর) হেতুঃ (কারণ) ন বিদ্যতে (নাই)। ৬।১৭

যিনি সর্বদাই এই জগতের শাসন করেন, তিনি অবশ্যই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু; তিনি অমর, স্বীয় ঐশ্বর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বত্রগামী, ও এই ভুবনের পালক। জগৎশাসনার্থ তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নাই। ৬।১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮

[যেহেতু তিনি 'সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতু' (৬।১৬) সেই জন্য তাঁহার শরণ গ্রহণ অতি আবশ্যক]—যঃ (যিনি) পূর্বম্ (সৃষ্টির আদিতে) ব্রহ্মাণম্ (হিরণ্য-গর্ভকে) বিদধাতি (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) চ (এবং) যঃ বৈ (যিনিই) তস্মৈ (সেই হিরণ্যগর্ভের জন্য) বেদান্ (বেদসমূহ) প্রহিণোতি (প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রকাশ করিয়াছিলেন), আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশম্ ("আমি ব্রহ্ম" এই আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক) [পাঠান্তর—আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্] তম্ (সেই) দেবম্ হ (জ্যোতির্ময়কে) অহম্ (আমি) মুমুক্ষুঃ বৈ (মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া) শরণম্ প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করিতেছি)। ৬।১৮

যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে যিনি বেদ সকলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময়ের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৬।১৮

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ১৯
যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥ ২০

[ইদানীং ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে]—নিষ্কলম্ (নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয়ম্ (ক্রিয়াহীন, কূটস্থ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত), শান্তম্ (নির্বিকার), নিরবদ্যম্ (অনিন্দনীয়), নিরঞ্জনম্ (নির্লেপ), অমৃতস্য (অমৃতের, মুক্তির) পরম্ (সর্বোত্তম) সেতুম্ (সেতুস্বরূপ, অর্থাৎ হেতু), দগ্ধেন্ধনম্ (যে অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠ নিরবশেষরূপে দগ্ধ করা হইয়াছে সেই ইন্ধনশূন্য) অনলম্ ইব (অগ্নির সদৃশ, সর্বোপাধিবিবর্জিত)। ৬।১৯

মানবাঃ (মনুষ্যগণ) যদা (যদি কখনও) আকাশম্ (আকাশকে) চর্মবৎ বেষ্টয়িষ্যন্তি (চর্মের ন্যায় পরিবেষ্টিত করিবে, চর্মকে যেরূপ সঙ্কুচিত করিয়া আচ্ছাদিত করা যায় সেইরূপ আচ্ছাদিত করিতে পারিবে) তদা (তখনই) দেবম্ (জ্যোতির্ময়কে) অবিজ্ঞায় (না জানিয়াও) দুঃখস্য ([আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক] দুঃখের) অন্তঃ (অবসান) ভবিষ্যতি (হইবে)। ৬।২০

চর্মকে সঙ্কুচিত করিয়া যেরূপ আবৃত করা হয়, সেইরূপ যদি কখনও আকাশকে মানুষ আবৃত করিতে পারে, তবেই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, মুক্তির পরম সেতু, এবং নিরিন্ধন অনলের ন্যায় সর্বোপাধি-বিবর্জিত জ্যোতির্ময় (ব্রহ্মকে) না জানিয়াও দুঃখের অবসান হইতে পারিবে (অর্থাৎ উহা অসম্ভব)[১]। ৬।১৯-২০

১। ১৯শ মন্ত্রের অন্বয় ১৮শ মন্ত্রের সহিতও হইতে পারে। উক্ত স্থলে "নিষ্কলং" ইত্যাদি শব্দ "দেবম্" (৬।১৮) শব্দের বিশেষণ হইবে।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥ ২১

[সম্প্রদায়পরম্পরা বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষপ্রদত্ব প্রদর্শনের জন্য মন্ত্রত্রয়ে বিদ্যাধিকারী নির্ণয় করা হইতেছে]—তপঃ-প্রভাবাৎ (চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার প্রভাবে) চ (এবং) দেবপ্রসাদাৎ (পরমেশ্বরের অনুগ্রহে [ব্রঃ সূঃ ৩।২।৫]) শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতর) হ [ঐতিহ্যে] ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বিদ্বান্ (আত্মা রূপে সাক্ষাৎ করিয়া) অথ (অনন্তর) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীদিগের নিকট) সম্যক্ ঋষি-সঙ্ঘজুষ্টম্ ([বামদেব ও সনকাদি] ঋষিপরম্পরা কর্তৃক সম্যক্ রূপে সেবিত) পরমম্ (উৎকৃষ্টতম আনন্দস্বরূপ) পবিত্রম্ (অবিদ্যাদিশূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব) সম্যক্ (যেরূপ বলিলে সাক্ষাৎকার হইতে পারে তদ্রূপে) প্রোবাচ (বলিয়াছিলেন) । ৬।২১

তপস্যার প্রভাবে[১] এবং ঈশ্বরানুগ্রহে শ্বেতাশ্বতর উক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া অনন্তর ঋষিসংঘদ্বারা সম্যক্ পরিসেবিত এই পরম পবিত্র তত্ত্ব সন্ন্যাসীদিগের নিকট সম্যক্[২] প্রকারে বলিয়াছিলেন। ৬।২১

১। অনেকজন্মানুষ্ঠিত স্বাশ্রমবিহিত কর্মরূপ তপস্যা, এবং মনের একাগ্রতা-রূপ তপস্যাও বুঝিতে হইবে।

২। "সম্যক্" শব্দটি "সেবিত" ও "বলিয়াছিলেন" এই উভয়ের যে কোনও একটির সঙ্গে বা উভয়েরই সঙ্গে অন্বিত হইতে পারে।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২

বেদান্তে (উপনিষৎসমূহে) পরমম্ (পরমপুরুষার্থ মুক্তি-স্বরূপ) গুহ্যম্ (অতি গোপনীয় তত্ত্ব) পুরাকল্পে (পূর্বকল্পে) প্রচোদিতম্ (উপদিষ্ট হইয়াছে), অপ্রশান্তায় (যে আসক্তিমলাদিশূন্য নহে, তাহাকে) ন দাতব্যম্ (দান করা

অশুচিত্ত) অপুত্রায় (যে পুত্র নহে, তাহাকে) বা (কিংবা) অশিষ্যায় (যে শিষ্য নহে, তাহাকে) ন পুনঃ ([দিবে] না) । ৬।২২

উপনিষৎসমূহে পরমপুরুষার্থরূপ অতি গুহ্য তত্ত্ব পূর্বকল্পে[১] উপদিষ্ট হইয়াছিল[২] । যে শান্ত নহে এবং পুত্র বা শিষ্য নহে, তাহাকে ইহা প্রদেয় নহে । ৬।২২

১ । বেদ নিত্য, প্রতিকল্পেই উহা ঠিক একরূপ—ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৯ ।

২ । অথবা পুরাকল্পে, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে, হিরণ্যগর্ভকে উপদিষ্ট হইয়াছিল ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

যস্য (যাঁহার) দেবে (পরমেশ্বরে) পরা (শুদ্ধা) ভক্তিঃ (ভ[illegible] গীতা ১৮।৫৪]), যথা দেবে (পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ) তথা গুরৌ (গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি [গুরু ও দেবতার প্রতি একত্ববুদ্ধি]), তস্য (সেই) মহাত্মনঃ হি (মুখ্যাধিকারীর সকাশেই) এতে (এই সকল) কথিতাঃ (উপনিষদে উপদিষ্ট) অর্থাঃ (বিষয় সকল) প্রকাশন্তে (স্বানুভবযোগ্য হয়) । [পুনরুক্তি সমাপ্তি ও আদরের সূচক] । ৬।২৩

যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষদুক্ত এই সকল বিষয় স্বানুভবযোগ্য হয় । ৬।২৩

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু । মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুক্রমণিকা

নির্ঘণ্ট